সায়েন্স ফিকশন

আইজাক আসিমভ

সেকেন্ড ফাউন্ডেশন

অনুবাদ। নাজমুছ ছাকিব

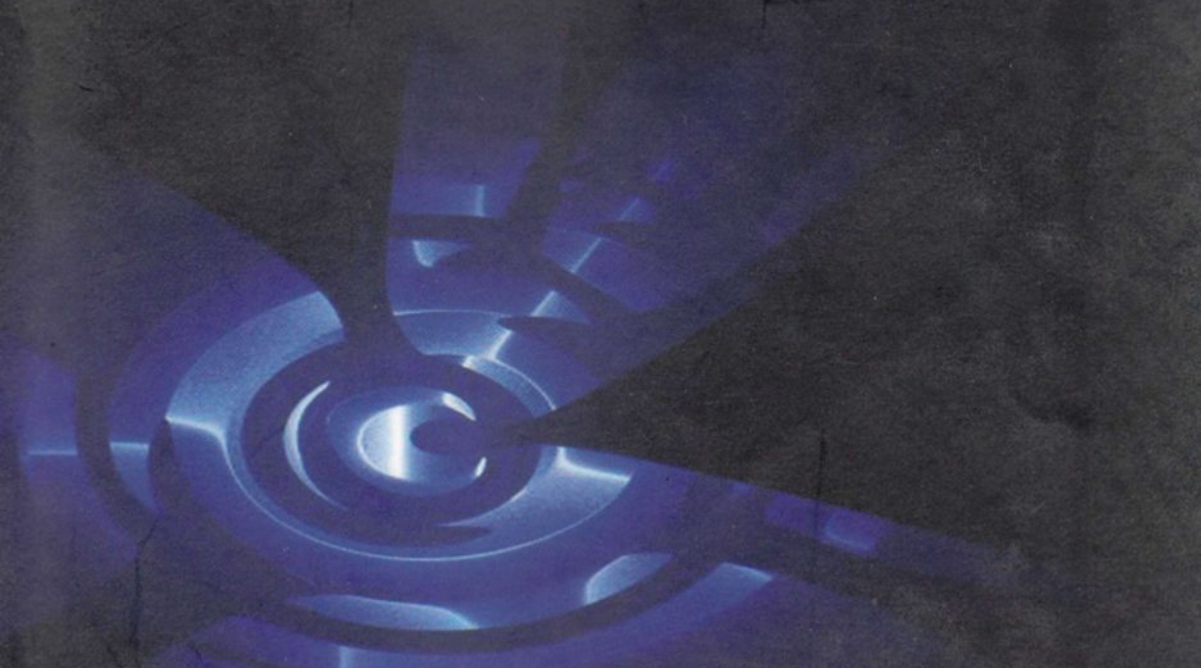

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালাকটিক ইরার ১২,০২০ সাল। ভাঙন শুরু হয়েছে প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ারে। এইরকমই এক বিশৃঙ্খল সময়ে গ্যালাক্সির হাল ধরেছেন সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন। কিন্তু চারদিক সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন তিনি। ট্র্যানটরের অগণিত গম্বুজের নিচে চল্লিশ বিলিয়ন মানব সন্তান অবিশ্বাস্যরকম জটিল এবং উন্নত এক সভ্যতা গড়ে তুলেছে। ক্লীয়ন জানেন এদের ভেতরে এমন অনেকেই আছে যারা তার পতনের জন্য সবকিছুই করতে পারে- এবং এই শত্রুদের তিনি সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারবেন শুধু যদি তিনি ভবিষ্যত জানতে পারেন।

ঠিক সেই সময়েই হ্যারি সেলডন ট্র্যানটরে এলেন সাইকোহিস্টোরির গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে- তার যুগান্তকারী থিওরী অফ প্রেডিকশন। আউটওয়ার্ল্ডের এই গণিতবিদ বুঝতেই পারেননি যে ট্র্যানটরে পা রাখার সাথে সাথেই তিনি তার নিজের এবং সেই সাথে মানবজাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে ফেলেছেন। নিজের বিস্ময়কর ক্ষমতার কারণেই পরিণত হলেন গ্যালাক্সির মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তিতে... যার হাতে রয়েছে ভবিষ্যতের সোনার চাবি- তার সেই প্রলয়ংকরী ক্ষমতাই ভবিষ্যতে পরিচিত হয়ে উঠে ফাউণ্ডেশন হিসেবে।

ISBN 984 847 100 6
9 789848 471005

আইজাক আসিমভ ◆ প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন

সন্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইজাক আসিমভকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন। জন্ম ১৯২০ সালে রাশিয়ার স্মলেনস্ক-এর কাছাকাছি জায়গায়। তিন বছর বয়সে পিতামাতার সাথে আমেরিকা চলে আসেন। আট বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পান।

কল্পকাহিনী লেখক হিসেবে আসিমভের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। পাঠক সমালোচকদের মতে 'ফাউণ্ডেশন' সিরিজ তার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। ফাউণ্ডেশন-এর প্রথম বইগুলো অ্যাস্টাউণ্ডিং পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মে ১৯৪২ এবং জুন ১৯৪২ সংখ্যায়। সম্পাদক চেয়েছিলেন তিনি যেন দশক শেষ হবার আগেই এই সিরিজের ছয়টি বই লিখে ফেলেন। কিন্তু আসিমভ বিরক্ত হয়ে ফাউণ্ডেশন লেখা ছেড়ে দেন। জেনেম প্রেস আসিমভের ফাউণ্ডেশন-এর গল্পগুলো তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করে : ফাউণ্ডেশন (১৯৫১); ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার (১৯৫২); সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন (১৯৫৩)। এই তিনটি বইকে বলা হয় ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি। ১৯৬৬ সালে ক্লিভল্যাণ্ডে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ফিকশন কনভেনশনে সদস্যরা ভোটাভুটির মাধ্যমে "বেস্ট অল টাইম সিরিজ" নির্বাচিত করে ফাউণ্ডেশন ট্রিলজিকে হুগো অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন দেন। ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি পুরস্কারটি পেয়ে যায়।

ভক্ত এবং প্রকাশকরা ফাউণ্ডেশন সিরিজ বাড়ানোর জন্য আসিমভের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি প্রকাশকের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। দীর্ঘ বত্রিশ বছর পর তিনি আবার ফাউণ্ডেশন লিখতে রাজি হলেন। অক্টোবর, ১৯৮১ সালে ফাউণ্ডেশন্স এজ লিখলেন এবং অবাক ব্যাপার বইটি নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় স্থান পায় এবং পঁচিশ সপ্তাহ সেখানে টিকে থাকে। পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পায় এই সিরিজের ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ (১৯৮৬); প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন (১৯৮৮); এবং ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন (১৯৯৩)।

পরবর্তী ফ্ল্যাপে দেখুন

আইজাক আসিমভ

ফাউণ্ডেশন সিরিজ ছাড়াও আসিমভের উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো : আর্থ ইজ রুম এনাফ; দ্য এণ্ড অব ইটারনিটি; দ্য নেকেড সান; কেভস অব স্টিল; আই রোবট; রোবটস অব ডন এবং আরো অনেক। এ ছাড়াও তিনি কিছু রহস্য গল্প লিখেছেন যেগুলো সমান জনপ্রিয়তা পায়।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এই অসামান্য লেখক মাত্র বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

অনুবাদক : **নাজমুছ ছাকিব** ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ জন্ম; এম. এস. এস (অর্থনীতি) বিষয়ে স্নাতকোত্তর। আই. সি. এম-এ পড়েছেন। বই পড়ার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই , বিশেষ করে সায়েন্স ফিকশন। আর এ থেকেই সায়েন্স ফিকশন অনুবাদেও আগ্রহ জন্মে। সায়েন্স ফিকশন সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন তার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদগ্রন্থ (২০০০)। ফাউণ্ডেশন্স এজ দ্বিতীয়। ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার ও ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ এবং প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন তার পঞ্চম অনুবাদ। বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরী করছেন এবং আইজাক আসিমভের আরো একটি উল্লেখযোগ্য সায়েন্স ফিকশন "ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন" এবং ক্যানাডিয়ান লেখক জেনেট লান-এর 'দ্য হলো ট্রি' অনুবাদ করছেন। 'দ্য হলো ট্রি' ক্যানাডার সবচেয়ে সম্মানীত সাহিত্য পুরস্কার 'দ্য গভর্নর জেনারেল অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত।

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

সায়েন্স ফিকশন

প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

PRELUDE TO FOUNDATION

ISAAK ASIMOV

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশন

প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন

মূল : আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেশ
ISBN-13-984-70209-0023-0
ISBN-10-984-8471-00-6

প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন

আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

অনুবাদস্বত্ব © সন্দেশ ২০০৪

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট শাহাবাগ ঢাকা-১০০০ থেকে
লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
E-mail : sandesh.publication@live.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭
চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেন্সন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, দোতলা, ঢাকা-১১০০।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে রিপ্রোডিউস বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৪০০.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সায়েন্স ফিক্‌শন ভক্ত পাঠকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাজমুছ ছাকিব অনূদিত আরো বই :

ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড এম্পায়ার / মূল: আইজাক আসিমভ
সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন্স এজ / মূল: আইজাক আসিমভ
ফাউণ্ডেশন অ্যাণ্ড আর্থ / মূল: আইজাক আসিমভ
ফরোয়ার্ড টু ফাউণ্ডেশন / মূল: আইজাক আসিমভ
দ্য হলো ট্রি / জ্যানেট লান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিক্রম

গণিতবিদ	৯
পলায়ন	৩৩
ইউনিভার্সিটি	৫৫
লাইব্রেরি	৭১
আপারসাইড	৯৩
উদ্ধার	১১৭
মাইকোজেন	১৩৫
সানমাস্টার	১৫৭
মাইক্রোফার্ম	১৭৯
দ্য বুক	১৯৯
স্যাক্রাটোরিয়াম	২২১
এল্ডারদের বাসস্থান	২৪৫
হিটসিঙ্ক	২৬৭
বিলিবটন	২৯৩
আণ্ডারকভার	৩১৫
অফিসার	৩৩৩
ওয়ি	৩৫৩
পরাজয়	৩৭৫
ডর্স	৩৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণিতবিদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লীয়ন প্রথম... ফার্স্ট গ্যালাকটিক এম্পায়ারের সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন ছিলেন এ্যান্টান ডাইন্যাস্টির শেষ বংশধর। জন্ম গ্যালাকটিক ইরার ১১,৯৮৮ সালে (হ্যারি সেলডনের জন্ম ঠিক একই বছরে, অনেকেই মনে করেন যে ক্লীয়নের সাথে সেলডনের জন্ম সালটাকে ইচ্ছে করেই মেলানো হয়েছে, যেহেতু ট্র্যানটরে আগমনের কিছুদিন পরেই ক্লীয়নের সাথে সেলডন দেখা করেছিলেন।) মাত্র বাইশ বছর বয়সে সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন ক্ষমতাসীন হন। সেই সময় গ্যালাক্সির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল সীমাহীন অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ইতিহাসে ক্লীয়নের সুদীর্ঘ শাসনকালকে চিহ্নিত করা হয় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ হিসেবে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে এই শান্তি ও সমৃদ্ধির পিছনে মূল অবদান ছিল ক্লীয়নের চীফ-অফ-স্টাফ ইটো ডেমারজেলের। অথচ ইতিহাসবিদরা এই ইটো ডেমারজেলের ব্যাপারে পর্যাপ্ত কোনো তথ্য আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি, কারণ সে সর্বদাই নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখত।
ক্লীয়ন নিজে...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

১

ছোটখাটো একটা হাই তুলতে গিয়েও তুললেন না ক্লীয়ন। বললেন, "হ্যারি সেলডন– এই নামের কোনো লোককে তুমি চেন, ডেমারজেল, বা নামটা কখনো শুনেছ?"

দশ বছরের কিছু বেশি হয়েছে ক্লীয়ন সিংহাসনে বসেছেন। এই সময়ের মাঝে তিনি হাতে গোনা কয়েকবার জমকালো রাজকীয় পোশাক, আলখাল্লা– যে পোশাকগুলো পরিধান করলে তাকে মহান সম্রাটের মতোই মনে হয়– সেগুলো পরিধান করে জনসমক্ষে হাজির হয়েছেন। পিছনের দেয়ালের কুলুঙ্গিগুলোতে পূর্বপুরুষদের হলোগ্রাফের সাথে তার নিজের হলোগ্রাফও আছে একটা, এমনভাবে রাখা যেন এক নজর তাকিয়েই সবাই বুঝতে পারে যে তিনি পূর্বপুরুষদের চেয়েও অনেক মহিমান্বিত।

এই হলোগ্রাফ তৈরির সময় ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। হলোগ্রাফ এবং বাস্তব ক্লীয়নের সাথে যথেষ্ট অমিল। যেমন বাস্তবে ক্লীয়নের চুলের রং হালকা বাদামী, হলোগ্রাফে চুলের রং ঠিকই আছে কিন্তু যথেষ্ট পাতলা। বাস্তবে ক্লীয়নের মুখে একটা অসঙ্গতি চোখে পড়ে। তার উপরের ঠোঁটের ডান কোণা বাদিকের চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা বাকা হয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় উপরের দিকে উঠে থাকে সবসময়ই। হলোগ্রাফে এই অসঙ্গতিটুকু ফুটিয়ে তোলা হয়নি। এছাড়াও হলোগ্রাফে তার উচ্চতা যা দেখানো হয়েছে বাস্তবে তার উচ্চতা আরো কমপক্ষে ২ সে. মি. কম। তিনি উঠে গিয়ে যদি হলোগ্রাফের পাশে দাঁড়ান তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এটাই ক্লীয়নের ক্ষমতায় অভিষেকের হলোগ্রাফ। তখন তিনি ছিলেন তরুণ এবং সুদর্শন। অবশ্য এখনো তিনি সুদর্শন এবং গুরুগম্ভীর আর জটিল রাজকীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে যখন মুক্ত থাকেন, তার মুখে ভালোমানুষী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে।

দীর্ঘদিনের পরিচর্যিত এবং পরিশিলীত সুরে জবাব দিল ডেমারজেল, "হ্যারি সেলডন? নামটা অপরিচিত, সায়ার। আমি কী জানার চেষ্টা করব?"

"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী গতরাতে এই লোকটার কথা আমাকে বলেছে। ভেবেছিলাম তুমি জানো।"

ভুরু কুঁচকালো ডেমারজেল। তবে খুবই সামান্য, এতই সামান্য যে চোখে না পড়ার মতোই, কারণ সম্রাটের সামনে কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ করার নিয়ম নেই। "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর উচিত ছিল কথাটা প্রথমে আমাকে জানানো যেহেতু আমি চীফ-অফ-স্টাফ। সবাই যদি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়েও আপনাকে বিরক্ত করা শুরু করে—"

হাত তুললেন ক্লীয়ন, সাথে সাথে থেমে গেল ডেমারজেল। "আহ্ ডেমারজেল, সবসময় নিয়ম কানুন মেনে চলা যায় না। গতরাতের অভ্যর্থনার সময় আমি কুশলাদি জানার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর সামনে একটু দাঁড়িয়েছিলাম। ওই সময়েই সে কথাগুলো আমাকে বলে এবং আমিও না শুনে পারিনি। কারণ বিষয়টা আমাকে বেশ আকৃষ্ট করেছে।"

"আকৃষ্ট করেছে? কেন, সায়ার?"

"দেখো, পুরনো দিনের মতো গণিত আর বিজ্ঞান সাধনা নিয়ে মানুষের মাঝে এখন কোনো ধরনের উন্মাদনা নেই। এইসব বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বোধহয় পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেছে। হয়তো সবাই ধরে নিয়েছে যে মানুষের সুখ ও কল্যাণের জন্য যা যা আবিষ্কার করা প্রয়োজন বিজ্ঞান তার সবই আবিষ্কার করে ফেলেছে, তোমার কী মনে হয়? তারপরেও অসম্ভব এবং অকল্পনীয় অনেক কিছু এখনো ঘটতে পারে।"

"বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আপনাকে এগুলো জানিয়েছে, সায়ার?"

"হ্যাঁ; হ্যারি সেলডন একটা গণিত সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ট্র্যানটরে এসেছে। কী কারণে জানি না সম্মেলনটা প্রতি দশ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আমাকে জানায় যে এই হ্যারি সেলডন প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আগাম বলে দেয়া সম্ভব।"

মুখে খানিকটা হাসি ফুটিয়ে তুলল ডেমারজেল। "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী নিঃসন্দেহে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। কিন্তু তারপরেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে হয় তিনি বুঝতে ভুল করেছেন অথবা এই গণিতবিদ ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে। আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা, এগুলো তো শিশুদের রূপকথা।"

"তাই কী, ডেমারজেল? মানুষ কিন্তু এগুলো বিশ্বাস করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মানুষ অনেক কিছুই বিশ্বাস করে, সায়ার।"

"কিন্তু এই ধরনের ব্যাপার-স্যাপারগুলো একটু বেশিই বিশ্বাস করে : যাই হোক ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে সত্য হোক বা না হোক, কোনো ব্যাপার না। যদি একজন গণিতজ্ঞ আমার জন্য জনগণের কাছে প্রচার করে যে অনাগত দিনগুলোতে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি, ভবিষ্যতে এম্পায়ার হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধিশালী– সেটা ভালো হবে না?"

"শুনতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে, সায়ার?"

"জনগণ যদি বিশ্বাস করে, তাহলে তারা সেই অনুযায়ী আচরণ করবে। অনেক মতবাদই শুধু মানুষের গভীর বিশ্বাসের কারণে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই মতবাদগুলো আসলে মানুষের ভয়, শঙ্কা দূর করে তাদেরকে প্রশমিত করে তোলে। এই জাতীয় কথা তুমিই আমাকে বুঝিয়েছিলে।"

"বলেছিলাম, সায়ার।" সতর্ক পর্যবেক্ষণে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আছে ডেমারজেল, বোঝার চেষ্টা করছে কীভাবে বললে সীমা লঙ্ঘন করা হবে না। "যদি তাই হয়, তাহলে তো যে কোনো ব্যক্তিই মতবাদগুলো প্রচার করতে পারে।"

"যে কোনো ব্যক্তিকে জনগণ সমানভাবে বিশ্বাস করবে না, ডেমারজেল। অন্যদিকে একজন গণিতজ্ঞ তার মতবাদ প্রচার করবে গাণিতিক সূত্র এবং বিশ্লেষণের ভিত্তিতে– যা সাধারণ মানুষ বুঝবে না অথচ বিশ্বাস করবে ঠিকই।"

"বরাবরের মতোই আপনি অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, সায়ার। সত্যি কথা, আমরা এখন সমস্যাসঙ্কুল কঠিন সময়ের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছি। এই সময় জনগণকে শান্ত রাখা প্রয়োজন। তার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে করে অর্থ ব্যয় বা সামরিক শক্তি কোনোটাই প্রয়োগ করতে না হয়– যেহেতু সমসাময়িক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই দুটো পদ্ধতিতেই লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি।"

"ঠিক, ডেমারজেল।" উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন সম্রাট। "হ্যারি সেলডনকে খুঁজে বের করো। আমি জানি তোমার হাত এই বিশাল গ্রহের সব জায়গাতেই ছড়ানো, এমনকি সেইসব স্থানেও যেখানে আমার সৈনিকরা পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। হ্যারি সেলডনকে আমার সামনে নিয়ে এসো। আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।"

"তাই হবে, সায়ার।" বলল ডেমারজেল। সম্রাট অবশ্য জানেন না যে তার চীফ অফ স্টাফ এরই মাঝে হ্যারি সেলডনকে খুঁজে বের করে ফেলেছে। একটা কথা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ডেমারজেল– এই চমৎকার কাজের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীকে একটা প্রশংসাসূচক ধন্যবাদ জানাতে হবে।

২

বর্তমান কাহিনী যে সময়ের, সেই সময় হ্যারি সেলডন ছিলেন নিতান্তই অখ্যাত তরুণ এক গণিতবিদ। সম্রাট প্রথম ক্লীয়নের মতো তার বয়সও বত্রিশ বছর, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার উচ্চতা মাত্র ১.৭৩ মিটার। মসৃণ নিভাজ মুখমণ্ডলে সর্বদাই একটা সতেজ হাসি-খুশি ভাব, ঘন বাদামী চুল, প্রায় কালোই বলা যায় এবং পোশাকে-আশাকে তখনো একটা গ্রাম্য প্রাদেশিকতার ছোঁয়া রয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী যুগে যে মানুষগুলোর কাছে তিনি আধা ঈশ্বরে পরিণত হন,সেই মানুষগুলোর কাছে তার এই তরুণ বয়সের চেহারা কল্পনা করাও ধর্মদ্রোহিতার সামিল। ভবিষ্যতে বংশধরদের সামনে তিনি ছিলেন হুইলচেয়ারে বসা পক্বকেশ অশীতিপর বৃদ্ধ। বলিরেখাপূর্ণ মুখ, উজ্জ্বল দীপ্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আর তার পিতৃসুলভ স্নেহময় মুখমণ্ডল থেকে ফুটে বেরুচ্ছে নির্ভেজাল জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা। তবে সেই বৃদ্ধ বয়সেও তার মুখে সতেজ হাসি-খুশি ভাবটা বজায় ছিল।

এই মুহূর্তেও তার চোখ দিয়ে খুশির ঝিলিক বেরুচ্ছে। গণিত সম্মেলনে তিনি তার গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। বাঘা-বাঘা গণিতবিদরা কিছুটা হলেও আকৃষ্ট হয়েছে। বৃদ্ধ অস্টারফি মাথা নেড়ে বলেছেন, "চমৎকার, ইয়ং ম্যান। চমৎকার।" অস্টারফির প্রশংসা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

বর্তমান ঘটনায় অবশ্য হ্যারি সেলডন খানিকটা বিমূঢ়। খুশি হবেন না শঙ্কিত হবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

"লেফটেন্যান্ট আলবান ওয়েলিস," পরিচয়পত্র দেখালো সামনে দাঁড়ানো সম্রাটের গার্ড রেজিমেন্টের অফিসার। "আপনি কী আমার সাথে একটু আসবেন, স্যার?"

ওয়েলিস সশস্ত্র নিঃসন্দেহে। সেলডন জানেন এদের সাথে তাকে যেতেই হবে। তবে দু-একটা প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার চেষ্টা করতে তো কোনো দোষ নেই। তাই তিনি বললেন, "কোথায়, সম্রাটের সাথে দেখা করার জন্য?"

"প্রাসাদে নিয়ে যাব, স্যার। আমাকে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণটা আমাকে জানানো হয়নি। শুধু কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে আপনাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে, যেভাবেই হোক।"

"দেখে তো মনে হয় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তেমন কোনো অপরাধ করেছি বলে তো মনে পড়ে না।"

"বরং বলুন যে আপনাকে সসম্মানে গার্ড অব অনার দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দয়া করে আর দেরী করবেন না।"

দেরী করলেন না সেলডন। ঠোঁট দুটো জোরে চেপে রাখলেন। ভাবখানা এমন, মুখ ফসকে যেন আর কোনো প্রশ্ন বেরিয়ে না পড়ে। মাথা নেড়ে পা বাড়ালেন সামনে। সম্রাটের সাথে দেখা হলে বা একটা রাজকীয় সংবর্ধনা পেলেও তিনি খুশী হবেন না। তার আসল উদ্দেশ্য এম্পায়ার অর্থাৎ মানবজাতির কল্যাণ এবং সুখ শান্তির জন্য আজীবন সাধনা করা– কোনো সম্রাটের ব্যক্তিগত তল্পিবাহক হতে পারবেন না তিনি।

অফিসার সামনে, আর সৈনিক দুজন পিছনে। মাঝখানে সেলডন। হোটেলের বাইরে একটা গ্রাউন্ড কার অপেক্ষা করছিল। এমন সুসজ্জিত এবং জাঁকজমকপূর্ণ গাড়ি তিনি আগে দেখেন নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকাটা ট্র্যানটরের সবচেয়ে অভিজাত বসতিগুলোর একটা। গম্বুজের ছাদ এত উঁচু যে নবাগত কারো কাছে মনে হতে পারে, সে খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কী সেলডন- যিনি উন্মুক্ত গ্রহের খোলা আকাশের নিচে বেড়ে উঠেছেন- তিনিও প্রায় ভুল ভেবে বসেছিলেন যে আসলে দাঁড়িয়ে আছেন অকৃত্রিম সূর্যের আলোর মাঝে। অথচ উপরে তাকালে আলো প্রদানকারী কোনো নক্ষত্র বা মেঘ চোখে পড়বে না। তবে বাতাস বেশ আরামদায়ক এবং সুবাসিত।

জায়গাটা তারা পার হয়ে গেলেন। এর পরেই দেখা গেল গম্বুজের ছাদ ঢালু হয়ে নিচে নেমে এসেছে, চারপাশের দেয়ালগুলো সরে এসেছে অনেকটা কাছাকাছি। কিছুক্ষণ পরেই সেলডন দেখলেন যে তারা একটা আবদ্ধ টানেলের ভিতর দিয়ে চলছেন। খানিকদূর পরপরই চোখে পড়ছে মহাকাশযান এবং নক্ষত্র চিহ্ন। অর্থাৎ এই টানেলগুলো সরকারী ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট।

টানেলের শেষ মাথায় একটা দরজা খুলে গেল। দ্রুত বেগে গ্রাউন্ড কার বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়- সত্যিকারের উন্মুক্ত প্রান্তর। ট্র্যানটরের বুকে ২৫০ বর্গ কিলোমিটার স্থান রয়েছে যা একেবারেই প্রাকৃতিক, গ্রহের বাকী অংশের মতো ধাতব গম্বুজ দ্বারা আবৃত করে ফেলা হয়নি, যেখানে মাথার উপরে অকৃত্রিম আকাশ এবং মেঘ চোখে পড়ে। এটাই সম্রাটদের বাসস্থান, এখানেই রয়েছে সম্রাটের প্রাসাদ। সুযোগ পেলে এখানে একটু ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা আছে সেলডনের। প্রাসাদ দেখার জন্য নয়- গ্যালাকটিক ইউনিভার্সিটিও এখানেই এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানেই আছে গ্যালাকটিক লাইব্রেরি।

যাই হোক ট্র্যানটরের আবদ্ধ পরিমণ্ডলের বাইরে এখানে এই খোলা জায়গায় আকাশ নিষ্প্রভ ধূসর। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগল মুখে। জানালা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

একটা ঝড়ো দিন শুরু হতে যাচ্ছে।

৩

আসলেই কী সম্রাট তার সাথে দেখা করবেন, এই ব্যাপারে সেলডন নিশ্চিত নন। বড় জোর চতুর্থ বা পঞ্চম মাত্রার কোনো কর্মকর্তা এসে দাবী করবে যে সে সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছে।

কতজন মানুষ সম্রাটকে দেখেছে? হলোভিশনে নয়, সরাসরি, সামনাসামনি। কতজন মানুষ সম্রাটের সত্যিকার নশ্বর দেহটা দেখেছে- যে সম্রাট কখনো এই ইম্পেরিয়াল গ্রাউন্ড ছেড়ে বাইরে যান নি।

সংখ্যাটা নেহায়েতই অপ্রতুল। পঁচিশ মিলিয়ন বাসযোগ্য গ্রহ, প্রতিটি গ্রহেই বিলিয়ন বিলিয়ন মানব সন্তান- এবং এই কোয়াড্রিলিয়ন মানব সন্তানদের মাঝে কয়জন রক্ত-মাংসের সম্রাটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছে? কয়েক হাজার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং এই বিষয়ে আসলেই কী কেউ মাথা ঘামায়? সম্রাট এম্পায়ার-এর প্রতীক ছাড়া কিছুই না, মহাকাশযান এবং নক্ষত্র চিহ্নের মতোই, তবে অনেক বেশি অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য। আসলে এখন এম্পায়ার বলতে সম্রাটকে বোঝায় না, বোঝায় তার সুবিশাল সেনাবাহিনী এবং নীতিহীন কর্মকর্তাদের যারা এম্পায়ারের জনগণের উপর যন্ত্রণাদায়ক বোঝার মতো চেপে বসেছে।

কাজেই তিনি যখন ছোট এক কামরায় এক সুদর্শন তরুণের মুখোমুখি হলেন, ভেবেই পেলেন না সম্রাটের অফিসারদের ভেতর এইরকম একজন লোক কোত্থেকে এলো যে কি না তার দিকে দাম্ভিকভাবে না তাকিয়ে ভদ্র সৌজন্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কামরাটা একেবারেই সাধাসিধে। আসবাবপত্র তেমন কিছুই নেই। মাঝখানে একটা টেবিল, যার কিনারায় তরুণ বসে আছে। এক পা মাটিতে আরেক পা ঝোলানো। সেলডনের অভিজ্ঞতায় বলে যে, সম্রাটের অফিসাররা সবসময়ই গম্ভীর আর রাগী– ভাবখানা যেন পুরো গ্যালাক্সির বোঝা তারা কাঁধে নিয়ে রেখেছে। অফিসারদের পদমর্যাদা যত কম তারা তত বেশি গম্ভীর আর রাগী।

এই তরুণ তাহলে খুবই উঁচু পর্যায়ের কেউ হবে। তার ক্ষমতা নিশ্চয়ই এত বেশি যে সেটা প্রকাশ করার জন্য ভুরু কুঁচকে রাখতে হয় না।

সেলডন বুঝতে পারছেন না কেমন আচরণ করা উচিত। সবচেয়ে ভালো হয় বোধহয় চুপ করে থাকলেই, লোকটাই প্রথম কথা বলুক।

"তুমি হ্যারি সেলডন, গণিতবিদ।" তরুণ অফিসার বললেন।

"জ্বি স্যার।" সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন সেলডন।

মশা তাড়ানোর ভঙ্গীতে একটা হাত নাড়লেন তরুণ। "বলা উচিত 'সায়ার,' তবে আমি আনুষ্ঠানিকতা পছন্দ করিনা। সারাদিন এইসবের মাঝেই থাকতে হয়, এগুলো আমাকে ক্লান্ত করে তোলে। এখানে শুধু আমি আর তুমি, কাজেই আনুষ্ঠানিকতা বাদ। বসো, প্রফেসর।"

পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেলো সেলডনের। কারণ অর্ধেক বক্তব্য শুনেই বুঝে ফেলেছেন যে এই তরুণ আর কেউ নন, সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন স্বয়ং। এবার ছবিতে, হলোভিশনে দেখা সম্রাটের ছবির সাথে তরুণের চেহারার কিছুটা মিল খুঁজে পাচ্ছেন। ছবিতে অবশ্য দেখা যায় তার পরনে চোখ ধাঁধানো রাজকীয় পোশাক, চেহারায় সীমাহীন মাহাত্ম্য এবং গাম্ভীর্য।

অথচ সামনে যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে সে একেবারেই সাধারণ।

একটুও নড়লেন না সেলডন।

সামান্য ভুরু কোঁচকালেন সম্রাট, তিনি সর্বদা নির্দেশ দিয়ে তা পালন হতে দেখেই অভ্যস্ত। কাজেই না চাইতেই গলা দিয়ে স্বভাবসুলভ নির্দেশের সুর বেরিয়ে এল, "আমি তোমাকে বসতে বলেছি। ওই চেয়ারে, জলদি।"

বাধ্য ছেলের মতো টুপ করে বসে পড়লেন সেলডন। এমনকি "জ্বি, সায়ার," বলার সাহসটুকু পর্যন্ত দেখালেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাট হাসলেন।"বেশ ভালো। এবার আমরা দুজন সাধারণ মানুষের মতো কথা বলতে পারি তাই না। সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিলে আমি তো সাধারণ মানুষই। তুমি কী বলো?"

"ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির মন্তব্য নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।" সতর্ক সুরে বললেন সেলডন।

"ওহ্, এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমার সাথে একজন সমমর্যাদার মানুষের মতো কথা বলতে চাই। সেটা করতে পারলে খুশি হব। আমাকে সাহায্য করো।"

"জ্বি, সায়ার।"

"শুধু 'জ্বি' বললেই চলবে। তোমার আমার মাঝখানের দূরত্ব কমানোর কোনো উপায় নেই?"

সেলডনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন ক্লীয়ন, আর সেলডনের কাছে মনে হলো কী প্রাণবন্ত দৃষ্টি।

"তোমার চেহারা গণিতবিদদের মতো নয়।" সম্রাট বললেন।

শেষ পর্যন্ত একটু সাহস করে হাসলেন সেলডন। "আমি সঠিক জানিনা গণিতবিদের চেহারা কেমন হওয়া উচিত, ইওর ইম্প–" ক্লীয়ন সতর্ক করার ভঙ্গীতে একটা হাত তুলতেই বাকী কথাগুলো পেটের ভিতর চালান করে দিলেন সেলডন।

"সাদা চুল," বললেন ক্লীয়ন। "দাড়ি থাকতেও পারে, আর অবশ্যই বৃদ্ধ।"

"নিশ্চয়ই এই গণিতবিদরাও একসময় তরুণ ছিলেন।"

"কিন্তু তখন তাদের তেমন একটা নাম যশ থাকে না। গ্যালাক্সির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে তাদের চেহারা আমি যেমন বললাম সেইরকমই হয়ে যায়।"

"আমার তাহলে তেমন নাম যশ নেই।"

"অথচ এখানে যে সম্মেলন হয়েছে সেখানে তুমি বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ পেয়েছ।"

"সুযোগ অনেকেই পেয়েছে। তাদের অনেকেরই বয়স আমার চেয়েও কম। খুব অল্প কয়েকজনই আসলে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পেরেছে।"

"নিঃসন্দেহে তোমার তত্ত্ব আমার কয়েকজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারাই আমাকে বুঝিয়েছে যে তোমার বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটা আগাম বলে দেয়া সম্ভব।"

হঠাৎ করেই ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন সেলডন। মনে হচ্ছে তার তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা চলতেই থাকবে। আসলে এই সম্মেলনে আসাই উচিত হয়নি।

"ঠিক সেইরকম কিছু না," তিনি বললেন। "আমি যা করেছি তা অনেক বেশি সীমিত। প্রতিটি সিস্টেমেই বিভিন্ন কারণে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটা বলা অসম্ভব। কম জটিল সিস্টেমের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। প্রচলিত ধারণা হলো এই যে মানব সমাজের মতো একটা অতি জটিল সিস্টেমে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় খুব দ্রুত এবং সেখানে ভবিষ্যতে কী হবে না হবে সেটা বলা পুরোপুরি অসম্ভব। আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে মানব সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারা আমরা অন্তত একটা স্টার্টিং পয়েন্ট নির্বাচন করতে পারব, তারপর নিখুঁত অনুমানের ভিত্তিতে এই বিশৃঙ্খলা কমিয়ে আনা সম্ভব। তারপরে হয়তোবা ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। কিন্তু তা বিস্তারিত কিছু হবে না হবে অনেকগুলো বিকল্প পথ; সুনিশ্চিত কিছু নয় বরং গাণিতিক সম্ভাবনা।"

অসীম ধৈর্য্যের সাথে কথাগুলো শুনলেন সম্রাট। বললেন, "কিন্তু তোমার মূল বক্তব্য তো এটাই যে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।"

"আবারো বলছি আমি সেই ধরনের কিছু প্রমাণ করতে পারিনি। শুধু বলেছি যে তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব এর বেশি কিছু না। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য আমাদেরকে প্রথমেই সঠিক স্টার্টিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। তারপরে রয়েছে শতকরা একশ ভাগ নিখুঁত অনুমান এবং নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন করার কাজ। আমার গণিতের সাহায্যে এই সমস্যাগুলোর কোনোটারই জবাব মিলবে না। আর মিললেও তা হবে শুধুই সম্ভাবনা, কোনো অবস্থাতেই ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে না; এটা শুধুই কী হতে পারে তার অনুমান। প্রতিটি সফল রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এই কাজটা আরো নিখুঁতভাবে করে, নইলে তারা জীবনে সফল হতে পারত না।"

"কিন্তু তারা সেটা গণিতের সাহায্যে করে না।"

"সত্যি কথা। তারা সেটা করে অন্তর্জ্ঞানের সাহায্যে।"

"গণিতের সাহায্যে যে কেউ নিখুঁতভাবে সম্ভাবনা যাচাই করতে পারবে, তখন আর অন্তর্জ্ঞানের উপর নির্ভর না করলেও চলবে।"

"এটাও সত্যি কথা, কিন্তু আমি শুধু বলেছি যে গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্ভব। সেটা যে বাস্তব হবে তা কিন্তু বলিনি।"

"কোনো বিষয় সম্ভব কিন্তু অবাস্তব হয় কী করে?"

"মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহে গিয়ে প্রতিটি মানুষের সাথে দেখা করা তাত্ত্বিকভাবে কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব। সে জন্য সময় লাগবে আমি যতদিন বাঁচব তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি। আবার অমর হলেও লাভ নেই। যে হারে পূর্বে জন্মানো মানুষগুলোর সাথে দেখা করব তার চেয়েও বেশি হারে নতুন মানুষ জন্ম নেবে প্রতিদিন। তারচেয়েও বড় কথা আমার সাথে দেখা হওয়ার আগেই বা আমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছানোর আগেই বহু মানুষ জীবনকাল শেষ করে মারা যাবে।"

"এই ধরনের ব্যাখ্যা কী তোমার ভবিষ্যৎ গণিতের বেলায়ও প্রযোজ্য?"

খানিকটা ইতস্তত করে আবার শুরু করলেন সেলডন। "হয়তো বা গাণিতিক সমাধান পেতে হলে আমাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। মহাবিশ্বের যাবতীয় তথ্য ধারণ করতে সক্ষম এবং হাইপারস্পেসাল গতিতে কাজ করতে পারে এমন একটা কম্পিউটার থাকলেও লাভ হবে না। ফলাফল কাজে লাগানোর আগেই বহুবছর পার হয়ে যাবে, পরিস্থিতি উন্নয়নের কোনো সুযোগ থাকবে না। তখন প্রাপ্ত ফলাফল হয়ে পড়বে অর্থহীন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্রক্রিয়াটাকে আরো সহজ করা যায় না?" ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করলেন ক্লীয়ন।

"ইওর ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি"– সেলডন বুঝতে পারছেন উত্তরগুলো যেহেতু পছন্দ হচ্ছে না তাই সম্রাট রেগে উঠছেন। তিনিও সতর্কভাবে জবাব দিতে লাগলেন– "ভেবে দেখুন, বিজ্ঞানীরা কীভাবে বস্তুর পরমাণু নিয়ে কাজ করে। একটা বস্তুতে রয়েছে অগণিত পরমাণু। সেগুলো অবিরাম দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করছে। যা অনুমান করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার মাঝেও একটা লুকানো নিয়ম আছে। আর তাইতো আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক প্রশ্নেরই জবাব পেয়েছি। আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা পরমাণুর স্থানে মানুষকে নিয়ে ঠিক একই উপায়ে কাজ করার চেষ্টা করি, তবে সেই ক্ষেত্রে নতুন একটা বিষয় যোগ করতে হবে আর তা হচ্ছে মানুষের আবেগ। পরমাণু নিরাবেগ; কিন্তু মানুষ সর্বদাই আবেগ দ্বারা পরিচালিত। মনের বিভিন্ন অবস্থা এবং আবেগ বিবেচনা করতে হলে এত বেশি জটিলতা তৈরি হয় যা সামলানো পুরোপুরি অসম্ভব।"

"নিরাবেগ পরমাণুর মতো মানুষের মন বা আবেগেরও একটা লুকানো নিয়ম থাকতে পারে?"

"হয়তোবা। যদি থাকেও তা এত বেশি সূক্ষ্ম, এত বেশি এলোমেলো যে এক্ষেত্রে আমার গাণিতিক বিশ্লেষণ কোনো সাহায্য করতে পারবে না। ভেবে দেখুন– গ্যালাক্সিতে বর্তমানে পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহে মানুষ বাস করছে। প্রতিটি গ্রহের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং সংস্কৃতি। একটা গ্রহের সাথে আরেকটা গ্রহের কোনো মিল নেই। প্রতিটি গ্রহে রয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন মানবসন্তান। প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক মন এবং আবেগ। প্রতিটি গ্রহ, প্রতিটি মানুষ অগণিত উপায়ে, কল্পনাতীত সমন্বয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চলেছে। সেইজন্যই তো বারবার বলছি কাগজে কলমে সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও বাস্তবে তা মোটেই সম্ভব নয়।"

"সাইকোহিস্টোরিক্যাল মানে?"

"ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নাম দিয়েছি আমি সাইকোহিস্টোরি।"

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট, হেঁটে কামরার অন্য প্রান্তে চলে গেলেন। ফিরে এসে আবার দাঁড়ালেন সেলডনের সামনে।

"উঠে দাঁড়াও!" আদেশ করলেন তিনি।

দাঁড়িয়ে তার চেয়ে খানিকটা লম্বা সম্রাটের দিকে তাকালেন সেলডন। দৃষ্টিতে একটা দৃঢ়তা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।

"তোমার এই সাইকোহিস্টোরী... " বললেন ক্লীয়ন, "যদি এটাকে সত্যিকার অর্থে কাজে লাগানো যায়, তাহলে এর উপকারিতা হবে অসীম, তাই নয় কী?"

"নিঃসন্দেহে এর উপকারিতা হবে কল্পনাতীত। অনাগত ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে সেটা জানতে পারলে– হোক অতি সাধারণ সম্ভাবনা– তাই হবে মানবজাতির এগিয়ে চলার চমৎকার দিকনির্দেশনা– যা আগে কখনো তৈরি হয়নি। কিন্তু... "থেমে গেলেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ?" অধৈর্য্য ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন সম্রাট।

"সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণের ফলাফল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। তাদেরকে জানানো যাবে না।"

"জানানো যাবে না!" বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন সম্রাট।

"সহজ ব্যাপার। একটু বুঝিয়ে বলতে দিন। সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণ তৈরি করে যদি তার ফলাফল জনসমক্ষে প্রচার করা হয় তাহলে মানবজাতির আচরণ এবং আবেগের ভেতর একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। অন্যদিকে ভবিষ্যত না জেনে শুধু মানবিক আবেগ ও আচরণের উপর নির্ভর করে সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণ– যে বিশ্লেষণের ফলাফল মানুষের কাছে গোপন থাকে সেটা হয়ে পড়ে অর্থহীন। বুঝতে পেরেছেন?"

সম্রাটের চোখগুলো আলোকিত হয়ে উঠল। হেসে উঠলেন গলা ছেড়ে।"

সেলডনের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, তার ভারী হাতের ওজনে সেলডন খানিকটা ঝুঁকে পড়লেন।

"তুমি বুঝতে পারছ না?" বললেন ক্লীয়ন, "বুঝতে পারছ না তোমার গুরুত্বটা কোথায়। তোমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে না। শুধু একটা ভবিষ্যত বেছে নাও– চমৎকার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত, তারপর এমনভাবে ভবিষ্যদ্বাণী কর যা মানুষের আবেগ এবং আচরণকে এমনভাবে পাল্টে দেবে যেন তুমি যে ভবিষ্যত বেছে নিয়েছ সেটা অর্জিত হয়। খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী না করে একটা সমৃদ্ধিশালী ভবিষ্যত বেছে নেয়াই ভালো।"

ভুরু কোঁচকালেন সেলডন। "আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, সায়ার। কিন্তু সেটাও অসম্ভব।"

"অসম্ভব?"

"সত্যি কথা বলতে কী আরো বেশি অবাস্তব। কেন বুঝতে পারছেন না আপনি যদি মানুষের আবেগ এবং আচরণ থেকে অনুমান করতে না পারেন যে অদূর ভবিষ্যতে কী হবে, তাহলে আপনি বিপরীত কাজটাও করতে পারবেন না। অর্থাৎ ভবিষ্যত অনুমান করে আপনি বলতে পারবেন না মানুষের আবেগ এবং আচরণ কেমন হবে।"

ক্লীয়নকে হতাশ দেখালো। "আর তোমার গবেষণাপত্রগুলো?... ওগুলো কী কাজে লাগবে?"

"ওগুলো শুধুই গাণিতিক উপস্থাপনা, গুটিকয়েক পণ্ডিত কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু এটাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই।"

"জঘন্য।" রাগের সাথে বললেন ক্লীয়ন।

হালকা একটু কাঁধ ঝাঁকালেন সেলডন। এখন আরো বেশি করে অনুভব করছেন যে এখানে আসা তার ঠিক হয়নি। যদি সম্রাটের মনে হয় যে তিনি তাকে বোকা বানিয়েছেন, তখন কী হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ক্লীয়নের চেহারা দেখে তো মনে হয় তিনি সেইরকমই ভাবছেন।

"যাই হোক," বললেন সম্রাট। "যদি তোমাকে ভবিষ্যদ্বাণী করার দায়িত্ব দেয়া হয়, তা গাণিতিকভাবে প্রমাণিত হোক বা না হোক। আমার অফিসাররা বেশ দক্ষ, ভালোভাবেই জানে কোন কথা বললে জনগণ কোন পথে চলবে। তোমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো থেকে তারা ভালোগুলো বেছে নেবে যেন আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়।"

"এই কাজের জন্য আমাকে প্রয়োজন কেন? আপনার অফিসাররাই কাজটা আরো ভালোভাবে করতে পারবে।"

"সরকারী অফিসাররা কাজটা ফলপ্রসূভাবে করতে পারবে না। এছাড়াও অফিসারদেরকে যখন তখন বক্তৃতা বিবৃতি দিতে হয়, জনগণ তাদেরকে বিশ্বাস করেনা।"

"আমাকে কেন বিশ্বাস করবে?"

"তুমি একজন গণিতবিদ। তুমি ভবিষ্যত নির্ণয় করবে গণিত দিয়ে। অন্যদের মতো অন্তর্জ্ঞানের সাহায্যে না।"

"কিন্তু আমি সেরকম কিছুই করব না।"

"কে বলতে পারে?" সরু চোখে তার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন ক্লীয়ন।

দুজনেই নীরব। সেলডনের মনে হল তিনি একটা ফাঁদে পড়েছেন। সম্রাট যখন সরাসরি আদেশ দেবেন তখন প্রত্যাখ্যান করা কী ঠিক। প্রত্যাখ্যান করলে হয় বন্দীত্ব অথবা মৃত্যুদণ্ড। বিচার অবশ্য একটা হবে। তবে সেটা হবে লোক দেখানো। সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস কারো হবে না।

"কাজ হবে না এভাবে।" শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি।

"কেন?"

"যদি আমি এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করি যা অর্জন করতে হলে এই প্রজন্ম এমনকি হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে; তাতে কোনো লাভ হবে না। এক শতাব্দী পরে সুখ সমৃদ্ধি আসতে পারে এই ধরনের আশ্বাসে মানুষের কী আসে যায়।

"সঠিক ফলাফল পেতে হলে আমাকে আরো তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করতে হবে।" সেলডন বলে চলেছেন। "খুব কাছাকাছি সময়ের সম্ভাব্য পরিণাম নির্ণয় করতে হবে। শুধু যেগুলো জনগণের মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। আজ হোক, কাল হোক– তবে খুব শিঘ্রই কোনো একটা সম্ভাব্য পরিণাম আর বাস্তবে পরিণত হবে না– সাথে সাথেই আমার প্রয়োজনীয়তা ফুরাবে, সেই সাথে আপনার জনপ্রিয়তাও হ্রাস পাবে পুরোপুরি। শুধু তাই নয়, তখন আর সাইকোহিস্টোরী সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের কাছ থেকে কোনো সমর্থন পাওয়া যাবে না, আমি সেটাকে যতই নিখুঁতভাবে বাস্তবে পরিণত করিনা কেন, লাভ হবে না কোনো।"

বস্তার মতো নিজেকে একটা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেললেন ক্লীয়ন, ভুরু কুঁচকে তাকালেন সেলডনের দিকে। "তোমরা গণিতবিদরা তাহলে শুধু এইই করতে পারো। শুধু অসম্ভব আশা জাগাতে পারো যা কখনো সত্যি হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আসলে সায়ার, আপনি নিজেই অসম্ভব আশার কথা বলছেন।" প্রচণ্ড সাহস নিয়ে কথাটা বলেই ফেললেন সেলডন।

"তোমার পরীক্ষা নেয়া যাক। ধরো তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার গণিতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বলো আমি গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হবো কিনা। কী জবাব দেবে?"

"সাইকোহিস্টোরী যদি সবচেয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করেও তবু আমার গাণিতিক বিশ্লেষণ এই ধরনের নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সবগুলো সূত্র মিলিয়েও মাত্র একটা ইলেকট্রনের আচরণ কেমন হবে সেটা বের করা যায়নি, যা বের করা গেছে সেটা হল অনেকগুলো ইলেকট্রনের একটা গড় আচরণ।"

"তোমার গণিত তুমিই ভালো বুঝবে আমার চেয়ে। তার সাহায্যে একটা চমৎকার উত্তর দাও দেখি। আমি কী গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হব?"

"আপনি আমার জন্য একটা ফাঁদ তৈরি করেছেন, সায়ার।" মৃদু গলায় জবাব দিলেন সেলডন। "হয় আমাকে বলে দিন কী ধরনের জবাব আপনার পছন্দ, আমি সেইভাবেই বলব অথবা নির্ভয়ে আমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিন।"

"তুমি নির্ভয়ে বলো।"

"আপনি কথা দিচ্ছেন?"

"তুমি কী লিখিত চাও?" ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন ক্লীয়ন।

"আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।" যদিও সেলডনের ঠিক বিশ্বাস হল না।

"কথা দিলাম তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। নির্ভয়ে বলো।"

"গত চার শতাব্দীর সম্রাটদের অর্ধেকই নিহত হয়েছেন গুপ্তঘাতকের হাতে, কাজেই আমার সিদ্ধান্ত গুপ্তঘাতকের হাতে আপনার নিহত হওয়ার সম্ভাবনা আধাআধি।"

"একটা গাধাও এইরকম জবাব দিতে পারবে।" রাগের সাথে বললেন ক্লীয়ন। "এখানে গণিতের কোনো মারপ্যাচ নেই।"

"আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি যে এইধরনের বাস্তব সমস্যার কোনো সমাধান দিতে পারেনা আমার গণিত।"

"তোমার কী মনে হয় না যে আমার হতভাগ্য পূর্বপুরুষদের ঘটনাবলী থেকে ভালো শিক্ষা পেয়েছি?"

লম্বা দম নিলেন সেলডন। "না, সায়ার। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে যে আমরা ইতিহাস থেকে কিছুই শিখিনি, শিখতে পারি না। এই যেমন আপনি আমাকে এইভাবে দেখা করতে দিয়েছেন। যদি আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা থাকত আমার— যদিও আসলে নেই।" শেষের কথাগুলো দ্রুত যোগ করলেন তিনি।

নির্দয় ভঙ্গীতে হাসলেন ক্লীয়ন। "আসলে আমাদের কাজের ধারা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। প্রযুক্তি আজকে কোথায় এসে পৌছেছে সেটাও জাননা বোধহয়। তোমার অতীত বর্তমান সবকিছুই আমাদের নখদর্পণে। এখানে পৌছার সাথে সাথে স্ক্যান করা হয়েছে তোমাকে। তোমার অভিব্যক্তি এবং কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়েছে। তোমার মন-মানসিকতা আমরা পড়ে ফেলেছি খোলা বইয়ের মতো। অর্থাৎ তোমার মাথার ভেতরে কী চিন্তা ভাবনা আছে সবই আমরা জানি। যদি ক্ষতিকর কিছু থাকত তাহলে তোমাকে আমার কাছে আসতেই দেয়া হতো না। সত্যি কথা বলতে কী হয়তো জীবিত থাকতে না।"

একটা অদ্ভুত গন্ধ পেলেন সেলডন, তবে জবাব দিতে দেরী করলেন না। "বহিরাগতদের পক্ষে সম্রাটের কাছে পৌছানো সবসময়ই কঠিন, এমনকি প্রযুক্তি যখন এত উন্নত ছিল না তখনো। যাই হোক, সম্রাটদের হত্যার ঘটনাগুলো সবই ঘটেছে প্রাসাদ বিদ্রোহের মাধ্যমে। সম্রাটের খুব কাছাকাছি যারা অবস্থান করে তারাই হচ্ছে মূলত তার জন্য আসল বিপদ। এইরকম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে বহিরাগতদের বিরুদ্ধে জটিল সব সতর্কতা পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। আর আমার সাথে যেরকম আচরণ করছেন সেইরকম আচরণ নিশ্চয়ই আপনার অফিসার, দেহরক্ষী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সাথে করেন না।"

"জানি। তবে উত্তর হচ্ছে আমি তাদের সাথে সদয় আচরণ করি এবং আমাকে অপছন্দ করার কোনো সুযোগ তাদের দেই না।"

"বোকার মতো-" কথা শেষ না করেই দ্বিধান্বিত ভঙ্গীতে থেমে গেলেন সেলডন।

"বলে যাও।" ক্লীয়নের কণ্ঠে পূর্বের মতোই রাগের আভাস। "আমি তোমাকে নির্ভয়ে কথা বলার সুযোগ দিয়েছি। বলো, আমার বোকামীটা কোথায়?"

"মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। আসলে বলতে চেয়েছি 'অপ্রাসঙ্গিক'। ঘনিষ্ঠজনদের সাথে আপনার ব্যবহার কখনোই একরকম হতে পারে না। কোনো না কোনো সময় আপনার মনে কারো না কারো বিরুদ্ধে সন্দেহের উদয় হয়েছে। না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। অসতর্ক কোনো মন্তব্য- একটু আগে আমি যেমন করেছি। অসতর্ক কোনো অঙ্গভঙ্গী, একটু সরু চোখে তাকানো। আপনি যাকে সন্দেহ করছেন সেই ব্যক্তি ব্যাপারটা অনুভব করতে পারবে। তখন সে চেষ্টা করবে আপনাকে এড়িয়ে যাওয়ার। তাতে আপনার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হবে। শেষ পর্যন্ত হয় আপনি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন অথবা নিজে তার হাতে খুন হবেন। এটা এমন একটা চক্র যা গত চার শতাব্দীর সম্রাটদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে।"

"তাহলে আমি কোনো গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হওয়াটা এড়াতে পারব না?"

"না, সায়ার। তবে আপনি ভাগ্যবানও হতে পারেন।"

চেয়ারের হাতলে আঙ্গুল দিয়ে মৃদুলয়ে তবলা বাজাতে লাগলেন সম্রাট। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "তুমি আর তোমার সাইকোহিস্টোরী সব ফালতু, একেবারে অকাজের। চলে যাও তুমি।" কথাগুলো বলেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সম্রাট। হঠাৎ করে তাকে বয়সের তুলনায় অনেক বৃদ্ধ মনে হতে লাগল।

"আমি তো বলেছিই আমার গণিত আপনার কোনো কাজে আসবে না, সায়ার। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুর্নিশ করার চেষ্টা করলেন সেলডন, কিন্তু যেন অদৃশ্য থেকে নির্দেশ পেয়ে দুজন গার্ড এসে তাকে বের করে নিয়ে গেল। পিছন থেকে সম্রাটের ভারী কণ্ঠস্বর গম-গম করে উঠল রাজকীয় কামরার ভেতর। "লোকটাকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানেই নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এসো।"

৪

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো ইটো ডেমারজেল। দৃষ্টি খানিকটা অন্যরকম। "সায়ার, আপনি বেশ রেগে গিয়েছিলেন।" বলল সে।

চোখ তুলে তাকালেন ক্লীয়ন। জোর করে মুখে একটা মুচকি হাসি ফুটিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। লোকটা আমাকে হতাশ করেছে।"

"সে কিন্তু আপনাকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি যা সে করতে পারবেনা।"

"সে কিছুই করতে পারবে না।"

"এবং আপনাকে কোনো প্রতিশ্রুতিও দেয়নি।"

"সেইজন্যই তো আমি হতাশ।"

"হতাশা না বলে দুঃশ্চিন্তা বলাই ভালো হবে বোধহয়। হ্যারি সেলডন হলো গিয়ে একটা নষ্ট কামান।"

"নষ্ট... কী? ডেমারজেল, তুমি মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করো, কোথায় পাও এগুলো, বলতো।"

গম্ভীর ভঙ্গীতে জবাব দিল ডেমারজেল। "তরুণ বয়সে শব্দটা আমি শুনেছিলাম, এম্পায়ার-এর আনাচেকানাচে এইরকম অসংখ্য শব্দ ছড়িয়ে আছে যার অধিকাংশই ট্র্যানটরের অজানা, একইভাবে ট্র্যানটরে প্রচলিত অনেক শব্দই বাকী গ্যালাক্সিতে অপরিচিত।"

"তুমি কী আমাকে বলতে এসেছ যে এম্পায়ার কল্পনাতীত বিশাল? হ্যারি সেলডন একটা নষ্ট কামান বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ?"

"শুধু বলতে চাই যে এই লোক নিজের অজান্তেই আমাদের অনেক ক্ষতি করে ফেলতে পারে। নিজের গুরুত্ব বা ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।"

"তুমি এটা বের করেছ, তাইনা, ডেমারজেল?"

"জ্বি, সায়ার, সে অনগ্রসর গ্রহের অধিবাসী। ট্র্যানটরের জীবনযাত্রার ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ। আগে কখনো এই গ্রহে আসেনি। জানেনা কীভাবে অভিজাত পরিবারের সন্তানদের মতো বা রাজদরবারে পদস্থ ব্যক্তিদের মতো আচরণ করতে হয়। অথচ আপনার সামনে সে নির্ভয়ে কথা বলেছে।"

"হ্যাঁ, না পারার কী আছে। আমিই তাকে সেই অনুমতি দিয়েছি। সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে তাকে সমমর্যাদার মানুষ হিসেবে কথা বলার সুযোগ দিয়েছি।"

"পুরোপুরি সঠিক বলেননি, সায়ার। সাধারণ কাউকে নিজের সমমর্যাদার মানুষের মতো ভাবার মানসিকতা আপনার ভেতরে নেই। আদেশ দেয়ার অভ্যাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার জন্মগত। তারপরেও আপনি যদি কোনো ব্যক্তিকে সেরকম সুযোগ দেন খুব অল্প কয়েকজনই সেটা নিখুঁতভাবে সামলাতে পারবে। বেশিরভাগই হয়ে যাবে বাকরুদ্ধ, পাগলও হয়ে যেতে পারে কেউ কেউ। অথচ এই লোক কিন্তু ঠিকই সামলে নিয়েছে।"

"যাই হোক, তুমি যতই প্রশংসা করো, ডেমারজেল, আমার কিন্তু লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি।" কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন ক্লীয়ন। "লক্ষ্য করেছ, সে কিন্তু আমার কাছে তার গণিতের ব্যাখ্যা দেয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি। যেন জানতই আমি কিছু বুঝব না।"

"আসলেই বুঝতে পারতেন না, সায়ার। আপনি গণিতবিদ নন, বিজ্ঞানী নন, শিল্পী নন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক লোক আছে যারা আপনার চেয়ে বেশি জানে, তাদের কাজই হচ্ছে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে আপনার সেবা করা। আপনি সম্রাট, আর তারা তাদের সমন্বিত জ্ঞান আপনার পায়ে নিবেদন করতে বাধ্য।"

"তাই? সে বৃদ্ধ হলে– যার রয়েছে বহু বছরের অর্জিত জ্ঞান, তাহলে আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু এই সেলডন, আমার সমবয়সী, কেন সে আমার চেয়ে বেশি জানবে।"

"সে জানে না কীভাবে আদেশ দিতে হয়, কীভাবে লক্ষ কোটি মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণকারী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়।"

"মাঝে মাঝে মনে হয়, ডেমারজেল, তুমি বোধহয় আমার সাথে মশকরা করো।"

"সায়ার," আত্মরক্ষার সুরে বলল ডেমারজেল।

"বাদ দাও। তোমার এই নষ্ট কাজের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। কোনদিক দিয়ে সে বিপজ্জনক? গ্রাম্য লোক ছাড়া তো তাকে অন্য কিছু মনে হয় না।"

"ঠিক, কিন্তু তার রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এবং নিজস্ব এক গণিত।"

"সেটা কোনো কাজেই আসবে না, সেলডন নিজেই বলেছে।"

"আপনার কাছে মনে হয়েছে এই গণিত কাজে লাগবে। আপনি ব্যাখ্যা করে বোঝানোর পর আমারও তাই মনে হয়েছে। অন্যদের কাছেও এটা কাজের জিনিস মনে হতে পারে। সেলডন নিজেও এখন এই লাইনে চিন্তা করবে, যেহেতু আমরাই তাকে এই ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলেছি। কে জানে এই মুহূর্তেই হয়তো সে এটাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিয়েছে। যদি তাই হয়, যদি গণিতের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, সেটা যত হালকাই হোক না কেন, নিমেষেই প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে যে কেউ। একটা বিষয় খুব অবাক লেগেছে আমার। সেলডন নিজের জন্য ক্ষমতা চায় না। কিন্তু অন্যেরা তাকে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে পারে।"

"আমি চেষ্টা করেছি। কোনো লাভ হয় নি।"

"আপনার সাথে দেখা করার আগে বিষয়টা সে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। এখন নেবে। হয়তো আপনাকে সাহায্য করার ইচ্ছা তার নেই, কিন্তু কেউ– যেমন ওয়ি প্রদেশের মেয়র– তাকে বাধ্য করতে পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন সে ওয়ি প্রদেশকে সাহায্য করবে, আমাকে করবে না?"

"সে নিজেই বলেছে যে একজন মানুষের মন এবং আচরণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।"

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছেন ক্লীয়ন। "তুমি কী আসলেই মনে করো যে এই সাইকোহিস্টোরী কার্যকরী করে গড়ে তোলা সম্ভব। সেলডন কিন্তু নিশ্চিন্ত যে একেবারেই অসম্ভব।"

"হয়তো কিছুদিন পরেই সে উপলব্ধি করতে পারবে যে আসলে তার ধারণা ভুল ছিল।"

"তবে তো ওকে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি।"

"না, ছেড়ে দিয়ে ঠিক কাজ করেছেন, সায়ার। বন্দী করে রাখলে হয়তো সাইকোহিস্টোরীর অগ্রগতি করার কোনো চেষ্টাই সে করত না। ছেড়ে দেয়াই ভালো হয়েছে। তবে পুরোপুরি চোখের আড়াল হতে দেয়া যাবে না। পিছনে সব সময় লোক লাগিয়ে রাখতে হবে। যেন আমাদের শত্রুরা তাকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে না পারে। আর যখন সে তার বিজ্ঞান চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে তখনই তাকে আমাদের কব্জায় নিয়ে আসব। তখন হয়তো জোর খাটিয়ে লাভ হবে।"

"কিন্তু যদি আমাদের কোনো শত্রু তাকে তুলে নিয়ে যায়, বলা ভালো এম্পায়ারের শত্রু, যেহেতু আমিই এম্পায়ার। অথবা যদি সে স্বেচ্ছায় শত্রু পক্ষকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়– এগুলোও আমাদের মাথায় রাখতে হবে।"

"অবশ্যই, সায়ার। আমি চেষ্টা করব যেন এইধরনের কিছু না ঘটে। যদি ঘটেই যায় তখন ব্যবস্থা আছে। আমরা যদি তাকে ব্যবহার করতে না পারি তাহলে অন্য কেউই পারবে না।

অস্বস্তি বোধ করছেন ক্লীয়ন। "পুরো ব্যাপারটা আমি তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি ডেমারজেল। তবে এমন যেন না হয় যে আমরা শুধু একটা বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে ফেলি। হয়তো দেখা যাবে যে তার ধারণা শুধু তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব কিন্তু বাস্তবে একেবারেই অকেজো।"

"হতে পারে, সায়ার। কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে ধরে নিতে হবে যে সেলডন ভবিষ্যতে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। পরে যদি আমাদের ধারণা ভুল হয় তাহলে কিছু সময় নষ্ট হওয়া ছাড়া তেমন বড় কোনো ক্ষতি হবে না। অন্যদিকে আমরা গুরুত্ব দিলাম না কিন্তু এই লোক বিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে ফেলল, তখন আমাদের সব হারাতে হবে।"

"বেশ। তবে আমার বোধহয় বিস্তারিত সবকিছু জানার প্রয়োজন নেই। যদি সেটা অপ্রীতিকর কিছু হয়।"

"আমরা শুধু আশা করতে পারি যে সেরকম কিছু ঘটবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্রাটের সাথে দেখা করার পর পেরিয়ে গেল একটা সন্ধ্যা, পুরো একরাত এবং পরবর্তী ভোরের কিছু অংশ। অন্তত ইম্পেরিয়াল সেক্টরের ফুটপাত, চলমান করিডোর, খোলা চত্বর এবং পার্কের আলোর পরিবর্তন দেখে সেলডনের কাছে সেরকমই মনে হলো।

এই মুহূর্তে তিনি বসে আছেন একটা ছোট পার্কের প্লাস্টিকের ছোট আসনে। বসার সাথে সাথেই আসনটা তার দেহ কাঠামোর সাথে মিলিয়ে আকৃতি পরিবর্তন করে মিশে গেল শরীরের সাথে। বেশ আরামদায়ক। আলো দেখে মনে হচ্ছে এখন মধ্য সকাল। তরতাজা বাতাস যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলেও গায়ে হুল ফোটানোর মতো নয়।

ট্র্যানটরের প্রকৃতি কী সবসময় এইরকম আরামদায়ক থাকে? প্রাসাদ এলাকার অকৃত্রিম মেঘলা দিনের কথা মনে পড়ল তার। একই সাথে মনে পড়ল হেলিকন– তার নিজ গ্রহের মেঘ, বৃষ্টি, উষ্ণতা, তুষারপাতের দিনগুলোর কথা। অবাক হয়ে ভাবলেন প্রকৃতির এইরকম বৈচিত্র্যের জন্য কি কারো মনে হাহাকার তৈরি হয় না। ট্র্যানটরের পরিবেশ একঘেয়ে রকমের আরামদায়ক। মনে হয় যেন চারপাশে কিছুই নেই। দিনের পর দিন এখানে বাস করে কেউ হাহুতাশ করবে এও কী সম্ভব?

হয়তো সম্ভব। তবে একদিন, দুইদিন বা সাতদিনে সেটা হবে না। আরো বেশিদিন লাগবে। তিনি আছেন মাত্র একদিন। আগামীকাল ফিরে যাচ্ছেন নিজ গ্রহে। কাজেই সময়টা উপভোগ করা যাক। কে জানে জীবনে আর কখনো ট্র্যানটরে আসা হবে কি না।

তবে একটা অস্বস্তি রয়েই গেল। সম্রাটের সাথে তিনি যেভাবে কথা বলেছেন সেটা বোধহয় ঠিক হলো না। হাজার হোক এই লোকটাই গ্যালাক্সির হর্তাকর্তা। ইচ্ছে হলেই তাকে বন্দী বা হত্যা করতে পারে। অথবা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে এমন পর্যুদস্ত করবেন যার চেয়ে মৃত্যুই অধিক শ্রেয় মনে হবে।

তার হোটেলের রুমে একটা কম্পিউটার আছে। রাতে ঘুমানোর আগে সেই কম্পিউটারের এনসাইক্লোপেডিক অংশে প্রথম ক্লীয়নের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য একবার ঢুঁ মেরেছিলেন। সেখানে সম্রাটের অতি উচ্চমাত্রার প্রশংসা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই পূর্ববর্তী সম্রাটরা ভালো মন্দ যাই করুক না কেন জীবিতকালে তারাও একই রকম প্রশংসা পেয়েছেন। এটা নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি। তাকে সবচেয়ে যা অবাক করেছে সেটা হলো সম্রাট ক্লীয়নের জন্ম রাজপ্রাসাদে এবং তিনি আজ পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্যও প্রাসাদ এলাকা ছেড়ে বেরোন নি। হয়তো নিরাপত্তার কারণে। সেলডনের মনে হয়েছে সম্রাট আসলে বন্দী, কেউ স্বীকার করুক বা না করুক। হয়তো এটা গ্যালাক্সির সবচেয়ে বিলাসবহুল আরামদায়ক কয়েদখানা, কিন্তু আসলে তিনি বন্দী।

যদিও সম্রাটের আচার-ব্যবহার যথেষ্ট ভালো এবং পূর্বপুরুষদের মতো রক্তলোলুপ এইকথা তার শত্রুও বলবে না। তবু তাকে খেপিয়ে তোলাটা অনুচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামীকাল হেলিকনে ফিরে যাচ্ছেন এই ভাবনাটাই তার দেহ মনে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল। যদিও তার নিজ গ্রহে এখন শীতকাল এবং এই সময়টাতেই সেখানকার প্রকৃতি সবচেয়ে জঘন্য রূপ ধারণ করে।

উজ্জ্বল আলোর দিকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি। যদিও এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না, তথাপি বাতাসে জলীয় উপাদান যথেষ্ট। সামান্য দূরে একটা ফোয়ারা: গাছ-পালাগুলো সবুজ এবং সেগুলো সম্ভবত কখনো শুষ্কতার মুখোমুখি হয়নি। হঠাৎ ঝোপঝাড়গুলো এমনভাবে নড়ে উঠছে যেন ওগুলোর ভেতর দিয়ে কোনো প্রাণী ছুটে যাচ্ছে। এমনকি তিনি মৌমাছির গুঞ্জনও শুনতে পেলেন।

পুরো গ্যালাক্সিতে ট্র্যানটরকে মনে করা হয় ধাতু এবং সিরামিকের কৃত্রিম বিশ্ব, আর এই ছোট জায়গাটা সত্যিকার অর্থেই আকর্ষণীয়।

আরো গুটিকয়েক মানুষ পার্কে আছে। সকলের মাথাতেই হালকা রঙের টুপি, কয়েকটা আবার ভীষণ ছোট। সামান্য দূরেই অতিশয় সুন্দরী এক তরুণী বসে আছে, যদিও ভিউয়ারের উপর ঝুঁকে থাকার কারণে সেলডন তার মুখ দেখতে পেলেন না। মন্থর পায়ে এক লোক পেরিয়ে গেল তাকে, যাবার সময় কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। গিয়ে বসল একেবারে মুখোমুখি চেয়ারটায়। পায়ের উপর পা তুলে মুখ ঢাকল একগাদা টেলিপ্রিন্টারে। পরনে গোলাপি রঙের আঁটোসাঁটো ট্রাউজার।

অদ্ভুত ব্যাপার, ট্র্যানটরের পুরুষ অধিবাসীদের ভেতর রঙচঙে পোশাক পরার প্রবণতা আছে, অথচ মেয়েরা পরিধান করে আটপৌরে সাদা পোশাক। এমন পরিচ্ছন্ন আবহাওয়াতে হালকা পোশাক পরিধান করাই যুক্তিযুক্ত। খানিকটা আমুদে ভঙ্গীতে নিজের হেলিকনিয়ান পরিচ্ছদের দিকে তাকালেন। বহুব্যবহারে ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে সেগুলো। ট্র্যানটরে তো তিনি আর থাকছেন না– কিন্তু যদি থাকতেন তাহলে সবার আগে কিনতে হতো নতুন পোশাক। অন্যথায় সকলের কৌতুক আর হাসির খোরাক হয়ে পড়তেন তিনি। এই যেমন সামনের টেলিপ্রিন্টারওয়ালা তার দিকে এখন আরো বেশি কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে। আউটওয়ার্ল্ডের পোশাক তাকে আগ্রহী করে তুলেছে নিঃসন্দেহে।

মানুষকে হাসিয়ে ভিতরে ভিতরে তিনি হয়তো দার্শনিক হয়ে উঠতে পারতেন, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করতেন না।

সেলডনও এবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। লোকটা বোধহয় নিজের সাথেই তর্ক করছে। একবার মনে হলো তার সাথে কথা বলবে, পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলে পিছিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হলো কথা বলবে। শেষ পর্যন্ত ফলাফল কী দাঁড়াবে সেলডন ভেবে পাচ্ছেন না।

লোকটা লম্বা, চওড়া কাধ, মেদহীন কাঠামো। গাঢ় রং-এর চুলের মাঝে ছিটেফোটা সোনালি রং-এর আভা। মসৃণভাবে কামানো গাল, গম্ভীর অভিব্যক্তি, দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী অথচ শরীরের কোথাও মাংসপেশীর বাহুল্য নেই। রূঢ় মুখমণ্ডলে আমুদে ভাব কিন্তু সেখানে সৌন্দর্যের ছিটেফোটাও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের মনের সাথে তর্কযুদ্ধে লোকটা বোধহয় হেরে গেল (অথবা জিতল), কারণ কথা শুরু করার জন্য সে খানিকটা সামনে ঝুঁকে এসেছে। সেলডন বুঝতে পারছেন লোকটাকে তার পছন্দ হবে।

"মাফ করবেন, আপনি কী সেই গণিত সম্মেলনে ছিলেন, প্রতি দশবছরে যেটা অনুষ্ঠিত হয়?" প্রথম কৌতূহলী প্রশ্ন।

"হ্যাঁ, ছিলাম।" জবাব দিলেন সেলডন।

"আহ্, মনে হয়েছিল আমি আপনাকে ওখানে দেখেছি। কিছুটা পরিচিত মনে হলো বলেই আপনার কাছাকাছি বসেছি। মাফ করবেন, বোধহয় আপনাকে বিরক্ত–"

"মোটেই না, আমি এখন অলস সময় কাটাচ্ছি।"

"ঠিক আছে দেখা যাক আমি যা জানি সেটা কতখানি সঠিক। আপনি প্রফেসর সেলডম।"

"সেলডন। হ্যারি সেলডন। প্রায় সঠিক বলেছেন। আপনি?"

"চ্যাটার হামিন।" লোকটাকে খানিকটা বিব্রত দেখালো। "বেশ সাদামাটা নাম।

"চ্যাটার বা হামিন নামটা কখনো শুনিনি। তবে এভাবে বলা যায় যে হ্যারিস বা সেলডনের মতো প্রচলিত নামগুলোর ভিড়ে আপনার নামের একটা নতুনত্ব আছে নিঃসন্দেহে।"

চেয়ার ঘষটে ঘষটে সেলডন আরো কাছাকাছি গিয়ে বসলেন। খানিকটা স্থিতিস্থাপক সিরাময়েড টাইলস-এর মেঝেতে ঘষ্‌ঘষ্‌ করে একটা শব্দ হলো।

"আমার পোশাকগুলোও একেবারে সাদামাটা। ট্র্যানটরিয়ান পোশাক পরার কথা মাথাতেই আসেনি।"

"আপনি যে কোনো মুহূর্তে কিনে নিতে পারবেন।"

"আমি আগামীকালই চলে যাচ্ছি। তাছাড়া ওগুলো কেনার সামর্থ্য আমার নেই। গণিতবিদরা বড় বড় সংখ্যা নিয়ে কাজ করলেও সংখ্যার মতো তাদের আয় হয় না। আমার ধারণা আপনিও একজন গণিতবিদ– হামিন।"

"না। ওই বিষয়ে আমি 'অ-আ' কিছুই জানি না।"

"ও।" সেলডন হতাশ। "এই যে বললেন আমাকে গণিত সম্মেলনে দেখেছেন।"

"দর্শক হিসেবে ছিলাম। আমি একজন সাংবাদিক।" হাতের টেলিপ্রিন্টারগুলো জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল হামিন। "নিউজ হলোকাস্টে সংবাদ সরবরাহ করি। এই কাজ করে করে আমি ক্লান্ত।"

"এই কাজ আর ভালো লাগেনা?"

মাথা নাড়ল হামিন। "এই গ্রহ সেই গ্রহ ঘুরে ঘুরে আবোলতাবোল সংবাদ সংগ্রহ করে করে বিরক্তি ধরে গেছে।"

কিছুটা হিসেবী দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকালো সে। "তবে মজার মজার ঘটনাও ঘটে। আমি শুনেছি যে আপনাকে কয়েকজন ইমপেরিয়াল গার্ড-এর সাথে প্রাসাদে দেখা গেছে। আপনি নিশ্চয়ই সম্রাটের সাথে দেখা করতে যাননি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডনের মুখের হাসি মুছে গেল। ধীরে ধীরে বললেন, "দেখা হলেও সংবাদে প্রচার করার জন্য সেই কথা আপনাকে বলব না।"

"না, না, সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য নয়। আপনি হয়তো জানেন না, তাই আমার কাছ থেকে জেনে নিন— সাংবাদিকতা পেশার প্রথম নিয়ম হলো সম্রাটের কোনো খবরই প্রচার করা যাবে না যদি না সেই খবর প্রচার করার জন্য অফিসিয়ালি আমাদের হাতে দেয়া হয়। পদ্ধতিটা ভুল। কারণ গুজব তো এমনিতেই ছড়ায়, এতে করে আরো বেশি ছড়ায়।"

"কিন্তু বন্ধু, আপনি যদি সেটা প্রচার নাই করেন তাহলে জানতে চাইছেন কেন?"

"ব্যক্তিগত কৌতূহল। বিশ্বাস করুন আমার যে পেশা তাতে অনেক অনেক বেশি জানতে হয়। যাই হোক, আপনার বক্তৃতা পুরোটা না শুনলেও এটুকু বুঝতে পেরেছি যে আপনার গবেষণার মূল বক্তব্য হচ্ছে ভবিষ্যতের পূর্বানুমান বা ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব।"

মাথা নেড়ে বিড়বিড় করলেন সেলডন, "ভুল।"

"মাফ করবেন?"

"কিছু না।"

"বেশ, ভবিষ্যদ্বাণী— নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী— সম্রাট বা যে কোনো সরকারী কর্মকর্তাকে আকৃষ্ট করবে। তাই ধরে নিচ্ছি সম্রাট প্রথম ক্লীয়নকে খুশী করার জন্য তাকে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে এসেছেন।"

"এ ব্যাপারে আমি আলোচনা করতে চাই না।" কঠিন গলায় বললেন সেলডন।

সামান্য একটু কাঁধ ঝাকালো হামিন। "বোধহয় ইটো ডেমারজেলও সেখানে ছিল।"

"কে?"

"ইটো ডেমারজেলের নাম শুনেননি আপনি?"

"কখনোই না।"

"ক্লীয়নের প্রতিচ্ছবি–ক্লীয়নের অপচ্ছায়া– ক্লীয়নের কুমন্ত্রণাদাতা– ক্লীয়নের হিংসাত্মক পরিকল্পনার রূপদানকারী। ডেমারজেলকে এইসব নামেই অভিহিত করা হয়।"

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন সেলডন। হামিন বলে যাচ্ছে, "হয়তো আপনি তাকে দেখেননি, কিন্তু সে ওখানে ছিল। আর যদি সে মনে করে আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন– "

"আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না।" জোরে জোরে মাথা নেড়ে সেলডন বললেন। "আমার বক্তৃতা শুনলেই আপনি বুঝতেন যে আমি শুধু তাত্ত্বিক সম্ভাবনার কথা বলেছি।"

"কোনো ব্যাপার না। যদি সে মনে করে আপনি পারবেন, তাহলে আপনাকে ছাড়বে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ছেড়েই তো দিয়েছে। এখন আপনার সাথে কথা বলছি।"

"এটাকে ছেড়ে দেয়া বলে না। সে জানে আপনি কোথায়। কোথায় যাবেন, কী করবেন সবই সে জানবে। যখন প্রয়োজন হবে ঠিকই আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। যদি মনে করে আপনাকে দিয়ে উপকার হবে তখন আপনাকে নিংড়ে কাজ আদায় করবে। যদি মনে করে কোনো কাজ হবে না তখন আপনাকে নিংড়ে জীবন বের করে নেবে।"

"আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?"

"না শুধু সতর্ক করে দিচ্ছি।"

"আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।"

"তাই? একটু আগেই তো বললেন একটা ভুল হয়েছে। সেই ভুলটা কী আপনার গবেষণার ফলাফল সম্মেলনে উপস্থাপন করা যার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে?"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন সেলডন। হামিনের অনুমান সঠিক– ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি বিপদের গন্ধ পেলেন।

আগন্তুকদের কোনো ছায়া মাটিতে পড়েনি কারণ আলো অনেক বেশি মৃদু এবং ছড়ানো। শুধু চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলায়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্র্যানটর... প্রথম গ্যালাকটিক এম্পায়ার-এর রাজধানী... সম্রাট প্রথম ক্লীয়নের আমলে ট্র্যানটরের জৌলুস এবং সুখ্যাতি আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় সেই সময় এই গ্রহ সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌছায়। দুইশ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের পুরো গ্রহটা ছিল অগণিত গম্বুজওয়ালা ধাতব ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত, সুবিশাল নগরীগুলোর বিস্তৃতি ছিল ভূ-স্তরের অনেক গভীরে একেবারে কন্টিনেন্টাল শেলফ পর্যন্ত। জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ বিলিয়ন।

... যদিও ট্র্যানটরের ভাগ্যাকাশে ধ্বংসের লক্ষণগুলো পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল (এবং সবাই সেটা অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধিও করেছিল) তথাপি অধিবাসীরা মনে করত এই গ্রহ সুখ, সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য্যে ভরপুর এক জাগতিক স্বর্গ এবং বিশ্বাসই করতে প্যারেনি যে...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

AMARBOI.COM

৬

চোখ তুলে তাকালেন সেলডন। সামনে এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টিতে একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছে রাগ এবং তিরস্কার। পাশে আরেক তরুণ– প্রথম জনের চেয়ে দ্বিতীয়জনের বয়স বোধহয় কিছুটা কমই হবে। দুজনেই লম্বা চওড়া শক্তিশালী।

পোশাক পরিচ্ছদ পুরোপুরি ট্র্যানটরিয়ান। চোখ ধাঁধানো রং, কোমরে চওড়া বেল্ট, বিশাল বারান্দাওয়ালা গোলাকার টুপি। বারান্দার দুপ্রান্ত থেকে দুটো উজ্জ্বল গোলাপী রং-এর রিবন চলে গেছে ঘাড়ের পিছনে।

সবকিছু মিলিয়ে কৌতুক বোধ করলেন। হেসে উঠলেন তিনি।

সামনে দাঁড়ানো তরুণ কড়া ধাতানি দিল, "হাসছিস কেন, ব্যাটা গাইয়া ভূত?"

সম্বোধনটা এড়িয়ে গেলেন সেলডন। ভদ্রভাবে বললেন, "হাসির জন্য দুঃখিত। আসলে তোমার পোশাক দেখে বেশ মজা লাগছে।"

"আমার পোশাক? তাই? আর তুই কী পড়েছিস? এগুলো কোনো জামা কাপড় হলো?" সেলডনের জ্যাকেটের ল্যাপেল ধরে হালকা একটা টান দিল তরুণ। নিঃসন্দেহে তরুণের পোশাক পরিচ্ছদের তুলনায় তারটা অনেক বেশি পুরনো আর নিষ্প্রভ– মনে মনে ভাবলেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আসলে এগুলো আউটওয়ার্ল্ডের পোশাক। আর এগুলো ছাড়া পড়ার মতো অন্য কিছু আমার নেই।"

বেড়াতে আসা লোকজন এখন পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিপদের গন্ধ পেয়েছে সবাই এবং তখন আশেপাশে থাকার কোনো আগ্রহ নেই। তার নতুন বন্ধু হামিন চলে গেলেও অবাক হবেন না সেলডন। কিন্তু সেটা দেখার জন্য বেয়াড়া কিসিমের তরুণের উপর থেকে চোখ সরানো নিরাপদ মনে হলো না তার কাছে।

"তুই আউটওয়ার্ল্ডার?" জিজ্ঞেস করল তরুণ।

"হ্যাঁ, সেইহেতু আমার পোশাকগুলোও তাই।"

"সেইহেতু? এটা আবার কোন ধরনের শব্দ? তোর নিজ গ্রহের?"

"আমি আসলে বলতে চাচ্ছি যে সেই কারণেই আমার পোশাকগুলো তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আমি বেড়াতে এসেছি।"

"কোন গ্রহ থেকে?"

"হ্যালিকন।"

তরুণের ভুরু জোড়া এক হয়ে গেল। "কখনো নাম শুনিনি।"

"খুব একটা বড় গ্রহ না।"

"সেখানে ফিরে যাচ্ছিস না কেন?"

"যাব। আগামীকাল।"

"না, এখুনি যাবি।"

তরুণ তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। সেলডনও তাকালেন। তখনই চোখের কোণা দিয়ে হামিনকে দেখতে পেলেন তিনি। নতুন বন্ধু তাকে ফেলে চলে যায়নি। পার্কে শুধু তিনি হামিন আর দুই তরুণ।

"আমি আজকের দিনটা ঘুরে বেড়াব। আগামীকাল ফিরে যাব।"

"না, সেটা করা যাবে না। এক্ষুনি ফিরে যাবি।"

হাসলেন সেলডন। "না, যাব না।"

সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল তরুণ, "মারভী, এই পোশাকগুলো তোর ভালো লেগেছে?"

প্রথমবারের মতো কথা বলল মারভী। "মোটেই না। জঘন্য। বমি আসতে চায়।"

"ওকে এভাবে ঘুরে বেড়াতে দেয়া যায় না। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।"

"অবশ্যই না, এলেম।"

এলেম হাসল, "বেশ, মারভী কী বলেছে, তুই শুনেছিস।"

এবার হামিন কথা বলল, "তোমরা দুজনেই শোনো, এলেম এবং মারভী। যথেষ্ট মজা হয়েছে। এখন চলে যাচ্ছনা কেন?"

এলেম সেলডনের উপর খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। সোজা হয়ে ঘুরল। "তুমি কে?"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটা তোমার জানার কোনো দরকার নেই।" কড়া গলায় জবাব দিল হামিন।

"তুমি ট্র্যানটরিয়ান?" জিজ্ঞেস করল এলেম।

"এটাও জানার দরকার নেই।"

"পোশাক পরিচ্ছদ ট্র্যানটরিয়ানদের মতো। সেই কারণেই তোমাকে কিছু বলব না আমরা। খামোখা বিপদ ডেকে এনোনা নিজের জন্য।"

"আমি থাকছি। অর্থাৎ তোমাদের দুজনের বিরুদ্ধে আমরা দুজন। লড়াইটা ঠিক তোমাদের মনের মতো হবে না। এক কাজ করো, আমাদের দুজনকে সামলানোর জন্য তোমরা বরং আরো সঙ্গী সাথী ডেকে নিয়ে আসো, যাও।"

"আমারও মনে হয় আপনার চলে যাওয়া উচিত, হামিন।" সেলডন বললেন। "ভালো মানুষ বলেই বিপদে সাহায্য করতে চাইছেন, কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন আহত হবেন।"

"এরা আবার কী বিপদ ঘটাবে, সেলডন। দুই পয়সার চামচা সব।"

"চামচা!" রাগে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল এলেম। সেলডনের মনে হলো হ্যালিকনের চেয়ে ট্র্যানটরে চামচা শব্দটার অর্থ বোধহয় অনেক বেশি অপমানজনক।

"শোন, মারভী," চিৎকার করে বলল এলেম, "তুই এই ব্যাটাকে সামলা, আমি সেলডনের বারোটা বাজাচ্ছি। ওকেই আমাদের দরকার। এখুনি– "

জ্যাকেটের ল্যাপেল ধরে টেনে তোলার জন্য হাত বাড়ালো সে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হবে আত্মরক্ষার জন্য হাত বাড়িয়েছেন সেলডন, তার চেয়ার খানিকটা পিছনে সরে গেল। বাড়ানো হাত দুটো ধরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চেয়ারটা মাটিতে পড়ে গেল,।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাগুলো। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল এলেম।

সেলডন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন এলেমের দিকে। তারপর পাশে তাকালেন মারভীর জন্য।

এলেম নিথর পড়ে আছে, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে ব্যথায়। বুড়ো আঙ্গুল দুটো ভেঙেছে, ব্যথা পেয়েছে কুচকীতে, মেরুদণ্ডের দুচারটা হাড় বোধহয় নড়ে গেছে।

হামিন পিছন দিক থেকে মারভীর গলা পেচিয়ে রেখেছে আরেক হাত দিয়ে মুচড়ে ধরেছে তার ডান হাত। আরেকটু উপর দিকে তুললেই হাতটা ভেঙ্গে যাবে। মারভীর মুখ টকটকে লাল হয়ে গেছে। হাসফাস করছে নিঃশ্বাস নেবার জন্য। চকচকে ধারালো ছোট একটা ছুরি পড়ে আছে মাটিতে।

বজ্র-আটুনি কিছুটা ঢিলা করল হামিন। নিখাদ বিস্ময়ের সাথে বলল, "আপনি ব্যাটাকে জঘন্যভাবে আহত করেছেন।"

"তাইতো মনে হয়।" বললেন সেলডন। "আরেকটু বেকায়দা ভঙ্গীতে পড়লে ঘাড় ভাঙত।"

"কী ধরনের গণিতবিদ আপনি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যালিকনিয়ান গণিতবিদ।" এগিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ছুরিটা তুললেন সেলডন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, "জঘন্য– এবং বিপজ্জনক।"

"আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে এগুলো আরো নিখুঁতভাবে কাজ করে। –যাই হোক, এই দুটোকে ছেড়ে দেই। মারামারি করার খায়েশ বোধহয় আর নেই।"

মারভীকে ছেড়ে দিল হামিন। মারভী প্রথমে তার কাধ ডলল, শ্বাস টানল শব্দ করে। তারপর ঘুরে তাকালো প্রতিপক্ষ দুজনের দিকে প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে।

"ভাগো এখান থেকে।" কড়া গলায় বলল হামিন। "অন্যথায় হামলা এবং খুনের চেষ্টার দায়ে জেলে যেতে হবে। এই ছুরি সব প্রমাণ করবে।"

সেলডন এবং হামিন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখলেন। এলেম এখনো ব্যথায় কাতরাচ্ছে। মারভী তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দু-একবার পিছন ফিরে তাকালো। কিন্তু তারা দুজন তাকিয়ে আছে নিষ্পলক।

এক হাত বাড়িয়ে সেলডন বললেন, "আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো। অপরিচিত একজনের বিপদে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। আমি একা বোধহয় দুজনকে সামলাতে পারতাম না।"

তেমন কিছুনা ভঙ্গীতে হাত নাড়ল হামিন। "আমি মোটেই ভয় পাইনি। ওরা রাস্তার দুই পয়সার মাস্তান। জানতাম কায়দামতো ধরতে পারলেই সোজা হয়ে যাবে।"

"যেভাবে ধরেছিলেন তাতেই তো ছোকরাদের কলিজা শুকিয়ে গেছে।" কৌতুকের ভঙ্গীতে বললেন সেলডন।

শ্রাগ করল হামিন। "আপনিও কম যান না।" তারপর গলার স্বর পরিবর্তন না করেই বলল, "চলুন, সরে পড়ি। এখানে সময় নষ্ট করলে বিপদ আরো বাড়বে।"

"কেন? আপনি ভাবছেন ওরা আবার ফিরে আসবে।"

"জীবনেও আর এই মুখো হবে না। তবে পার্কে অনেক দুঃসাহসী মানুষ ছিল। দেখেননি গা বাঁচানোর জন্য কেমন দ্রুত কেটে পড়েছে। ওরাই আবার ভালোমানুষী দেখিয়ে পুলিশে খবর দেবে।"

"চমৎকার। গুণ্ডা দুটোর নাম আমরা জানি। চেহারার বর্ণনা দিতে পারব পুলিশের কাছে।"

"চেহারার বর্ণনা দেবেন? পুলিশ কী করবে?"

"ওরা অপরাধ করেছে– "

"বোকার মতো কথা বলবেন না। আমাদের শরীরে আচড়টি পর্যন্ত নেই। আর ওদের দুজনকে হাসপাতালে যেতে হবে। এলেমের অবস্থাতো খুবই খারাপ। আমরাই বরং ফেসে যাবো।"

অসম্ভব। পার্কে যারা ছিল তারা দেখেছে– "

"সাক্ষী দেয়ার জন্য কাউকে ডাকা হলে তো। –সেলডন, একটা ব্যাপার মাথাতে ঢুকিয়ে নিন। ওই দুজন এসেছিল আপনার জন্য– শুধু আপনার জন্য। ওদেরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে দেয়া হয়েছে আপনার পরনে হ্যালিকনিয়ান পোশাক এবং চেহারার বর্ণনাও পরিষ্কার দেয়া হয়েছে। সম্ভবত আপনার একটা হলোগ্রাফও দেখানো হয়েছে। আমার ধারণা ওদেরকে এমন কেউ পাঠিয়েছে যারা পুলিশকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চলুন আর অপেক্ষা করা যাবে না।"

দ্রুত পা চালালো হামিন, এক হাত দিয়ে সেলডনের উর্ধ্বাঙ্গ ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। জোর খাটিয়েও সেই হাত ছোটাতে পারলেন না সেলডন। নিজেকে তার সেই শিশুর মতো মনে হলো।

পার্ক থেকে বেরিয়ে একটা খিলানওয়ালা ফুটপাথে উঠলেন তারা। স্বল্প আলোতে চোখ পিট পিট করতে লাগলেন সেলডন। এমন সময় কাছেই কোথাও একটা গ্রাউন্ড কার এর ব্রেক কষার শব্দ হলো।

"এসে পড়েছে।" বিড়বিড় করল হামিন। "জলদি, সেলডন।" দ্রুত পা চালিয়ে একটা চলমান ফুটপাথে উঠে ভিড়ের সাথে মিশে গেলেন দুজন।

৭

সেলডন বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে তিনি হোটেল রুমে ফিরতে চান। কিন্তু হামিনের এক কথা, হোটেলে ফেরা যাবে না।

"আপনি পাগল হলেন নাকি?" প্রায় ফিসফিস করে বলল সে, "ওখানেও আপনাকে ধরার জন্য কেউ না কেউ অপেক্ষা করছে।"

"কিন্তু আমার মাল-সামান তো সব ওখানেই।"

"থাকুক। কিছু হবে না।"

এই মুহূর্তে তারা রয়েছেন এক কামরাবিশিষ্ট ছোট এক এ্যাপার্টমেন্টের ভিতর। জায়গাটা ট্র্যানটরের ঠিক কোন অংশে তিনি বলতে পারবেন না। কামরার পুরোটাই দখল করে রেখেছে একটা ডেস্ক এবং চেয়ার একটা বিছানা এবং একটা কম্পিউটার আউটলেট। ওয়াশরুম বা ডাইনিংরুম বলে কিছু নেই। তবে সকলের ব্যবহারের জন্য আলাদাভাবে একটা ওয়াশরুম আছে। হামিন তাকে সেখানে নিয়ে গেল। ভিতরে কেউ একজন ছিল আগে থেকেই। বেরিয়ে এসে সেলডনের চাইতে তার পোশাকের দিকেই মনোযোগ দিল বেশি।

সেলডন বলে দেয়ার পর হামিনও সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। "আপনার এই পোশাক ছাড়তে হবে। মান্ধাতা আমলের হ্যালিকনিয়ান পোশাক– "

"এর কতটুকু আপনার কল্পনা, হামিন?" অধৈর্য্য ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। "প্রথমে আপনার কথা আমি অর্ধেক বিশ্বাস করেছি আর এখন মনে হচ্ছে এটা শুধু... শুধু– "

"আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, "ভয় দেখানো।"

"ঠিকই বলেছেন। আপনি বোধহয় অদ্ভুত কোনো কারণে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখুন। আমি গাণিতিকভাবে বুঝিয়ে বলতে পারব না। যাইহোক, আপনি সম্রাটের সাথে দেখা করেছেন। অস্বীকার করবেন না। তিনি আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলেন, আপনি তা দেন নি। এটাও অস্বীকার করবেন না। আমার ধারণা সম্রাট আপনার কাছে চেয়েছিল ভবিষ্যতের বিস্তারিত বর্ণনা, আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। সম্ভবত ডেমারজেল মনে করে আপনি আরো চড়া দাম দিয়ে অন্য কারো কাছে আপনার আবিষ্কার বিক্রি করবেন। আমি তো বলেছি যদি ডেমারজেল আপনাকে চায়, তাহলে কোথাও গিয়ে মুখ লুকাতে পারবেন না। আপনাকে সে ঠিকই খুঁজে বের করবে। বদমাশ দুটো ঝামেলা বাধানোর আগেই এই কথাটা আমি আপনাকে বলেছি। আমি একজন সাংবাদিক এবং একজন ট্র্যানটরিয়ান। ভালোভাবেই জানি কোন ঘটনা কীভাবে সাজানো হয়। মনে আছে, একপর্যায়ে এলেম বলেছিল ওরা আপনাকেই চায়?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"আমাকে নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামায়নি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে অপমান করা।"

নিজে চেয়ারে বসে সেলডনকে বিছানার দিকে ইশারা করল হামিন। "শুয়ে পরুন, সেলডন। বিশ্রাম নিন। আমার মতে গুণ্ডা দুটোকে ডেমারজেল ছাড়া অন্য কেউ পাঠায়নি এবং সে আরো অনেককেই পাঠাতে পারে। কাজেই আপনার এই বেশভূষার হাত থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। অবশ্য এই সেক্টরে যদি আপনার কোনো দেশী ভাই হ্যালিকনিয়ান জোব্বা পরা অবস্থায় ধরা পড়ে, তখন সে যে আপনি নন তা বোঝানোর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। বোঝাতে না পারলে বিপদ।

"কী বলছেন?"

"সত্যি বলছি। আপনাকে এই বেশ ছাড়তে হবে। আমরা এগুলোকে এটমাইজ করে ফেলব– অবশ্য কারো চোখে ধরা না পড়ে যদি কোনো ডিজপোজাল ইউনিটের কাছে পৌঁছানো যায়, তবেই। তার আগে ট্র্যানটরিয়ান পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনার আকৃতি আমার চেয়ে খানিকটা কম, ব্যাপারটা আমার মাথায় আছে। অবশ্য জামা-কাপড়গুলো গায়ে একদম ফিট না হলেও ক্ষতি নেই– "

হাত নাড়লেন সেলডন। "দাম দেয়ার মতো কোনো ক্রেডিট আমার কাছে নেই। যা ছিল সব রয়ে গেছে হোটেলের সেফে।"

"এই বিষয়ে পরে কোনো এক সময় চিন্তা করব। দরকারী পোশাক জোগাড় করতে আমার এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। সেই সময়টা আপনি এখানে থাকবেন।"

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন সেলডন। "বেশ, এতই যখন জরুরী, থাকছি আমি।"

"হোটেলে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কথা দিন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দিলাম। কিন্তু আমি বেশ বিব্রত বোধ করছি। আপনি আমার জন্য অনেক ঝামেলা করছেন। এখন আবার খরচও করবেন। ডেমারজেলের কথা যতই বলুন না কেন, নিশ্চয়ই আমাকে ধরে নিয়ে যেত না। শুধু পোশাকগুলো নিয়েই ওরা ভয় দেখাচ্ছিল।"

"মোটেই না। ওরা আপনাকে ধরে কোনো স্পেসপোর্টে নিয়ে যেত, তারপর হ্যালিকনের পথে কোনো হাইপারশিপে উঠিয়ে দিত।"

"এটাতো কথার কথা– সত্যি সত্যি নিশ্চয়ই এমন করত না।"

"কেন?"

"আমি তো হ্যালিকনে ফিরেই যাচ্ছি– আগামীকাল।"

"এখনো আগামীকাল ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছেন?"

"অবশ্যই। যাব না কেন?"

"না যাওয়ার পিছনে হাজারো কারণ আছে।"

হঠাৎ করেই ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড রেগে উঠলেন সেলডন। "শুনুন, হামিন, এই খেলা আর চালিয়ে যেতে পারব না। এখানে কাজ শেষ, এখন আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। টিকেটগুলো হোটেলে রয়ে গেছে। নয়তো সেগুলো পাল্টে নিয়ে আজকেই ফিরে যেতাম। সত্যি বলছি।"

"আপনি হ্যালিকনে ফিরে যেতে পারবেন না।"

এবার আর রাগ প্রকাশ না করে পারলেন না সেলডন। "ওখানেও আমাকে ধরার জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকবে?"

মাথা নাড়ল হামিন। "রাগ করবেন না, সেলডন। ওখানেও কেউ না কেউ থাকবে। আমার কথা বোঝার চেষ্টা করুন। হ্যালিকনে ফিরে গেলে আপনি সহজেই ডেমারজেলের হাতে ধরা পড়বেন। হ্যালিকন নিরাপদ এবং চমৎকার ইম্পেরিয়াল টেরিটোরি। হ্যালিকন কখনো বিদ্রোহ করেছে, কখনো সম্রাটের বিরোধীপক্ষের সাথে হাত মিলিয়েছে?"

"না, কখনোই না– এবং তার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। আমাদের গ্রহটাকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো বড় বড় গ্রহ। নিজের নিরাপত্তার জন্যই তাকে এম্পায়ারের শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হয়।"

"ঠিক। আর তাই ইম্পেরিয়াল ফোর্স হ্যালিকনের স্থায়ী প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। প্রতিটা মুহূর্ত আপনাকে তারা চোখে চোখে রাখতে পারবে। ডেমারজেল যখনই মনে করবে আপনাকে তার প্রয়োজন, তখনই আপনাকে সে হাতের মুঠোয় পাবে। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে পারছি, নয়তো ঠিকই একটা মিথ্যে নিরাপত্তার ধারণা নিয়ে হাটে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন।"

"হাস্যকর। যদি সে চায় আমি হ্যালিকনে ফিরে যাই, তাহলে এত ঝামেলা পাকাচ্ছে কেন? কেন দুটো গুণ্ডা পাঠিয়ে আমাকে সতর্ক করে তুলছে?"

"আপনাকে সে সতর্ক করবে কেন? সে কী আর জানত যে গুণ্ডাগুলোর সাথে মারামারি করার সময় আমি আপনার পাশে থাকব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যাই হোক। ধরুন আপনি আমাকে সতর্ক করতে পারলেন না। আর গুণ্ডাদুটো তখন সফল হলে হয়তো দুচার ঘণ্টা আগে ফিরে যেতাম। তাতে কী লাভটা হতো?"

"হয়তো আপনি মত পাল্টাবেন মনে করে সে ভয় পাচ্ছে।"

"বাড়ি না ফিরলে, কোথায় যাব? হ্যালিকনে ধরতে পারলে যে কোনোখানেই ধরতে পারবে, হয়তো পালিয়ে এ্যানাক্রেনে চলে গেলাম– এখান থেকে প্রায় দশ হাজার পারসেক দূরে। কিন্তু সেখানেও ধরে ফেলবে। হাইপারস্পেশাল শিপ-এর কারণে দূরত্ব আজকাল কোনো ব্যাপারই না। যত বিদ্রোহই করুক না কেন, কোন গ্রহ সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে বা আমার জন্য দাঁড়াবে। সবচেয়ে বড় কথা আমি হ্যালিকনের নাগরিক, অন্য কোথাও আমি এই সুবিধাটুকু পাব না।"

ধৈর্য্য ধরে কথাগুলো শুনল হামিন, মাথাও নাড়ল কয়েকবার, কিন্তু চেহারা বরাবরের মতোই গম্ভীর এবং ভাবলেশহীন। "ঠিকই বলেছেন," বলল সে, "কিন্তু একটা গ্রহ আছে যেখানে সম্রাট নিজেও তার পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সাহস করেন না। আর আমার ধারণা এই ব্যাপারটাই ডেমারজেলকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

চিন্তা করছেন সেলডন, স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছেন। কিন্তু এমন কোনো গ্রহ খুঁজে পেলেন না যেখানে ইম্পেরিয়াল ফোর্সও অসহায়। বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন গ্রহ?"

"আপনি এখন সেই গ্রহের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ধারণা এই কারণেই ভয় পাচ্ছে ডেমারজেল। আপনাকে হ্যালিকনে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে সে যতটা উদ্বিগ্ন তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন আপনি না আবার এখানে থেকে যান। যদি হঠাৎ আপনার মনে হয়– নাহ্, আরো কটা দিন থেকেই যাই।"

দুজনেই বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ। তারপর সেলডনই কথা বললেন। কণ্ঠে সুস্পষ্ট কৌতুক। "ট্র্যানটর! এম্পায়ার এর রাজধানী। যার কক্ষপথে রয়েছে ইম্পেরিয়াল ফোর্স এর হোম বেজ। যে গ্রহের সেনাবাহিনী গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ দুর্ধর্ষ এবং প্রশিক্ষিত। যদি বোঝাতে চান যে ট্র্যানটরে থাকলেই আমি ডেমারজেল এর হাত থেকে বাঁচতে পারব তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার কল্পনা আসলে সীমা ছাড়িয়ে গেছে।"

"না! আপনি একজন আউটওয়ার্ল্ডার, সেলডন। জানেন না ট্র্যানটর আসলে কী। এই গ্রহের জনসংখ্যা চারশ কোটি। গ্যালাক্সিতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা গ্রহ আছে যেগুলোর জনসংখ্যা ট্র্যানটরের জনসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। বাকীগুলোর তারচেয়েও কম। এই গ্রহের প্রযুক্তি এবং সমাজব্যবস্থা অসম্ভব উন্নত এবং অবিশ্বাস্য রকমের জটিল। আমরা এখন আছি ইম্পেরিয়াল সেকটরে। এই সেকটরের জনসংখ্যা এবং জীবনযাত্রার মান শুধু গ্যালাক্সিই নয় ট্র্যানটরের অন্যান্য সেকটরের চেয়েও অনেক অনেক বেশি। কমবেশি আটশ সেকটর আছে ট্র্যানটরে। এর মাঝে এমন কিছু সেকটর আছে যেগুলোর সমাজ ব্যবস্থা, আইন কানুন অন্যান্য সেকটর থেকে একেবারেই আলাদা, কোনো মিল নেই। এবং এই সেকটরগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোটাকেই সম্রাট তেমন একটা ঘাটান না। ওসব জায়গায় ইম্পেরিয়াল ফোর্সও যেতে ভয় পায়।"

"কেন?"

"এম্পায়ার কখনোই ট্র্যানটরের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে পারবে না। যদি তা করে তাহলে যে টেকনোলজীর উপর ভিত্তি করে এই গ্রহ পরিচালিত হচ্ছে সেই টেকনোলজীর মূলে আঘাত লাগবে। এখানকার টেকনোলজীগুলো এত নিবিড়ভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো একটাকে সামান্য টোকা দিলে পুরো কাঠামোটাই ভেঙে চূড়মার হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন সেলডন, আমরা ট্র্যানটরবাসীরা খুব ভালো করেই জানি যে একটা ভূমিকম্প হবে সেটা আগে থেকে ধরতে না পারলে অথবা আমাদেরই কোনো ভুল দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে কী ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং সেটা সামলানোর জন্য কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়।"

"এমন অদ্ভুত কথাতো কখনো শুনিনি।"

হামিনের মুখে একটা মুচকী হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। "শোনার কথাও না। এম্পায়ার নিশ্চয়ই তার নিজের দুর্বলতার কথা সবার কাছে বলে বেড়াবে না। কিন্তু আমি একজন সাংবাদিক। ট্র্যানটরিয়ানদের চেয়েও আমি অনেক বেশি জানি। আপনি না জানলেও– সম্রাট জানেন– ইটো ডেমারজেল জানে যে ট্র্যানটরে টোকা দিলেও এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাবে।"

"আপনার মতে এই সকল কারণেই আমার ট্র্যানটরে থাকা উচিত?"

"হ্যাঁ। আমি আপনাকে ট্র্যানটরের এমন জায়গায় নিয়ে যেতে পারব যেখানে ডেমারজেলের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকতে পারবেন। লুকিয়ে থাকতে হবে না, নাম বদলাতে হবে না, বরং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। আপনাকে ছুঁয়ে দেখার সাহসও হবে না। এগুলো জানে বলেই তো সে তাড়াহুড়ো করে আপনাকে ট্র্যানটর থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আমি না থাকলে এবং নিজেকে রক্ষা করার বিস্ময়কর ক্ষমতা আপনার না থাকলে এতক্ষণে সে সফল হতো নিঃসন্দেহে।"

"কিন্তু আমাকে কতদিন ট্র্যানটরে থাকতে হবে?"

"আপনার নিরাপত্তার জন্য যত দিন প্রয়োজন, সেলডন। হয়তো সারাজীবন।"

৮

নিজের প্রজেক্টরে সেলডনের একটা হলোগ্রাফ তৈরি করেছে হামিন। সেটাই খুঁটিয়ে দেখছেন সেলডন। আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন দেখায় হলোগ্রাফ তার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত, মনে হলো যেন কামরার ভেতর একইরকম দুজন ব্যক্তি রয়েছে।

নতুন টিউনিকের হাতাগুলো দেখছেন সেলডন। হ্যালিকনিয়ান মনোভাবের কারণে মনে হলো রংটা আরো হালকা হলে ভালো হতো, যদিও হামিন বেছে বেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে হালকা রং-এর পোশাক নিয়ে এসেছে, সেজন্য কৃতজ্ঞ বোধ করলেন (পার্কে হামলা করতে আসা দুই তরুণের রংচঙে পোশাকের কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠলেন তিনি।)

"এই টুপিটা বোধহয় মাথায় পরা উচিত।" তিনি বললেন।

"ইম্পেরিয়াল সেকটরে– অবশ্যই টুপি পরবেন। নয়তো সবাই মনে করবে আপনার জন্ম হয়েছে নীচু বংশে। অন্যান্য সেক্টরের নিয়ম আবার আলাদা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। টুপিটা তৈরি হয়েছে নরম কোনো বস্তু দিয়ে। মাথায় দেয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জিনিসটা চমৎকারভাবে মাথায় বসে গেল। চারপাশে সমানভাবে ছড়ানো গোলাকার ব্রীম, তবে আক্রমণকারী দুই তরুণের টুপির চেয়ে ছোট এবং বেশি সুন্দর।

"বেঁধে রাখার জন্য কোনো স্ট্র্যাপ নেই।"

"না। এটা আজকালকার ছোকড়াদের নতুন ফ্যাশন।"

"কীহ্?"

"হ্যাঁ। নিজেদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই এগুলো পরে। আপনাদের ওখানেও নিশ্চয়ই এইরকম ছেলে ছোকড়া আছে।"

"আছে না আবার। স্টাইল করার জন্য মাথার অর্ধেক কামিয়ে ফেলে বাকী অর্ধেকে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল রাখে।"

হামিনের মুখ খানিকটা বাঁকা হয়ে গেল। "নিশ্চয়ই খুব খারাপ দেখায়?"

"একেবারে জঘন্য। এদের আবার দুটো ভাগ আছে। একদল চুল লম্বা রাখে বাঁ দিকে আরেক দল ডান দিকে। দুদলই মনে করে তাদের স্টাইলই সবার সেরা এবং এটা নিয়ে প্রায়শই রাস্তায় মারামারি শুরু করে দেয়।"

"তাহলে স্ট্র্যাপ ছাড়া এই টুপি আপনি মাথায় রাখতে পারবেন।"

"আশা করি অভ্যাস হয়ে যাবে।"

"ব্যাপারটা অবশ্য অনেকের চোখে পড়বে, কারণ এই টুপি দেখে সবাই মনে করবে আপনি শোক পালন করছেন। তাছাড়া এটা পরে আপনার অস্বস্তি লুকাতে পারবেন না। যাই হোক, ইম্পেরিয়াল সেক্টরে আর বেশিক্ষণ থাকছি না। –অনেক দেখা হয়েছে।" প্রজেক্টর বন্ধ করে দিল হামিন।

"আপনার কত খরচ হয়েছে?" সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

"জেনে কী করবেন?"

"আপনার কাছে ঋণী থাকতে হবে– এটা ভেবেই খারাপ লাগছে।"

"বেশি ভাববেন না। সব নিজের ইচ্ছেতেই করছি। কিন্তু এখানে আর থাকা উচিত নয়। আমার চেহারার বর্ণনা নিশ্চয়ই জায়গামতো পৌঁছে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে এখানে পুলিশ বা অন্য কেউ চলে আসতে পারে।"

"সেক্ষেত্রে টাকা পয়সা বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনি আমার জন্য নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি। কিন্তু বললাম তো, আমি নিজের ইচ্ছাতেই সব করেছি। নিজেকে রক্ষা করতে পারি আমি।"

"কিন্তু কেন– "

"পরে এ বিষয়ে কথা বলা যাবে। –ভালো কথা, আপনার পুরনো কাপড়গুলো আমি এটমাইজ করে ফেলেছি, বোধহয় কারো চোখে ধরা না পরেই। এনার্জি লেভেলে একটু উঠানামা হবে। জায়গামতো সেটা রেকর্ডও করা হবে। আসল কারণটা কী সেটা কেউ না কেউ ঠিকই ধরে ফেলবে– এখন সময়টা আসলে খুবই কঠিন। তবে আশা করি দুই আর দুই-এ চার বানানোর আগেই আমরা সরে যেতে পারব।"

৯

হলদেটে মোলায়েম আলো। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছে দুজন। হামিনের দৃষ্টি কোথাও স্থির হয়ে থাকছে না, চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাঁটার গতিও কমাচ্ছে না। একইসাথে সে সমান তালে কথাও বলে চলেছে।

তাল মিলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন সেলডন। "এখানে বোধহয় অনেক হাঁটতে হয়।" কথাটা বলতে হলো, কারণ অনেকগুলো দ্বিমুখী ফুটপাথ আর ক্রসওভার রয়েছে এখানে।

"অসুবিধা কী?" বলল হামিন। "কাছাকাছি দূরত্বে হন্টনই এখনো সবচেয়ে ভালো পরিবহন। সবচেয়ে সুবিধাজনক, সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর। অগণিত বছর ধরে জ্ঞান বিজ্ঞানে বিস্ময়কর অগ্রগতিও এটা পাল্টাতে পারেনি। –আপনার কী উচ্চতা ভীতি আছে, সেলডন?"

ডানপাশে রেলিং-এর পরে একটা গভীর খাদ। সেদিকে তাকালেন তিনি। এই খাদটাই পাশাপাশি দুটো ওয়ার্কিং লেনকে আলাদা করেছে। একটা লেন আরেকটা লেন-এর বিপরীত। দুটোর মাঝখানে সংযোগ হিসেবে সমান দূরত্বে পরপর অনেকগুলো ক্রস ওভার রয়েছে। "অর্থাৎ উঁচু জায়গায় উঠতে ভয় পাই কীনা, সেরকম পাই না। তবে খুব বেশি উঁচু থেকে নিচে তাকানো সবসময় অস্বস্তিকর। এটা কত নিচে নেমেছে?"

"এখানে বোধহয় চল্লিশ বা পঞ্চাশ লেভেল। ইম্পেরিয়াল সেক্টর এবং অল্প কয়েকটা অতি উন্নত অংশে এটাই স্বাভাবিক। বেশির ভাগ অংশেই এক লেভেল নিচেই গ্রাউন্ড লেভেল।"

"আমার ধারণা এটা আত্মহত্যার প্রবণতা উৎসাহিত করে।"

"খুব একটা না। সহজ পদ্ধতি আরো অনেকগুলো আছে। তাছাড়া ট্র্যান্টরে আত্মহত্যা ব্যাপারটাকে খারাপ নজরে দেখা হয় না। আত্মহত্যার জন্য এখানে অনেকগুলো সেন্টার আছে। সেখানে গিয়ে যে কেউ পছন্দ মতো পদ্ধতিতে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে দিতে পারে– তবে শর্ত একটাই। আত্মহননকারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন ধরনের সাইকোথেরাপীর জন্য গিনিপিগ হতে হবে। অবশ্য এই কারণে জিজ্ঞেস করছি না যে আপনার উচ্চতা ভীতি আছে কি না। আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া নেব। যেখানে ট্যাক্সি ভাড়া পাওয়া যায় সেখানের লোকগুলো আমাকে সাংবাদিক হিসেবে চেনে। আমি ওদের কিছু উপকার করেছি, বিনিময়ে ওরাও মাঝে মাঝে আমার উপকার করে দেয়। আমার নাম ওরা রেকর্ড করতে ভুলে যাবে এবং খেয়ালই করবে না যে আমার সাথে আরেকজন ছিল। অবশ্য সেজন্য বেশ মোটা অঙ্কের ক্রেডিট খরচ করতে হবে। কারণ ডেমারজেলের গুণ্ডাগুলো চেপে ধরলে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হবে ওরা, তখন আমার দেয়া ক্রেডিট ওদেরকে নিরাপত্তা দেবে। কিন্তু সেজন্য হয়তো অনেক সময় লাগবে।"

"এর সাথে উচ্চতাভীতির সম্পর্ক কী?"

"আমরা ট্যাক্সি রেন্টালে দ্রুত পৌছাব যদি গ্র্যাভিটিক লিফট ব্যবহার করি। সবাই অবশ্য খুব বেশি প্রয়োজন দেখা না দিলে এটা ব্যবহার করে না এবং সত্যি কথা বলতে কী আমার নিজেরও খুব একটা ইচ্ছা নেই। তবে এই মুহূর্তে, যদি মনে করেন যে আপনি সামলাতে পারবেন, তাহলে সময় বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করলে ভালো হবে।"

"গ্র্যাভিটিক লিফট জিনিসটা কী?"

"এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। যদি সাইকোলজিক্যালি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় তাহলে হয়তো এক সময় পুরো ট্র্যানটরে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়বে, তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য গ্রহে। মূলত গ্র্যাভিটিক লিফট হচ্ছে এমন এক এ্যালিভেটর শ্যাফট যার ভেতরে কোনো এ্যালিভেটর ক্যাব থাকে না। আমরা শূন্যে দাঁড়িয়ে উপরে উঠব বা নিচে নামব। আর এই উপরে উঠানো বা নিচে নামানোর কাজটা করবে এ্যান্টিগ্র্যাভিটি। এখন পর্যন্ত শুধু এই একটা ক্ষেত্রেই এ্যান্টি গ্র্যাভিটির ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে, সবচেয়ে বড় কারণ এই যে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে সহজ ব্যবহার।"

"যদি উঠা নামার মাঝখানে পাওয়ার চলে যায় তখন কী হবে?"

"যা ভাবছেন তাই হবে। পড়ে যাবো, মারা যাবো। এখন পর্যন্ত এই ধরনের দুর্ঘটনার কোনো খবর শুনিনি, হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আমি অবশ্যই জানতাম। হয়তো খবরটা প্রকাশ করতে পারতাম না নিরাপত্তার খাতিরে– সবসময় এই কারণ দেখিয়েই খারাপ খবরগুলো প্রকাশ করতে বাঁধা দেয়া হয়– কিন্তু আমি জানতে পারতাম ঠিকই। আপনি ভয় পেলে অবশ্য পরিকল্পনাটা বাদ। কিন্তু কড়িডোর ধরে যেতে বেশি সময় লাগবে, এগুলো কেমন আবদ্ধ, কিছুক্ষণ চলার পর অনেকেরই দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।"

একটা বাঁক ঘুরল হামিন। সামনেই টিকেট কাউন্টারের মতো একটা কোটর, তার সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো নারীপুরুষ। কয়েকজনের সাথে আবার বাচ্চাও আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিজের গ্রহে থাকতে এধরনের আবিষ্কারের কোনো খবর পাইনি।" নিচু গলায় বললেন সেলডন। "অবশ্য আমাদের নিউজ মিডিয়া অধিকাংশই স্থানীয় সংবাদ প্রচার করে, তারপরেও এইরকম একটা খবর নিশ্চয়ই চাপা থাকত না।"

"পুরো ব্যাপারটাই পরীক্ষামূলক এবং শুধু ইম্পেরিয়াল সেক্টরেই সীমাবদ্ধ। প্রচুর জ্বালানী খরচ হয়। সেজন্যই প্রশাসন এখনই ব্যাপকভাবে প্রচার করছে না। ক্লীয়নের আগে যে সম্রাট ছিলেন– ষষ্ঠ স্ট্যালিন– নিজের বিছানায় ঘুমের মধ্যে মরে গিয়ে যিনি সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন, তার নির্দেশেই অল্প কয়েকটি স্থানে গ্র্যাভিটিক লিফট বসানো হয়। সবাই বলে, স্ট্যালিন আসলে এ্যান্টি গ্র্যাভিটির সাথে নিজের নাম জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন ইতিহাসে তার নাম অমর করে রাখার জন্য। হয়তো এটার ব্যবহার ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে অন্যদিকে এটা দিয়ে গ্র্যাভিটিক লিফট ছাড়া অন্য কোনো আবিষ্কার সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।"

"আর কী আবিষ্কারের চিন্তা ভাবনা ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"এ্যান্টি গ্র্যাভ স্পেসফ্লাইট। তার জন্য অবশ্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীই মনে করেন যে এটা কোনোদিনও সম্ভব হবে না। কিন্তু গ্র্যাভিটিক লিফট তৈরি করার আগে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করত যে এটাও সম্ভব হবে না।"

লাইনটা ক্রমেই ছোট হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই সেলডন নিজেকে আবিষ্কার করলেন একেবারে কিনারায়। সামনে একটা গহ্বর। বাতাসে কেমন এক ধরনের চকমকে ভাব। হাত বাড়ালেন ছোঁয়ার জন্য। সাথে সাথে হালকা ইলেকট্রিক শক খেলেন। ব্যথা লাগেনি, কিন্তু ঝট করে হাত পিছিয়ে এনে ঝাড়তে লাগলেন।

মাথা নাড়ল হামিন। "সতর্কতা, যেন কন্ট্রোল চালু করার আগেই কেউ ভিতরে ঢুকে না পড়ে।" কন্ট্রোলে কয়েকটা নাম্বার চাপল সে। বাতাসের চকচকে ভাব চলে গেল।

উঁকি দিয়ে শ্যাফটের ভিতরে তাকালেন সেলডন।

"কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগবে না।" বলল হামিন। "আমার হাত ধরে রাখবেন আর চোখ বন্ধ করে রাখুন। তাহলেই হবে।"

সেলডন আসলে কোনো সুযোগই পেলেন না। কিছু বলার আগেই হামিন শক্ত করে তার হাত ধরে পা রাখল শূন্যের মাঝে। ভয়ে কেঁপে উঠলেন সেলডন এবং নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে অস্ফুট গোঙানী বেরিয়ে এল।

উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন, সেইরকম কোনো অনুভূতি হলো না। জোরালো বাতাসের ঝাপটাও টের পেলেন না তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরেই পিঠে হালকা ধাক্কা খেয়ে সামনে বাড়লেন। হোঁচট খেলেন। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে টের পেলেন পায়ের নিচে নিরেট জমিন।

চোখ খুললেন তিনি। "আমরা পৌছে গেছি?"

"মরি নি।" শুকনো গলায় বলল হামিন। তারপর হাঁটতে শুরু করল। হাত ধরে রেখেছে, কাজেই সেলডনও সামনে বাড়তে বাধ্য হলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি জানতে চাইছি আমরা কী সঠিক লেভেলে পৌছেছি?"

"অবশ্যই।"

"আমরা যখন নিচে নামছিলাম তখন যদি নিচ থেকে কেউ উপরে উঠত কী হত?"

"দুটো আলাদা লেন আছে। এক লেন দিয়ে যে গতিতে নিচে নামা হয় অন্য লেন দিয়ে সমান গতিতে উপরে উঠা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে দুর্ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনাই নেই।"

"আমি কিচ্ছু টের পাইনি।"

"পাওয়ার কথাও না। কোনো এক্সেলারেশন নেই। এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভিতরেই আপনার পতনের গতিতে একটা সামঞ্জস্য তৈরি হয়ে যায় সেই সাথে আপনার চারপাশের বায়ুপ্রবাহের গতিও ছিল সমান।"

"চমৎকার।"

"ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ব্যয়বহুল। আর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এটাকে আরো উন্নত, কার্যকরী এবং ব্যবহারোপযোগী করে তোলার কোনো আগ্রহ কারো নেই। সব জায়গাতেই একই কথা। 'আমরা এটা করতে পারব না। এটা করা যাবে না।" প্রচণ্ড রাগে কাঁধ ঝাড়ল হামিন। "যাই হোক ট্যাক্সি সেন্ট্রালে পৌছে গেছি। দেখা যাক কী হয়।"

১০

সেলডন আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যেন তাকে দেখে কারো মনে সন্দেহ না জাগে। কিন্তু ব্যাপারটা কঠিন। এয়ার ট্যাক্সি টার্মিনালের ভেতর অনেক মানুষ আসা যাওয়া করছে, প্রচুর ট্যাক্সিও আছে। যেভাবে মানুষজন এবং চারপাশে তাকাচ্ছেন, তাতে নিঃসন্দেহে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। স্বাভাবিক থাকতেই পারছেন না।

কীভাবেই বা পারবেন? গায়ের নতুন পোশাকে অস্বস্তি বোধ করছেন। কোনো পকেট নেই যে হাতগুলো তার ভেতর ঢুকিয়ে রাখবেন। বেল্টের দুপাশে দুটো পাউচ। একটু নড়লেই সেগুলো শরীরের সাথে অনবরত বাড়ি খাচ্ছে। যার ফলে তার মনে হচ্ছে কেউ যেন শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি। তাদের কোমরে কোনো পাউচ চোখে পড়ল না। তবে বাক্সের মতো ছোট একটা জিনিস বহন করছে তারা। মাঝে মাঝে সেটা আটকে রাখছে কোমরের সাথে। কৌশলটা ধরতে না পেরে শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন বোধহয় লুকানো চুম্বক আছে। হয় বাক্সের সাথে নয়তো বেল্টের সাথে। বিতৃষ্ণার সাথে লক্ষ্য করলেন মেয়েদের পোশাকে ততটা জাঁকজমক নেই, অন্তত আকৃষ্ট করার মতো করে শরীরের বিশেষ অংশগুলো উন্মুক্ত করে রাখেনি কেউই। তবে দুএকটা পোশাকের ডিজাইন দেখে মনে হলো যে সেই মেয়েগুলো চাইছে তাদের গুরু নিতম্বের দিকে পুরুষদের চোখ যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে হামিন দক্ষতার সাথে কাজ করছে। যথেষ্ট পরিমাণ ক্রেডিট জমা দিয়ে হাতে একটা সুপারকন্ডাকটিভ সিরাময়েড টাইল নিয়ে ফিরে এল। এই টাইল দিয়েই তাদের ভাড়া করা এয়ার ট্যাক্সি চালু করতে হবে।

"চলুন, সেলডন।" দুই আসনের একটা ছোট বাহনের দিকে ইশারা করে বলল হামিন।

"আপনার নাম সই করতে হয়েছে, হামিন?"

"না, এখানে সবাই আমাকে ভালো করেই চেনে। তাই নিয়ম মেনে সব কিছু করার গরজ দেখায়নি কেউ।"

"আপনি কী করছেন ওরা জানে?"

"কেউ জিজ্ঞেস করে নি, আমিও নিজে থেকে কিছু বলিনি।" হাতের টাইল একটা ফুটো দিয়ে ঢোকালো হামিন। এয়ার ট্যাক্সি চালু হলো। হালকা কম্পন অনুভব করলেন সেলডন।

"আমরা ডি-সেভেন এ যাবো।"

ডি-সেভেন জিনিসটা কী সেলডন জানেন না তবে অনুমান করলেন এটা বোধহয় কোনো রাস্তার নাম।

অন্যান্য গ্রাউন্ড কারের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে এয়ার ট্যাক্সি চলা শুরু করল। কিছুক্ষণ চলার পর খানিকটা তীর্যকভাবে উপরের দিকে উঠতে লাগল। গতি বাড়ছে ধীরে ধীরে। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেল।

ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই একটা সিট বেল্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেলডনকে আসনের সাথে আটকে নিয়েছে। অনুভব করলেন তিনি পিছনে সিটের আরামদায়ক ফোমের একেবারে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন তারপরে যেন স্প্রিং-এ ধাক্কা খেয়ে আবার ছিটকে বেরিয়ে এলেন।

"এটাতো এ্যান্টিগ্র্যাভিটিক বলে মনে হচ্ছে না।" তিনি বললেন।

"না," জবাব দিল হামিন। "ঝাঁকুনিটা হচ্ছে ছোট একটা জেট রি অ্যাকশনের কারণে। তবে আমাদের উপরে টিউবের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

সামনে ধীরে ধীরে যা উন্মোচিত হচ্ছে, সেলডনের কাছে মনে হলো যেন অসংখ্য এবং অগণিত গুহা, দূর থেকে মনে হয় চেকারবোর্ডের মতো। অন্যান্য এয়ার ট্যাক্সিগুলোকে এড়িয়ে হামিন ডি-সেভেন টানেলের খোলামুখের দিকে এগিয়ে চলেছে।

"যে কোনো মুহূর্তে আপনি অন্য ট্যাক্সির সাথে ধাক্কা লাগাবেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন সেলডন।

"সেই সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ ছিল যদি এটা চালানোর জন্য আমাকে নির্ভর করতে হতো নিজের বোধ বুদ্ধি এবং দক্ষতার উপর। কিন্তু এই ট্যাক্সি কম্পিউটার চালিত। –এই যে চলে এসেছি।"

ডি-সেভেন টানেলে ঢুকল তারা; মনে হলো যেন টানেলটা তাদের গিলে ফেলল। বাইরের প্লাজার উজ্জ্বল ঝলমলে আলো মুছে গেল, টানেলের ভিতরের আলো নিষ্প্রভ হলুদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্ট্রোল ছেড়ে সিটে হেলান দিয়ে বসল হামিন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, "যাক, ঝামেলা ছাড়াই একটা ধাপ পেরনো গেল। স্টেশনে ধরা পড়ার ভয় ছিল। কিন্তু এখানে আমরা পুরোপুরি নিরাপদ।"

মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে এয়ার ট্যাক্সি। কোনো শব্দ নেই, শুধু একটা মোলায়েম গুঞ্জন। টানেলের দুপাশের দেয়াল সড়াৎ সড়াৎ করে সরে যাচ্ছে পিছনে।

"কী রকম গতিতে এগোচ্ছি আমরা?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

দ্রুত কন্ট্রোলের উপর চোখ বুলালো হামিন।"ঘণ্টায় প্রায় তিনশ পঞ্চাশ কিলোমিটার।"

"ম্যাগনেটিক প্রপালশন?"

হ্যাঁ। আমার ধারণা হ্যালিকনেও এই জিনিস আছে।"

"আছে। মাত্র একটা লাইন। ইচ্ছে থাকলেও কখনো চড়ার সৌভাগ্য হয়নি। কোনো ধারণাই ছিল না যে জিনিসটা এমন হবে।"

"ট্র্যানটরের ল্যান্ড সারফেসের উপর থেকে শুরু করে গভীর তলদেশ পর্যন্ত মহাসাগরগুলোর দুর্গম তলদেশ পর্যন্ত এইরকম অসংখ্য টানেল মৌমাছির চাকের মতো ছড়িয়ে আছে। দূরের যাত্রার জন্য এটাই ট্র্যানটরে একমাত্র এবং প্রধান মাধ্যম।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"প্রথম গন্তব্যে পৌছতে পাঁচ ঘণ্টার কিছু বেশি লাগবে।"

"পাঁচ ঘণ্টা!" মুখ বাঁকালেন সেলডন।

"চিন্তা করবেন না। প্রতি বিশ মিনিট পর পর রেস্ট এরিয়া আছে। ইচ্ছে হলেই সেখানে থেমে টানেল থেকে বেরুনো যাবে, হাঁটাহাঁটি করে নিতে পারব। খাবারসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে।"

তারপর দুজনেই নিশ্চুপ। আবার আলোচনা শুরু হলো যখন সেলডন হঠাৎ একটা আলোর চমক দেখে সোজা হয়ে বসলেন। তার কাছে মনে হলো তিনি বোধহয় আরো দুটো এয়ার-ট্যাক্সি দেখেছেন।

"ওটা একটা রেস্ট এরিয়া।" অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিল হামিন।

"আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেই জায়গাটা কী আসলেই নিরাপদ?"

"অন্য অনেক জায়গার চেয়ে নিরাপদ। অন্তত ইম্পেরিয়াল ফোর্স সরাসরি আপনার গায়ে হাত দিতে পারবে না। তবে ভাড়াটে খুনী বা অপহরণকারী পাঠিয়ে আপনার ক্ষতি করতে পারে- সেজন্য তো কিছুটা সতর্ক থাকতেই হবে। আমি আপনার জন্য দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করে দেব।"

"ভাড়াটে খুনী?" অস্বস্তির সাথে বললেন সেলডন। "ওরা কী আসলেই আমাকে খুন করতে চায়?"

."আমি নিশ্চিত যে ডেমারজেল আপনাকে খুন করতে চায় না। সে আপনাকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু শত্রুতো আরো অনেকেই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আপনাকে মেরে ফেলতে পারে, অথবা কোনো ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।"

মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সেলডন। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই তিনি ছিলেন অনুন্নত এক গ্রহ থেকে আসা অপরিচিত এক গণিতজ্ঞ। চমৎকার সব দৃশ্য দেখে সময় কাটাচ্ছিলেন। চেয়েছিলেন নিজ গ্রহে ফিরে যাওয়ার আগে অনভ্যস্ত গ্রাম্য চোখ দিয়ে প্রাণ ভরে দেখবেন এই সুবিশাল গ্রহের অতি উন্নত জৌলুশ এবং চাকচিক্য। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, পিছনে ছুটে আসছে ইম্পেরিয়াল ফোর্স। ঘটনার ভয়াবহতায় কেঁপে উঠলেন তিনি।

"আপনার কী হবে আর এখন কী করতে চাইছেন?"

চিন্তিত গলায় জবাব দিল হামিন। "আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে না। দেখা যাবে কোনো একদিন কোনো গুপ্তঘাতক আড়াল থেকে আমাকে মেরে পালিয়ে গেল।

কথাগুলো বলার সময় হামিনের বলার ভঙ্গী বা কণ্ঠস্বর পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকল কিন্তু সেলডন কুঁকড়ে গেলেন।

"আপনাকে দেখে তো মনেই হচ্ছে না আপনি... আপনি... একটুও ভয় পেয়েছেন।"

"আমি ঘাগু ট্র্যানটরিয়ান। এই গ্রহটাকে অন্য যে কারো চেয়ে ভালভাবে জানি। আমি অনেক মানুষকে চিনি, জানি যাদের বেশিরভাগই আমার কাছে কোনো না কোনো কারণে ঋণী। আমি অত্যন্ত সাবধানী লোক এবং নিজেকে রক্ষা করতে পারব এই বিশ্বাস আমার আছে।"

"শুনে খুশী হলাম এবং আশা করি আপনি আসলেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন, হামিন, কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, কেন আপনি এই ঝুঁকি নিচ্ছেন। আমি আপনার কে? কেন সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনছেন?"

কন্ট্রোল নিয়ে খেলা করতে লাগল হামিন, জবাব দেয়ার আগে সময় নিচ্ছে। তারপর সরাসরি তাকালো সেলডনের দিকে।

"আমি আপনাকে রক্ষা করতে চাইছি ঠিক একই কারণে যে কারণে সম্রাট আপনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল– আপনার ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা।"

প্রচণ্ড হতাশ হলেন সেলডন। তাকে রক্ষা করার পেছনে বন্ধুত্ব বা মানবিক কোনো কারণ নেই। পুরোটাই স্বার্থ। আসলে তিনি শিকার, শুধু এক শিকারীর খপ্পর থেকে আরেক শিকারীর হাতে পড়েছেন। ক্রোধের সাথে জবাব দিলেন, "এই সম্মেলনে আমার প্রবন্ধ উপস্থাপন করাটাই চরম ভুল। এটা আমার জীবন শেষ করে দিয়েছে।"

"না, এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। সম্রাট এবং তার অফিসাররা আপনাকে চায় এক কারণে, তারা চায় আপনাকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে, নিজেদের বংশধরদের জন্য সুখ, সমৃদ্ধি এবং আরামআয়েশের ব্যবস্থা বজায় রাখতে। যেন সম্রাটের শাসন বজায় থাকে এবং পরবর্তীকালে তার ছেলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একইভাবে শাসন করতে পারে। কিন্তু আমি চাই আপনার এই ক্ষমতা দিয়ে যেন গ্যালাক্সির মঙ্গল করা যায়।"

"পার্থক্যটা কোথায়?" তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

এবার হামিনও রেগে উঠল। "পার্থক্যটা কোথায় সেটা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। যে সম্রাট এখন আমাদের শাসন করছেন তার জন্মের আগে, তিনি যে রাজবংশের প্রতিনিধি সেই বংশের সূত্রপাতের অনেক অনেক আগে মানব সভ্যতার জন্ম। হয়তোবা গ্যালাক্সির পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের বয়সের চেয়েও প্রাচীন মানব সভ্যতা। কিংবদন্তী আছে যে এক সময় মানব জাতি শুধু একটা গ্রহেই বাস করত।"

"কিংবদন্তী!"

"হ্যাঁ, কিংবদন্তী। কিন্তু সেটা সত্যি না হওয়ার পেছনে তো আমি কোনো কারণ দেখিনা। হয়তো বিশ হাজার বা তারও বেশি বছর আগে ঘটনা এমনই ছিল। নিশ্চয়ই হাইপারস্পেশাল যোগাযোগের জ্ঞান-বুদ্ধি মাথায় নিয়েই মানব জাতির জন্ম হয়নি। শুরুতে নিশ্চয়ই আলোর গতির চেয়ে হাজার গুণ বেশি দ্রুত যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং তারা নিঃসন্দেহে একটা মাত্র প্ল্যানেটারি সিস্টেমে বন্দী হয়ে ছিল। আর গ্যালাক্সির গ্রহগুলোতে যে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে তা আমি, আপনি বা সম্রাট এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরদের মৃত্যুর পরেও বহু বহু বছর টিকে থাকবে। এমনকি হয়তোবা এই এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু মানবজাতি ঠিক তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবে। সেই ক্ষেত্রে, কেন একজনের কথা ভাবব, কেন সম্রাট এবং তরুণ যুবরাজ-এর জন্য চিন্তিত হব? এম্পায়ার কীভাবে চলছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। গ্যালাক্সির কোয়াড্রিলিয়ন মানবসন্তানের কী হবে? কী হবে তাদের?"

"মানব জাতি তার পথ চলা চালিয়ে যাবে।"

"আপনি কী কোনো তাগিদ অনুভব করছেন না যে তাদের একটা দিকনির্দেশনা দরকার নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য।"

"যে কেউ মনে করতে পারে এখন যেভাবে চলছে সেইভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব ভালোভাবে টিকিয়ে রাখা যাবে।"

"মনে করতে পারে। সে কী আপনি যে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলছেন তার কৌশলটা বলতে পারবে?"

"আমি এই কৌশলটাকে বলি সাইকোহিস্টোরী। তাত্ত্বিকভাবে পারবে।"

"আর আপনি এই তত্ত্বকে বাস্তবে পরিণত করার কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন না।"

"আমি চাই, হামিন। কিন্তু ইচ্ছা এবং সামর্থ্যের মাঝে অনেক ফারাক। সম্রাটকে আমি বলেছি যে সাইকোহিস্টোরীকে বাস্তব কৌশলে পরিণত করা যাবে না, আপনাকেও একই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন?"

"না, আমি তা চাই না, বরং ট্র্যানটরের সমান শিলাখণ্ড হাতে নিয়ে সেগুলো ওজন অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করাও অনেক ভালো। আমি জানি সাইকোহিস্টোরী এমন একটা কাজ যা আমি সাত-জনমেও শেষ করতে পারব না।"

"মানব জাতির সত্যিকার অবস্থা জানতে পারলে আপনি চেষ্টা করবেন?"

"অবান্তর প্রশ্ন। মানবজাতির সত্যিকার অবস্থা আবার কী? আপনি কী দাবী করছেন যে আপনি সেটা জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি। এবং মাত্র পাঁচ শব্দেই আপনাকে পুরোটা বলে দিতে পারি।" আবার সামনে তাকালো হামিন। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল টানেলের দেয়ালের পরিবর্তনহীনতা, কীভাবে সেগুলো চোখের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে পরক্ষণেই পিছিয়ে যাচ্ছে সাঁ করে। তারপর হাসি মুখে শব্দ পাঁচটা বলল।

"গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিভার্সিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ট্রিলিং ইউনিভার্সিটি... প্রাচীন ট্র্যানটরের স্ট্রিলিং সেক্টরে অবস্থিত উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান... সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় সুখ্যাতি থাকলেও বর্তমানে কিন্তু ঐ সকল কারণে এই প্রতিষ্ঠানের কথা মানুষের ভাবনাকে প্রভাবিত করেনা। ইউনিভার্সিটির জ্ঞানী-গুণীদের প্রজন্ম এটা ভেবে আশ্চর্য হতে পারেন যে পরবর্তী যুগে এই প্রতিষ্ঠান কোনো এক হ্যারি সেলডনের কারণেই পুরো মহাবিশ্বে পরিচিতি লাভ করবে, কারণ তথাকথিত পালিয়ে বেড়ানোর সময় তিনি এখানে অল্প কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন।

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা।

১১

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছেন সেলডন। অস্বস্তি বোধ করছেন নিজের ক্ষুদ্রতা আর স্বল্পতার কথা ভেবে।

নতুন এক বিজ্ঞান তৈরি করেছেন তিনি: সাইকোহিস্টোরী। সম্ভাবনার নিয়মগুলোকে বর্ধিত করে তাতে এনে দিয়েছেন নতুন এক মাত্রা, যোগ করেছেন নতুন জটিলতা এবং অনিশ্চয়তা, তৈরি করেছেন বিশাল বিশাল গাণিতিক সমীকরণ যার ফলাফল হতে পারে অসংখ্য - বোধহয় অসীম। বলতে পারবেন না।

তার কাছে আছে সাইকোহিস্টোরী- বা বলা যায় যে সাইকোহিস্টোরীর মূল নীতিগুলো। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে তার কী বিস্তারিত ধারণা আছে যার সাহায্যে সমীকরণগুলোর একটা বোধগম্য অর্থ দাঁড় করানো যায়।

নেই। ইতিহাসে কখনোই আগ্রহী ছিলেন না। হ্যালিকনিয়ান ইতিহাসের একটা প্রাথমিক ধারণা আছে কারণ বিদ্যালয়ে সেটা অধ্যয়ন করা ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই জানাই কী সব? কোনো সন্দেহ নেই তিনি যা জানেন সেটা হলো গিয়ে সম্পূর্ণ ইতিহাসের একটা নগ্ন কঙ্কাল। অর্ধেক কল্পনা, অর্ধেক সময়ের করাল গ্রাসে বিকৃত।

হামিন কীভাবে বলল গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে? দশহাজার বছর ধরে যা এম্পায়ার হিসেবে স্বীকৃত, তারও আগের দুহাজার বছর ট্র্যানটর প্রভাবশালী বেশ কয়েকটি কিংডমের রাজধানী হিসেবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাও একটা এম্পায়ারের সমকক্ষ। প্রথম দিকে কোনো গ্রহই নিজেদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে চায়নি। ফলে প্রথম কয়েক শতাব্দী বিপুল পরিমাণে বিদ্রোহ, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহাসন নিয়ে হানাহানি সামলাতে হয়েছে ট্র্যানটরকে। ধীরে ধীরে নিজেকে সে গড়ে তুলেছে রূপকথার এক বিশ্বে যাকে এখন বলা হয় অবিনশ্বর বিশ্ব– ইটারনাল ওয়ার্ল্ড।

এ কথা সত্য যে গত চার শতাব্দীতে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিগত সম্রাটদের অধিকাংশই নিহত হয়েছেন আততায়ীর হাতে, বারবার ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। সব মিলিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ছিল সীমাহীন অস্থিরতা। তবে সেই পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটছে। গ্যালাক্সিতে এখন যে শান্তি বিরাজ করছে তা আগে কখনো ছিল না। পূর্ববর্তী সম্রাট ষষ্ঠ স্ট্যালিন এর শাসনকাল এবং বর্তমানে তার পুত্র প্রথম ক্লীয়নের আমলে প্রতিটি গ্রহ ক্রমেই উন্নতি লাভ করছে– এবং ক্লীয়নকে কোনো অবস্থাতেই রক্তলোলুপ স্বৈরাচার বলা যাবে না। এমনকি যারা ইমপেরিয়ামকে ঘৃণা করে তারাও ক্লীয়নের কোনো বদনাম বা দোষ দিতে পারবে না। তাদের বেশি অভিযোগ বরং ইটো ডেমারজেলের বিরুদ্ধে।

তাহলে হামিন এই কথা বলল কেন– এবং এইরকম আত্মবিশ্বাসের সাথে।

হামিন পেশায় একজন সাংবাদিক। গ্যালাক্সির ইতিহাস এবং সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ তার নখদর্পণে। তাই কী সে এমন একটা কথা বলতে পেরেছে? হয়তো এই বক্তব্যের পেছনে তার জোরালো প্রমাণ আছে। যদি থাকেই, কী সেই প্রমাণ?

বেশ কয়েকবারই সেলডন জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলেন। একটা উত্তর তার পাওনা হয়েছে। কিন্তু হামিনের গম্ভীর মুখে এখন একটা কিছু ছিল যার জন্য ঠিক সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। তাছাড়া নিজের ভেতর থেকেও কী যেন একটা বাধা দিল। যত যাই হোক, গ্যালাকটিক এম্পায়ার হচ্ছে মূল ভিত্তি যার উপর নির্ভর করে তার সকল বিশ্লেষণ, যুক্তি প্রমাণ গড়ে উঠেছে। যদি কোথাও ভুল করে থাকেন, তিনি সেটা জানতে চান না।

ভুল হয়েছে, এটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটলেই গ্যালাকটিক এম্পায়ারের স্থায়িত্ব শেষ হবে। অর্থাৎ, মহাবিশ্ব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন– শুধু তখনই গ্যালাকটিক এম্পায়ারের মৃত্যু হবে।

চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করলেন, লাভ হলো না। সাইকোহিস্টোরী বিজ্ঞানকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার কী মহাবিশ্বের ইতিহাস পুরোটা জেনে নেয়া উচিত?

সেটা কী সম্ভব? পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহ, প্রতিটিরই রয়েছে সীমাহীন জটিল নিজস্ব ইতিহাস। তার সবগুলো তিনি কীভাবে জানবেন? তিনি জানেন গ্যালাকটিক ইতিহাসের উপর অসংখ্য বুক ফিল্ম রয়েছে। কী যেন একটা দরকারে অনেকদিন আগে সেইরকম একটা বুক ফিল্ম দেখেছিলেন তিনি এবং মাত্র অর্ধেক দেখেই বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বুক ফিল্মগুলোতে কেবল গুরুত্বপূর্ণ গ্রহগুলোরই ইতিহাস থাকে। বেশিরভাগেই থাকে নিজেদের ইতিহাস। দুএকটিতে অন্যান্য গ্রহেরও বর্ণনা থাকে সেই সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত, যতদিন ঐ গ্রহগুলো নিজেদের প্রথম সারিতে রাখতে পেরেছিল। যখন থেকে সেগুলোর গুরুত্ব হ্রাস পায় তার পরবর্তী সময়ের কোনো বর্ণনা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেলডনের মনে আছে ঐ বুক ফিল্মে হ্যালিকন সম্বন্ধে দুটো লাইন পেয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল যে এক সময় হ্যালিকন ইম্পেরিয়াল সিংহাসনের দাবীদার কোনো এক ব্যক্তিকে সমর্থন দিয়েছিল, যদিও সেই ব্যক্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। হ্যালিকনকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি, সম্ভবত এই কারণে যে গ্রহটাকে শাস্তি দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয়নি।

এইরকম ইতিহাস জেনে কী লাভ হবে? প্রতিটি গ্রহ– একটাও বাদ দেয়া যাবে না– প্রতিটি গ্রহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, আন্তঃক্রিয়া সাইকোহিস্টোরীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একজন মানুষ কীভাবে পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের পূর্ণ ইতিহাস পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য আন্তঃক্রিয়া নির্ধারণ করবে? অসম্ভব। এবং তিনি আরো একবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন যে সাইকোহিস্টোরী পুরোপুরি তাত্ত্বিক, বাস্তবে পরিণত করা যাবে না।

মৃদু একটা ঝাঁকুনির ফলে সেলডন ধারণা করলেন বোধহয় এয়ার ট্যাক্সির গতি কমছে।

"কী হলো?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমার ধারণা যথেষ্ট দূরে আসা গেছে," হামিন বলল, "এবার পানাহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য খানিকটা বিরতির ঝুঁকি নেয়া যায়।"

পরবর্তী পনের মিনিট এয়ার ট্যাক্সির গতি ধীরে ধীরে কমল। সামনে একটা আলোকিত চত্বর। আরো অনেকগুলো ট্যাক্সির মাঝে খালি জায়গা দেখে সেখানে ল্যান্ড করল হামিন।

AMARBOI.COM

১২.

মনে হলো হামিন তার অভিজ্ঞ চোখে এক পলকে পুরো এলাকা, অন্যান্য ট্যাক্সি, ডিনার করতে আসা নারী পুরুষ সকলের উপর নজর বুলালো। সেলডন নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন যদিও জানেন না কীভাবে তা সম্ভব। তিনি হামিনকে অনুকরণ করার চেষ্টা করলেন।

ছোট একটা টেবিলে বসে বোতাম টিপে খাবারের অর্ডার দেয়ার পর প্রশ্ন করলেন সেলডন, "সব ঠিক আছে?" কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টাও করলেন।

"মনে হয়।" বলল হামিন।

"কীভাবে বুঝলেন?"

হামিনের গভীর চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য সেলডনের উপর স্থির হল। "অভিজ্ঞতা," বলল সে। "আমার মতো দীর্ঘদিন সংবাদের পেছনে ছুটে বেড়ালে আপনিও এক পলক তাকিয়েই বলে দিতে পারবেন, 'এখানে কোনো খবর নেই'।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়লেন সেলডন। স্বস্তি বোধ করছেন। হয়তো কথাগুলো হামিন বলেছে ঠাট্টার ভঙ্গীতে তারপরেও তাতে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য আছে।

কিন্তু স্যান্ডউইচে প্রথম কামড় দিয়েই তার স্বস্তি পুরোপুরি উবে গেল। মুখ ভর্তি খাবার আর চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে হামিনের দিকে তাকালেন তিনি।

"মাই ফ্রেন্ড, এটা রাস্তার ধারের সস্তা হোটেল।" বলল হামিন। "সস্তা, দ্রুত পাওয়া যায় এবং জঘন্য স্বাদ। এই খাবারগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন এবং অত্যন্ত কড়া ছত্রাকের নির্যাস মেশানো। ট্র্যানটরিয়ান জিহ্বা এই স্বাদে অভ্যস্ত।"

বেশ পরিশ্রম করে মুখের খাবারটুকু পেটে চালান করলেন সেলডন। "কিন্তু হোটেলে– "

"আপনি তখন ছিলেন ইম্পেরিয়াল সেক্টরে, সেলডন। সেখানে খাবার আমদানী করা হয় এবং সবচেয়ে উন্নতমানের মাইক্রোফুড ব্যবহার করা হয়। দামও অত্যন্ত বেশি।"

স্যান্ডউইচ আবার মুখে তুলবেন কিনা ভাবছেন সেলডন। "তার মানে যতদিন ট্র্যানটরে থাকব... "

ঠোঁট দিয়ে শ্... শ্... শ্ শব্দ করার মতো একটা ভঙ্গী করল হামিন। "কাউকে বুঝতে দেবেন না যে আপনি আরো ভালো স্বাদে অভ্যস্ত। ট্র্যানটরে কিছু কিছু স্থানে বেশি আভিজাত্য দেখানো একজন আউটওয়ার্ল্ডের হওয়ার চেয়েও বিপজ্জনক। নিশ্চিত থাকুন, সব জায়গার খাবারই এমন বিস্বাদ না। রাস্তার ধারের এই হোটেলগুলোর নিচু মানের খাবার সরবরাহ করার একটা অখ্যাতি আছে। আপনি যদি এই স্যান্ডউইচটা হজম করতে পারেন, তাহলে ট্র্যানটরে অন্য কোথাও গিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আর খাবারে আপনার কোনো ক্ষতিও হবে না। পচে যায়নি, দুদিন আগের বাসী খাবারও না, শুধু স্বাদটা একটু কড়া। বিশ্বাস করুন কিছুদিন পর আপনি এটাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন। অনেক ট্র্যানটরিয়ানকেই আমি চিনি যারা মূল্যবান সুস্বাদু খাবার মুখে নিয়েই থুঃ করে ফেলে দেয় কারণ তাতে এইরকম কড়া স্বাদ গন্ধ থাকে না।"

"এখানে কী প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করা হয়?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। তার আগে অবশ্য দেখে নিলেন কথা শুনে ফেলার মতো কাছাকাছি কেউ আছে কিনা। "আমি শুনেছি যে আশেপাশের বিশটা গ্রহ থেকে শয়ে শয়ে ফ্রেইট শিপ ট্র্যানটরের প্রতিদিনের খাবার সরবরাহ করে।"

"আমিও জানি। এবং শত শত ফ্রেইট শিপ ট্র্যানটরের বর্জ্য নিয়ে যায়। গল্পটা আরো মুখরোচক হবে যদি আপনি বলেন যে সেই একই শিপগুলো বর্জ্য বহন করে নিয়ে যায় যেগুলো খাবার বহন করে নিয়ে আসে। এটা সত্যি যে আমরা বিপুল পরিমাণে খাদ্য আমদানী করি, কিন্তু তার অধিকাংশই বিলাসী এবং মূল্যবান। এবং আমরা বিপুল পরিমাণে বর্জ্য রপ্তানী করি, অত্যন্ত যত্নের সাথে সেগুলোর ক্ষতিকারক প্রভাব দূর করে কার্যকরী উপাদানে পরিণত করা হয়– যেমন জৈব সার– যার প্রতিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কণা অনেক গ্রহের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান আমাদের কাছে যেমন মূল্যবান খাদ্য। কিন্তু আমি যা বললাম তা হলো মূল ছবির একটা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।"

"তাই?"

"সাগরের মাছ ছাড়াও এখানে আছে ফল এবং টাটকা শাকসব্জীর বাগান, পোলট্রি, খরগোস এবং বিশাল বিশাল মাইক্রো অর্গানিজমের ফার্ম– সাধারণত বলা হয় ছত্রাকের খামার, যদিও উৎপাদন অত্যন্ত কম। এবং আমাদের বর্জ্যগুলো অধিকাংশই এই উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এখানেই ব্যবহার করা হয়। আসলে অনেক দিক দিয়েই ট্র্যানটর সুবিশাল এবং অতিরিক্ত বেড়ে উঠা একটা স্পেস সেটলম্যান্টের মতো। আপনি কখনো ওগুলোতে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"স্পেস সেটলম্যান্টগুলো হচ্ছে আবদ্ধ শহরের মতো যার ভেতরে সবকিছুই কৃত্রিম উপায়ে রিসাইকল করা হয়। কৃত্রিম ভেন্টিলেশন, কৃত্রিম দিনরাত ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্থক্য শুধু এক জায়গাতে। সেটা হলো সবচেয়ে বড় সেটলম্যান্টের জনসংখ্যা দশ মিলিয়নের কাছাকাছি আর ট্র্যানটরের জনসংখ্যা তার দশহাজার গুণ বেশি। অবশ্য আমাদের সত্যিকার মধ্যাকর্ষণ আছে। আর কোনো স্পেস সেটলম্যান্টই আমাদের মাইক্রোফুডের মতো উন্নত মাইক্রোফুড তৈরি করতে পারবে না। আমাদের এখানে যে ঈষ্ট ভেট, ফাঙ্গাল ম্যাট, এলগি পন্ড আছে সেগুলো আয়তনে এত বিশাল যে বাইরের কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আর আমরা কৃত্রিম উপায়ে খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ।"

সেলডন তার স্যান্ডউইচের প্রায় পুরোটাই শেষ করে ফেলেছেন। এখন আর ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না। "এটা আমার কোনো ক্ষতি করবে না?"

"পেট খানিকটা সমস্যা তো করবেই, কপাল খারাপ হলে ডায়রিয়া হয়ে যেতে পারে। তবে সেরকম ঘটনা খুবই কম। এটাতে ডায়রিয়ার প্রতিশেধক মেশানো আছে, ভয় থাকবে না আর। আপনি যেহেতু এই ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর।"

"এটা নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, হামিন।" ঝগড়া বাধানোর সুরে সেলডন বললেন। "প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত।"

১৩

আবার পথ চলা শুরু হলো। টানেলের ভিতর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে তাদের এয়ার ট্যাক্সি।

এতক্ষণ যে প্রশ্নটা বুকের ভেতর খচ-খচ করছিল এবার সেটাকে ভাষায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিলেন সেলডন।

"গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এ কথা আপনি কেন বললেন?"

সেলডনের দিকে মুখ ঘুরালো হামিন। "সাংবাদিক হিসেবে চারদিক থেকেই আমার কাছে প্রচুর তথ্য উপাত্ত আসে। খবর শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায় কিন্তু খুব অল্প পরিমাণই আমি প্রচার করতে পারি। ট্র্যানটরের জনসংখ্যা কমছে। পঁচিশ বছর পূর্বে জনসংখ্যা ছিল কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন।

"জনসংখ্যা কমে যাওয়ার আংশিক কারণ হচ্ছে জন্মহার হ্রাস। অবশ্য ট্র্যানটরে জন্মহার কখনোই বেশি ছিল না। এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি খুব বেশি শিশু দেখেছেন? মনে হচ্ছে না যা দেখেছেন তা বিশাল জনসংখ্যার অনুপাতে খুব খুবই কম। আরেকটা কারণ হচ্ছে অভিবাসন। ট্র্যানটরে যে পরিমাণ লোক আসছে চলে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশি।"

"বিশাল জনসংখ্যার কথা চিন্তা করলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" সেলডন বললেন।

"কিন্তু এটা অস্বাভাবিক। কারণ এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যেও স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। কারণ এই মুহূর্তে কোথাও কোনো বিদ্রোহ নেই, অরাজকতা নেই, গত কয়েক শতাব্দীর অস্থির সময়ের কোনো ছোঁয়া নেই। যত যাই হোক রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, অশান্তি বিশৃঙ্খলা একদিক দিয়ে গতিশীলতা, বহমান জীবনের নিদর্শন। এখন চারদিকে কেমন যেন ক্লান্তি। সবকিছুই শান্ত, সুস্থির তার কারণ কিন্তু এই না যে মানুষ আসলে সন্তুষ্ট, তারা আসলে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"আমি কিছুই বলতে পারব না।"

"আমি পারি। এ্যান্টিগ্র্যাভিটি হলো একটা প্রমাণ। অল্প কয়েকটা গ্র্যাভিটিক লিফট বসানো হয়েছে, নতুন আরো বসানোর কোনো পদক্ষেপ নেই। পুরো প্রজেক্টটাই অলাভজনক, অথচ মনে হচ্ছে লাভজনক করে তোলার আগ্রহ কারো নেই। কারিগরি অগ্রগতির হার গত এক শতাব্দী থেকে কমতে কমতে এখন হামাগুড়ি দিয়ে চলার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই থেমে গেছে। এগুলো আপনি লক্ষ্য করেননি? আপনি তো একজন গণিতজ্ঞ।"

"লক্ষ্য করলেও কখনো কারণ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি তা বলা যাবে না।"

"কেউই মাথা ঘামায়না। সবাই মেনে নিয়েছে। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা একটা কথা বলতে খুব ভালবাসেন– এটা করা অসম্ভব, অব্যবহারিক, অকার্যকর। তারা চিন্তা ভাবনা না করেই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। যেমন আপনি– সাইকোহিস্টোরী নিয়ে আপনি কী ভেবেছেন? কাগজে কলমে জিনিসটা মজাদার কিন্তু বাস্তবে পুরোপুরি অকার্যকর। ঠিক বলেছি?"

"হ্যাঁ এবং না।" বিরক্ত সুরে বললেন সেলডন। "বাস্তবে ব্যবহারের অনুপযোগী তার কারণ এই না যে আমার ভেতরে আগ্রহের অভাব আছে বা আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। আসলেই এটা অকাজের জিনিস।"

"এটাও যে ক্ষয়িষ্ণু সময়ের আবর্তে এম্পায়ার হাবুডুবু খাচ্ছে তারই প্রভাব।" হামিনের কণ্ঠে তিরস্কার।

"যে ক্ষয়িষ্ণু সময়ের কথা বলছেন," রাগের সাথে বললেন সেলডন, "সেটা আপনার ধারণা। আপনার ভুলও তো হতে পারে?"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক মুহূর্ত চিন্তা করল হামিন। "হতে পারে। সবটাই আমার অভিজ্ঞতা আর অনুমান। আসলে আমার দরকার সাইকোহিস্টোরীর একটা কার্যকরী কৌশল।"

কাঁধ নাড়লেন সেলডন। "আপনাকে দেয়ার মতো এমন কোনো কৌশল আমার কাছে নেই। –কিন্তু ধরা যাক আপনার অনুমান নির্ভুল, ভেঙ্গে যাচ্ছে এম্পায়ার। মানবজাতির অস্তিত্ব তারপরেও থাকবে।"

"কোন নিয়ম বা কাঠামোর অধীনে? প্রায় বার হাজার বছর ধরে ট্র্যানটর শক্তিশালী শাসকদের অধীনে থেকে শান্তি বজায় রেখেছে। মাঝখানে অনেক বাধা এসেছে– বিদ্রোহ, স্থানীয় গৃহযুদ্ধ, আরো অনেক ঝড় ঝাপ্টা– কিন্তু সামগ্রিকভাবে এবং বিশাল এলাকা জুড়ে শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিল। হ্যালিকন কেন এত বেশি প্রো-ইম্পেরিয়াম? আপনার নিজের গ্রহের কথা বলছি। কারণ এটা ছোট গ্রহ এবং প্রতিবেশীরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ত যদি না এম্পায়ার তাকে নিরাপত্তা দিত।"

"আপনি বলতে চাইছেন এম্পায়ারের পতনের পর পুরো মহাবিশ্বে যুদ্ধ আর অরাজকতা ছড়িয়ে পড়বে?"

"অবশ্যই। সম্রাট বা ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউশন আমি পছন্দ করি না, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার হাতে কোনো বিকল্প নেই। আমি জানি না কীভাবে শান্তি বজায় রাখা যাবে। তাই আমার হাতে বিকল্প কোনো উপায় না আসা পর্যন্ত আমি এটাকে ছেড়ে দিতে পারি না।"

"এমনভাবে কথা বলছেন যেন গ্যালাক্সির নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে। ছেড়ে দিতে পারি না। বিকল্প উপায় পেতে হবে। এভাবে কথা বলার আপনি কে?"

"আমি যা বলছি কোনো রাখ-ঢাক না রেখেই বলছি। সবার কথা বলছি। ব্যক্তি চ্যাটার হামিন এর জন্য আমার কোনো দুঃশ্চিন্তা নেই। আমার জীবদ্দশাতে এম্পায়ার শেষ হবে না; বরং বেঁচে থাকতে থাকতেই হয়তো অগ্রগতির কিছু লক্ষণ ফুটে উঠবে। অবক্ষয় কখনো সরল পথে চলে না। হয়তো বা আরো এক হাজার বছর পরে এম্পায়ারের পতন চূড়ান্ত হবে। তখন আমি বেঁচে থাকবো না। আমার কোনো বংশধর বা উত্তরাধিকার থাকবে না। দু'একজন মেয়ের সাথে সাময়িক কিছু সম্পর্ক হয়েছিল। কোনো সন্তান নেই, হবেও না কোনোদিন। খোঁজ নিয়ে জেনেছি আপনারও কোনো সন্তান নেই, সেলডন।"

"বাবা মা এবং দুটো ভাই আছে। কোনো সন্তান নেই।" খানিকটা দুর্বলভাবে হাসলেন তিনি। "একটা মেয়ের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মেয়েটা মনে করত যে তার চেয়ে অঙ্ক শাস্ত্রকেই আমি বেশি পছন্দ করি।"

"তাই?"

"আমি সেরকম মনে করতাম না। মেয়েটা মনে করত আর তাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়।"

"তারপর আর কারো সাথে সম্পর্ক হয়নি?"

"না। সেই দুঃখ আমি আজো ভুলতে পারিনি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ আমরা তাহলে ঝাড়া হাত-পা, কোনো বন্ধন নেই। এই মুহূর্তে আমার একটা হাতিয়ার আছে; যার পুরো নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে।"

"কী সেই হাতিয়ার।" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। যদিও উত্তরটা তিনি জানেন।

"আপনি।" জবাব দিল হামিন।

জবাবটা প্রত্যাশিত ছিল বলেই সেলডন অবাক বা বিস্মিত হয়ে সময় নষ্ট করলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, "ভুল করছেন। আমি আপনার কোনো কাজেই আসব না।"

"কেন?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সেলডন। "একই কথা কতবার বলতে হবে? সাইকোহিস্টোরীর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। এতে অনেক মৌলিক সমস্যা আছে। ফলাফল বের করার জন্য অসীম সময় আর মহাবিশ্ব পুরোটা পেলেও কোনো লাভ হবে না।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"আমার দুর্ভাগ্য, হ্যাঁ।"

"গ্যালাকটিক এম্পায়ার এর পুরো ভবিষ্যত বের করার কোনো প্রয়োজন নেই। দরকার নেই প্রতিটা মানুষ বা প্রতিটি গ্রহের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার। শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর বের করলেই চলবে; গ্যালাকটিক এম্পায়ার কী ভেঙ্গে যাচ্ছে, যদি তাই হয় তবে কখন? তারপরে মানবজাতির অবস্থা কী হবে? এই ভাঙ্গন বা ধ্বংস ঠেকানোর জন্য বা পরবর্তী পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কি কিছু করা যায়? আমার তো মনে হয় এই প্রশ্নগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ।

মাথা নেড়ে বিষণ্ন হাসলেন সেলডন। "গণিত শাস্ত্রের ইতিহাসে দেখা যায় যে তার অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল খুব সহজ কিন্তু উত্তরগুলো ছিল সবচেয়ে জটিল বা আদৌ কোনো উত্তর ছিল না।"

"কোনো উপায় নেই? আমি জানি গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারছিনা। পুরো বিশ্লেষণ এবং তার উপসংহার আমার মনের ভেতরে রয়েছে অথচ কাউকে বোঝাতে পারছি না যে আমার কোনো ভুল হয়নি। কারণ কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথা যার কারণে এই পতন ঠেকানো বা কোনো সাবধানতা অবলম্বন করা যাবে না। আপনি আমার এই কথাগুলো প্রমাণ করে দিতে পারবেন।"

"এই কাজটাও আমি আপনাকে করে দিতে পারব না। আমি আপনাকে এমন কোনো প্রমাণ বের করে দিতে পারব না কারণ আসলে কোনো প্রমাণ নেই। আমি আপনাকে কোনো প্রয়োগযোগ্য গাণিতিক সিস্টেম তৈরি করে দিতে পারব না তার কারণ সেটা অসম্ভব। আমি এমন দুটো জোড় সংখ্যা তৈরি করে দিতে পারব না যার যোগফল সবসময়ই বেজোড় সংখ্যা হবে, সেই সংখ্যাটা আপনার– বা গ্যালাক্সির জন্য যত জরুরী প্রয়োজনই হোক না কেন আমি নিরূপায়।"

"আপনিও তাহলে অবক্ষয়ের শিকার। হাল ছেড়ে দেয়াদের দলে।"

"আর কী করার আছে আমার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চেষ্টা করেও দেখবেন না? আপনার কাছে যতই অর্থহীন মনে হোক, জীবনে এর চেয়ে ভালো কিছু কী করার আছে? আপনার কী আরো কোনো মূল্যবান উদ্দেশ্য আছে? আরো বৃহৎ এবং মহৎ কোনো উদ্দেশ্য?"

দ্রুত কয়েকবার চোখ পিটপিট করলেন সেলডন। "মিলিয়ন মিলিয়ন গ্রহ, বিলিয়ন বিলিয়ন সংস্কৃতি। কোয়াড্রিলিয়ন মানুষ। আর এই সবগুলোর সম্মিলিত যোগফল যা হয় তার চেয়েও অধিক সংখ্যক আন্তঃসম্পর্ক। –আর আপনি বলছেন এগুলোকে একটা নিয়মের ভেতর বেঁধে ফেলতে।"

"না, আমি আপনাকে চেষ্টা করতে বলছি। মিলিয়ন মিলিয়ন গ্রহ, বিলিয়ন বিলিয়ন সংস্কৃতি, কোয়াড্রিলিয়ন মানুষের জন্য। সম্রাটের জন্য না। ডেমারজেলের জন্য না। মানব জাতির জন্য।"

"আমি ব্যর্থ হব।"

"কী আসে যায়। পরিস্থিতি তো পাল্টাবে না। চেষ্টা করে দেখবেন?"

এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ঠিক বলতে পারবেন না কেন, সেলডন নিজেকে বলতে শুনলেন, "আমি চেষ্টা করব।" আর এভাবেই নির্ধারিত হয়ে গেল তার জীবনের গতিপথ।

১৪

পথ চলা শেষ হলো। ট্যাক্সি নিয়ে হামিন যেখানে থেমেছে সেই জায়গাটা আগে যেখানে খাওয়া-দাওয়া করেছিল তার চেয়েও ছোট। (বিস্বাদ খাবারের কথা মনে হতেই মুখ কোচকালেন সেলডন।)

নির্ধারিত স্থানে ট্যাক্সি জমা দিয়ে ফিরে আসছে হামিন। হাঁটতে হাঁটতেই ক্রেডিট স্লিপ শার্টের ভিতরে ছোট পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। "এখানে আপনার কোনো ভয় নেই।" বলল সে। "ঘরে বাইরে সবখানেই নিরাপদ। এটা স্ট্রিলিং সেক্টর।"

"স্ট্রিলিং?"

"আমার ধারণা নামটা রাখা হয়েছে সেই ব্যক্তির নামে যে সর্বপ্রথম এখানে বসতি শুরু করে। বেশির ভাগ সেক্টরের নামই কোনো না কোনো ব্যক্তির নামে রাখা হয়, তার সবই বিদঘুটে আর কঠিন উচ্চারণ। অথচ যদি বলার চেষ্টা করেন যে এই নাম পাল্টে সুরভিত উদ্যান রাখা উচিত তখন আপনার সাথে কোমর বেঁধে মারামারি শুরু করবে।"

"স্বাভাবিক," নাক সিটকে বললেন সেলডন। "গন্ধটাকে কোনোভাবেই সুরভিত বলা যাবে না।"

"ট্র্যানটরের কোথাও সুগন্ধ নেই, তবে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।"

"এখানে আসতে পেরে আমি খুশি। জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে তা কিন্তু বলছি না, তবে ট্যাক্সিতে বসে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। ট্র্যানটরে ঘুরে বেড়ানো নিশ্চয় সবার কাছেই আতঙ্কের। হ্যালিকনে আমরা বাই এয়ারে যাতায়াত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি। এখানে দুহাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে আসতে যে সময় লেগেছে, ওখানে সময় লাগত আরো কম।"

"আমাদের এখানেও জেট আছে।"

"তাহলে– "

"এয়ার-ট্যাক্সির ব্যবস্থা করা আমার জন্য সহজ, কারণ নিজেকে গোপন রাখতে পেরেছি। এয়ার-জেট এর বেলায় সেটা সম্ভব হতো না। সমস্যা দেখা দিত। আপনি এখানে নিরাপদ। তারপরেও আমি চেয়েছি ডেমারজেল যেন জানতে না পারে আপনি কোথায় আছেন। –সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের যাত্রা এখনো শেষ হয়নি। আসল গন্তব্যে পৌছতে আমাদের এক্সপ্রেস ওয়ে ধরতে হবে।"

শব্দটা সেলডনের পরিচিত। "মনোরেইল। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড-এর সাহায্যে চালানো হয়, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের হ্যালিকনে অবশ্য এই জিনিস নেই। সত্যি কথা বলতে কী প্রয়োজনও নেই। ট্র্যানটরে প্রথম দিনেই একটা এক্সপ্রেসওয়েতে চড়েছিলাম। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে আসার জন্য। চমৎকার অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমার মনে হয়েছে ভিড় এবং কোলাহল অত্যধিক বেশি।"

"আপনি কী হারিয়ে গিয়েছিলেন?" আমুদে গলায় জিজ্ঞেস করল হামিন।

"না, নির্দেশনামূলক যে সাইনগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট সাহায্য করেছে। উঠা-নামায় একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তবে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি। এখন বুঝতে পারছি যে আমার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে সবাই বুঝতে পেরেছিল আমি আউটওয়ার্ল্ডার। সবাই সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল; বোধহয় আমার হতচকিত ভাব এবং পদে পদে হোঁচট খাওয়া দেখে ওরা বেশ আনন্দ পাচ্ছিল।

"বেশ, একবার যখন অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তাহলে আর অসুবিধা হবে না।" যথেষ্ট ভদ্রভাবে বলল হামিন তবে তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বাঁকা হাসি চোখ এড়ালো না। "চলুন তাহলে।"

অলস ভঙ্গীতে ফুটপাথ ধরে হাঁটা শুরু করল দুজন। আলো দেখে সবারই মনে হবে বেশ চমৎকার একটা রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। হঠাৎ হঠাৎ আলোর পরিমাণ কমছে বাড়ছে। যেন সূর্যটা মেঘে ঢেকে গিয়েই আবার বেরিয়ে আসছে। ঘটনাটা আসলেই সত্যি কী না দেখার জন্য নিজের অজান্তেই উপরে তাকালেন সেলডন। কিন্তু মাথার উপরে "আকাশ" শুধুই উজ্জ্বল।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হামিন বলল, "আলোর এই কম বেশির ব্যবস্থা বোধহয় মানুষের মনের কথা চিন্তা করেই তৈরি করা হয়েছে। কখনো আপনি দেখবেন যে রাস্তায় চমৎকার দিনের আলো। আবার কখনো দেখবেন আজকের চেয়েও কম।"

"কিন্তু কখনো বৃষ্টি বা তুষারপাত হয় না।"

"না। শিলাবৃষ্টি বা বৃষ্টিসহ তুষারপাত কিছুই হয় না। না প্রচণ্ড গরম না প্রচণ্ড শীত। ট্র্যানটরে এখনো অনেক কিছু টিকে আছে, সেলডন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচুর মানুষ রাস্তায়। অধিকাংশই বয়সে তরুণ। হামিন জন্মহার সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন বয়স্কদের সাথে বেশ কিছু শিশুও দেখা যাচ্ছে। সবাইকে মনে হলো বেশ সুখী। নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। পোশাকআশাকে রঙের ব্যবহার ইম্পেরিয়াল সেকটরের তুলনায় অনেক কম। হামিন তাকে যেগুলো এনে দিয়েছে চমৎকার মানিয়ে গেছে পরিবেশের সাথে। দুএকজন টুপি পড়েছে, বাকী সবার মাথা খালি। কৃতজ্ঞ চিত্তে সেলডন নিজের টুপি খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন।

দুটো ফুটপাথ আলাদা করার জন্য মাঝখানে কোনো গভীর খাদ নেই। বোধহয় হামিনের বক্তব্য অনুযায়ী তারা এখন রয়েছেন গ্রাউন্ড লেভেলে। কোনো যানবাহনও দেখা গেল না। কারণটা জিজ্ঞেস করলেন হামিনকে।

"ইম্পেরিয়াল সেক্টরে প্রচুর যানবাহন চোখে পড়ে কারণ সম্রাটের অফিসাররা সেগুলো ব্যবহার করে। অন্যান্য জায়গায় ব্যক্তিগত যানবাহন দুর্লভ। যারা ব্যবহার করে তাদের জন্য রয়েছে আলাদা টানেল। ব্যক্তিগত যানবাহন থাকার কোনো আবশ্যিকতা নেই যেহেতু এক্সপ্রেস ওয়ে আছে। স্বল্প দূরত্বের জন্য আছে চলমান করিডর। তারচেয়েও কম দূরত্বের জন্য আছে ফুটপাথ, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের পা দুটোকে ব্যবহার করতে পারি।"

হুশ হাশ আর ঘ্যাস ঘোস শব্দ শুনে সেদিকে তাকালেন সেলডন। সামান্য দূরেই দেখতে পেলেন অনেকগুলো এক্সপ্রেস ওয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটে চলেছে।

"ঐ যে।" আঙ্গুল তুলে দেখালেন তিনি।

"দেখেছি। কিন্তু আমরা বোর্ডিং স্টেশনে যাব। ওখানে গাড়ির সংখ্যা বেশি এবং চড়াও সহজ হবে।"

নিরাপদে একটি এক্সপ্রেসওয়ে কার-এ চড়ে বসার পর হামিনের দিকে ঘুরে সেলডন বললেন, "আমাকে যা সবচেয়ে বেশি অবাক করে তা হলো এগুলো কত শান্ত নীরব। একেবারেই শব্দহীন। অথচ আমার ধারণা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রপালশন এর কারণে কান ঝালাপালা করার মতো শব্দ হওয়ার কথা।" কান পেতে তিনি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর অতি মৃদু শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন।

"হ্যাঁ, চমৎকার নেটওয়ার্ক," হামিন বলল। "কিন্তু এক্সপ্রেসওয়েগুলো একসময় ছিল আরো চমৎকার। তখন তো আপনি দেখেননি। আমার যখন তরুণ বয়স তখন শব্দ হতো আরো কম। বয়স্কদের কাছে শুনেছি তারও আগে নাকি ফিসফিসানির মতো শব্দও ছিল না– যদিও আমার মনে হয়–

"এখন আগের মতো নেই কেন?"

"কারণ ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। আমি আপনাকে অবক্ষয়ের কথা বলেছি।

ভুরু কোঁচকালেন সেলডন। "মানুষ নিশ্চয়ই বসে বসে ভাবেনা, 'আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি'। কাজেই এক্সপ্রেসওয়ে গোল্লায় যাক।"

"না, তা করে না। আসলে কিছু করার নেই। হয়ে গেছে। বগিগুলোর রঙ চটে গেছে। নষ্ট বগিগুলো পাল্টানো হয়েছে, এখনো হচ্ছে। ম্যাগনেটগুলো রিপ্লেস করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, কিন্তু সবই করা হয় যেনতেন প্রকারে এবং অনেক দিন পরপর। আসলে সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রেডিটের যোগান দেয়া যাচ্ছে না।"

"ক্রেডিট গেল কোথায় তাহলে?"

"অন্য খাতে। গত শতাব্দীগুলো ছিল যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। এখন নেভী অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় আকারে অনেক বড় এবং তার পেছনে ব্যয় করতে হচ্ছে প্রচুর। ছোটখাটো একটা যুদ্ধ বা বিদ্রোহ দেখা দিলেও ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায় শতগুণ।"

"কিন্তু ক্লীয়ন ক্ষমতায় আসার পর থেকে তো সেরকম অস্থিরতা বিশৃঙ্খলা নেই। গত পঞ্চাশ বছর থেকেই আমরা বেশ শান্তিতে বসবাস করছি।"

"কিন্তু শান্তি আছে বলেই সৈনিকরা তাদের বেতন কমাতে দেবেনা। অ্যাডমিরালরা চায়না পুরনো আমলের যুদ্ধযানের নেতৃত্ব দিতে বা তাদের পদবী নিচে নেমে যাক। আর তা করতে গিয়ে সমাজের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড অবহেলিত হচ্ছে। এটাকেই আমি বলছি অবক্ষয়। নিশ্চয়ই আপনিও একমত হবেন? আপনার কী মনে হয়না এইধরনের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্লেষণ সাইকোহিস্টোরীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে?"

অস্বস্তি নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সেলডন। তারপর বললেন, "ভালো কথা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়।"

"হাহ্হা, তাইতো এই সেক্টরের নামটা চেনা চেনা লাগছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমি শুনেছি।"

"অবাক হইনি। ট্র্যানটরে একশোর বেশি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে এবং স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোর মধ্যে প্রথম সারির একটা।"

"আমি কী ওখানেই থাকব?"

"কিছুদিনের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পবিত্র ধর্মশালার মতো। ওখানে কেউ আপনাকে ছুতে পারবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।"

"তা না হয় হলো, কিন্তু যারা আগে থেকেই আছে তারা কি আমাকে খুশী মনে মেনে নেবে?"

"নেবে না কেন? আজকাল ভালো একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। ওরা আপনাকে কাজে লাগাতে পারবে। আপনিও ওদেরকে কাজে লাগাতে পারবেন।"

"তার মানে, বলতে চাইছেন আমি যেন ওখান থেকেই সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপম্যান্টের কাজ শুরু করি।"

"আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন।" গম্ভীর গলায় বলল হামিন।

"আমি শুধু চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।" বললেন সেলডন এবং মনে মনে ভাবলেন এটা হচ্ছে বালি দিয়ে রশি তৈরি করার প্রতিশ্রুতির মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা খুব বেশি হলো না। সেলডন বাইরে তাকিয়ে স্ট্রিলিং সেকটরের ঘরবাড়ি দেখতে লাগলেন। ভবনগুলোর কিছু কিছু একেবারেই নিচু আবার কয়েকটা এত উঁচু যেন 'আকাশ' ফুঁড়ে উঠে গেছে। দালানকোঠার মিছিলে হঠাৎ হঠাৎ ছেদ টেনেছে প্রশস্ত সড়ক। এছাড়াও নিয়মিত দূরত্বে অনেকগুলো সরু গলি চোখে পড়ল।

সেলডন ধারণা করলেন ভবনগুলো যেমন উপরে উঠেছে তেমনি মাটির নিচেও নেমেছে। সম্ভবত উপরে যত উঁচুতে উঠেছে মাটির নিচে নেমেছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। ধারণাটা মাথায় আসার সাথে সাথে তিনি সেটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করলেন।

অনেকক্ষণ থেকেই দৃশ্যাবলী দেখছেন সেলডন। হঠাৎ সচেতন হলেন। কারণ বাইরে দিনের আলো কেমন যেন ম্লান হয়ে আসছে। ঝট করে হামিনের দিকে ঘুরলেন। মুখে কিছু না বললেও সেলডনের প্রশ্নটা ধরতে পারল হামিন।

"বিকেল গড়িয়ে রাত নামছে।"

সেলডনের ভুরু উঁচু হলো সেই সাথে ঠোঁটের কোণাগুলো বেঁকে গেল নিচের দিকে। "চমৎকার। আমি কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পুরো গ্রহটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, আবার এখন থেকে ঠিক কয়েক ঘন্টা পর আলোকিত হচ্ছে।"

হামিন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে ছোট করে হাসল। "কল্পনাটা সঠিক হয়নি, সেলডন। পুরো গ্রহে কখনোই একসাথে রাত নামে না– বা দিন হয় না। পুরো গ্রহেই আলোর হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। আসল দিন রাতের মতো। গম্বুজের উপরে ঠিক যেভাবে রাত শেষে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফোটে আর দিন হয় ঠিক সেইরকম। যেন ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে দিনরাতের পার্থক্যের মিল থাকে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "তাহলে নিজেদেরকে চারপাশে আবদ্ধ করে রেখে আসল প্রকৃতির নকল করার দরকারটা কী?"

"আমার ধারণা মানুষ এইভাবেই চায়। ট্র্যানটরিয়ানরা নিজেদের এইভাবে ঢেকে রাখতে চায় কিন্তু সেটা মনে রাখতে চায় না। আসলে ট্র্যানটরিয়ান সাইকোলজির ব্যাপারে আপনার ধারণা কম।"

লজ্জা পেলেন সেলডন। তিনি একজন হ্যালিকনিয়ান। এবং হ্যালিকনের বাইরে শুধু ট্র্যানটর কেন লক্ষ লক্ষ বাসযোগ্য গ্রহের কোনোটার ব্যাপারেই কিছু জানেন না। তিনি কীভাবে সাইকোহিস্টোরি বিজ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করে তুলবেন।

মানুষের সংখ্যা যাই হোক না কেন– প্রয়োজনীয় সবটুকু জ্ঞানার্জন কী সম্ভব?

একটা ধাঁধার কথা মনে পড়ল সেলডনের। ধাঁধাটা এইরকম : তুমি কী অত্যন্ত ছোট এক টুকরো প্লাটিনাম তুলতে পারবে। তার জন্য যতজন মানুষ লাগে লাগুক। শর্ত একটাই তুলতে হবে খালি হাতে কোনো যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

• উত্তর, হ্যাঁ, তোলা যাবে। স্বাভাবিক মধ্যাকর্ষণে এক কিউবিক মিটার প্লাটিনামের ওজন ২২,৪২০ কিলোগ্রাম। ধরা যাক প্রত্যেক ব্যক্তি ১২০ কিলোগ্রাম ওজন তুলতে পারবে। তাহলে সর্বমোট ১৮৮ জন লোকের প্রয়োজন হবে। –কিন্তু ১৮৮ জন লোক এক সাথে এক কিউবিক মিটারের এক টুকরো প্লাটিনাম ধরতে পারবে না। খুব বেশি হলে নয় জন সেটাকে হাত দিয়ে ধরতে পারবে। অথচ আগেই বলা হয়েছে কোনো যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করা যাবে না। খালি হাতে তুলতে হবে।

ঠিক একইভাবে সাইকোহিস্টোরির জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন সেটা অর্জনের জন্য যথেষ্ট লোকজন পাওয়া যাবে না। খুব অল্প কয়েকজনই সেটার কাছাকাছি পৌছতে পারবে এবং প্রয়োগ করতে পারবে।

হামিনের কথায় ধ্যান ভাঙল তার। "আপনি বোধহয় এখনই চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন, সেলডন।"

"আমি আসলে ভাবছিলাম নিজের অজ্ঞতার কথা।"

"অত্যন্ত উপযোগী একটা কাজ। সবারই আপনার পথ অনুসরণ করা উচিত। –যাই হোক, এবার নামতে হবে।"

চারপাশে তাকালেন সেলডন। "কীভাবে বুঝলেন?"

"প্রথমবার এক্সপ্রেসওয়েতে চড়ার সময় আপনি যেভাবে বুঝেছিলেন। নির্দেশনা দেখে।"

এবার সেলডনও নির্দেশনাটা দেখতে পেলেন। তাতে লেখা : স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়– তিন মিনিট।"

"পরের বোর্ডিং স্টেশনে নামব। দেখে শুনে পা ফেলবেন।"

হামিনকে অনুসরণ করে গাড়ি থেকে নামলেন সেলডন। দেখলেন আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। ফুটপাথ, করিডর, দালানকোঠাগুলো আলোকিত। একটা হলুদাভ আভা ফুটে বেরুচ্ছে সেগুলো থেকে।

তার কাছে মনে হলো তিনি বোধহয় হ্যালিকনেই আছেন। চোখ বন্ধ করে এখানে নিয়ে আসার পর বাঁধন খুলে দিলে সত্যি সত্যি বিশ্বাসও করে ফেলতেন যে আসলেই হ্যালিকনের কোনো আধুনিক নগরীর জনবহুল অংশে দাঁড়িয়ে আছেন।

"হামিন, স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে কতদিন থাকতে হবে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বরাবরের মতোই স্বভাবসুলভ শান্ত গলায় জবাব দিল হামিন। "বলা মুশকিল, সেলডন। হয়তো সারাজীবন।"

"কীহ্!"

"হয়তো নয়। তবে সাইকোহিস্টোরির গবেষণাপত্রগুলো প্রচার করার মুহূর্ত থেকেই আপনার জীবনের লাগাম আপনার হাত থেকে ছুটে গেছে। সম্রাট এবং ডেমারজেল সাথে সাথেই আপনার মূল্য বুঝতে পারে। আমি পারি। নিঃসন্দেহে আরো অনেকেই পেরেছে। তো বুঝতেই পারছেন আপনি আর আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণকারী নন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেনাবিলি, ডর্স... ইতিহাসবিদ, জন্ম সিনায়... জীবনটা হয়তো তার ঘটনাবিহীনভাবেই কেটে যেত। যদি না দু-দুটো বছর স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর তরুণ হ্যারি সেলডনের সাথে তার পরিচয় ঘটত। সেলডন তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

১৬

কামরাটা যথেষ্ট বড়। অন্তত ইম্পেরিয়াল সেক্টরে হামিনের যে কামরা ছিল তার চেয়ে বড়। এটা একটা শয়নকক্ষ, কোণায় ছোট্ট একটা ওয়াশ রুম, তবে রান্না করার জন্য পৃথক কোনো ব্যবস্থা বা কোনো ডাইনিং স্পেস নেই। কোনো জানালা নেই, অবশ্য ছাদে গ্রিল লাগানো একটা ভেন্টিলেটর আছে। সেটা থেকে অবিরাম দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ বেরুচ্ছে।

বিরক্তিভরা দৃষ্টি নিয়ে চারপাশে তাকালেন সেলডন।

হামিন তার স্বভাবসুলভ আশ্বস্ত করার সুরে সেলডনের এই দৃষ্টির জবাব দিল। "শুধু আজকের রাতটা, সেলডন। আগামীকাল কেউ একজন এসে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। সেখানে আরামে থাকতে পারবেন।"

"আপনি জানলেন কীভাবে, হামিন?"

"আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব। এখানে দু'একজন আছে আমার পরিচিত"– রসকষহীন ভঙ্গীতে সামান্য একটু হাসল সে– "ওরা কোনো না কোনোভাবে আমার কাছে ঋণী। আমি প্রতিদান চাইতে পারি। এবার কাজের কথায় আসা যাক।"

সরাসরি সেলডনের দিকে তাকালো সে। "হোটেলে আপনার যে জিনিসপত্র ছিল ধরে নিন সেগুলো হারিয়ে গেছে। এমন কিছু ছিল যা হারিয়ে গেলে আর পূরণ করা সম্ভব নয়?"

"আসলে কোনো ক্ষতিই সত্যিকার অর্থে পূরণ করা যায় না। ব্যক্তিগত কিছু জিনিস ছিল; অতীত স্মৃতি হিসেবে সেগুলো আমার কাছে মূল্যবান, তবে হারিয়ে গেলে গেছে। এছাড়াও ছিল আমার গবেষণার কিছু নোটস, কিছু হিসাব নিকাশ এবং সবগুলো রিসার্চ পেপার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যেগুলোর কথা এখন সবাই জানে। ডেমারজেল এর প্রচার বন্ধ করতে পারছে না। কারণ এই মুহূর্তে সেটা করা বিপজ্জনক– তবে খুব শিঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি অবশ্য একটা কপি ঠিকই যোগাড় করতে পারব। না পারলেও বোধহয় অসুবিধা হবে না। আপনি আরেক সেট তৈরি করে নিতে পারবেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, পারব। সেজন্যই তো বলেছি যে কোনো ক্ষতিই পূরণ করা যায় না। এছাড়াও আছে হ্যালিকনে ফিরে যাওয়ার টিকেট।"

"সবকিছুই পূরণ করা যাবে। –আপনার নামে একটা ক্রেডিট টাইল এর ব্যবস্থা করে দেব, খরচ হবে আমার একাউন্ট থেকে। হাত খরচটা চালিয়ে নিতে পারবেন।"

"সেটা আপনার উদারতা। কিন্তু আমি নিতে পারব না।"

"এখানে উদারতার কিছু নেই, যেহেতু আমি এভাবেই এম্পায়ার রক্ষা করতে চাই। আপনাকে নিতেই হবে।"

"আপনি কী পোষাতে পারবেন, হামিন? আমার কাছে থাকলে যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন ঠিকই ব্যবহার করব।

"মোটামুটি আরামদায়কভাবে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেটুকু খরচ আমি দিতে পারব, সেলডন। স্বাভাবিকভাবেই আমি চাই না যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম কিনে ফেলুন বা দয়াপরবশ হয়ে মিলিয়ন ক্রেডিট দান করে দেবেন।"

"চিন্তা করবেন না, কিন্তু আমার নাম রেকর্ড– "

"কিছু হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্টের নেই। এখানে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে যে কোনো কথা বলা যাবে, যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।"

"যদি মারাত্মক কোনো অপরাধ ঘটে?"

"তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তা যথাযথভাবে সামলাবে– এবং সে ধরনের কোনো অপরাধ এখন পর্যন্ত হয়নি। শিক্ষার্থী এবং ফ্যাকাল্টি সদস্যরা নিজেদের স্বাধীনতার মূল্য বোঝে। ভালোভাবেই জানে রক্তক্ষয়ী কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা গভর্নমেন্টকে বহুদিনের অলিখিত চুক্তি ভঙ্গ করে এখানে সৈন্য পাঠানোর একটা সুযোগ করে দেবে। এমনটা ঘটুক কেউ চায় না, এমনকি গভর্নমেন্ট নিজেও চায় না। সংক্ষেপে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং বৃহৎ কোনো কারণ ছাড়া ডেমারজেল আপনাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না। এবং গত একশ পঞ্চাশ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউই গভর্নমেন্টকে সেইরকম কোনো সুযোগ দেয়নি। অন্যদিকে আপনি যদি কোনো স্টুডেন্ট এজেন্ট এর ফাঁদে– ".

"এখানে স্টুডেন্ট এজেন্টস আছে?"

"কী করে বলব? থাকতে পারে। যে কোনো সাধারণ শিক্ষার্থীকে ভয় বা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে যে কেউ দলে টানতে পারে। কেউবা আবার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছামতেই ডেমারজেল বা অন্য কারো পক্ষে কাজ করতে পারে। কাজেই একটা কথা ভালোভাবে মাথায় গেঁথে রাখুন : আপনি এখানে যথেষ্ট নিরাপদ, কিন্তু কেউ কখনো পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারেনা। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আবার সতর্ক করে দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি চাই না যে আপনি বিপদের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকেন, স্বাভাবিকতা নষ্ট করে ফেলেন। হ্যালিকনে ফিরে গেলে বা ট্র্যানটরের বাইরে অন্য কোনো গ্রহে গেলে যতটুকু নিরাপদ থাকতেন এখানে তারচেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ থাকবেন।"

"আমি জানি।" বিষণ্ন সুরে বললেন সেলডন।

"আমিও জানি। নইলে আপনাকে একা রেখে যাবার কথা চিন্তা করতাম না।"

"আমাকে একা রেখে যাবেন?" ঝট করে ঘুরে তাকালেন। "আপনি যেতে পারবেন না। এই গ্রহ আপনি চেনেন, আমি চিনি না।"

"আপনার সাথে সর্বক্ষণের জন্য আরেকজন থাকবে। সে এই গ্রহটাকে চেনে। গ্রহের এই অংশটা চেনে, সত্যি কথা বলতে কী আমার চেয়েও ভালোভাবে চেনে। আমাকে যেতেই হবে। আজকে সারাদিন আপনার সাথে ছিলাম আর ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে হবে।"

লজ্জা পেলেন সেলডন। "ঠিকই বলেছেন। আমার জন্য আপনি কেন নিজেকে বিপদে ফেলবেন। আশা করি এরই মধ্যে খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যায়নি।"

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল হামিন, "কে বলতে পারে? আমাদের সময়টা বড় কঠিন আর বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন যদি কেউ করতে পারে– আমাদের জন্য না হোক, পরবর্তী বংশধরদের জন্য– সে আপনি। এই ভাবনাটাকেই আপনার চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করুন।"

১৭

ঘুম নেই সেলডনের চোখে। অন্ধকারে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন আর ভাবছেন। হাত আর সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে হামিন চলে যায়। তারপর থেকে নিজেকে এত অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে, এরকম বোধ আগে কখনো হয় নি। অদ্ভুত এক বিশ্বের অদ্ভুত এক অংশে রয়েছেন তিনি। এই অপরিচিত বিশ্বে যে মানুষটাকে একমাত্র বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন (অথচ মাত্র আধাবেলার পরিচয়) সেও চলে গেছে। আগামীকাল বা ভবিষ্যতে কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই বলতে পারবেন না।

এইরকম আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতে যখন মনে হলো যে রাতে ঘুম আর আসবেনা ঠিক সেই সময়ই স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি।

ঘুম যখন ভাঙল তখনো অন্ধকার– পুরোপুরি নয় অবশ্য। কারণ অপর প্রান্তে একটা লাল আলো অবিরাম উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে নিভছে আর একটানা তীক্ষ্ণ শব্দ করে চলেছে। নিঃসন্দেহে ঐ শব্দ শুনেই ঘুম ভেঙেছে তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করার চেষ্টা করছেন তিনি কোথায়, তার অনুভূতি পরিবেশ থেকে যে তথ্য পাচ্ছে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করছেন। আলোর জ্বলা-নেভা এবং কর্কশ শব্দটা থেমে গেছে। তার বদলে কানে অসছে অধৈর্য ঠকঠক শব্দ।

বোধহয় দরজায় শব্দ করছে কেউ, কিন্তু তিনি মনে করতে পারলেন না দরজাটা কোথায়। আলো জ্বালানোর সুইচ আছে, কিন্তু কোনদিকে সেটাও মনে করতে পারলেন না।

বিছানায় বসে বা দিকের দেয়াল হাতড়াতে লাগলেন, সেই সাথে চিৎকার করে বললেন, "এক মিনিট, আসছি।"

কন্টাক্ট খুঁজে পেলেন। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে উঠল কামরাটা।

নামলেন বিছানা থেকে, চোখ পিটপিট করছেন। দরজাটাও খুঁজে পেলেন। খোলার জন্য হাত বাড়িয়েই হামিনের সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল। কাঠখোট্টা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

মেয়েলী কণ্ঠে জবাব শোনা গেল, "আমি ডর্স ভেনাবিলি। ড. হ্যারি সেলডনের কাছে এসেছি।"

বলার সাথেসাথেই দেখা দেখা গেল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। অথচ তিনি দরজা খুলেননি।

মুহূর্তখানেক বিস্মিত হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন সেলডন। তারপর মনে পড়ল যে তার পরনে জাঙ্গিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। অসন্তুষ্ট শব্দ করে দৌড়ালেন বিছানার দিকে। হঠাৎ বোধ হলো তিনি আসলে একটা হলোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে আছেন। এটা বাস্তব কিছু না এবং মেয়েটাও তার দিকে তাকিয়ে নেই। শুধু নিজের পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে এটা দেখাচ্ছে।

নিজেকে সামলে দম নিলেন। তারপর গলা উঁচু করে বললেন যেন দরজার ওপাশে দাঁড়ানো মেয়েটা শুনতে পারে, "একটু অপেক্ষা কর, এই ধর... আধা ঘন্টা"

মেয়েটা– বা বলা ভালো হলোগ্রাফ– জবাব দিল, "আমি অপেক্ষা করছি।" তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল সামনে থেকে।

শাওয়ার নেই কাজেই শরীর মুছে নিলেন শুধু। টুথ পেস্ট আছে, কিন্তু ব্রাশ নেই, তাই আঙ্গুল ব্যবহার করতে হলো। আর যেহেতু অতিরিক্ত জামাকাপড় সঙ্গে নেই বাধ্য হয়েই গতকালকেরগুলো গায়ে চাপালেন তিনি।

দরজা খোলার জন্য হাত বাড়ালেন। হঠাৎ থমকে গেলেন। মেয়েটা তো তার পরিচয় দেয়নি। হামিন বলেছিল তার সাথে দেখা করার জন্য কেউ আসবে, কিন্তু ডর্স না অন্য কেউ আসবে তা তো বলেনি। হলোগ্রাফে তিনি চমৎকার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মেয়েকে দেখেছেন, কিন্তু মেয়েটার সাথে যে আরো হাফ ডজন ষণ্ডা পাণ্ডা নেই সেটা কী করে বুঝবেন?

দরজা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিলেন তিনি। মেয়েটাকে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না। শুধু যেন মেয়েটা ঢুকতে পারে ঠিক ততটুকুই দরজা খুললেন। ঢোকার পর আবার বন্ধ করে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দুঃখিত," সেলডন বললেন।"সময় কত?"

"সকাল নয়টা।" মেয়েটা জবাব দিল। "দিনের কাজকর্ম অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে।"

ট্র্যানটরে দুটো অফিস টাইম মেনে চলা হয়, নয়তো ব্যবসা বাণিজ্য এবং সরকারী কাজকর্মে সমন্বয় সাধন কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিটি গ্রহেই নিজস্ব স্থানীয় সময় রয়েছে। কিন্তু সেলডন কখনোই এগুলোতে অভ্যস্ত হতে পারেন না।

"মিডমর্নিং?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"হ্যাঁ।"

"এই ঘরে কোনো জানালা নেই।" খানিকটা কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বললেন।

তার বিছানার কাছে গিয়ে দেয়ালে একটা গাঢ় রং এর বিন্দু স্পর্শ করল ডর্স। ঠিক বালিশ বরাবর ছাদে লাল রঙের কয়েকটা অক্ষর ফুটে উঠল। তাতে লেখা... ০৯০৩।

হাসল ডর্স। তার সেই হাসিতে নিজেকে বড় কিছু প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা নেই। "দুঃখিত। ভেবেছিলাম চ্যাটার হামিন তোমাকে বলে গেছে যে আমি নয়টার সময় দেখা করতে আসব। ওকে নিয়ে সমস্যা হল, সে জানে অনেক বেশি, কিন্তু প্রায়ই ভুলে যায় যে সবাই তার মতো সবকিছু জানে না। —তাছাড়া রেডিও-হলোগ্রাফিক আইডেন্টিফিকেশন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি আমার, বোধহয় হ্যালিকনে এই জিনিস নেই আর তাতেই তুমি খানিকটা ঘাবড়ে গেছ।"

স্বস্তি বোধ করলেন সেলডন। মেয়েটাকে তার বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে। আর যেরকম স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হামিনের নাম বলল তাতে সব সংশয় দূর হয়ে গেল। "হ্যালিকন সম্বন্ধে তোমার ধারণা পুরোপুরি ভুল, মিস– "

"শুধু ডর্স।"

"হ্যালিকন সম্বন্ধে তোমার ধারণা পুরোপুরি ভুল, ডর্স। ওখানেও রেডিও-হলোগ্রাফী ব্যবহার করা হয়, তবে আমার কোনোদিন কেনার সামর্থ্য হয়ে উঠেনি, সত্যি কথা বলতে কী আমার সার্কেলের কারোরই সামর্থ্য নেই। তাই এটার কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তবে বুঝতে পেরেছি ঠিকই।"

ডর্সকে দেখছেন তিনি। লম্বা খুব বেশি না, গড় পড়তা মেয়েদের মতোই : খানিকটা লালচে সোনালি চুল, সামান্য কোকড়ানো। (ট্র্যানটরের অধিকাংশ মেয়েরই এইরকম কেশ বিন্যাস। বোধহয় এখানকার ফ্যাশন। হ্যালিকনে নিঃসন্দেহে হাসির উদ্রেক করবে।) হালকা পাতলা গড়ন হলেও স্বাস্থ্য চমৎকার। বয়স অনেক কম দেখায়। (বোধহয় একটু বেশিই কম, অস্বস্তির সাথে ভাবলেন।)

"পরীক্ষায় পাশ করেছি," জিজ্ঞেস করল ডর্স। (সেও বোধহয় হামিনের মতো মনের ভাবনা পড়তে পারে অথবা তিনিই মনের ভাবনা লুকানোর কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ।)

"দুঃখিত, এভাবে তাকিয়ে থাকার জন্য। আসলে পরিবেশটা সম্পূর্ণ অচেনা। কাউকে চিনিনা এখানে, কোনো বন্ধু নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্লীজ, ড. সেলডন, আমাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নাও। মি. হামিন তোমার দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে গেছে আমাকে।"

"কাজটার জন্য তোমার বয়স অনেক কম।"

"সেটা কাজেই প্রমাণ করব।"

"বেশ, আমি চেষ্টা করব যেন উল্টোপাল্টা কিছু করে তোমার সমস্যা বাড়িয়ে না তুলি। নামটা আরেকবার বলবে?"

"ডর্স ভেনাবিলি।" নামের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় শব্দাংশের উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করল সে। "তবে শুধু ডর্স বললেই চলবে। আর তুমি যদি আপত্তি না কর তাহলে তোমাকে হ্যারি বলে ডাকব। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সবাই অনেক বেশি ফর্মাল এবং কখনোই নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা বড় দেখানোর চেষ্টা করি না, তা সে একজন বংশমর্যাদা বা পেশাগত দক্ষতায় যত বড়ই হোক না কেন।"

"প্লীজ, আমাকে শুধু হ্যারি ডাকবে।"

"চমৎকার! আমিও ফর্মালিটি পছন্দ করিনা। যেমন ফর্মালিটি মেনে চললে তোমাকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে 'বসতে পারি কী?' অনুমতি দিলে তবেই বসব। আর ফর্মালিটি বাদ দিলে আমি চেয়ারটা টেনে বসে পড়ব।" ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসল ডর্স।

একটু কাশলেন সেলডন। "আসলে আমার বোধবুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করছে না। আগেই বসতে বলা উচিত ছিল।" এলোমেলো বিছানার এক কোণায় নিজেও বসলেন, ভাবলেন বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে নেয়া উচিত ছিল– কিন্তু ডর্সের পরের কথায় বিস্মিত হলেন।

মধুর ভঙ্গীতে কথা বলল ডর্স, "এভাবে কাজ শুরু করতে চাইছি, হ্যারি। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্যাফেতে গিয়ে নাস্তা করব। তারপর ক্যাম্পাসের ভিতরে তোমার জন্য একটা ঘর ঠিক করে দেব– এটার চেয়েও ভালো ঘর। জানালা থাকবে। হামিন বলে গেছে তোমার জন্য একটা ক্রেডিট টাইলের ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু সেটা পেতে একদিন বা দুদিন লেগে যেতে পারে। তার আগ পর্যন্ত তোমার সমস্ত খরচ আমার, পরে শোধ করে দেবে। –আর তোমার দক্ষতাকে আমরা কাজে লাগাতে পারব। চ্যাটার হামিন বলেছে তুমি একজন গণিতবিদ এবং কোনো একটা কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো গণিতবিদের বড় অভাব।"

"হামিন বলেছে আমি একজন ভালো গণিতবিদ?"

"হ্যাঁ, বলেছে। সত্যি কথা বলতে কী, সে বলেছে তুমি একজন অসাধারণ মানুষ।"

মাথা নিচু করে পায়ের নখের দিকে তাকালেন সেলডন, "নিজেকে ওরকম ভাবতে ভালোই লাগে, কিন্তু আমার সাথে হামিনের পরিচয় একদিনেরও কম। সে শুধু আমার বক্তৃতা শুনেছে যার কিছুই সে বুঝবেনা। আমার ধারণা ভদ্রতাবশত এই কথা বলেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার তা মনে হয়না," ডর্স বলল। "সে নিজেও একজন অসাধারণ ব্যক্তি এবং মানুষের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা অনেক। তার বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা আছে আমার। যাই হোক নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবে। ধরে নিচ্ছি তুমি কম্পিউটার প্রোগ্রাম করতে পার।"

"অবশ্যই।"

"আমি বলতে চাইছি যে কম্পিউটারগুলো দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, বুঝেছ। তুমি এমন প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারবে যা দিয়ে সমসাময়িক গণিত বিদ্যার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষার্থীদের শেখানো যাবে?"

"হ্যাঁ, পারব। এটা আমার পেশারই অংশ। আমি ইউনিভার্সিটি অব হ্যালিকনের গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।"

"আমি জানি। হামিন বলেছে। তার মানে সবাই জানবে তুমি ট্র্যানটরের স্থায়ী বাসিন্দা নও। তাতে অবশ্য বড় কোনো সমস্যা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই ট্র্যানটরিয়ান। আউটওয়ার্ল্ডারও অনেক আছে। এই গ্রহের খিস্তি খেউড় যে শুনবে না, তা বলছি না, তবে ট্র্যানটরিয়ানদের চাইতে আউটওয়ার্ল্ডাররা এগুলো ভালো বলে। আমি নিজেও একজন আউটওয়ার্ল্ডার।"

"তাই?" কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে প্রশ্নটা করেই ফেললেন তিনি, সেটাই ভালো মনে হল। "তুমি কোন গ্রহ থেকে এসেছ?"

"সিনা। নাম শুনেছ?"

ভদ্রতা করে যদি বলেন যে শুনেছেন তাহলে ধরা পড়ে যাবেন, তাই বললেন, "না।"

"অবাক হইনি। গ্রহটা বোধহয় হ্যালিকনের চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক কম্পিউটার প্রোগ্রামের কথায় ফিরে আসি। আমার জানামতে কাজটা দু'ভাবে করা যায়। দক্ষভাবে অথবা কাচা হাতে।"

"হ্যাঁ।"

"এবং তুমি কাজটা করবে দক্ষভাবে।"

"আমি সেইরকমই মনে করি।"

"বেশ, চাকরি পাকা। বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজের জন্য তোমাকে বেতন দেবে। এবার চল, বাইরে গিয়ে খেয়ে নেয়া যাক। ভালো কথা, ঘুম কেমন হলো?"

"অবাক ব্যাপার, চমৎকার ঘুমিয়েছি।"

"ক্ষুধার্ত।"

"হ্যাঁ, কিন্তু– " ইতস্তত করতে লাগলেন সেলডন।

"কিন্তু খাবারের মান নিয়ে চিন্তিত, তাই না?" আমুদে গলায় জিজ্ঞেস করল ডর্স। "চিন্তা করবে না। নিজে একজন আউটওয়ার্ল্ডার বলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবার তোমার পছন্দ হবে।"

উঠে দরজার দিকে ঘুরল সে। সেলডন একটা প্রশ্ন করেছেন যা তিনি অনেক চেষ্টা করেও নিজের ভেতর আটকে রাখতে পারেননি, "তুমিও কী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দিকে ঘুরে মোহনীয় ভঙ্গীতে হাসল ডর্স। "কেন আমাকে কী সেইরকম বুড়ো মনে হয় না? দুবছর আগে সিনাতে ডক্টরেট শেষ করেছি। তারপর থেকেই আছি এখানে। দুই সপ্তাহ পরেই ত্রিশে পা দেব।"

"দুঃখিত," বললেন সেলডন, এবার তিনিও হাসছেন। "কিন্তু তোমাকে দেখাবে চব্বিশ বছরের তরুণীর মতো অথচ কেউ তোমার পেশাগত দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করবে না এটা কীভাবে আশা কর?"

"তুমি খুব ভালো মানুষ।" ডর্স বলল আর সেলডন সারা শরীরে অদ্ভুত পুলক অনুভব করলেন। তার কাছে মনে হলো এমন চমৎকার একটা মেয়ে পাশে থাকলে এই অচেনা বিশ্বে নিজেকে আর আগন্তুক মনে হবে না।

১৮

ঠিকই বলেছে ডর্স। ব্রেকফাস্ট মন্দ হলো না। প্রথমে যেটা খেলেন সেটা নিঃসন্দেহে ডিম, তারপর চমৎকার সিদ্ধ করা মাংস। সুস্বাদু চকোলেট ড্রিংক (ট্র্যান্টরের চকোলেট আসলেই সুস্বাদু) খানিকটা সিন্থেটিক, তবে খেতে ভালো।

অল্প কথায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন তিনি। "চমৎকার ব্রেকফাস্ট। খাবার এই পরিবেশ, সবকিছু।"

"শুনে ভালো লাগল।" ডর্স বলল।

চারপাশে তাকালেন সেলডন। একদিকের দেয়ালে সারি সারি জানালা, সেটা দিয়ে যদিও সত্যিকার সূর্যের আলো আসছে না (অবাক হয়ে ভাবলেন, হয়তো আর কিছুদিন পরেই নিষ্প্রভ দিনের আলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন এবং ঘরের ভেতর এক ফালি রোদ্দুর দেখার জন্য হাহুতাশ করবেন না।) তারপরেও কামরাটা যথেষ্ট আলোকিত। নিঃসন্দেহে স্থানীয় আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার দিনটাকে একটা চমৎকার মেঘমুক্ত উজ্জ্বল দিন হিসেবে বেছে নিয়েছে।

প্রতিটি টেবিলে একসাথে চারজনের বসার ব্যবস্থা এবং সবগুলোই পরিপূর্ণ। তাদের টেবিলে অবশ্য তারা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। কয়েকজন পুরুষ মহিলাকে ডেকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ডর্স। সবাই মার্জিত আচরণ করলেও এক টেবিলে খেতে বসল না। বোধহয় ডর্স আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছে কিন্তু কীভাবে করেছে বলতে পারবেন না।

"তুমি আমাকে কোনো গণিতবিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দাওনি, ডর্স।" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"পরিচিত কাউকেই তো দেখছি না। গণিতবিদরা কাজ শুরু করেন আরো ভোরে এবং আটটার মধ্যেই সবাই ক্লাস নেয়া শুরু করে দেন। আমার ধারণা শিক্ষার্থীরা গণিতের মতো কঠিন বিষয় যত দ্রুত সম্ভব ঝেড়ে ফেলতে চায়।"

"আশা করি গণিতের প্রতি তোমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মোটেই নেই।" মুচকি হেসে জবাব দিল ডর্স। "মোটেই নেই। আমার বিষয় ইতিহাস। ট্র্যানটরের উত্থান পর্ব নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছি– বর্তমান ট্র্যানটর নয়, সেই প্রাচীন যুগে যখন ট্র্যানটর একটা কিংডম হিসেবে বেড়ে উঠছিল সেই সময়ের ইতিহাস। ব্যস এখানেই আমার গবেষণা শেষ– রয়্যাল ট্র্যানটর।"

"চমৎকার।"

"চমৎকার?" বাঁকা চোখে তার দিকে তাকালো ডর্স। "তুমিও রয়্যাল ট্র্যানটরের বিষয়ে আগ্রহী?"

"ঠিকই বলেছ, রয়্যাল ট্র্যানটর এবং আরো অনেক বিষয়ের প্রতি আগ্রহী। আমি কখনো ইতিহাস জানার চেষ্টা করিনি, কিন্তু এবার জানতে হবে।"

"জানতে হবে? ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলে গণিত নিয়ে গবেষণার সময় পাবে না আর গণিতবিদদের প্রয়োজন– বিশেষ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিহাসবিদ এখানে প্রচুর আছে। আছে অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী। কিন্তু গণিতবিদের সংখ্যা কম। হামিন এই বিষয়টার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সে এটাকে বলেছে বিজ্ঞানের অবক্ষয় এবং মনে হচ্ছে এটা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।"

"আমি বলেছি ইতিহাস জানতে হবে, তার মানে এই না যে এটাকেই আমার সারা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেব। আমি বোঝাতে চেয়েছি ঠিক ততটুকু ইতিহাস জানতে হবে যতটুকু আমার গাণিতিক বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামোর গাণিতিক বিশ্লেষণ।"

"শুনেই ভয় লাগছে।"

"বিষয়টা আসলেই অত্যন্ত জটিল। আর আমি যদি সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারণাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে না পারি তাহলে এটা কোনো কাজেই আসবে না। এই মুহূর্তে আমি যা জানি তাতে একটুও এগোতে পারব না, বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।"

"কিছুই বুঝিনি কারণ এটার ব্যাপারে এক বিন্দুও ধারণা নেই। চ্যাটার বলছিল তুমি সাইকোহিস্টোরি নামে একটা বিষয় ডেভেলপ করার চেষ্টা করছ এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক বলেছি আমি? সাইকোহিস্টোরি?"

"ঠিকই বলেছ। আসলে বলা উচিত 'সাইকোসোসিওলজি,' কিন্তু শব্দটা আমার কাছে জঘন্য মনে হয়েছে। অথবা হয়তো অবচেতন মনে ঠিকই জানতাম যে ইতিহাসের একটা ভূমিকা থাকবে কিন্তু তখন গুরুত্ব দেই নি।"

"সাইকোহিস্টোরি শব্দটাই সুন্দর, কিন্তু জিনিসটা কী আমি জানিনা।"

"আমি নিজেই কী জানি।"

গভীর দৃষ্টিতে বিপরীত দিকে বসা মেয়েটার দিকে তাকালেন সেলডন, মনে হলো এই অকস্মাৎ নির্বাসন আর তেমন খারাপ লাগবে না যদি সঙ্গিনী হিসেবে এই মেয়ে তার পাশে থাকে। কয়েক বছর আগে যে মেয়েটার সাথে পরিচয় ছিল তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা মনে হলো কিন্তু জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিলেন। যদি ভবিষ্যতে কাউকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন তবে সেই মেয়েটাকে বুঝতে হবে তিনি যে গবেষণা করছেন তার গুরুত্ব কতখানি।"

কথাবার্তার মোড় ঘুরানোর জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "চ্যাটার হামিন বলছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপারেই ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করে না।"

"ঠিকই বলেছে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। হ্যালিকনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশাসনের খবরদারীতে জর্জরিত।"

"সিনাতে একই অবস্থা। একই অবস্থা অন্যান্য গ্রহে, উঁচুদরের দুএকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হয়তো ব্যতিক্রম। ট্র্যানটরের কথা সম্পূর্ণ আলাদা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেন?"

"কারণ, ট্র্যানটর এম্পায়ারের প্রাণ। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমর্যাদা অন্য সবার থেকে বেশি। যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দক্ষ প্রফেশনাল তৈরি হতে পারে। কিন্তু এম্পায়ারের প্রশাসক– উচ্চপদস্থ অফিসার, অগণিত মানুষ যারা গ্যালাক্সির একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এম্পায়ারের ডালপালা ছড়িয়ে রেখেছে– তারা এই ট্র্যানটরের মাটিতেই শিক্ষা লাভ করে।"

"পরিসংখ্যানটা আমি দেখিনি–" শুরু করলেন সেলডন।

"আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। এম্পায়ারের অফিসারদের ভেতর একটা সাধারণ মিল থাকা, এম্পায়ারের প্রতি তাদের একটা বিশেষ ফিলিংস থাকাটা জরুরী। আবার তাদের সবাই ট্র্যানটরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সমস্যা, অন্য গ্রহগুলো ক্ষেপে উঠতে পারে। সেই কারণেই লক্ষ লক্ষ আউটওয়ার্ল্ডারদের এখানে শিক্ষার্জনে আকৃষ্ট করার জন্য ট্র্যানটরকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। তারা কোথা থেকে এলো, কী তাদের বাচনভঙ্গী, কী তাদের সংস্কৃতি তার কোনো গুরুত্ব নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ট্র্যানটরের চাকচিক্যে অভ্যস্ত থাকে এবং তাদের পেছনে থাকে ট্র্যানটরিয়ান শিক্ষা ব্যবস্থার জোরালো সমর্থন। এই ব্যাপারটাই এম্পায়ারকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। অন্য গ্রহগুলো আর মনঃক্ষুণ্ন হবে না যদি দেখে, যে প্রশাসকরা ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক নিজেদের লোক রয়েছে।"

আবারও বিব্রত বোধ করলেন সেলডন। এভাবে তিনি কখনো চিন্তা করেননি। অবশ্য এটাও ঠিক যে কেউ যদি জগতের সকল গণিত জেনে ফেলে, তারপরেও উঁচুদরের গণিতজ্ঞ হতে পারবে কিনা সন্দেহ। "ব্যাপারটা কী সবাই জানে?"

"আমার তা মনে হয় না।" কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিলে ডর্স। "এরকম অনেক বিষয় আছে যা বিশেষজ্ঞরা নিজেদের কাছেই রেখে দেয়। সাধারণ্যে প্রকাশ করেনা। সাধারণ মানুষ এবং নিজেদের ভেতর একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি করার জন্যই এটা করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অথচ তুমি ঠিকই জানো।"

"আমি তো এই বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ। আমি একজন ইতিহাসবিদ। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল রয়্যাল ট্র্যানটরের উত্থান এবং যে প্রশাসনিক কৌশলে মহাবিশ্বকে করায়ত্ত করে এটা ধীরে ধীরে রয়্যাল ট্র্যানটর থেকে ইম্পেরিয়াল ট্র্যানটরে পরিণত হয়।"

এমনভাবে কথা বললেন সেলডন যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করছেন। "অতি বিশেষায়ন কতটা খারাপ। এটা আমাদের জ্ঞানকে এখানে সেখানে কেটে ছিঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।"

ডর্স একটু কাঁধ নাড়ল শুধু। "কী করা যাবে?– কিন্তু লক্ষ্য করে দেখো যদি আউটওয়ার্ল্ডারদের ট্র্যানটরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে আনতে হয়, তখন যারা নিজেদের চেনা জগৎ ছেড়ে একটা অতিশয় কৃত্রিম এবং অদ্ভুত পরিবেশে আসবে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য বিনিময়ে ট্র্যানটরকেও কিছু দিতে হবে। আমি এখানে আছি দুই বছর অথচ এখনো এই গ্রহের পরিবেশে অভ্যস্ত হতে পারিনি। হয়তো পারব না কোনোদিন। অবশ্য আমি প্রশাসক হতে চাইনা বা নিজেকে ট্র্যানটরিয়ান বানাতে চাইনা।

"যাই হোক বিনিময়ে ট্র্যানটর যে শুধু সামাজিক মর্যাদার আশ্বাসই দেয় তাই নয়, সীমাহীন ক্ষমতার, প্রাচুর্য্যের পাশাপাশি পূর্ণ স্বাধীনতারও আশ্বাস দেয়। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার্থীরা গভর্নমেন্টের যে কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ জানাতে পারে, নিজেদের তত্ত্ব এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতে পারে। অনেক শিক্ষার্থী শুধু এই স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যই এখানে আসে।"

"আমার মনে হয় এতে লাভ হয় এটাই যে শিক্ষার্থীরা তরুণ বিপ্লবীদের মতো মনে করতে পারে নিজেদের এবং একধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর যখন তারা এম্পায়ারের প্রশাসনযন্ত্রে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায় তখন তারা পুরোপুরি বাধ্য এবং অনুগত।"

মাথা নাড়ল ডর্স। "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। যাই হোক, এইসকল কারণেই ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। এটা তাদের নিরপেক্ষতা নয় বরং তারা অনেক বেশি চালাক।"

"তুমি ইম্পেরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে চাওনা, ডর্স। কী হতে চাও?"

"ইতিহাসবিদ, শিক্ষকতা করব, নিজের লেখা দুই একটা বুক ফিল্ম তৈরি করব।"

"খুব একটা সামাজিক মর্যাদা হয়তো আসবে না তাতে।"

"খুব বেশি উপার্জনও হবে না, হ্যারি এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক মর্যাদার জন্য যে রকম টানাহ্যাচড়া করতে হয় আমি সেটা এড়াতে চাই। মর্যাদাওয়ালা মানুষ অনেক দেখেছি কিন্তু প্রকৃত অর্থে সুখী সেরকম কাউকে পাইনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো। সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তোমাকে সবসময়ই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো কোনো একদিন আমি সিনাতে ফিরে গিয়ে ওখানকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসারি করব।"

"আর ট্র্যানটরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট তোমার সম্মান বাড়িয়ে দেবে।"

হাসল ডর্স। "আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু সিনাতে এগুলো নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। নীরস একটা গ্রহ। কৃষক আর গবাদি পশুতে ভর্তি– হয় দুপেয়ে নয়তো চার পেয়ে।"

"ট্র্যানটরে এতদিন কাটানোর পর নিশ্চয়ই আরো বেশি নীরস মনে হবে।"

"এটা আমিও ভেবেছি। সেরকম মনে হলে কোনো সমস্যা নেই। যে কোনো গ্রহে গিয়ে ইতিহাস নিয়ে ছোট বড় গবেষণা করার জন্য যে কোনো পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করে নিতে পারব আমি। এটা আমার বিষয়ের বিশেষ সুবিধা।"

"অন্য দিকে একজন গণিতবিদের," তিক্ত স্বরে বললেন সেলডন, আগে কখনো নিজের বিষয় নিয়ে এইরকম অনুভূতি হয়নি, "প্রধান কাজ হচ্ছে কম্পিউটারের সামনে বসে শুধু চিন্তা করা। কম্পিউটারের কথা যখন উঠলই–" ইতস্তত করতে লাগলেন সেলডন। ব্রেকফাস্ট শেষ। ডর্স এর জরুরী অনেক কাজ থাকতে পারে।

কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সেরকম কোনো তাড়াহুড়ো আছে। "হ্যাঁ? কম্পিউটার নিয়ে কী বলছিলে?"

"আমি কী ইতিহাস লাইব্রেরিটা ব্যবহার করার অনুমতি পেতে পারি?"

এবার ডর্স ইতস্তত করতে লাগল। "ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে। তুমি যেহেতু গণিত বিভাগের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে দেবে সেহেতু তুমি পুরোপুরি না হলেও আংশিক ফ্যাকাল্টি মেম্বার। তখন অনুমতি বের করা কোনো সমস্যা হবে না। শুধু– "

"শুধু?"

"আসলে তোমাকে ছোট করতে চাইছি না, হ্যারি। কিন্তু তুমি একজন গণিতবিদ এবং নিজেই বলেছ ইতিহাসের কিছুই জাননা। ইতিহাস লাইব্রেরি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জান?"

সেলডন হাসলেন। "আমার ধারণা গণিত লাইব্রেরির মতো তোমরাও কম্পিউটার ব্যবহার করো।"

"তা করি, কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের লাইব্রেরির জন্য যে প্রোগ্রামিং ব্যবহার করা হয় সেগুলোর একেকটা একেক রকম জটিল। তুমি জান না কোনটা প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বুক ফিল্ম, বাছাই করে কীভাবে তথ্য বের করে আনতে হবে, কোনটা রাখতে হবে, কোনটা বাদ দিতে হবে। হয়তো দেখবে একটা হাইপারবোলিক ইন্টারভ্যাল– "

"আসলে তুমি বোধহয় হাইপারবোলিক ইন্টিগ্র্যাল বোঝাতে চাও।" হালকা চালে বাধা দিলেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্তা দিল না ডর্স। "কিন্তু তুমি তো জান না পুরো একদিন আর আধাবেলা না লাগিয়ে কীভাবে কয়েক মিনিটেই পোড়লার্ক চুক্তির বিষয়গুলো বের করে আনা যায়।"

"আশা করি শিখে নিতে পারব।"

"যদি... যদি... " ডর্সকে আরো সংকুচিত দেখালো। "তুমি চাইলে একটা পরামর্শ দিতে পারি। এক সপ্তাহের একটা কোর্স করাই আমি– প্রতিদিন এক ঘণ্টা, বিনে পয়সায়– কীভাবে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে হয় তার উপর। আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের জন্য। এইরকম একটা কোর্স-এ অংশগ্রহণ করা কী তোমার জন্য অসম্মানজনক মনে হবে– মানে আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের সাথে করাটা? তিন সপ্তাহ পরেই শুরু হচ্ছে।"

"তুমি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে শেখাতে পারো।" বলার ভঙ্গীতে পরামর্শ দেয়ার মতো সুর লক্ষ্য করে নিজেই অবাক হলেন সেলডন।

ডর্স বুঝতে পারল সেটা। "পারি, কিন্তু আমার মনে হয় একটা নিয়ম ধরে শেখালে তোমারই লাভ। ট্রেনিং-এর জন্য আমরা লাইব্রেরি ব্যবহার করব। সপ্তাহ শেষে তোমাকে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য বের করতে দেয়া হবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে তোমাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে এবং এভাবেই শিখবে। ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে শেখালে ততটা লাভ হবে না। যদিও বুঝতে পারছি যে বুড়ো বয়সে কম বয়সী শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়াটা তোমার জন্য খুব একটা সুখকর হবে না। তুমি যদি শিখতে না পার তখন লজ্জা পাবে। অপমানিত হবে।"

"পাবো না। বরং একটা 'হয়তো' লাগানো উচিত। তবে আমি ভয় পাই না। যত অপমানই আসুক পরোয়া করি না যদি– যদি এভাবে ইতিহাসের খুটিনাটি আমি শিখতে পারি।"

পরিষ্কার বুঝতে পারছেন সেলডন এই মেয়েটাকে তিনি পছন্দ করতে শুরু করেছেন এবং তার কাছ থেকে কিছু শেখার সুযোগ হারাতে চাননা। এও বুঝতে পারছেন যে জীবনের এক দুর্লভ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

হামিনকে কথা দিয়েছেন সাইকোহিস্টোরী তিনি বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করে তুলবেন। কিন্তু সেটা ছিল মনে মনে। এখন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এবং যদি কখনো সাইকোহিস্টোরি বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে পারেন সেটা হবে সম্ভবত ডর্স ভেনাবিলির প্রভাবে।

নাকি হামিন এটা জানত? হামিন, মনে মনে ভাবলেন সেলডন একটা জটিল ধাঁধা।

১৯

বিরক্তিকর ডিনার পর্ব শেষ হলো। প্রায় প্রতিদিনই ক্লীয়নকে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। সুবিশাল এম্পায়ারের দূর-দূরান্ত থেকে গভর্নর, অ্যাডমিরাল এবং

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা দরকারী, অদরকারী, ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে সম্রাটের সাথে দেখা করতে আসে। তাদের সম্মানেই এই ডিনারের ব্যবস্থা। সেখানে সম্রাটের একটু কৃপা-দৃষ্টি, প্রশ্রয়মূলক হাসি, দুই একটা সদয় বাণীও তাদেরকে এম্পায়ারের প্রতি আরো বাধ্য এবং অনুগত করে তোলে।

নিরানন্দ এবং বিরক্তিকর অনুষ্ঠানটা তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। ডিনার করে নিলেন আগেই– অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের সাথে যাদের সামনে তাকে মহান সম্রাটের মতো গুরুগম্ভীর আচরণ না করলেও চলে। তারপর অতিথিদের সম্মানে আয়োজিত ডিনারে যোগ দিলেন। সেখানে তাকে শুধু আমদানী করা নাশপাতি সার্ভ করা যেতে পারে। তিনি আবার এই ফলটা বেশ পছন্দ করেন। কিন্তু এতে আগত অতিথিরা নাখোশ হতে পারে। মনে করতে পারে যে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদেরকে অপমান করা হল।

এসব ক্ষেত্রে তার স্ত্রীর কোনো ভূমিকা নেই। বরং সম্রাজ্ঞীর উপস্থিতি তাকে আরো বেশি বিরক্ত করে তোলে। সম্রাজ্ঞীকে তিনি বিয়ে করেছিলেন কারণ সে ছিল বিরোধী পক্ষের অত্যন্ত শক্তিশালী এক বংশের মেয়ে। ইউনিয়নে যোগ দেয়ার বদলে তারা চেয়েছিল তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের রক্তের সাথে রাজরক্ত মিশে যাক। ক্লীয়ন মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যেন এমনটা না ঘটে। কিন্তু তিনি ছিলেন নাচাড়। তিনি অবশ্য সম্রাজ্ঞীকে পুরোপুরি নিজের মতো করে জীবন কাটানোর সুযোগ দিয়েছেন। শুধু বংশরক্ষার জন্য যতটুকু সম্পর্ক রাখার দরকার তার বেশি এগোন নি। এখন তিনি এক পুত্রসন্তানের জনক, বংশধর পেয়ে গেছেন, কাজেই স্ত্রীকে আর গুরুত্ব না দিলেও চলবে। সত্যি কথা বলতে কী তিনি তাকে মোটেই পছন্দ করেন না।

পকেট থেকে একমুঠো বাদাম বের করে মুখে দিলেন ক্লীয়ন। চিবুতে চিবুতে ডাক দিলেন,

"ডেমারজেল।"

"সায়ার?"

ক্লীয়ন যখনই ডাক দেন ডেমারজেল সাথেসাথেই হাজির হয় সামনে। হয়তো সে সব সময়ই কাছাকাছি থাকে নয়তো বহুদিনের আনুগত্যের কারণে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই বুঝতে পারে যে কিছুক্ষণের ভেতরেই ডাক পড়বে। যাই হোক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে, সেটাই বড় করা; অলস ভঙ্গীতে ভাবলেন ক্লীয়ন। অবশ্য মাঝে মাঝেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ডেমারজেলকে দূরে থাকতে হয়। সেই সময়গুলো তিনি প্রচণ্ড অস্বস্তিতে কাটান।

"সেই গণিতবিদের কী হলো? নামটা ভুলে গেছি।"

ডেমারজেল ভালোভাবেই জানে সম্রাট কার কথা জিজ্ঞেস করছেন, তারপরেও কতটুকু মনে আছে সেটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। "কোন গণিতবিদের কথা বলছেন, সায়ার?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধৈর্য্য ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন ক্লীয়ন। "সেই ভবিষ্যৎ-বক্তা। আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল।"

"যাকে নিয়ে আসার জন্য আমরা লোক পাঠিয়েছিলাম?"

"বেশ আমরাই লোক পাঠিয়েছিলাম। সে তো এসেছিল। যতদূর মনে পড়ে তুমি ব্যাপারটা সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছিলে। কী খবর বলো।"

গলা পরিষ্কার করল ডেমারজেল। "আমি চেষ্টা করছি, সায়ার।"

"আহ্! তার মানে তুমি ব্যর্থ হয়েছ। ঠিক?" ক্লীয়ন খানিকটা হলেও খুশী হলেন, তার মন্ত্রীদের মাঝে একমাত্র ডেমারজেল কখনো ব্যর্থ হয়নি। অন্যরা যদিও ব্যর্থতা কখনো স্বীকার করে না, আর যেহেতু ব্যর্থতাটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা সংশোধন করার কোনো উপায় নেই। ডেমারজেল কখনো ব্যর্থ হয় না বলেই এখন চট করে স্বীকার করে ফেলল। সে না থাকলে সততা বলে যে একটা জিনিস আছে সেটা হয়তো ক্লীয়ন কোনোদিন জানতেই পারতেন না। বোধহয় কোনো সম্রাটেরই সততার ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না আর হয়তো এই কারণেই–

ভাবনাগুলোকে তিনি একপাশে সরিয়ে রাখলেন। হঠাৎ করেই অধস্তনের নীরবতা অসহ্য ঠেকল। যেহেতু মনে মনে ডেমারজেলের সততার প্রশংসা করেছেন তিনি। কাজেই ডেমারজেলকে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করলেন ক্লীয়ন, "যাই হোক, তুমি ব্যর্থ হয়েছ, তাই না?"

ডেমারজেল মোটেই ভয় পেল না। "আংশিক ব্যর্থ হয়েছি, সায়ার। আমার ধারণা ছিল যে সে ট্র্যানটরে– যেখানে সবকিছুতেই জটিলতা– থাকলে আমাদের জন্যও অনেক সমস্যা তৈরি হবে। বরং তার নিজের গ্রহে চলে গেলেই সুবিধা। পরের দিনই ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার, কিন্তু যা চাই সেটাই যে সবসময় ঘটবে তা ঠিক নয়। আমি তার পিছনে দুটো গুণ্ডা টাইপের ছোকড়াকে লাগিয়ে দেই।

"গুণ্ডা-পান্ডাদের সাথেও তোমার যোগাযোগ আছে, ডেমারজেল?" আমুদে গলায় জিজ্ঞেস করলেন ক্লীয়ন।

"সব ধরনের লোকের সাথেই সম্পর্ক রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ– কে কখন কোন উপকারে আসবে তার কী কোনো ঠিক আছে। যাই হোক, আমার পাঠানো ছোকড়া দুটো নিজেদের কাজ দেখাতে পারেনি।"

"কেন?"

"অদ্ভুত ব্যাপার, গণিতবিদ তাদেরকে খালি হাতেই মেরে ধরাশায়ী করে ফেলে।"

"গণিতবিদ মারামারি করতে জানে?"

"নিঃসন্দেহে গণিত আর মার্শাল আর্টস দুটো একেবারে বিপরীত জিনিস। পরে জানতে পারি যে তার নিজের গ্রহ হ্যালিকনের একটা খ্যাতি আছে। সেটা গণিতের জন্য নয়, মার্শাল আর্টের জন্য। প্রথমে জানতে না পারাটা আমার ব্যর্থতা এবং সেজন্য আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী।"

"কিন্তু তারপরে নিশ্চয়ই সে তার নিজ গ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দুর্ভাগ্যবশত পরিস্থিতি আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। গুণ্ডাদের সাথে মারামারির ঘটনার পর সে ফিরে না গিয়ে ট্র্যানটরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরামর্শটাও তাকে দিয়েছে অন্য একজন। যে দিয়েছে ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল সে। এইরকম কিছু যে ঘটবে সেটা আমার হিসেবে ছিল না।"

ভুরু কোঁচকালেন সম্রাট ক্লীয়ন। "তাহলে আমাদের গণিতবিদ– কী যেন নাম?"

"সেলডন, সায়ার, হ্যারি সেলডন।"

"তাহলে এই সেলডন আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে?"

"খানিকটা সেরকমই, সায়ার। পরে তার গতিবিধির খোঁজ খবর করে জানতে পেরেছি যে সে এখন স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছে। যতক্ষণ ওখানে থাকবে আপনি তার কিছুই করতে পারবেন না।"

গর্জে উঠলেন সম্রাট। মুখের রং বদলে খানিকটা লাল হয়ে উঠল। "শব্দটা আমার জন্য অপমানকর– 'কিছুই করতে পারবেন না।' এম্পায়ারে এমন কোনো জায়গা থাকা উচিত না যেখানে আমার ক্ষমতা পৌঁছতে পারবে না। অথচ তুমি বলছ এখানে, আমার নিজের গ্রহে আমি কিছুই করতে পারব না। অসহ্য।"

"আপনার শক্তিশালী হাত বিশ্ববিদ্যালয়েও পৌঁছবে। যে কোনো মুহূর্তে সৈন্য পাঠিয়ে আপনি সেলডনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধরে আনতে পারবেন। কিন্তু সেটা করা, যত যাই হোক... ঠিক যৌক্তিক হবে না কখনোই।"

"তুমি 'অবাস্তব' বলছনা কেন, ডেমারজেল? ভবিষ্যৎ গণনার কৌশল নিয়ে গণিতবিদ যা বলেছিল তোমার কথাও আমার কাছে সেইরকম মনে হচ্ছে। সম্ভব কিন্তু অবাস্তব। মনে রাখবে ডেমারজেল, সেলডনকে ধরা অবাস্তব হলেও তোমার বেলায় পরিস্থিতি অন্য রকম হবে।"

সম্রাটের শেষ মন্তব্য ডেমারজেলের উপর কোনোই প্রভাব ফেলল না। রাজ মুকুট পরিহিত এই লোকটা জানে তার গুরুত্ব কতখানি; এমন হুমকিধামকি সে আগেও শুনেছে। সম্রাটের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। চেয়ারের হাতলে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছেন সম্রাট। জিজ্ঞেস করলেন, "তো, সে যদি স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে তাহলে আমাদের কোন উপকারে আসবে?"

"ঘটনাটা আমাদের জন্য শাপেবর হয়ে উঠতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে হয়তো সাইকোহিস্টোরী নিয়ে কাজ শুরু করতে পারে।"

"যদিও সে নিজেই বলেছে যে এটা পুরোপুরি অবাস্তব।"

"হয়তো তার ভুল হয়েছে এবং হয়তো বুঝতে পারবে যে সে ভুল করেছে। যদি বুঝতেই পারে তখন কোনো না কোনো উপায়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে আনা যাবে। এমনও হতে পারে সে নিজেই আমাদের পক্ষে যোগ দিল।"

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন সম্রাট। তারপর বললেন, "যদি আমাদের আগেই কেউ তাকে দলে টেনে নেয়।?"

"কে করবে, সায়ার?" মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল ডেমারজেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওয়ি প্রদেশের মেয়র, তাদের একজন হতে পারে।" বললেন সম্রাট, হঠাৎ চিৎকার শুরু করেছেন। "লোকটা এখনো স্বপ্ন দেখছে সিংহাসনে বসার।"

"বৃদ্ধ বয়স তার সব স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে।"

"তুমি নিজেই তা বিশ্বাস করোনা, ডেমারজেল।"

"যদি সেরকম কিছু ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনাও দেখা দেয় তখন আমরা জোরালো পদক্ষেপ নেব।"

"কী ধরনের জোরালো পদক্ষেপ?"

"চরম কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।"

"অর্থাৎ সেলডনকে খুন করার কথা বলছ?"

"ধরে নিন তাই।"

২০

ডর্স ভেনাবিলির সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলডনের থাকার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা হয়েছে। এক কামরার বাসস্থান, সামনে বারান্দার মতো খানিকটা বাড়তি অংশ আছে। এই মুহূর্তে সেখানেই একটা চেয়ার পেতে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বসে আছেন তিনি।

শুধু বিরক্ত বললে তার অনুভূতিকে খাটো করা হবে। তিনি আসলে প্রচণ্ড রেগে আছেন– কেন এই রাগ, কার উপর রাগ সেটা তার নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়। কারণটা কী ইতিহাস? ইতিহাস লেখক বা সংগ্রাহক? নাকি ইতিহাসের উপাদান সেই সকল গ্রহ এবং মানুষদের উপর?

আসলে তার রাগের কারণটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার গবেষণা পুরোপুরি অর্থহীন, যে নতুন জ্ঞান তিনি অর্জনের চেষ্টা করছেন তা অর্থহীন, সবকিছুই অর্থহীন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর ছয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। প্রথম থেকেই একটা কম্পিউটার আউটলেট পেয়েছেন– কাজও শুরু করে দিয়েছেন সাথে সাথেই। শুরুটা কীভাবে করবেন সেই ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার মতো কেউ ছিল না। নিজের বহুদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগালেন তিনি। প্রচণ্ড ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের কাজ। বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিটি বিশ্লেষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কাজটা ছিল অত্যন্ত শ্লথ, বারবার থেমে যেতে হয়েছে। কিন্তু এভাবে ধারাবাহিকভাবে সমাধানের একটা পথ খুঁজে বের করার মাঝে অন্যরকম আনন্দ। সেটা তিনি উপভোগ করেছেন।

তারপর শুরু হয় ডর্স এর কাছে ট্রেনিং নেয়া। শিখেছেন কীভাবে কম্পিউটার ইনডেক্স থেকে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বের করে আনা যায়। তবে দুটো বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে হয়েছে। যেমন একেবারে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন থেকেই ক্লাসে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের আড়দৃষ্টি। তিনি যে বুড়ো এটা তরুণ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পেরেছে এবং সেটা তারা গোপনও রাখেনি। তারপর ডর্স সবসময়ই ক্লাসে তাকে 'ডক্টর সেলডন' বলে সম্বোধন করে। এটাও অস্বস্তিকর।

"আমি চাইনা ওরা মনে করে যে," ডর্স যুক্তি দেখিয়েছিল, "তুমি আসলে খুব বাজে ধরনের ছাত্র।"

"কিন্তু এতদিনে নিশ্চয়ই ওদেরকে তুমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছ। এখন শুধু 'সেলডন' ডাকাই যথেষ্ট।"

"না," আচমকা হেসেছিল ডর্স, "আসলে প্রতিবার ডক্টর বলার সাথে সাথে তোমার চেহারাটা যা হয় না, সেটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।"

"জঘন্য রসিকতা করার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে তোমার।"

"তুমি কী আমাকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাও?"

রাগ করতে পারেননি সেলডন, হেসে ফেলেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই যে কেনো ব্যক্তি 'জঘন্য' কথাটাতে আপত্তি জানাতো। এটাই তার কাছে ভালো লেগেছিল যে ছুঁড়ে দেওয়া বলটা ডর্স দক্ষভাবে ধরে নিয়ে একই রকম জোরালোভাবে আবার তার দিকেই ছুঁড়ে দিয়েছে। ভাবনাটা মাথায় আসতেই একটা সহজ প্রশ্ন করলেন তিনি, "বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা টেনিস খেলো?"

"ব্যবস্থা আছে, তবে আমি খেলিনা।"

"চমৎকার। আমি তোমাকে শেখাব। আর তখন তোমাকে আমি প্রফেসর ভেনাবিলি বলে ডাকব।"

"সেটাতো যে কোনো সময়ই ডাকতে পারো।"

"টেনিস কোর্টে এই সম্বোধন কতখানি হাস্যকর শোনাবে তা দেখে তুমি সত্যিই বিস্মিত হবে।"

"আমার হয়তো পছন্দ হবে।"

"সেই ক্ষেত্রে আর কী কী তোমার ভালো লাগে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"অশালীন রসিকতা করার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে তোমার।"

উদ্দেশ্য নিয়েই কথাটা বলেছিল ডর্স, তিনিও জবাব দিতে দেরী করেননি, "তুমি কী আমাকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চাও।"

পরে টেনিস কোর্টে ডর্স-এর খেলা দেখে তিনি নিজেই অবাক হয়ে যান। এক গেমের পর হাফাতে হাফাতে জিজ্ঞেস করেন, "মিথ্যে কথা বলছনা তো আমাকে, আসলেই আগে কখনো টেনিস খেলোনি।"

"কখনোই খেলিনি।"

দ্বিতীয় কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত। এরই মাঝে হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো শিখে নিয়েছেন তিনি। নিজের ঘরে বসে একা একাই কিছু তথ্য বের করার চেষ্টা করলেন। ইতিহাসের কৌশলটা গণিত শাস্ত্র থেকে সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন। তবে একই রকম লজিক্যাল যেহেতু কৌশলটা নির্ভুলভাবে তাকে তার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারছে। তবে তিনি সারাজীবন যে ধরনের লজিক ব্যবহার করে অভ্যস্ত তার সাথে কোনো মিলই নেই।

যাই হোক অনেকভাবে চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু ফলাফল হল শূন্য।

পরের দিন টেনিস কোর্টে ভিতরের অস্থিরতাটা পুরোপুরি প্রকাশ পেল। ডর্স এখন ভালোই খেলতে পারে। কাজেই তার দিকে সহজ বল ছুঁড়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যেন সে দিক এবং দূরত্ব আন্দাজ করে বুঝে শুনে খেলতে পারে। ব্যাপারটা তাকে ভুলে যেতে সাহায্য করল যে ডর্স একজন শিক্ষানবীশ। নিরেট গোলাকার লেজার বীমের মতো বলগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগলেন তিনি।

নেটের কাছে এসে ডর্স বলেছিল, "আমাকে খুন করতে চাওয়ার কারণটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যেহেতু আমি সোজা বলগুলো মিস করেছি। কিন্তু একটু আগে যে বলটা আমার মাথার মাত্র তিন সেন্টিমিটার দূর দিয়ে গেল সেটার ব্যাপারে কী বলবে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে তুমি আমাকে টোকাও দিতে পারোনি। এর চেয়ে ভালো শট মারতে পারো না?"

ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলেন সেলডন, কিন্তু অস্ফুট কিছু শব্দ ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোয়নি।

"শোনো, তোমার সাথে আজকে আমি আর খেলবনা," ডর্স বলেছিল। "কাজেই এখন গিয়ে গোসল করব তারপর দুজনে একসাথে চা খাব। চায়ের টেবিলে তুমি আমাকে বলবে আসলে কাকে খুন করতে চাও। সেটা যদি আমার হতভাগ্য এই মাথাটা না হয় অথবা যাকে খুন করতে চাও তাকে যদি তুমি না পেয়ে থাক, তাহলে নেটের অপর পাশে তোমার টার্গেট হিসেবে থাকাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

চায়ের টেবিলে তিনি সমস্যাটার কথা জানিয়েছিলেন, "ডর্স, আমি ইতিহাসের পর ইতিহাস স্ক্যান করছি, শুধু ব্রাউজ করছি। বিস্তারিত পর্যালোচনা করার সময় পাইনি এখনো। তারপরেও একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। সবগুলো বুক ফিল্মই শুধু একইরকম নির্দিষ্ট কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে।"

"অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো।"

"এটা একটা অজুহাত। প্রতিটি বুক ফিল্ম একটা আরেকটার অবিকল নকল। পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহ থেকে খুব বেশি হলে মাত্র পঁচিশটা গ্রহ নিয়ে ইতিহাস তৈরি হয়েছে।"

"তুমি তো কেবল সাধারণ গ্যালাকটিক ইতিহাস নাড়াচাড়া করছ। ছোট গ্রহগুলোর দুই একটার বিশেষ ইতিহাসে চোখ বুলাও। প্রতিটি গ্রহেই শিশুরা বাইরে একটা সীমাহীন মহাবিশ্ব রয়েছে এটা জানার আগেই নিজ গ্রহের ইতিহাস আদ্যপান্ত জেনে ফেলে। ট্র্যানটরের উত্থান বা ইন্টারস্টেলার মহাযুদ্ধের ইতিহাস তুমি যা জানো তার চেয়ে বেশি জানো হ্যালিকনের ইতিহাস। ঠিক না?"

"খুব কম জানি," গোমড়ামুখে জবাব দিয়েছিলেন সেলডন। "হ্যালিকনের ভূগোল, ওখানে বসতি স্থাপনের ইতিহাস, ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাস কিছু কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি। কিন্তু সামগ্রিক গ্যালাকটিক ইতিহাসে হ্যালিকনের কী অবদান, কতটুকু ভূমিকা তার কিছুই আমি জানি না।"

"বোধহয় কোনো অবদান নেই।"

"বোকার মতো কথা বলোনা। অবশ্যই আছে। হয়তো হ্যালিকনে কখনো সেইরকম কোনো বিদ্রোহ হয়নি, উল্লেখ করার মতো কোনো স্পেস ব্যাটল বা শান্তি চুক্তি হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্ম প্রভাব থাকতে বাধ্য। কোথাও কিছু একটা হলে তার প্রভাব সব জায়গায় পড়বে। অথচ আমার কাজে লাগবে এমন কিছুই খুঁজে পাইনি। –শোনো ডর্স, গণিতের ক্ষেত্রে সবই কম্পিউটারে পাওয়া যাবে। সবই আমরা বিশ হাজার বছরে বের করতে পেরেছি। ইতিহাসের বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে ইতিহাসবিদরা নিজেদের পছন্দ মতো ঘটনা বেছে নেয়। আর তারা সবাই একই ঘটনাগুলোকে বেছে নিয়েছেন।"

"কিন্তু, হ্যারি, গণিত মানুষের আবিষ্কৃত একটা সুশৃঙ্খল বিষয়। প্রতিটা অনুষঙ্গ পরস্পর সংযুক্ত। সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং অনুমিতি রয়েছে, সবই আমরা জানি। এটা আসলে... আসলে... পুরোটা অখণ্ড বিষয়। ইতিহাস অন্যরকম। এটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অগণিত মানুষের অবচেতন ক্রিয়াকলাপের একটা সমন্বয়। এখানে ইতিহাসবিদদের যাচাই বাছাই না করে কোনো উপায় নেই।"

"ঠিক। কিন্তু সাইকোহিস্টোরির নিয়মগুলো তৈরি করতে হলে আমাকে পুরো ইতিহাস জানতে হবে।"

"তাহলে তুমি কোনোদিনই সাইকোহিস্টোরির নিয়মগুলো তৈরি করতে পারবে না।"

এটা ছিল গতকালকের কথা। এখন সেলডন বসে আছেন তার জন্য বরাদ্দকৃত বাসস্থানের বারান্দার মতো বাড়তি অংশে। আজকের দিনটাও ব্যর্থ হয়ে গেল। ডর্স এর কথাগুলো এখনো তার কানে বাজছে, "তাহলে তুমি কোনোদিনই সাইকোহিস্টোরির নিয়মগুলো তৈরি করতে পারবে না।"

তিনি তো জানতেনই। হামিন তার অনুপ্রেরণা এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে উজ্জীবিত করে না তুললে তিনি হয়তো এই বিশ্বাসে অটল থাকতেন।

কিন্তু এখন আর সহজে হাল ছাড়বেন না। কোনো না কোনো পথ তো আছেই।

শুধু বের করতে পারছেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপারসাইড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্র্যানটর... স্পেস থেকে ট্র্যানটরকে কেমন দেখাতো সেই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের ধারণা নিতান্তই কম। শত শত বছর মানুষের মনে এই গ্রহের যে ছবি ছাপানো ছিল তা হচ্ছে: অগণিত গম্বুজওয়ালা ধাতব ছাদ দিয়ে আবৃত গ্রহের পুরোটা, তার নিচে সুনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম পরিবেশে গড়ে উঠেছিল কল্পনাতীত জটিল এক মানবসভ্যতা। গ্রহের অভ্যন্তরভাগটাকে মৌমাছির চাকের সাথে তুলনা করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই একটা বহিস্থভাগও ছিল এবং তার বেশ কয়েকটা হলোগ্রাফ তৈরি হয়েছিল যেখানে খুঁটিনাটি অনেক কিছুই বিস্তারিত দেখানো হয়েছে (চিত্র ১৪ এবং ১৫)। এখানে উল্লেখ্য যে গম্বুজগুলোর সারফেস, সুবিশাল বিশ্ব নগরীর ইন্টারফেস এবং গ্রহের উপরিভাগের নিজস্ব প্রকৃতি মিলিয়ে যে সারফেস তৎকালীন সময়ে সেটাকে বলা হত "আপারসাইড," যা...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

AMARBOI.COM

২১

তবু পরেরদিন আবার লাইব্রেরিতে কাজ শুরু করলেন সেলডন। প্রথম কারণ হামিনকে তিনি কথা দিয়েছেন। কথা দিয়েছেন অন্তত চেষ্টা করবেন এবং সেটা দায়সারাভাবে করতে চান না। আরেকটা কারণ নিজের কাছে দায়বদ্ধতা। ব্যর্থতা তিনি কখনো মেনে নিতে পারেন না। অন্তত আজ পর্যন্ত সেইরকম ঘটেনি।

কাজেই যে রেফারেন্স বুক ফিল্মগুলো এখনো দেখা হয়নি সেগুলো নিয়েই শুরু করলেন। লম্বা তালিকার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন এই বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে কোন তথ্যটা তার কাজে লাগার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে। প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, "কোনোটারই নেই" এবং প্রতিটি বুক ফিল্ম না দেখে কোনো উপায় নেই। এমন সময় মৃদু একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন তিনি।

তার জন্য বরাদ্দকৃত কামরার সাথে লাগোয়া বারান্দার মতো বাড়তি একটু অংশ আছে। সেটারই একপাশের দেয়ালের আড়াল থেকে লীসাং রাণ্ডাকে বিব্রত ভঙ্গীতে উঁকি মারতে দেখলেন। রাণ্ডাকে চেনেন তিনি, ডর্স পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বেশ কয়েকবারই একসাথে ডিনার করেছেন, সাথে অবশ্য আরো অনেকেই ছিল।

রাণ্ডা, সাইকোলজীর একজন ইন্সট্রাকটর। বেটে এবং গোলগাল অবয়ব। সুখী একজন মানুষের মতো চেহারা। সবসময় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের একটা হাসি ঠোঁটের কোণে লেগে থাকে অনবরত। পিঙ্গল বর্ণের দেহ, ছোট কুতকুতে চোখ, এই বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক গ্রহের মানুষের মাঝেই দেখা যায়, অনেক বিখ্যাত গণিতবিদের হলোগ্রাফ দেখেছেন সেলডন যাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য রাণ্ডার মতোই। যদিও হ্যালিকনে তিনি কখনো ইস্টার্নারদের দেখেননি। (এই মানুষগুলোকে যে কেন ইস্টার্নার বলা হয় সেটা কেউ বলতে পারে না; ইস্টার্নাররাও শব্দটা শুনলে রেগে উঠে, কেন সেটাও অবশ্য কেউ জানে না।)

"ট্র্যানটরে আমার মতো হাজার হাজার মানুষ আছে," প্রথম সাক্ষাতে সেলডনের বিস্ময় দেখে নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বলেছিল রাণ্ডা। "এছাড়াও আছে সাউদার্নার– কালো চামড়া, ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। দেখেছ কখনো?"

"হ্যালিকনে দেখিনি।" বিড় বিড় করে বলেছিলেন সেলডন।

"হ্যালিকনে সব তাহলে ওয়েস্টার্নার, কি বিরক্তিকর! যাই হোক গায়ের রং কোনো ব্যাপার না। সব মানুষই সমান।" কথাগুলো বলেই রাণ্ডা হাসি মুখে বিদায় নিয়েছিল। (আর সেলডন তখন অবাক হয়ে ভাবছিলেন ইস্টার্নার, ওয়েস্টার্নার, সাউদার্নার সবই আছে, নেই শুধু নর্দার্নার। কেন নেই রেফারেন্স ঘেটে তার একটা জবাব বের করার চেষ্টা করে ও সফল হতে পারেন নি।)

আর এই মুহূর্তে রাণ্ডা তার ভালো মানুষ চেহারায় একরাশ দুঃশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে আছে। "আপনি ঠিক আছেন তো, সেলডন?" জিজ্ঞেস করল সে।

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেলডন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। থাকবো না কেন?"

"আসলে এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শব্দ পেয়ে থামতে হলো। আপনি চীৎকার করছিলেন।"

"চিৎকার করছিলাম?" চরম অবিশ্বাস নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"জোরে না। ঠিক এইভাবে।" দাঁতে দাঁত পিষে গলার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ বের করে আনল রাণ্ডা। "ভুলও হতে পারে। হয়তো তোমাকে বিরক্ত করছি। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।"

সেলডন পিছনদিকে খানিকটা মাথা হেলালেন। "তোমাকে ক্ষমা করা হলো, লীসাং। বন্ধু বান্ধবের কাছে শুনেছি এমন শব্দ নাকি প্রায়ই করি। বিশ্বাস করো, ইচ্ছে করে না, মনের অজান্তেই করি।"

"কিন্তু কেন করো সেটা জানো তো?"

"হ্যাঁ। হতাশা। নিদারুণ হতাশা।"

রাণ্ডা খানিকটা কাছে এসে গলা নিচু করে বলল, "আমরা অন্যদের বিরক্ত করছি। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার আগেই চলো লাউঞ্জে গিয়ে বসি।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করি, পেশাগত কৌতূহল। তুমি কেন হতাশ?" লাউঞ্জে হালকা কিছু পান করার পর রাণ্ডা জিজ্ঞেস করল।

কাঁধ নাড়লেন সেলডন। "মানুষ কেন হতাশায় ভোগে? আমি একটা কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি অথচ কোনো অগ্রগতিই হয়নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু তুমি একজন গণিতবিদ, হ্যারি। ইতিহাস লাইব্রেরি তোমাকে হতাশ করবে কেন?"

"তুমি এখানে কি করছিলে?"

"যাচ্ছিলাম এক জায়গায়। তোমার বারান্দার সামনের পথ দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হতো। তোমার শব্দ পেয়ে... আর্তনাদ শুনে দাঁড়াই। দেখছই তো তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অনেক দেরী করে ফেলেছি। অবশ্য মাঝে মাঝে কাজের চাপ থেকে এভাবে মুক্তি পেলে আমার ভালোই লাগে।"

"যদি তোমার মতো আমিও এইভাবে ইতিহাস লাইব্রেরি থেকে মুক্তি পেতাম, আসলে আমি একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি যার জন্য ইতিহাস জানতে হবে, কিন্তু কোনোভাবেই এগোতে পারছি না।"

চেহারায় অস্বস্তি এবং গাম্ভীর্য নিয়ে সেলডনের দিকে তাকিয়ে আছে রাণ্ডা। বলল, "প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কম্পিউটার থেকে তোমার ব্যাপারে সব জেনে নিয়েছি।"

"কম্পিউটার থেকে আমার ব্যাপারে সব জেনে নিয়েছ!" অবাক হলেন সেলডন, সেই সাথে রাগান্বিতও হলেন।

"আগেই ক্ষমা চেয়েছি। জানো বোধহয় আমার এক চাচাও গণিতবিদ। নামও শুনেছ হয়তো: কিয়াংটু রাণ্ডা।"

সেলডনের নিঃশ্বাস আটকে গেল। "তুমি সেই বিখ্যাত রাণ্ডার আত্মীয়?"

"হ্যাঁ। বাপের বড় ভাই। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গণিতবিদ হইনি বলে আমার উপর প্রচণ্ড নাখোশ– উনার কোনো সন্তান নেই। ভেবেছিলাম এটা জেনে চাচা হয়তো খুশি হবেন যে আমার অন্তত একজন গণিতবিদের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে। তোমার ব্যাপারে অনেক প্রশংসা করতে চেয়েছিলাম– যদি সম্ভব হয় আর কী– তাই গণিত লাইব্রেরিতে খোঁজ করে দেখি কি জানা যায়।"

"আচ্ছা! এইজন্যই ওখানে গিয়েছিলে। যাই হোক– দুঃখিত। মনে হয় না প্রশংসা করার মতো কিছু পেয়েছ।"

"তোমার ধারণা ভুল। অনেক কিছুই পেয়েছি। তোমার রিসার্চ পেপারগুলো যদিও বুঝতে পারিনি তবে যা বলতে চেয়েছ সেটা আমার মনে হয়েছে চমৎকার এবং যুক্তিসঙ্গত। তারপর নিউজ ফাইলগুলো খুঁজে দেখি তুমি দশবাৎসরিক গণিত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলে। তো 'সাইকোহিস্টোরি' আসলে কি? নিঃসন্দেহে শব্দটার প্রথম অংশই আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে।"

"এটাও তাহলে জানো।"

"আমার যদি বুঝতে ভুল না হয় তাহলে বলা যায় যে তুমি ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারবে।"

ক্লান্ত ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন সেলডন, "কমবেশি এটাই সাইকোহিস্টোরি বা বলা ভালো যে এটাই সাইকোহিস্টোরির উদ্দেশ্য।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটা কী আসলেই গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ?" রাণ্ডা হাসছে। "নাকি তুমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছ?"

"আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া মানে?"

"উদাহরণ দিলাম। আমি যে গ্রহ থেকে এসেছি সেটার নাম হোপারা। ওখানে বাচ্চাদের একটা খেলার সম্বন্ধে এই নামটা ব্যবহার করা হত। খেলাটা ছিল ভবিষ্যৎ বলা এবং চালাক চতুর বাচ্চা হলে সে ভালোই রোজগার করতে পারত। যেমন কোনো মায়ের কাছে গিয়ে বললে যে তাঁর কন্যা সন্তানটি ভীষণ সুন্দরী হবে এবং ধনবান কোনো ব্যক্তির সাথে বিয়ে হবে। সাথে সাথেই এক টুকরা কেক বা পাঁচ ক্রেডিট তোমার পকেটে আসবে। বাচ্চার মা কিন্তু এটা দেখার জন্য অপেক্ষা করবে না যে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হলো কিনা। শুধু কথাটা বলার জন্যই তুমি পুরস্কৃত হবে।"

"তাই? না, আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করে কিছু করছি না। সাইকোহিস্টোরি পুরোপুরি অ্যাবস্ট্রাক্ট স্টাডি। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো প্রয়োগযোগ্যতা নেই, শুধু– "

"এবার আসল কথায় এসেছ। যে কোনো বিষয়ের ব্যতিক্রমটাই সত্যিকার অর্থে আকর্ষণীয়।"

"আমি এটাকে বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে চাই। যদি ইতিহাসটা আরো ভালোভাবে জানতে পারতাম– "

"ও, এইজন্যই তুমি ইতিহাস নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না," বিষণ্ন সুরে বললেন সেলডন। "ইতিহাস অনেক বিশাল অথচ প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়েছে অতি সামান্য।"

"আর এটাই তোমাকে হতাশ করে তুলেছে?"

মাথা নাড়লেন সেলডন।

"কিন্তু, হ্যারি," রাণ্ডা বলছে, "তুমি ট্র্যানটরে এসেছ মাত্র কয়েক সপ্তাহ হবে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এরই মাঝে বোঝা হয়ে গেছে– "

"মাত্র দুই এক সপ্তাহে কিছুই বুঝতে পারবে না। সামান্য একটু অগ্রগতি দেখার জন্য তোমাকে হয়তো সারাজীবন অপেক্ষা করতে হবে। এই সমস্যাটা সমাধানের একটা উপায় বের করতেই গণিতবিদদের অনেকগুলো প্রজন্মকে যুগের পর যুগ শ্রম দিয়ে যেতে হবে।"

"জানি, লীসাং। কিন্তু তারপরেও আমার মানসিক অস্থিরতা কমছে না। আমি নিজের চোখে কিছু অগ্রগতি দেখে যেতে চাই।"

"বেশ, নিজেকে কষ্ট দিয়ে কোনো লাভ নেই। তোমাকে আমি এমন একটা বিষয়ের কথা বলতে পারি যে বিষয়ে না জানি কত যুগ ধরে মানুষ গবেষণা করছে অথচ বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয়নি। জানলে হয়তো তোমার মনোকষ্ট কিছুটা হলেও কমবে। বিষয়টা আমার জানা আছে কারণ ঠিক এইখানে, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই একদল বিজ্ঞানী সেটা নিয়ে কাজ করছে এবং আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুও তার সাথে জড়িত। হতাশার কথা বলছ! তুমি আসলে জানই না হতাশা কি!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিষয়টা কি?" সেলডন টের পেলেন তার কৌতূহল বাড়ছে।

"মেটিওরোলজী বা আবহাওয়া বিদ্যা।"

"মেটিওরোলজী!" নাটকীয় আলোচনার এমন সাদামাটা রূপান্তরে আরো হতাশ হলেন সেলডন।

"চেহারা অমন করছ কেন? শোনো বাসযোগ্য প্রতিটি গ্রহেরই আবহাওয়া মণ্ডল আছে। প্রতিটি গ্রহেরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আবহাওয়া, নিজস্ব তাপমাত্রা, নিজস্ব আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, নিজস্ব কক্ষপথে অবস্থান, নিজস্ব ভূমি-পানির অনুপাত। আমাদের হাতে আছে পঁচিশ মিলিয়ন পৃথক পৃথক সমস্যা অথচ আজ পর্যন্ত এই সমস্যাগুলোর মাঝে কোনো সমন্বয় তৈরি করতে পারেনি কেউ।"

"তার কারণ আবহাওয়া পরিস্থিতি যে কোনো মুহূর্তে উশৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। কথাটা সবাই জানে।"

"আমার বন্ধু জেনআর লেগানও এই কথাই বলে। ওর সাথে পরিচয় হয়েছে তোমার?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন সেলডন। "লোকটা লম্বা। লম্বা নাক। কথা বলে খুব কম।"

"ঠিকই চিনেছ। —এবং ট্র্যানটর নিজেই একটা অমীমাংসিত ধাঁধা। রেকর্ড অনুযায়ী যখন এই গ্রহে মানুষ প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন চমৎকার আবহাওয়া ছিল। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত নগরায়নের ফলে বায়ুমণ্ডলে ব্যাপকহারে এনার্জি ডিসচার্জ হতে থাকে। বরফ গলতে শুরু করে, মেঘমণ্ডল পাতলা হতে থাকে, এবং আবহাওয়া উল্টাপাল্টা আচরণ শুরু করে। আর এই কারণেই আন্ডারগ্রাউন্ডে বসবাসের বিষয়টা গুরুত্ব লাভ করে, মাটি খুঁড়ে তার নিচে বসতি স্থাপন করা হয়, মাথার উপরে ধাতব গম্বুজের ছাদ তৈরি করা হয়। আর উপরে আবহাওয়া আরো জঘন্য রূপ ধারণ করতে থাকে। এই গ্রহের আকাশ এখন সর্বদাই মেঘাচ্ছন্ন, অনবরত বৃষ্টি হয়—অথবা যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে তখন তুষারপাত হয়। কেউই এটা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না কেন আবহাওয়ার এই চরম পরিবর্তন অথবা এমন কোনো কৌশল কেউ তৈরি করতে পারেনি যার সাহায্যে বলা যাবে যে আগামীকাল আবহাওয়া কেমন থাকবে।"

কাঁধ নাড়লেন সেলডন, "বিষয়টা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?"

"মেটিওরোলজিস্টদের কাছে তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। নইলে তুমি যেমন তোমার প্রজেক্ট নিয়ে হতাশায় ভুগছ ওরা কেন ওদের সমস্যা নিয়ে তারচেয়েও বেশি হতাশায় ভুগবে? নিজের সমস্যাটাকে সবসময় বড় করে দেখো না।"

সম্রাটের প্রাসাদে যাওয়ার পথে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা মনে পড়ল সেলডনের।

"তো, ওরা কীভাবে কাজ করছে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বড় প্রজেক্ট শুরু করেছে এবং জেনআর লেগান তার সদস্য। ওদের মতে যদি ট্র্যানটরে আবহাওয়ার এমন ব্যাপক পরিবর্তনের কারণটা বোঝা যায় তাহলে মেটিওরোলজীর মূলনীতিগুলো বের করা খুব একটা কঠিন হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তুমি যেমন সাইকোহিস্টোরির মূলনীতিগুলোর জন্য পাগলের মতো চেষ্টা করছ সেইরকমভাবেই লেগানও মেটিওরোলজীর মূলনীতিগুলো বের করার চেষ্টা করছে। এই কারণেই সে রাজ্যের যন্ত্রপাতি বসিয়েছে আপারসাইডে... বুঝতে পারছ কি বলছি, গম্বুজগুলোর উপরে। তেমন একটা লাভ হয়নি। হাজার হাজার বছর মেটিওরোলজী নিয়ে গবেষণা করার পরও যদি কোনো ফলাফল না পাওয়া যায় তাহলে মাত্র কয়েক সপ্তাহ চেষ্টা করে তোমার হাল ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।"

রাণ্ডা ঠিকই বলেছে, ভাবলেন সেলডন। তিনিই আসলে বাড়াবাড়ি করছেন। তারপরেও... তারপরেও... হামিন হয়তো বলবে যে এটা অবক্ষয়ের আরেকটা প্রমাণ। তার ধারণাই হয়তো ঠিক, অবশ্য সে শুধু সামগ্রিক অবক্ষয় এবং গড়পড়তা প্রভাবের কথা বলত। কিন্তু তিনি নিজের ভেতরে কোনো রকম অবক্ষয় বা উৎসাহের অভাব বোধ করছেন না।

এবার খানিকটা আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে গম্বুজের উপরে উঠে বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতিতে বেরুনো যায়?"

"হ্যাঁ। আপারসাইড। যদিও ভীষণ হাস্যকর। কোনো ট্র্যানটরিয়ানই কাজটা করবে না। ওরা আপারসাইডে যেতে পছন্দ করে না। চিন্তাটাই ওদেরকে অসুস্থ করে তোলে। মেটিওরোলজী প্রজেক্টে যারা কাজ করছে তাদের প্রায় সবাই আউটওয়ার্ল্ডার।"

জানালার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লন এবং ছোট বাগানটা দেখতে লাগলেন সেলডন। কোনো উত্তাপ নেই, কোনো ছায়া পড়ছে না, অথচ জায়গটা চমৎকারভাবে আলোকিত। চিন্তিত সুরে বললেন, "ভিতরের আরাম আয়েশে জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য ট্র্যানটরিয়ানদের বোধহয় দোষ দেয়া যায় না, তবে আমার মনে হয় অন্তত কৌতূহলের বশেও দুই একজনের আপারসাইডে যাওয়া উচিত। যেমন আমি ভীষণ আগ্রহী।"

"অর্থাৎ মেটিওরোলজিস্টরা কীভাবে কাজ করে দেখতে চাও?"

"ভাবছি। কীভাবে যেতে হবে?"

"খুব সহজ। এলিভেটরে চড়ে উপরে উঠবে, দরজা খুলবে, বেরিয়ে পড়বে। ব্যাস। আমি একবার গিয়েছিলাম। ভীষণ... চমৎকার।"

"এর ফলে সাইকোহিস্টোরির চিন্তা অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও মাথা থেকে বের করে দিতে পারব।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। "পরিবর্তনটা আমার ভালোই লাগবে।"

"আমার চাচা অবশ্য প্রায়ই একটা কথা বলে," রাণ্ডা বলল, "কথাটা হলো 'জ্ঞানের সব শাখাই এক সূত্রে বাঁধা।' হয়তো ঠিকই বলে। মেটিওরোলজি থেকে তুমি হয়তো এমন কিছু পাবে যা সাইকোহিস্টোরির সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। হতে পারে না?"

দুর্বলভাবে হাসলেন সেলডন। "অনেক কিছুই হতে পারে।" তারপর নিজের মনেই বললেন : কিন্তু বাস্তবসম্মত হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২

কথাটা শুনে ডর্স সম্ভবত ভীষণ মজা পেল। "মেটিওরোলজি?"

"হ্যাঁ।" সেলডন বললেন। "আগামীকাল একটা শিডিউল আছে এবং আমি ওদের সাথে উপরে যাবো।"

"ইতিহাস তোমাকে ক্লান্ত এবং বিরক্ত করে তুলেছে?"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন সেলডন। "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। খানিকটা পরিবর্তন দরকার। তাছাড়া রাণ্ডার মতে এটা আরেকটা বিরাট সমস্যা যার কোনো গাণিতিক সমাধান নেই। আর এটা দেখে আমার ভালোই লাগবে যে সমস্যায় শুধু আমি একাই ভুগছি না, আরো অনেকেই ভুগছে।"

"আশা করি তুমি এ্যাগোরাফোবিক* নও।"

হাসলেন সেলডন। "না, তা নই। তবে কেন জিজ্ঞেস করছ বুঝতে পারছি। রাণ্ডা বলেছে যে ট্র্যানটরিয়ানরা অধিকাংশই এ্যাগোরাফোবিক এবং কখনো আপারসাইডে যায় না। আমার ধারণা চারপাশে নিরাপত্তার দেয়াল না থাকলে ওরা অস্বস্তি বোধ করে।"

মাথা নাড়ল ডর্স। "এখানে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু অনেক ট্র্যানটরিয়ানই আউটওয়ার্ল্ডগুলোতে পর্যটক হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসক বা সৈনিকের দায়িত্ব পালন করছে। এবং আউটওয়ার্ল্ডারদের মাঝেও এ্যাগোরাফোবিয়া ব্যাপক হারে লক্ষ্য করা যায়।"

"হতে পারে, ডর্স, কিন্তু আমি এ্যাগোরাফোবিক নই। আমি কৌতূহলী এবং আমার একটা পরিবর্তন দরকার, কাজেই আগামীকাল ওদের সাথে যাচ্ছি।"

দ্বিধায় পড়ে গেল ডর্স। "তোমার সাথে আমারও যাওয়া উচিত, কিন্তু আগামীকাল প্রচুর কাজ। —যাইহোক, তুমি যেহেতু এ্যাগোরাফোবিক নও, আশা করি কোনো সমস্যা হবে না, বরং সময়টা উপভোগ করতে পারবে। ও ভালো কথা, সবসময় মেটিওরোলজিস্টদের কাছাকাছি থাকবে। উপরে গিয়ে অনেককেই আমি হারিয়ে যেতে শুনেছি।"

"আমি সাবধানে থাকব। আসলে সত্যিকার অর্থে হারিয়ে যাওয়া হয় না অনেকদিন।"

২৩

জেনআর লেগানের উপস্থিতিতে পরিবেশটা কেমন যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেটা গায়ের রং-এর কারণে নয় বরং গায়ের রং তার যথেষ্ট ফর্সা। পাতলা কিন্তু কালো ভুরুর জন্যও নয়। বরং আশেপাশে যারা থাকবে তাদের মনে এমন একটা

* এ্যাগোরাফোবিয়া— মুক্তস্থান সম্বন্ধে আতঙ্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভূতি তৈরি হবে লেগানের গভীর দুটো চোখের কারণে এবং যখন সে কথা বলে– যদিও তার মুখে কথা ফোটা অত্যন্ত দুর্লভ একটা ঘটনা– কণ্ঠস্বর গম-গম করে উঠে। হালকা পাতলা শরীরের ভেতর থেকে এমন জোরালো কণ্ঠস্বর বের হওয়াটা ভীষণ আশ্চর্যজনক একটা বিষয়।

"যা পরে এসেছ সেগুলোর উপর ঠাণ্ডা ঠেকানোর মতো কিছু চাপাতে হবে, সেলডন।" সে বলল।

বলার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না সেলডন, চারপাশে তাকালেন শুধু।

কামড়ায় আরো দুজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা, লেগান আর সেলডনের সাথে উপরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। লেগানের মতোই তাদের ট্র্যানটরিয়ান পোশাকের উপর পাতলা সোয়েটার এবং সেগুলো প্রচলিত স্টাইলের মতো উজ্জ্বল রং এর এবং বিরক্তিকর ডিজাইনের।

নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে সেলডন বললেন, "দুঃখিত। আমি জানতাম না। –অবশ্য আমার কাছে ঠাণ্ডা ঠেকানোর মতো কোনো পোশাক নেই।"

"আমি বোধহয় ব্যবস্থা করতে পারব। অতিরিক্ত একটা থাকার কথা। –হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি। পুরনো, তবে কিছু না থাকার চেয়ে ভালো।"

"এগুলো পরলে তো গরম লাগবে।" সেলডন বললেন।

"হ্যাঁ, এখানে গরম লাগবে।" লেগান জবাব দিল। "আপারসাইডের অবস্থা অন্যরকম। ঠাণ্ডা এবং ঝড়ো বাতাস। দুঃখের বিষয় আমি তোমাকে পাজামা আর বুট দিতে পারছি না। অতিরিক্ত নেই। এগুলোও তোমার প্রয়োজন হবে।

একটা ঠেলাগাড়িতে প্রচুর যন্ত্রপাতি, বাকী চারজন সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। সেলডনের মনে হলো তারা ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে কাজ করছে।

"তোমার হোম প্ল্যানেটে কি ঠাণ্ডা বেশি?" জিজ্ঞেস করল লেগান।

"কিছু কিছু অংশে। তবে আমি যে অংশে বাস করতাম সেই অংশের আবহাওয়া মৃদুভাবাপন্ন এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়।"

"খারাপ কথা। আপারসাইডের পরিবেশ তোমার ভালো লাগবে না।"

"কিছু সময়ের জন্য সহ্য করে নিতে পারব।"

প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বিজ্ঞানীদের ছোট দলটা এলিভেটরে চড়ল। এলিভেটরের দরজায় লেখা : দাপ্তরিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট।

"কারণ এটা আপারসাইডে যাবে," পাশে দাঁড়ানো অল্পবয়সী মেয়েদের একজন কথাগুলো বলল, "এবং উপযুক্ত কারণ ছাড়া আপারসাইডে যাওয়া যাবে না।"

মেয়েটার সাথে সেলডনের আগে পরিচয় হয়নি। অন্যদের ডাকাডাকি শুনে জানতে পেরেছেন মেয়েটার নাম ক্লজিয়া। তবে বুঝতে পারছেন না এটা কি প্রথম নাম, শেষ নাম নাকি ডাক নাম।

ট্র্যানটর বা হ্যালিকনে তিনি যে ধরনের এলিভেটরে চড়েছেন তার সাথে এই এলিভেটরের কোনো পার্থক্য নেই (এটা গ্র্যাভিটিক লিফট নয়)। তবে তিনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানিকটা উত্তেজনা বোধ করছেন কারণ এটা তাকে আপারসাইডে নিয়ে যাবে, যেন তিনি স্পেসশিপে চড়ে মহাশূন্যে যাচ্ছেন।

আপন মনে হাসলেন সেলডন। বোকার মতো কল্পনা করছেন তিনি।

এলিভেটরে হালকা একটা ঝাঁকুনি লাগল। হামিন যে বলেছিল গ্যালাক্সিতে একটা সামগ্রিক ভাঙ্গন এবং অবক্ষয় শুরু হয়েছে সেই কথাটা আবার মনে পড়ল সেলডনের। লেগান এবং বাকী তিনজন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন তারা উপরে পৌঁছানোর আগে কিছু ভাববেও না কথাও বলবে না। কিন্তু ক্লজিয়া বারবারই তাকাচ্ছে তার দিকে।

সামনে ঝুঁকে সেলডন তাকে জিজ্ঞেস করলেন (অন্যদের বিরক্ত করতে চাইলেন না), "আমরা কি অনেক উপরে উঠছি?"

"উপরে?" স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ক্লজিয়া, বোধহয় অন্যদের নীরবতা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। দেখে মনে হয় নিতান্তই অল্পবয়সী এবং সম্ভবত আন্ডারগ্র্যাজুয়েট। শিক্ষানবীশ।

"অনেক সময় লাগছে। আপারসাইড নিশ্চয়ই অনেক লেভেল উপরে।"

কিছুক্ষণ ক্লজিয়াকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো। তারপর বলল, "না, মোটেই বেশি উপরে নয়। আসলে আমরাই অনেক নিচ থেকে শুরু করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে নিচের লেভেলে। কারণ আমাদের প্রচুর এনার্জি দরকার হয়। আর নিচের লেভেলে এনার্জি ব্যবহারের খরচ অনেক কম পড়ে।"

এমন সময় লেগান বলল, "ঠিক আছে। আমরা পৌঁছে গেছি। আগে যন্ত্রপাতিগুলো বের করো।"

ছোট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এলিভেটর থেমে দাঁড়ালো। দরজা খুলতেই তাপমাত্রা নেমে গেলো উল্লেখযোগ্য হারে। দ্রুত পকেটে হাত ঢোকালেন সেলডন এবং সোয়েটার দেয়ার জন্য মনে মনে লেগানের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল, ভাবলেন একটা টুপি থাকলে ভালো হত, আর ঠিক সেই সময়ই লেগান পকেট থেকে একটা বস্তু বের করে মাথায় চাপাল। বাকীরা অনুসরণ করল তাকে।

কিন্তু ক্লজিয়া দ্বিধা করতে লাগল। টুপিটা মাথায় পড়তে গিয়েও থামল, তারপর বাড়িয়ে দিল সেলডনের দিকে।

মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমার নেয়াটা ঠিক হবে না, ক্লজিয়া।"

"নিন। আমার মাথার চুল লম্বা এবং ঘন। আপনার মাথার চুল বেশ ছোট... পাতলা।"

অন্য কোনো পরিস্থিতি হলে সেলডন বেশ জোরালোভাবেই না করতেন। কিন্তু এখন তিনি সেটা না করে টুপিটা নিলেন, বিড়বিড় করে বললেন, "ধন্যবাদ। তোমার বেশি ঠাণ্ডা লাগলে আমি ফিরিয়ে দেব।"

হয়তো ক্লজিয়ার বয়স ততটা কম নয়। গোলাকার শিশুসুলভ মুখটার কারণেই অল্পবয়স্ক মনে হয়। আর একটু আগেই সে কথা প্রসঙ্গে নিজের চুলের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। চমৎকার ঘন কালো চুল, মূল্যবান পাথরের মতো চিক চিক করছে। হ্যালিকনে তিনি কোনো মেয়ের মাথায় এমন চুল দেখেন নি।

মেঘলা আকাশ, প্রাসাদে যাওয়ার পথে যে খোলা অংশটুকু পাড়ি দিয়েছিলেন সেখানে যেমন দেখেছিলেন ঠিক সেইরকমই মেঘলা। তবে ঠাণ্ডা আরো বেশি, সেলডনের মতে এর কারণটা শীতকাল আসতে আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বাকী। মেঘস্তর অনেক বেশি ঘন, ভীষণ অন্ধকার এবং প্রকৃতি মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার মতো রুদ্র– নাকি আসলে রাত নেমে আসছে? মেটিওরোলজিস্টরা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য এমন সময়েই আসবে যেন অধিক সময় দিনের আলো পাওয়া যায়। নাকি ওরা আশা করছে আজকের কাজটা শেষ করতে বেশি সময় লাগবে না।

জিজ্ঞেস করতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্ন করলে ওরা বিরক্ত হবে। কারণ চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ওরা ভীষণ অস্থির এবং সম্ভবত রেগে আছে।

বরং তিনি চারপাশটা দেখতে লাগলেন।

তার পায়ের নিচে সম্ভবত নিরেট ধাতু, কারণ গোড়ালি দিয়ে হালকা টোকা দিয়ে ধাতব শব্দ পেলেন। যদিও একটা আস্তরণ আছে। যখন হাঁটছেন তখন পায়ের চিহ্ন পড়ছে। সারফেস ধুলা অথবা মিহি বালু বা কাদা দিয়ে ঢাকা পড়ে গেছে।

হবে নাই বা কেন? পরিষ্কার রাখার জন্য কেউ নিশ্চয়ই উপরে আসে না, ঝুঁকে মিহি বস্তুগুলো তুলে পরীক্ষা করে দেখলেন।

ক্লজিয়া এগিয়ে এলো তার দিকে। তিনি কি করছেন সেটা দেখে বলল, "যন্ত্রপাতিগুলো সুরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে জায়গাগুলো পরিষ্কার করি আমরা। আপারসাইডের অধিকাংশ স্থানেই এখানকার চেয়েও জঘন্য অবস্থা। তবে সমস্যা খুব একটা হয় না। ধুলাবালিগুলো বরং ইনসুলেশনের কাজ করে।" বলার ভঙ্গীতে মনে হলো একজন গৃহিণী তারি ঘর সংসারের কাজে অবহেলা করে ধরা পড়েছে।

সেলডন মেনে নিলেন। এখনো চারপাশে দেখছেন। যন্ত্রপাতিগুলো চেনার কোনো উপায়ই নেই। দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো পাতলা মাটি থেকে গজিয়েছে (পায়ের নিচের মিহি বস্তুগুলো আদতেই মাটি কি না তার সন্দেহ আছে)। যন্ত্রপাতিগুলো কি এবং ওগুলো কি পরিমাপ করছে সেই বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

লেগান তাদের দুজনের দিকে এগিয়ে এল। হাঁটার সময় অতি সাবধানে মাটিতে পা ফেলছে। সেলডনের মনে হলো যন্ত্রপাতিগুলোতে যেন কোনো কম্পন তৈরি না হয় তার জন্যই এইভাবে হাঁটছে। মাথার ভেতর গেঁথে নিলেন যে তাকেও এইভাবেই হাঁটতে হবে।

"আপনি! সেলডন!"

ডাকার ভঙ্গীটা সেলডনের পছন্দ হলো না। ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিলেন, "বলুন, ড. লেগান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, ড. সেলডন।" অধৈর্য ভঙ্গীতে বলল সে, "রাণ্ডা বলেছিল যে আপনি একজন গণিতবিদ।"

"ঠিক বলেছেন।"

"যথেষ্ট দক্ষ গণিতবিদ?"

"আমি নিজে সেইরকমই মনে করি, তবে নিশ্চয়তা দিতে পারব না।"

"এবং আপনি জটিল প্রায় সমাধানহীন সমস্যার বিষয়ে আগ্রহী?"

"ঠিক সেইধরনেরই একটা সমস্যা নিয়ে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে আমাকে।" আন্তরিক সুরে বললেন সেলডন।

"আমার সমস্যাটাও তাই। ঘুরে বেড়ান, কোনো সমস্যা নেই। যদি কিছু জানার থাকে, আমাদের ইন্টার্ন, ক্লজিয়া আপনাকে সাহায্য করবে। পরে হয়তো আপনার সাহায্য প্রয়োজন হবে আমাদের।"

"সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব, তবে মেটিওরোলজির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।"

"সেটা কোনো ব্যাপার না, সেলডন। আমি শুধু চাই যে আপনি আন্তরিক হবেন এবং পরে আমি আমার গণিত নিয়ে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। ব্যস আর কিছু না।"

"ডাকলেই পাবেন আমাকে।"

যাওয়ার জন্য ঘুরল লেগান। তার ভুরু কুঁচকানো চেহারাটা আরো বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছে। তারপর আবার ঘুরে বলল, "যদি ঠাণ্ডা লাগে— বেশি ঠাণ্ডা— এলিভেটরের দরজা খোলা থাকবে। ভিতরে ঢুকে ইউনিভার্সিটি বেজ লেখা বোতামটা চাপবেন। ব্যস পৌঁছে যাবেন নিচে। এলিভেটর আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উপরে উঠে আসবে। ক্লজিয়া দেখিয়ে দেবে যদি ভুলে যান।"

"আমি ভুলব না।"

চলে গেল লেগান। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন। পিঠে ছুরির মতো ধারালো ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাত পাচ্ছেন। ক্লজিয়া কাছে এসে দাঁড়ালো, ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে তার মুখ খানিকটা লাল হয়ে গেছে।

"ড. লেগানকে ভীষণ বিরক্ত মনে হচ্ছে," সেলডন বললেন। "নাকি উনার চেহারাটাই এমন?"

খিলখিল করে হেসে উঠল ক্লজিয়া, "বেশিরভাগ সময়ই উনার চেহারাটা এমন হয়ে থাকে, তবে এখন তিনি আসলেই বিরক্ত।"

"কেন?" স্বাভাবিক কৌতূহলেরবশেই প্রশ্নটা করলেন সেলডন।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো ক্লজিয়া, লম্বা চুলগুলোতে একটা ঢেউ খেলে গেল, বলল, "আমার জানার কথা না, তবে অনুমান করে নিয়েছি। ড. লেগান হিসাব করে বের করেছিলেন যে আজকে ঠিক এই সময়ে ঘন মেঘ কিছুটা হলেও পাতলা হবে এবং তিনি সূর্যের আলোতে কিছু বিশেষ হিসেব নিকেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু... আবহাওয়ার অবস্থা তো দেখছেনই।"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়লেন সেলডন।

"এখানে আমরা হলোভিশন রিসিভার বসিয়েছি, ওগুলো থেকেই উনি জেনেছেন যে আজকে আকাশ মেঘলা– সাধারণত যেমন থাকে তার চেয়েও খারাপ অবস্থা– এবং আমার অনুমান তিনি আশা করেছিলেন যে সমস্যা আসলে যন্ত্রপাতিতে সেইজন্যই এমন উল্টাপাল্টা রিপোর্ট দিচ্ছে, তার থিওরীতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত যন্ত্রপাতিতে কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি।"

"আর তাই উনাকে এত বিরক্ত দেখাচ্ছে।"

"আসলে উনি কখনো হাসেন না।"

আবার প্রকৃতি দেখতে লাগলেন সেলডন। মেঘ থাকা সত্ত্বেও চারপাশে একটা কর্কশ আলো। খেয়াল করলেন যে সারফেস আসলে সমান্তরাল নয়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা অগভীর গম্বুজের উপর। চারপাশে আরো অসংখ্য গম্বুজ দেখতে পেলেন, বিভিন্ন উচ্চতার এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের।

"আপারসাইডে মনে হয় কোনো সামঞ্জস্য নেই।" তিনি বললেন।

"হ্যাঁ, আমার ধারণা এমনই হওয়া উচিত।"

"কোনো বিশেষ কারণ?"

"ঠিক তা না। আসলে আমি যে ব্যাখ্যাটা শুনেছি সেটা হলো– মূলত ট্র্যানটরে প্রথমে জায়গায় জায়গায় গম্বুজ তৈরি করা হয়, এই যেমন শপিং মল বা স্পোর্টস এরেনার উপর। তারপর পুরো শহরের উপর, ফলে দেখা যায় যে এদিক সেদিক ছড়ানো অসংখ্য গম্বুজ তৈরি হয়ে গেছে। তারপর যখন পুরো গ্রহটাকে এক করা হলো, দেখা গেল যে গম্বুজগুলোর ভেতরে কোনো সমতা নেই। কিন্তু মানুষ তখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আসলে ঠিক এমনই হওয়া উচিত।"

"তুমি বলতে চাও দুর্ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই পরবর্তীকালে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস বা ঐতিহ্যে পরিণত হয়?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

(যদি কোনো দুর্ঘটনাই মানুষের কাছে অলঙ্ঘনীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয় তাহলে সেটা কি সাইকোহিস্টোরির নিয়ম হতে পারে না, ভাবলেন সেলডন। খুব বেশি সরল হয়ে যায়। কিন্তু এমন সরল নিয়ম আরো কতগুলো আছে বা হতে পারে। এক লক্ষ? এক কোটি? এমন কোনো সামগ্রিক নিয়ম কি আছে যার ভিত্তিতে এই সরল নিয়মগুলোকে অনুসিদ্ধান্তে রূপান্তর করা যাবে? তিনি কীভাবে বলবেন? চিন্তায় এত বেশি মগ্ন হয়ে গেলেন যে ঠাণ্ডা বাতাসের কথা আর মনে থাকল না।)

ক্লজিয়া অবশ্য ঠিকই টের পাচ্ছে, কারণ ঠাণ্ডায় কাঁপছে, বলল, "জায়গাটা জঘন্য। গম্বুজের নিচেই ভালো।"

"তুমি কি ট্র্যানটরিয়ান?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"হ্যাঁ।"

মনে পড়ল রাগুা ট্র্যানটরিয়ানদের বলেছিল এ্যাগোরাফোবিক। জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে আসতে তোমার ভালো লাগে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই জায়গাটা আমি ঘৃণা করি। কিন্তু ডিগ্রীটা আমার দরকার। কারণ এটাই আমাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবে। ড. লেগান বলেছে যে তা সম্ভব হবে না যদি হাতে কলমে কাজ না শিখতে পারি। তাই পছন্দ না হলেও আসতে হয়েছে। তাছাড়া যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। আচ্ছা আপনি বোধহয় জানেন না যে গম্বুজের উপরেও উদ্ভিদ জন্মায়?"

"তাই নাকি?" অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ক্লজিয়ার মুখের দিকে তাকালেন সেলডন, বোঝার চেষ্টা করছেন মেয়েটা তাকে বোকা বানাতে চাইছে কিনা। কিন্তু ক্লজিয়ার চেহারা একেবারে নিষ্পাপ। এর কতখানি সত্যি আর কতখানি তার শিশুসুলভ মুখের কারণে বুঝতে পারলেন না।

"হ্যাঁ, সত্যি, এমনকি এখানেও, যখন আবহাওয়া আরেকটু উষ্ণ থাকে। এখানে মাটি আছে খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই? কাজের সুবিধার জন্য এই জায়গাটা আমরা পরিষ্কার রাখি, কিন্তু অন্যান্য এলাকার জায়গায় জায়গায় মাটি জমে থাকে, বিশেষ করে যেখানে একটা গম্বুজের ঢালু প্রান্ত আরেকটা গম্বুজের সাথে মিশেছে। ঐ জায়গাগুলোতেই উদ্ভিদ জন্মায়।"

"কিন্তু এত মাটি এলো কোত্থেকে?"

"যখন গ্রহের মাত্র কিছু অংশ গম্বুজ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় সেই সময় বাতাসের তোড়ে ধীরে ধীরে ওগুলোর উপর মাটি জমা হতে থাকে। তারপর যখন পুরো গ্রহটাই গম্বুজের ছাদ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় আর মাটি খুঁড়ে আবাসস্থলগুলো আরো গভীরে যেতে থাকে তখন এত মাটি ফেলার জন্য আপারসাইড বেছে নেয়া হয়।"

"গম্বুজগুলো তো ভেঙ্গে পড়ার কথা।"

"আরে না। গম্বুজগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্ট এর উপর তৈরি। একটা বুক ফিল্মে দেখেছিলাম যে আপারসাইডে খাদ্যশস্য উৎপাদনেরও পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে গম্বুজের নিচেও কাজটা ভালোভাবেই করা যাবে। প্রচলিত খাদ্যশস্যের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য গম্বুজের নিচে ঈষ্ট এবং এলগিও উৎপাদন করা যাবে, কাজেই আপারসাইড হয়ে পড়ল পরিত্যক্ত, ঝোপঝাড় আর আগাছা বেড়ে উঠতে লাগল। আপারসাইডে পশুপাখিও আছে– প্রজাপতি, মৌমাছি, ইঁদুর, খরগোস, আরো অনেক কিছু।"

"উদ্ভিদের শিকর গম্বুজের ক্ষতি করে না?"

"হাজার হাজার বছরে কোনো ক্ষতি হয়নি। গম্বুজের ধাতুগুলো এমনভাবে তৈরি যেন উদ্ভিদের শিকড় আঁকড়ে না ধরতে পারে। যা জন্মায় তার বেশিরভাগই ঘাস, তবে গাছপালাও আছে। আপনি নিজের চোখেই দেখতে পারতেন যদি এটা গরমকাল হতো। এখনো দেখতে পারবেন যদি আরো দক্ষিণে যান বা স্পেসশিপ থেকে দেখেন।" আড়চোখে সেলডনের দিকে তাকালো সে, "মহাকাশ থেকে ট্র্যানটরে অবতরণ করছিলেন দেখেছিলেন?"

"না, ক্লজিয়া, দেখিনি। হাইপারশিপে দৃশ্য দেখার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তুমি দেখেছ কখনো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি কখনো মহাকাশে যাইনি।" বিব্রত ভঙ্গীতে বলল ক্লজিয়া।

চারপাশে তাকালেন সেলডন। সবকিছুই কেমন ধূসর।

"বিশ্বাসই হচ্ছে না," তিনি বললেন, "মানে আপারসাইডে উদ্ভিদ জন্মানোর বিষয়টা।"

"কিন্তু কথাটা সত্যি। ট্র্যানটরিয়ানরা প্রায়ই বলে– আউটওয়ার্ল্ডার, মানে আপনার মতো যারা ট্র্যানটর গ্রহটাকে স্পেস থেকে দেখার সুযোগ পায় তাদের কাছে গ্রহটাকে বিশাল এক লনের মতো মনে হয়, কারণ বেশিরভাগই হচ্ছে ঘাস আর ছোট ছোট ঝোপ ঝাড় গাছও আছে অনেক। এখান থেকে খানিকটা দূরেই ছোট একটা জঙ্গলের মতো আছে। আমি দেখেছি। ওখানের গাছগুলো প্রায় ছয় মিটার উঁচু।"

"কোথায়?"

"এখান থেকে দেখা যাবে না। ওইদিকে একটা গম্বুজের পিছনে বাগানটা। ওটা– "

কেউ একজন ডাকল ক্লজিয়াকে, ভীষণ আস্তে শোনা গেল। (সেলডন বুঝতে পারলেন যে তারা কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন এবং বাকীদের কাছ থেকে অনেক দূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এসেছেন।) "ক্লজিয়া, এদিকে এসো। কাজ আছে।"

"আসছি," চিৎকার করে জবাব দিল ক্লজিয়া। "দুঃখিত, ড. সেলডন। যেতে হবে।" দৌড়ে চলে গেল সে, পায়ে ভারী বুট জুতা থাকার পরেও চেষ্টা করছে যেন হালকাভাবে পা ফেলা যায়।

মেয়েটা কি তাকে বোকা বানিয়ে গেল। শুধু মজা করার জন্যই একজন বিদেশীর কাছে একগাদা মিথ্যে কথা বলে গেল। গ্যালাক্সির প্রতিটি গ্রহে এই ধরনের ঘটনা অতি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। শুনে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন, সত্যি কথা বলতে কি একজন দক্ষ গপ্পোবাজ বেশ নিখুঁতভাবে তার চারপাশে বিশ্বাস করার মতো একটা আবহাওয়া তৈরি করে ফেলতে পারে।

আপারসাইডে কি ছয় মিটার উঁচু গাছ জন্মানো সম্ভব? কোনো কিছু না ভেবেই তিনি দৃষ্টিসীমার ভেতরে সবচেয়ে বড় গম্বুজটার দিকে হাঁটা ধরলেন। হাত নেড়ে শরীরটা একটু গরম করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পায়ের পাতাগুলো ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছে।

ক্লজিয়া ভালোমতো দেখিয়ে দেয়নি জঙ্গলটা কোনদিকে। উচিত ছিল। কেন দেখায়নি? কারণ, তার আগেই কাজের জন্য ওকে ডেকে নিয়ে যায়।

গম্বুজটা খুব বেশি উঁচু নয় কিন্তু প্রশস্ত। সেটা একদিক দিয়ে ভালো কারণ উপরে উঠতে তেমন পরিশ্রম করতে হবে না। অন্যদিকে গম্বুজের চূড়ায় উঠে অপর পাশটা দেখার জন্য তাকে বেশ অনেকখানি ধীর পায়ে হাঁটতে হবে।

যে গম্বুজটা বেছে নিয়েছিলেন সেটার অন্যপাশটা দেখার মতো অবস্থানে পৌঁছালেন তিনি। পিছনে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে মেটিওরোলজিস্ট এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যাচ্ছে। পুরো দলটা অনেক দূরে ছোট একটা উপত্যকায় কাজ করছে, তবে এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পারছেন। ভালো।

কোনো জঙ্গল বা গাছ চোখে পড়ল না, তবে দুটো গম্বুজের মাঝ দিয়ে একটা খাজের মতো ঢাল দেখলেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচের দিকে চলে গেছে। খাজের দুপাশে মাটি বেশ ঘন এবং জায়গায় জায়গায় সবুজ হয়ে আছে। ওগুলো সম্ভবত শ্যাওলা। এই পথ ধরে যদি নিচে নামতে পারেন এবং সেখানে যদি মাটি যথেষ্ট গভীর হয় তাহলে গাছ থাকলেও থাকতে পারে।

আবার পিছনে তাকালেন, পথ চিনে ফিরে আসার জন্য কোনো একটা চিহ্ন মাথায় গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু গম্বুজের উত্থান পতন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। দ্বিধায় পড়ে গেলেন। ডর্স তাকে সাবধান করে দিয়েছিল দল ছেড়ে যেন বেশি দূরে না যান। হারিয়ে যেতে পারেন। তখন কথাটায় গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছিল। ওই খাজটা নিঃসন্দেহে একটা পথ। ওটা ধরে কিছুদূর এগোলে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক সেখানে পৌছতে তাকে শুধু ঘুরে ফিরতি পথ ধরলেই হবে।

খাজের মতো ঢালু পথটা ধরে হাঁটা শুরু করলেন তিনি। উপরে আকাশ থেকে মৃদু একটা গুঞ্জন শুনতে পেলেন, কিন্তু মাথা ঘামালেন না। গাছগুলো দেখার ব্যাপারে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ওই মুহূর্তে তিনি শুধু একটা বিষয় নিয়েই ভাবছিলেন।

এখানে শ্যাওলাগুলো বেশ ঘন এবং কার্পেটের মতো বিছিয়ে আছে। স্থানে স্থানে সেগুলো ঘাসের মতো বড় হয়ে উঠেছে। আপারসাইডের বিরান প্রকৃতির মাঝেও সেগুলো যথেষ্ট সবুজ। সেলডনের মতে হলো প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণেই এমন সবুজ হয়ে উঠেছে শ্যাওলাগুলো।

পথের একটা বাঁকে এসে পৌছলেন। এখানে দাঁড়িয়ে আরেকটা গম্বুজের উপরে ধূসর আকাশের পটভূমিতে গাঢ় একটা বিন্দু চোখে পড়ল এবং বুঝলেন যে গাছগুলো পেয়েছেন।

এতক্ষণ তিনি গাছগুলোর কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছিলেন না। জঙ্গলটা দেখার পর মনে হলো এবার অন্য বিষয় নিয়েও ভাবতে পারবেন। তাই একটু আগে যে শব্দটা শুনে গুরুত্ব দেননি, বরং যন্ত্রপাতির শব্দ মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এখন ভাবছেন: আসলেই কি যন্ত্রপাতির শব্দ?

হবে নাই বা কেন? তার চারপাশে যে গম্বুজগুলো আছে ওগুলো সম্ভবত গ্রহের কয়েকশ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার জায়গা আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এই গম্বুজগুলোর নিচে হাজারো রকম যন্ত্রপাতি আছে– তার ভেতর তো ভেন্টিলেশন মোটর অবশ্যই আছে। অন্য কোনো শব্দ লুকাতে পারলেও এই যন্ত্রটার শব্দ লুকানো সম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শব্দটা নিচ থেকে আসছে না। ধূসর নিষ্প্রভ আকাশের দিকে তাকালেন। কিছুই নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু আকাশটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ঘন মেঘের মাঝে আড়াআড়ি কিছু ফাটল চোখে পড়ল এবং তারপর অনেকটা দূরে–

ধূসর আকাশের পটভূমিতে গাঢ় একটা বিন্দু। জিনিসটা যাই হোক না কেন এমনভাবে এগোচ্ছে যেন ঘন মেঘের আড়ালে চলে যাওয়ার আগেই নিজের অবস্থান নিশ্চিত করতে চাইছে।

তারপর কোনো কারণ ছাড়াই তিনি ভাবলেন, ওটা আমাকে ধরতে আসছে।

কোনো চিন্তা না করেই দ্রুত পদক্ষেপ নিলেন তিনি। ঢালু পথ ধরে ছুটলেন গাছগুলোর দিকে। দ্রুত পৌঁছে গেলেন ছোট জঙ্গলটার কাছে, বাঁ দিকে ঘুরে ছোট একটা গম্বুজে চড়লেন। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন বাদামী বর্ণের মৃতপ্রায় ফার্ন এবং কাটাযুক্ত কিছু বেরি ফলের ঝোপের আড়ালে।

২৪

হাপাচ্ছেন সেলডন। দাঁড়িয়ে আছেন একটা গাছের আড়ালে। জড়িয়ে ধরে রেখেছেন গাছটাকে। উঁকি দিয়ে উড়ন্ত বস্তুটাকে খুঁজছেন যেন দেখামাত্রই আরো ভিতরের দিকে চলে যেতে পারেন।

গাছের দেহটা ভীষণ ঠাণ্ডা, কর্কশ বাকল খুব একটা আরামপ্রদ নয়– তবে নিরাপদ। যদিও তেমন নিরাপত্তা দিতে পারবে না। কারণ হিট-সিকার দিয়ে খুঁজলে মুহূর্তেই ধরা পড়ে যাবেন, অন্য দিকে গাছের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা গুড়ি প্রতিপক্ষকে বোকাও বানাতে পারে।

পায়ের নিচে শক্ত মাটি। এমন বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও বোঝার চেষ্টা করলেন মাটির স্তর কতখানি গভীর। কতযুগ লেগেছে এখানে মাটি জমা হতে, ট্র্যানটরের উষ্ণ অঞ্চলের কতগুলো গম্বুজের পিঠে এইরকম জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে, গাছগুলো কি সবসময়ই দুটো গম্বুজের খাজে জন্মায় আর উপর দিকে শুধু ঘাস, শ্যাওলা, ছোট-ছোট ঝোপঝাড়।

বস্তুটা আবার চোখে পড়ল। কোনো হাইপারশিপ নয়, সাধারণ কোনো এয়ারজেটও নয়। একটা জেট-ডাউন। সমান্তরাল হেক্সাগন থেকে পাতলা আয়নিক ধোঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে। এই যানগুলো গ্র্যাভিটেশনাল পুল নিউট্রালাইজ করে অনেক উঁচুতে ডানা মেলে ওড়া পাখির মতো ভেসে থাকতে পারে। সাধারণত: আকাশে ভেসে থেকে কোনো গ্রহের মৃত্তিকা পর্যবেক্ষণ করার জন্যই এই যানগুলো ব্যবহার করা হয়।

আসলে ঘন মেঘের কারণেই সেলডন এখনো ধরা পড়েন নি। ওরা হিট-সিকার ব্যবহার করলেও শুধু এইটুকুই বুঝতে পারবে যে নিচে বেশ কয়েকজন মানুষ আছে। তখন জেট-ডাউনটাকে অনেক নিচে নেমে এসে দেখতে হবে কতজন মানুষ আছে এবং তাদের মধ্যে যে মানুষটাকে খুঁজছে সে আছে কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেট-ডাউন আরো কাছে চলে এসেছে, উড়ন্ত বস্তুটাও নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখতে পারছে না। ইঞ্জিনের শব্দ লুকাবে কেমন করে, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুসন্ধান বন্ধ করছে। জেট-ডাউন সেলডন অনেকবারই দেখেছেন, হ্যালিকনে বা অন্য কোনো গ্রহে যেখানে আকাশ যখন তখন মেঘ মুক্ত হয়ে যায়, সেখানে এগুলো ব্যক্তিগত বাহন হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়।

কিন্তু ট্র্যানটরে এগুলো কি কাজে লাগে যেখানে সব মানুষই গম্বুজের নিচে কৃত্রিম আকাশের নিচে বাস করে। শুধু সরকারি কিছু কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে– যেমন আপারসাইডে লুকিয়ে থাকা পলাতক কোনো ব্যক্তিকে ধরার জন্য?

কেন নয়? গভর্নমেন্ট ফোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বল প্রয়োগ করতে পারবে না। কিন্তু এখন তিনি ক্যাম্পাসে নন, রয়েছেন গম্বুজের উপরে, যা সম্ভবত কোনো স্থানীয় জুরিসডিকশনের অন্তর্ভুক্ত নয়। হয়তোবা আপারসাইডে ইম্পেরিয়াল ভেহিকলের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার বা ধরে নিয়ে যাওয়ার। হামিন তাকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়নি, হয়তো সতর্ক করার কথা সে চিন্তাও করেনি।

জেট-ডাউন আরো কাছে চলে এসেছে, মনে হলো যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে হিংস্র কোনো প্রাণী শিকার খুঁজছে। ওরা যদি গাছগুলোর আড়ালে খুঁজে দেখার কথা চিন্তা করে? যদি নিচে নেমে সশস্ত্র কোনো সৈনিককে পাঠায় জঙ্গলের ভেতর?

যদি পাঠায় কি করবেন তিনি? নিরস্ত্র এবং খালিহাতে কিছু করার আগেই নিউরোনিক হুইপের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যাবেন।

তবে নিচে অবতরণ করার কোনো চেষ্টা পরিলক্ষিত হলো না। হয় ওরা গাছগুলোকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না–

অথবা–

নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। জেট-ডাউনটা কি আসলেই তাকে খুঁজতে এসেছে? নাকি এটা মেটিওরোলজিক্যাল পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে? মেটিওরোলজিস্টরা বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশটুকু পর্যবেক্ষণ করতেই পারে।

লুকিয়ে থেকে তিনি কি বোকামি করছেন?

আকাশের রং গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। মেঘের স্তরগুলো আরও ঘন হয়ে জমাট বাঁধছে বা পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মেই রাত নামছে ট্র্যানটরের আপারসাইডে।

সেই সাথে ঠাণ্ডা বাড়ছে এবং আরো বাড়বে। একটা জেট-ডাউন নির্দোষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এসে তাকে ভয়ানক আতঙ্কিত করে তুলেছে আর সেই কারণেই তিনি এখানে লুকিয়ে থেকে ঠাণ্ডায় জমে মরবেন? আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত মেটিওরোলজিক্যাল স্টেশনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হলো তার।

যত যাই হোক, যে মানুষটাকে হামিন এত ভয় পাচ্ছে– ডেমারজেল– সে কীভাবে জানবে যে ঠিক এই সময়ে সেলডন এখানে থাকবেন, ধরা পড়ার জন্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তের জন্য এই ধারণাটাই সঠিক মনে হলো এবং ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই উড়ন্ত যানটাকে আগের চেয়েও আরো কাছে দেখেই দ্রুত আবার আড়াল নিলেন। কারণ যানটাকে তিনি এমন কিছু করতে দেখছেন না যা মেটিওরোজিক্যাল হতে পারে। এমন কিছু করছে না যা দেখে মনে হতে পারে পর্যবেক্ষণ করছে, হিসাব নিকাশ করছে বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে। অবশ্য করলেও তিনি কি বুঝতে পারতেন? জেট ডাউনের ভিতরে কি যন্ত্রপাতি আছে এবং ওগুলো কীভাবে কাজ করে সেই ব্যাপারে তার বিন্দুবিসর্গ ধারণা নেই। ওরা মেটিওরোজিক্যাল গবেষণা করলেও তিনি বলতে পারবেন না। –তারপরেও খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার ঝুঁকি নেবেন?

হয়তোবা ডেমারজেল জেনে ফেলেছে তিনি এই মুহূর্তে আপারসাইডে থাকবেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয় তার এজেন্ট আছে যে ব্যাপারটা জানত এবং সময়মতো রিপোর্ট করেছে। লীসাং রাণ্ডা তাকে আপারসাইডে আসার পরামর্শ দিয়েছিল। বেশ জোরালোভাবেই পরামর্শ দিয়েছিল যা এখন ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। একটু বেশিই অস্বাভাবিক, হয়তোবা রাণ্ডাই সেই এজেন্ট হয়তো রাণ্ডাই ডেমারজেলকে জানিয়েছে।

তারপরে লেগান তাকে একটা সোয়েটার দিয়েছে। সোয়েটারটা কাজের জিনিস কিন্তু আপারসাইডে যে গরম পোশাক প্রয়োজন সেটা আগে বলেনি কেন, তাহলে নিজেই সংগ্রহ করে নিতে পারতেন। যে সোয়েটারটা পরে আছেন তাতে কি বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে? সবাই পরেছে ট্র্যানটরিয়ান ফ্যাশনের উজ্জ্বল রং-এর সোয়েটার অথচ তারটার রং হালকা বেগুনী। উপর থেকে তাকিয়ে যে কেউ সহজেই উজ্জ্বল রং-এর মাঝে হালকা রংটাকে চিহ্নিত করতে পারবে এবং বুঝে নিতে পারবে কোন লোকটাকে তাদের দরকার।

আর ক্লজিয়া? আপারসাইডে এসেছে মেটিওরোলজি শেখার জন্য এবং মেটিওরোলজিস্টদের সাহায্য করার জন্য। সে কীভাবে কাজ ফেলে তাকে সময় দিতে পারল, কথার ছলে হাঁটিয়ে এনে বাকী সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলল যেন সহজেই প্রতিপক্ষ তাকে খুঁজে পায় এবং ধরে নিয়ে যেতে পারে।

ডর্স ভেনাবিলির ব্যাপারটাই বা কি। সে জানত তিনি আপারসাইডে আসছেন অথচ বাধা দেয়নি। নিজেও আসতে পারত, কিন্তু কাজের কথা বলে এড়িয়ে যায়।

ষড়যন্ত্র। কোনো সন্দেহ নেই। এটা একটা ষড়যন্ত্র।

কথাটা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন। কাজেই গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই উঠে না। (পায়ের পাতাগুলো মনে হয় জমে বরফ হয়ে গেছে। মেঝেতে পা ঠুকেও কোনো লাভ হলো না।) জেট-ডাউনটা কি যাবে না কোনোদিন?

ভাবা মাত্রই জেট-ডাউনের ইঞ্জিনের শব্দ উপরে উঠতে শুনলেন, তারপর মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনোযোগ দিয়ে শুনছেন সেলডন, ছোটখাট কোনো আওয়াজই বাদ দিচ্ছেন না। নিশ্চিত হতে চাইছেন যে আতঙ্কের বস্তুটা সত্যি সত্যি চলে গেছে। পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরেও মনে হলো যে এটা তাকে আড়াল থেকে বের করে আনার কৌশল হতে পারে। কাজেই যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা একটা করে মিনিট গড়িয়ে যাচ্ছে সেই সাথে রাত বাড়ছে।

শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারলেন যে হয় ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে অথবা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে হবে, অন্য কোনো বিকল্প নেই, গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

সন্ধ্যা, রাত নামছে ধীরে ধীরে। প্রতিপক্ষ হিট-সিকার ছাড়া তাকে খুঁজে পাবে না, কিন্তু তার আগেই তিনি জেট-ডাউনের ইঞ্জিনের শব্দ পাবেন। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন, সামান্য শব্দ পেলেই আবার আড়ালে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত– যদিও ধরা পড়ে গেলে এই সামান্য আড়াল কতটুকু কাজে আসবে তিনি জানেন না।

চারপাশে তাকালেন সেলডন। মেটিওরোলজিস্টদের কাছে নিশ্চয়ই কৃত্রিম আলো আছে, কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না।

এখনো চারপাশের কিছুটা দেখতে পারছেন। আরেকটু পরে তাও সম্ভব হবে না। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে, সাথে আলো নেই, উপরন্তু আকাশ মেঘলা।

সেলডন বুঝতে পারলেন যত দ্রুত সম্ভব সেই খাজটার কাছে পৌছতে হবে যেটা ধরে তিনি এই জঙ্গলে এসেছিলেন। তারপর নিজের পায়ের চিহ্ন ধরে এগোতে হবে, পুরোপুরি অন্ধকার নামার আগেই। হাত দুটো শরীরের সাথে ভালোভাবে চেপে ধরলেন একটু উষ্ণতার আশায়। তারপর দিক নির্দিষ্ট করে হাঁটা ধরলেন। মনে হলো এদিক দিয়েই তিনি গম্বুজের সেই খাজটার কাছে পৌছতে পারবেন।

হয়তো অনেকগুলো খাজ ধরেই এই জঙ্গলে আসা যায়, তবে আশা করলেন যে এটা সঠিক পথ কারণ অনিচ্ছাভাবে কয়েকটা কাটাযুক্ত বেরিফলের গাছ চিনতে পারলেন যেগুলো সম্ভবত এখানে আসার সময় দেখেছিলেন। গাছগুলো এখন পুরোপুরি কালো। দেরি করলেন না। খাজ ধরে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলেন। শুধু আশা যে সঠিক পথেই যাচ্ছেন। অতি ক্ষীণ আলো এবং পায়ের নিচের ঘাস অনুভব করে পথ চলছেন।

এমন একটা জায়গায় এসে পৌছলেন যা দেখে মনে হচ্ছে আশেপাশের গম্বুজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গম্বুজটার চূড়া। এবং তার চলার পথের উপর দিয়ে আরেকটা খাজ ডানদিকে চলে গেছে। যতদূর মনে পড়ছে এখন ডানদিকে কিছুদূর এগিয়ে বাঁ দিকে তীক্ষ্ণ একটা মোড় নিতে হবে, এবং তারপরে তিনি মেটিওরোলজিস্টদের গম্বুজে যাওয়ার পথটা পাবেন।

বাঁ দিকের মোড়টা পেরোলেন সেলডন, তুলনামূলকভাবে হালকা আকাশের পটভূমিতে একটা গম্বুজের অবয়ব চিহ্নিত করলেন। ওটাই হওয়ার কথা!

নাকি তার কল্পনা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওটাই হবে এই আশা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। চূড়ার দিকে দৃষ্টি স্থির করে রাখলেন যেন মোটামুটি সরল পথে হাঁটতে পারেন। যত দ্রুত সম্ভব। যতই কাছে এগোচ্ছেন ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছেন। কারণ আকাশের পটভূমিতে গম্বুজের বাঁকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর সেটার আকৃতি শুধু বড় হচ্ছে। তার অনুমান ঠিক হলে আর কিছুক্ষণ পরেই তিনি গম্বুজের চূড়ায় পৌঁছবেন তারপর অপর পাশে তাকিয়ে মেটিওরোলজিস্টদের আলো দেখতে পারবেন।

কালিগোলা অন্ধকারে বুঝতে পারছেন না তার পথের উপর কি আছে। আকাশে দুই একটা তারা থাকলেও হতো। অন্ধরা বোধহয় এমনই যন্ত্রণা ভোগ করে। হাত দুটো সামনে বাড়ালেন তিনি যেন ওগুলো তার এ্যান্টেনা।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ঠাণ্ডা বাড়ছে। মাঝে মাঝে থামছেন হাত দুটো ঘষে ঘষে গরম করার জন্য। পা দুটোর জন্য একই কাজ করতে পারলে ভালো হতো। অবস্থা যেমন তাতে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ পড়বে– বা আরো খারাপ শিলা বৃষ্টি হতে পারে।

শুধু সামনে এগনো। আর কিছু করার নেই।

হঠাৎ মনে হলো তিনি বোধহয় নিচের দিকে নামছেন। হয় এটা তার কল্পনা অথবা তিনি গম্বুজের অন্য ঢালু দিকে পৌঁছে গেছেন।

থামলেন। যদি গম্বুজের অপর পাশে পৌঁছে থাকেন তাহলে মেটিওরোলজিক্যাল স্টেশনের আলো চোখে পড়ার কথা। চোখে পড়ার কথা মেটিওরোলজিস্টরা আলো হাতে নিয়ে কাজ করছে। আলোগুলো মৌমাছির মতো ছুটোছুটি করছে।

চোখ বন্ধ করলেন সেলডন যেন চোখগুলোকে অন্ধকারে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করছেন। তারপর আবার খুললেন। কোনো লাভ হলো না। চোখ খোলা রাখেন বা বন্ধ করেন, অন্ধকার ঠিক একই রকম। কোনো পার্থক্য নেই।

সম্ভবত লেগান এবং তার সহকারীরা চলে গেছে, সেই সাথে আলোগুলো নিয়ে গেছে, নিভিয়ে দিয়ে গেছে যন্ত্রপাতির আলোগুলো। অথবা সেলডন সম্ভবত ভুল গম্বুজের চূড়ায় উঠেছেন। অথবা তিনি ভুল দিকে বাঁক নিয়ে অন্যদিকে চলে এসেছেন। অথবা তিনি সম্পূর্ণ ভুল খাজ অনুসরণ করে এসেছেন।

এখন তিনি কি করবেন?

যদি ভুল দিকে এসে পড়েন তাহলে একটা সম্ভাবনা থাকে যে বাঁ দিকে বা ডানদিকে আলো দেখার কথা– কিন্তু নেই। যদি তিনি ভুল খাজ অনুসরণ করে এসে থাকেন তাহলে সেই জঙ্গলের কাছে ফিরে গিয়ে নতুন খাজ অনুসরণ করে আসা অসম্ভব।

তার একমাত্র সুযোগ হলো ধরে নেয়া যে তিনি সঠিক পথেই এসেছেন, মেটিওরোলজিক্যাল স্টেশনটা বরাবর সামনেই হবে, শুধু মেটিওরোলজিস্টরা চলে গেছে এবং যাওয়ার সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে।

তাহলে সামনে এগুনো যাক। যদিও সাফল্যের সম্ভাবনা কম, কিন্তু আর কিছু করার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসাব করে দেখলেন যে মেটিওরোলজিক্যাল স্টেশন থেকে গম্মুজের চূড়ায় তিনি আধঘণ্টার মধ্যে পৌছেছিলেন। কিছুটা অংশ ক্লজিয়ার সাথে কথা বলতে বলতে আস্তে হেঁটেছিলেন, বাকীটা বেশ জোরেই হেঁটেছিলেন। আর এখন তিনি বেশ জোরেই হাঁটছেন, প্রায় দৌড়ানোর মতো।

দ্রুত সামনে এগোচ্ছেন সেলডন। সময়টা জানতে পারলে ভালো হতো। হাতে একটা টাইমব্যান্ড আছে যদিও কিন্তু অন্ধকারে–

থামলেন। তার হাতে একটা ট্র্যানটরিয়ান টাইমব্যান্ড। ওটা থেকে গ্যালাকটিক স্ট্যান্ডার্ড টাইম (সব টাইমব্যান্ডেই এই ব্যবস্থা থাকে) এবং ট্র্যানটরিয়ান লোকাল টাইম জানা যাবে। জিনিসগুলোতে ফসফরাস থাকে যেন অন্ধকারেও দেখা যায়। হ্যালিকনিয়ান টাইমব্যান্ডে এই ব্যবস্থা থাকলে ট্র্যানটরিয়ান টাইমব্যান্ডে থাকবে না কেন?

নতুন এক উদ্দীপনা নিয়ে টাইমব্যান্ডের দিকে তাকালেন তিনি। একটা কন্টাক্ট স্পর্শ করলেন। অতি ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল। সময় ১৮৪৭ ঘণ্টা। পুরোপুরি রাত, কারণ এখন শীতকাল। –সূর্য উদয় হতে আর কতক্ষণ? গ্রহটা কক্ষপথে কত ডিগ্রী হেলে আছে? এই মুহূর্তে বিষুব রেখা থেকে কত দূরে তিনি? কোনো প্রশ্নের জবাব পেলেন না, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার কাছে অতি সামান্য হলেও আলো আছে।

তিনি পুরোপুরি অন্ধ নন! যেভাবেই হোক ক্ষীণ আলোটুকু তাকে নতুন প্রাণশক্তিতে ভরিয়ে তুলল।

সিদ্ধান্ত নিলেন যেদিকে যাচ্ছিলেন সেদিকেই যাবেন। আধঘণ্টা এগোবেন। যদি কিছু না পান তাহলে আরো পাঁচ মিনিট এগোবেন। তারপরেও যদি কিছু না পান তাহলে থেমে চিন্তা করবেন। সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ মিনিট এবং এই সময়টুকু তিনি শুধু হাঁটাতেই মানোনিবেশ করবেন আর শরীরটা গরম রাখার চেষ্টা করবেন।

আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, একটু থামলেন, তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে আরও পাঁচ মিনিট হাঁটলেন।

এবার তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আশেপাশে কিছুই নেই। তিনি হয়তো এমন জায়গায় পৌছেছেন যেখান থেকে যে কয়েকটা গম্মুজের দরজা আছে সেগুলো অনেক দূরে। অন্যদিকে তিনি হয়তো মেটিওরোলজিক্যাল স্টেশনের ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে মাত্র তিন মিটার– বা আরো কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হয়তো কোনো দরজাওয়ালা গম্মুজের মাত্র দুইহাত দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, শুধু দরজাটা কখনো খুলবে না।

কি করবেন এখন।

চিৎকার করে কোনো লাভ হবে? সীমাহীন এক নীরবতা তাকে ঘিরে রেখেছে। শুধু জোরালো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাওয়ার শিসের মতো তীক্ষ্ণ শব্দ। আপারসাইডে পশুপাখি, পোকামাকড় থাকলেও সেগুলো নিশ্চয়ই বছরের এই সময়টাতে বা এই মাঝরাতে শব্দ করার জন্য বসে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় পুরো পথটাই তার চিৎকার করে আসা উচিত ছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে শব্দটা অনেকদূর পর্যন্ত পৌছাতো। কিন্তু তার ডাক শোনার জন্য কেউ কি ছিল।

গম্বুজের ভিতর থেকে ওরা তার চিৎকার শুনবে? এমন কোনো যন্ত্রপাতি আছে যার সাহায্যে উপরের কোনো শব্দ বা নড়াচড়া ধরতে পারবে? এই বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রাখার জন্য নিশ্চয় লোক নিযুক্ত করা আছে।

অসম্ভব। সেইরকম হলে তো এতক্ষণে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা।

তারপরেও–

জোরে চিৎকার করলেন তিনি। "বাঁচাও! বাঁচাও! কেউ আছো?"

তার চিৎকারটা ছিল কাপা কাঁপা, বিব্রত। অসীম শূন্যতার মাঝে চিৎকার করাটা মনে হলো বোকামী।

কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ইতস্তত করাটা আরো বড় বোকামী। মৃত্যুভয় তাকে ঘিরে ধরেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে বুক ভরিয়ে তুললেন, তারপর চিৎকার করলেন যত জোরে পারেন যতক্ষণ পারেন। আবার দম নিলেন, আবার চিৎকার করলেন।

থামলেন সেলডন, হাপিয়ে উঠেছেন, মাথা ঘোরালেন চারপাশে, যদিও দেখার কিছু নেই। এমনকি প্রতিধ্বনিও শুনেননি। ভোরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কিন্তু কখন ভোর হবে? বছরের এই সময়টাতে রাত কত বড় হয়? আর ঠাণ্ডা কত বাড়বে?

ঠাণ্ডা কি একটা যেন মুখের উপর পড়ল, তারপর আরেকটা। বরফ পড়ছে, নিকষ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না যদিও টের পাচ্ছেন ঠিকই। এবং বাঁচার কোনো আশ্রয় নেই।

মনে হলো জেট-ডাউনটা তাকে ধরে নিয়ে গেলেই ভালো হতো। হয়তো বন্দী হতেন কিন্তু উষ্ণতা এবং আরামে থাকতে পারতেন।

অথবা, হামিন নাক না গলালে এতদিনে তিনি হ্যালিকনে ফিরে যেতেন। হয়তো গোপনে নজরবন্দী হয়ে থাকতেন কিন্তু উষ্ণতা এবং আরামে থাকতে পারতেন। এই মুহূর্তে তিনি শুধু এটাই চান– উষ্ণতা এবং আরাম।

কিন্তু এখন অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। বসলেন, জানেন রাত যত দীর্ঘই হোক তাকে ঘুমালে চলবে না। জুতো খুলে বরফের মতো ঠাণ্ডা পা দুটো ডললেন। তারপর দ্রুত আবার জুতো পরে ফেললেন।

জানেন এই কাজটা বারবার করতে হবে। শুধু পা-ই নয়। হাত দুটো ঘষেও রক্ত চলাচল চালু রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা মনে রাখতে হবে যে ঘুমানো যাবে না। তাহলেই নিশ্চিত মৃত্যু।

এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। আকাশ থেকে অবিরাম তুষারপাত হয়ে চলেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেগান, জেনআর... আবহাওয়া বিজ্ঞানে তার অবদান অনস্বীকার্য। এই লোকটিকে নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তা লেগান কন্ট্রোভার্সি নামে সুপরিচিত। কারণ এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তারই অবহেলার দরুন হ্যারি সেলডনকে পড়তে হয়েছিল ভয়াবহ বিপদে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনাটা কী আসলেই লেগানের বোকামী নাকি সে কারো সাথে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে কাজটা করেছিল। এটা নিয়ে যে তর্ক শুরু হয় তা আজও চলছে। বিস্তারিত গবেষণা করেও কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। তবে লেগানের বিরুদ্ধে যে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠে তাই পরবর্তী কয়েক বছরের ভেতর তার পেশাগত এবং সামাজিক জীবন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়..

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

২৫

দিনের শেষে জেনআর লেগানকে খুঁজে পেলো ডর্স। তার উদ্বিগ্ন সম্ভাষণের জবাবে লোকটা শুধু সামান্য একটু মাথা নাড়ল–

"কেমন আছে সে?" অধৈর্য সুরে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

লেগান কম্পিউটারে কাজ করছিল। বলল, "কে কেমন আছে?"

"আমার লাইব্রেরি কোর্সের ছাত্র, ড. সেলডন। আপনার সাথে আপারসাইডে গিয়েছিল। কোনো সাহায্য করতে পেরেছে?"

কীবোর্ড থেকে হাত সরালো লেগান, "হ্যালিকনের ওই লোক? কোনো কাজেই আসেনি, শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে। কী যে দেখেছে ও-ই জানে। ওকে কেন পাঠিয়েছিলেন আপনি?"

"নিজেই গিয়েছে, কেন, আমি বলতে পারব না। –এখন কোথায় সে?"

কাঁধ নাড়ল লেগান। "আমি কী করে বলব? আছে কোথাও।"

"আপনার সাথে নিচে নামার পর কোথায় যাবে বলেছে কিছু?"

"আমাদের সাথে নিচে নামেনি।"

"তাহলে কখন নেমেছে?"

"জানিনা। খেয়াল করিনি। প্রচুর কাজ ছিল। দুদিন আগে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে যা আমার হিসেবে ছিল না, যন্ত্রপাতিগুলো সব উল্টাপাল্টা আচরণ শুরু করে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা করছিলাম হয়তো খানিকটা দিনের আলো ফুটবে, কিন্তু হয়নি। এখন আমি বোঝার চেষ্টা করছি কেন এমন হলো। কিন্তু আপনি এসে বিরক্ত করা শুরু করলেন।

"তার মানে আপনি তাকে নিচে নামতে দেখেননি।

"দেখুন ওর কথা আমার মনেই ছিল না। বোকা লোকটা ঠিকমতো তৈরি হয়েও আসেনি। জানতাম ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারবে না। তাই একটা সোয়েটার দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও শরীরের নিচের অংশের কোনো উপকার হতোনা। এলিভেটর চালানো শিখিয়ে বলেছিলাম যে খুব বেশি সমস্যা হলে যেন সে একাই নিচে নেমে আসে, তারপর এলিভেটর আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উপরে উঠে যাবে। আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। খুব সহজ ব্যাপার। আমি নিশ্চিত যে ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে সে নিচে চলে এসেছে।"

"কিন্তু আপনি জানেন না ঠিক কখন সে নিচে নেমে এসেছে?"

"না, জানি না। বললাম তো ব্যস্ত ছিলাম। তবে আমরা যখন নামি তাকে আশেপাশে কোথাও দেখিনি। কোনো সন্দেহ নেই আমাদের আগেই চলে এসেছে।"

"অন্য কেউ তাকে নিচে নামতে দেখেছে?"

"ক্লজিয়া দেখে থাকতে পারে। সেলডনের সাথে কিছুক্ষণ ছিল সে। ওকেই জিজ্ঞেস করছেননা কেন?"

ক্লজিয়াকে তার কোয়ার্টারেই পেল ডর্স। এইমাত্র গোসল করে বেরিয়েছে।

"উপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।" বলল সে।

"আপারসাইডে হ্যারি সেলডনের সাথে ছিলে তুমি?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

ভুরু খানিকটা বাঁকা করে জবাব দিল ক্লজিয়া। "হ্যাঁ, কিছুক্ষণ ছিলাম ; উপরে যে গাছপালা রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করছিল। চমৎকার মানুষ। সবকিছুর ব্যাপারেই কৌতূহলী। লেগান ডাকার আগ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করেছি ওর প্রশ্নের জবাব দিতে। লেগানও বেশ খেপেছিল, কারণ কোনো কিছুই তার আশা অনুযায়ী হচ্ছিল না– "

বাধা দিল ডর্স, "তাহলে তুমি হ্যারিকে নিচে নামতে দেখোনি?"

"লেগান ডাক দেয়ার পর তাকে আর একবারও দেখিনি। আমরা যখন আসি তখন সে উপরে ছিল না।"

"কিন্তু আমি তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।"

ক্লজিয়াকে অস্থির দেখালো। "তাই নাকি?– আশেপাশেই কোথাও আছে নিশ্চয়ই।"

"না, নিচে কোথাও নেই।" ডর্স বলল, তার উদ্বেগ বাড়ছে। "যদি এখনো উপরেই থেকে যায়?"

"অসম্ভব। ছিল না। তাছাড়া আমরা চলে আসার আগে আশেপাশে ওকে খুঁজেছি। লেগান শিখিয়ে দিয়েছিল কীভাবে নিচে নামতে হবে। তাছাড়া সেলডনের পরনে ঠাণ্ডা ঠেকানোর মতো পোশাকও ছিল না। লেগান বলেছিল কষ্ট হলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। নিশ্চয় শীতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই আমাদের আগেই চলে এসেছে।

"কিন্তু কেউ তাকে নামতে দেখেনি। –মারাত্মক কোনো সমস্যা হয়েছিল উপরে?"

"কিছুই না। অন্তত আমি যতক্ষণ ওর সাথে ছিলাম। বেশ খোশমেজাজেই ছিল– শুধু ঠাণ্ডা বাদে।"

কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না ডর্স। "কেউ যখন তাকে নামতে দেখেনি তাহলে এখনো সে উপরেই আছে। আমাদের গিয়ে একবার দেখা উচিত।"

নার্ভাস হয়ে পড়েছে ক্লজিয়া, "বললাম তো আমরা নামার আগে ওর খোঁজ করেছি। পাইনি।"

"চলো গিয়ে খুঁজে দেখি।"

"কিন্তু আমি আপনাকে উপরে নিয়ে যেতে পারব না। আমি একজন শিক্ষানবীশ আর আপারসাইডের গম্বুজের দরজা খোলার কম্বিনেশন আমার কাছে নেই। ড. লেগানের কাছে যেতে হবে আপনাকে।"

২৬

ডর্স ভেনাবিলি ভালো করেই জানে যে লেগান এখন কিছুতেই উপরে যেতে চাইবে না। জোর খাটাতে হবে।

প্রথমে সে লাইব্রেরি এবং ডাইনিং এরিয়াগুলো খুঁজে দেখল। তারপর সেলডনের কামরায় যোগাযোগ করল, সবশেষে সরাসরি তার কামরার দরজায় নক করল। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ফ্লোর ম্যানেজারকে দরজা খুলতে বাধ্য করল। সেলডন ভিতরে নেই। গত কয়েক সপ্তাহে সেলডনের সাথে যাদের পরিচয় হয়েছে তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করল। কেউ খোঁজ দিতে পারল না।

বেশ, লেগানকে এবার আপারসাইডে যেতে বাধ্য করতে হবে যত রাতই হোক। সহজে রাজী হবে না। আর উপরে খোলা প্রকৃতিতে যেখানে হালকা বৃষ্টি প্রবল তুষারপাতে পরিণত হচ্ছে সেখানে তর্ক করে কতক্ষণ সময় নষ্ট করতে পারবে।

হঠাৎ একটা চিন্তা এলো মাথায়, দ্রুত ছুটে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট কম্পিউটারের কাছে যেখানে শিক্ষার্থী, কর্মচারী এবং শিক্ষকদের দৈনিক কর্মকাণ্ডের যাবতীয় তথ্য থাকে।

কীবোর্ডের উপর ঝড়ের বেগে হাত চালালো সে, কিছুক্ষণের ভিতরেই পেয়ে গেল যা খুঁজছে।

তিনজনের ঘোড়া পাওয়া গেল। ক্যাম্পাসের অন্যপ্রান্তে থাকে। ছোট একটা বায়ুযান ভাড়া করল ডর্স। নিজেই চালিয়ে পৌছে গেল সেখানে। তিনজনের মধ্যে যে কোনো একজনকে পেলেই হবে।

ভাগ্য তার পক্ষে। প্রথম দরজায় নক করতেই সাড়া পেল। দরজার মাথায় একটা অনুসন্ধানী বাতি জ্বলে উঠল। নিজের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ঢোকালো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে। দরজা খুলে একটা মোটাসোটা গোলগাল লোক বেরিয়ে এল, শরীরে উর্ধ্বাংশে কোনো পোশাক নেই। মাথার চুল এলোমেলো। সম্ভবত ডিনারের আগমুহূর্তে হাতমুখ ধুচ্ছিল।

"দুঃখিত," লোকটা বলল, "আপনি অসময়ে এসেছেন। কী করতে পারি আপনার জন্য, ড. ভেনাবিলি?"

"আপনি রোজেন বেনাস্ট্রা, চীফ সিসমোলজিস্ট?" এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"হ্যাঁ।"

"এটা একটা ইমার্জেন্সি। আপারসাইডের গত কয়েক ঘণ্টার সিসমোলজিক্যাল রেকর্ড দেখতে চাই।"

"কেন? কিছুই তো হয়নি। হলে জানতাম। সিসমোগ্রাফ আমাদের জানিয়ে দিত।"

"আমি বায়ুমণ্ডলের কোনো সমস্যার কথা বলছি না।"

"আমিও না। ওই কারণে সিসমোগ্রাফের প্রয়োজন হয় না। আমি বলছি সূক্ষ্ম কোনো চিড় বা ফাটলের কথা। সেরকম কিছু নেই আজকে।"

"সেইসবও না। দয়া করে আমাকে সিসমোগ্রাফের কাছে নিয়ে যান, কষ্ট করে একটু বুঝিয়ে দিন ওটা কী তথ্য জানাচ্ছে। এটা একজনের জীবন মরণের প্রশ্ন।

"আমাকে একটা ডিনারে যেতে হবে–"

"আমি বলছি জীবন মরণ প্রশ্ন।"

"বুঝতে পারছি না– " ডর্স এর আগুনঝরা দৃষ্টির সামনে হোঁচট খেল বেনাস্ট্রা। মুখ মুছে শার্ট চাপালো গায়ে। ম্যাসেজ রিপ্লাই যন্ত্রে দ্রুত একটা ম্যাসেজ লিখে রওয়ানা দিল।

ডর্স এর নির্দয় ধাক্কার চোটে প্রায় দৌড়াতে হলো বেনাস্ট্রাকে। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট সিসমোলজী বিল্ডিং এর দিকে যাচ্ছে তারা। সিসমোলজীর ব্যাপারে ডর্স এর কোনো ধারণাই নেই। বলল, "নিচে? আমরা নিচে নামছি?"

"অবশ্যই। আবাসিক লেভেলের নিচে। ভূ-ত্বকের অনেক গভীরে জমাট বাঁধা শিলাস্তরে সিসমোগ্রাফ বসানো হয়। নাগরিক জীবনের ঝঞ্ঝাট এবং কৃত্রিম কম্পন থেকে অনেক দূরে।"

"কিন্তু এত নিচ থেকে আপারসাইডে কী ঘটছে সেটা আপনারা কীভাবে বুঝেন?"

"গম্বুজের অপেক্ষাকৃত পাতলা জায়গাগুলোতে চাপঅনুভবক্ষম যন্ত্র বসানো আছে। তারের সাহায্যে সেগুলো আবার সিসমোগ্রাফের সাথে যুক্ত। ছোট একটা পাথর গড়িয়ে গেলেও যে দাগ তৈরি হবে আমাদের ইন্ডিকেটর সেটাও স্ক্রীনে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। প্রবল বাতাসে– "

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" অধৈর্য্য সুরে বাধা দিল ডর্স। সে লেকচার শুনতে আসেনি। যন্ত্র কী পারে আর পারে না এটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। "আপনি মানুষের পায়ের চিহ্ন ডিটেক্ট করতে পারবেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পায়ের চিহ্ন?" বেনাস্ট্রাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো। "আপারসাইডে সেটা অস্বাভাবিক।"

"পুরোপুরি স্বাভাবিক। আজকে দুপুরেই একদল ভূ-তাত্ত্বিক আপারসাইডে গিয়েছিল।"

"ও, তারপরেও সম্ভাবনা কম। খুঁজে বের করা খুব মুশকিল।"

"আপনি একটু কষ্ট করলে মোটেই মুশকিল হবে না, আমি সেটাই চাই।"

ডর্সের কণ্ঠে আদেশের সুর লক্ষ্য করে প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হলেও কিছু বলল না বেনাস্ট্রা। একটা বোতাম চাপল। সাথে সাথে জীবন্ত হয়ে উঠল কম্পিউটার স্ক্রীন।

স্ক্রীনের সর্বডানে বড়সড় একটা আলোর বিন্দু তৈরি হলো। সেই বিন্দু থেকে একটা সরলরেখা আড়াআড়িভাবে এগোতে লাগল বামদিকে। সরল রেখাটা দেখে মনে হলো জ্যান্ত কোনো সরীসৃপ। গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। ডর্স প্রায় সম্মোহিত হয়ে গেল।

"একেবারে শান্ত।" বলল বেনাস্ট্রা। "আপনি যা দেখছেন সেটা বায়ুর চাপের পরিবর্তন, বোধহয় বৃষ্টি হচ্ছে। যন্ত্রপাতিগুলোর মৃদু কম্পন। এছাড়া তো আর কিছু নেই।"

"ঠিক আছে, কয়েক ঘণ্টা আগের কী অবস্থা? এই ধরুন, আপনি কী আজকে পনেরশ ঘণ্টার রেকর্ড বের করে দেখাতে পারবেন। রেকর্ড রাখেন তো নিশ্চয়ই?"

কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল বেনাস্ট্রা। এক দুই সেকেন্ড মনে হলো স্ক্রীনে একটা যুদ্ধ চলছে। তারপর ধীরে ধীরে সব শান্ত হলো। স্ক্রীনে আবার একটা সরলরেখা ফুটে উঠল।

"সেন্সর ম্যাক্সিমামে রাখা আছে।" বিড় বিড় করে বেনাস্ট্রা বলল। সরলরেখাটা যতই ডানদিকে এগোচ্ছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ততই।

"এগুলো কী?" জিজ্ঞেস করল ডর্স। "বলুন আমাকে।"

"যেহেতু আপনি জানিয়েছেন আপারসাইডে মানুষ গিয়েছিল আজকে, কাজেই ধরে নেয়া যায় এগুলো পায়ের চিহ্ন– ওজনের তারতম্য, জুতার ছাপ। আপনি না জানালে আমাকে হয়তো অনুমান করে নিতে হত। এগুলোকে সাধারণত আমরা চিহ্নিত করে থাকি বিপজ্জনক নয় এমন কম্পন হিসেবে।"

"কতজন মানুষ ছিল আপনি বলতে পারবেন?"

"শুধু চোখে দেখে বলা যাবে না। বুঝতেই পারছেন এখানে আমরা বেশ কয়েকটি ঘটনার সম্মিলিত সামগ্রিক ফলাফল পাই।"

"বলছেন শুধু চোখে দেখে কিছু বোঝা যাবে না। এই কম্পিউটার দিয়ে সামগ্রিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রতিটি উপাদান পৃথক করা যাবে?"

"সন্দেহ আছে। এগুলো সব মিনিমাল ইফেক্ট এবং আপনাকে শব্দের কথাও মাথায় রাখতে হবে। ফলাফল যা পাওয়া যাবে সেটা নির্ভরশীল নাও হতে পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ, আপনি সময়টাকে তাহলে আরেকটু এগিয়ে নিন। পায়ের চিহ্নগুলো কতদূর গেছে দেখা দরকার। ফার্স্ট-ফরোয়ার্ড করে এগিয়ে যেতে পারবেন।"

"করলেও শুধু একটা সাদা রেখা দেখা যাবে। একটা কাজ অবশ্য করা যায়। আমি পনের মিনিট এগিয়ে যেতে পারি। দ্রুত ফলাফল দেখে নিয়ে আবার পনের মিনিট এগিয়ে যাব। কী বলেন?"

"চমৎকার। তাই করুন।"

দুজনেই গভীর মনোযোগে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে। বেনাস্ট্রা বলল, "কিছু নেই। দেখেছেন?"

আবার একটা সরল রেখা ফুটে উঠল আর শুধু হেচকি উঠার মতো শব্দ।

"পায়ের ছাপগুলো কখন থেমেছে?"

"দু ঘণ্টা আগে। একটু কম বেশি হতে পারে।"

"আর যখন থেমেছে তখন কী আগের চেয়ে পায়ের ছাপের পরিমাণ কম ছিল।"

রেগে উঠল বেনাস্ট্রা। "বলতে পারব না। আমার মনে হয় না সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যাবে।"

ঠোঁটদুটো পরস্পরের সাথে শক্তভাবে চেপে ধরল ডর্স। "যন্ত্রটার নাম যেন কী বলেছিলেন– চাপ অনুভবক্ষম যন্ত্র– ওগুলোই পরীক্ষা করে দেখছেন– ভূ-তাত্ত্বিকদের যন্ত্রপাতিগুলোর কাছে যেটা বসানো আছে?"

"হ্যাঁ, সেটাই। আপনি কী বাকিগুলোও একটা একটা করে দেখতে বলছেন?" বেনাস্ট্রার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

"না, এটাই দেখতে থাকেন। একজন হয়তো দল থেকে পিছিয়ে পড়েছিল এবং সে হয়তো আপনার যন্ত্রের কাছে ফিরে এসেছিল।"

মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল বেনাস্ট্রা।

স্ক্রীনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে ডর্স ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করল।

"এটা কী?" একই সাথে আঙ্গুল দিয়েও দেখিয়ে দিল।

"জানি না। শব্দ হতে পারে।"

"না। একটা ধারাবাহিকতা আছে। একজন মানুষের পায়ের ছাপ হতে পারে?"

"নিশ্চয়ই, আবার একডজন অন্য বস্তুও হতে পারে।"

"পায়ের ছাপগুলোর সময় ধরেই আসছে, তাই না?" তারপর একটু বিরতি নিয়ে বলল, "একটু সামনে এগোন।"

কথামতো কাজ করল বেনাস্ট্রা আর স্ক্রীন স্থির হওয়ার পর ডর্স বলল "একটু অসমান এবং ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, তাই না?"

"হয়তো। মাপা যাবে।"

"দরকার নেই। আপনি নিজেই দেখছেন অসমান ভাবটা বড় হচ্ছে। পায়ের ছাপটা চাপঅনুভবক্ষম যন্ত্রের দিকে যাচ্ছে। আবার সামনে বাড়ুন। দেখুন কখন থেমেছে।"

খানিক বিরতির পর বেনাস্ট্রা বলল, "বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট আগে থেমেছে।" এরপর কিছুটা সতর্ক ভঙ্গিতে, "এগুলো যাই হোক না কেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওগুলো পায়ের ছাপ।" পাহাড় প্রমাণ দৃঢ়তার সাথে বলল ডর্স। "আমি আর আপনি যখন এখানে সময় নষ্ট করছি তখন উপরে একটা মানুষ ঠাণ্ডায় জমে অসহায়ের মতো মারা যাচ্ছে। আপনার কিছু বলার দরকার নেই। শুধু আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের জেনআর লেগানের সাথে যোগাযোগ করুন। আপনাকে বলেছি জীবন মরণ প্রশ্ন, ওকেও তাই বলুন।"

ম্যাসেজ প্ল্যাটফর্মে লেগানের হলোগ্রাফ ফুটে উঠতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগল। রাতের খাবার ফেলে উঠে আসতে হয়েছে লোকটাকে। হাতে একটা ন্যাপকিন। নিচের ঠোঁট তেল লেগে চকচক করছে।

লম্বা মুখে কড়া বিপদ সংকেত। "জীবন মরণ? এটা আবার কী কথা? কে আপনি?" এরপর সে ডর্সকে দেখতে পেল। কারণ লেগানের স্ক্রীনে যেন তার ছবি ফুটে উঠে সেজন্য ডর্স বেনাস্ট্রার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখেই লেগান বলল "আবার আপনি, কী মুশকিল।"

"মুশকিলের কিছু নেই।" বলল ডর্স। "রোজেন বেনাস্ট্রার সাথে কথা বলেছি আমি। উনি চীফ সিসমোলজিস্ট। আপনারা নেমে আসার পর উনি সিসমোগ্রাফ থেকে একজন মানুষের পায়ের চিহ্ন বের করেছেন। সেই মানুষটা এখনো আপরাসাইডে রয়ে গেছে। সে আর কেউ নয়, আমার ছাত্র হ্যারি সেলডন, যে আপনার সাথে আপারসাইডে গিয়েছিল এবং আপনার দায়িত্ব ছিল তার দিকে লক্ষ্য রাখা। কোনো সন্দেহ নেই সে এখন ভয়ংকর বিপদে আছে।

"এখন আপনি আমাকে উপরে নিয়ে যাবেন, যন্ত্রপাতি যা প্রয়োজন সব নেবেন সাথে। এই মুহূর্তে আমার কথামতো কাজ না করলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে যাব, যদি প্রয়োজন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছে যাব। যেভাবেই হোক আমাকে উপরে যেতেই হবে এবং আপনার দেরীর কারণে যদি হ্যারি সেলডনের কোনো ক্ষতি হয় তার জন্য দায়ী থাকবেন আপনি। এমন ব্যবস্থা করব যেন কর্তব্যে অবহেলার জন্য আপনাকে দায়িত্বশীল পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। –যেভাবে পারি আমি আপনার মান-মর্যাদা, একাডেমিক ক্যারিয়ার সব ধ্বংস করে দেব। যদি সে মারা যায় তাহলে আপনাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করব। আমি কিন্তু আপনাকে আগেই বলেছি যে সে মারা যাচ্ছে।"

হিংস্র শ্বাপদের মতো বেনাস্ট্রার দিকে ঘুরল লেগান, "আপনি কী ডিটেক্ট– "

কিন্তু বাধা দিল ডর্স। "সে যা ডিটেক্ট করেছে আমাকে সেটা বলেছে আর আমি আপনাকে বলেছি। ওর উপর কোনো চোটপাট দেখাবেন না। আপনি আসছেন? এখনি?"

"আপনার কোনো ভুল হচ্ছে না তো?" ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল লেগান। "জানেন তো নিশ্চয়ই, আপনার ভুল হলে যে হুমকিগুলো আমাকে দিয়েছেন সেগুলো আপনার বেলায়ও ঘটতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি, কিন্তু নরহত্যা করে কেউ পার পায় না," বলল ডর্স। "আমার একটা সুযোগ নিতে কোনো আপত্তি নেই। ভুল সিদ্ধান্ত হলে তার জন্য আমি জবাবদিহি করতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি কী খুনের দায়ে বিচারের মুখোমুখি হতে পারবেন?"

রাগে লাল হয়ে উঠল লেগান এর চেহারা। "আমি আসছি কিন্তু যদি দেখা যায় যে তোমার ছাত্র আমাদের আগেই ফিরে এসে গম্বুজের নিচে কোথাও ফূর্তি করছে, তখন আমার কাছ থেকে তুমি কোনো দয়া পাবে না।"

২৭

তিনজন নিঃশব্দে এলিভেটরে চড়ল। ডিনারের মাত্র অর্ধেকটা শেষ করতে পেরেছিল লেগান। তারপর কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই স্ত্রীকে হতবিহ্বল অবস্থায় ফেলে রেখে চলে আসতে হয়। বেনাস্ট্রা কিছুই খায়নি এবং বোধহয় কোনো বান্ধবীকে হতাশ করতে হয়েছে সেও কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে আসতে পারেনি। ডর্স ভেনাবিলিও কিছু খায়নি এবং তিনজনের ভেতর তাকেই বেশি চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। তার এক হাতে একটা থারমাল কম্বল অন্যহাতে দুটো ফটোনিক ফাউন্ট।

আপারসাইডের প্রবেশ পথে পৌঁছে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ঢোকালো লেগান। দরজা খুলে গেল। ঠাণ্ডা বাতাস সুচের মতো এসে আঘাত করল তিনজনকে। গুঙিয়ে উঠল বেনাস্ট্রা। কেউই প্রয়োজনীয় গরম পোশাক পরে আসেনি। পুরুষ দুজনের অবশ্য বেশিক্ষণ এখানে থাকার ইচ্ছা নেই।

"বরফ পড়ছে।" ডর্স বলল।

জবাব দিল লেগান, "হালকা তুষারপাত। তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। মানুষ মরে যাওয়ার মতো কিছু না।"

"নির্ভর করছে কতক্ষণ এখানে থাকবে তার উপর, তাই না, ভেঁজা তুষার দিয়ে শরীর ঢেকে রাখলে কোনো লাভ হবে না।"

স্বীকার করল লেগান। "বেশ, কোথায় সে?" বিতৃষ্ণা নিয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের দিকে তাকালো। পেছনে প্রবেশপথের হালকা আলোতে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে।

"ড. বেনাস্ট্রা, আপনি কম্বলটা রাখুন। আর আপনি ড. 'লেগান, দরজাটা বন্ধ করুন। দেখবেন, আমরা যেন আবার আটকে না যাই।"

"সেরকম কোনো সিস্টেম নেই। আমাদের কী আপনি বোকা ভেবেছেন?"

"তা ভাবিনি, কিন্তু আপনারা বাইরে কাউকে ফেলে রেখে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে পারেন যেন সে আর গম্বুজের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরতে না পারে।"

"বাইরে যদি কেউ থাকে, কোথায় সে। দেখান আমাকে।"

"যে কোনো জায়গাতেই পড়ে থাকতে পারে।" দুই হাত তুলল ডর্স। দুকব্জিতে ফটোনিক ফাউন্টগুলো বাঁধা। ঘুরে ঘুরে আলো ছড়াচ্ছে।

"পুরো এলাকাটা খুঁজে দেখা সম্ভব নয়।" অদ্ভুত সুরে বিড়বিড় করল বেনাস্ট্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাউন্টগুলোর আলো গোলাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পানির চেয়ে একটু ঘন তুষারের কণাগুলো এমনভাবে চিকচিক করছে যেন ঝাঁক বাঁধা মৌমাছি। ফলে দৃষ্টিসীমা আরো সংকুচিত হয়ে পড়ল।

"পায়ের ছাপগুলো আরো প্রকট হচ্ছে এখন।" বলল ডর্স। "সে নিশ্চয়ই চাপঅনুভবক্ষম যন্ত্রের দিকে এগিয়েছে। যন্ত্রটা কোথায়?"

"আমি জানি না।" খেকিয়ে উঠল লেগান।

"ড. বেনাস্ট্রা?"

কিন্তু বেনাস্ট্রা আরো বেশি দ্বিধান্বিত। "আমিও ঠিক জানি না। সত্যি কথা বলতে কী, আগে কখনো উপরে আসিনি। যন্ত্রটা বসানো হয় আমার জন্মেরও আগে। কম্পিউটারের মেমোরীতে আছে, কিন্তু আমরা কখনো জানার চেষ্টা করিনি। ঠাণ্ডা লাগছে আমার, বুঝতে পারছি না আপনাদের কী উপকারে আসব।

"আপনাকে বেশিক্ষণ এখানে থাকতে হবে না," দৃঢ় গলায় বলল ডর্স। "আসুন আমার সাথে। প্রবেশপথ ঘিরে চক্কর দেব, ধীরে ধীরে চক্করটা বড় করব।"

"তুষারপাতের কারণে ভালোভাবে দেখা যাবে না।" বলল লেগান।

"জানি, নইলে এতক্ষণে তো খুঁজেই পেতাম। কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক, কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না। এই সময়ে আমরা জমে যাব না নিশ্চয়ই।" প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে তাকে।

হাঁটা শুরু করল সে, হাত দুটো চার পাশে নাড়াচ্ছে, চেষ্টা করছে যত বেশি দূর সম্ভব আলো ছড়িয়ে দেয়ার, চোখ দুটোকে আরো বেশি তীক্ষ্ণ করে রেখেছে তুষারপাতের ভেতর দিয়ে গাঢ় অন্ধকার একটা বস্তু দেখার আশায়।

বেনাস্ট্রাই প্রথম দেখতে পেল, আঙুল নির্দেশ করে বলল, "ওটা কী?"

ফাউন্টগুলো দ্রুত ঘোরালো ডর্স। মোচাকৃতির দুটো আলোর রেখা বেনাস্ট্রার নির্দেশিত স্থানটাকে আলোকিত করে তুলল। দৌড়ালো ডর্স, বাকী দুজন অনুসরণ করল তাকে।

সেলডনকে খুঁজে পেয়েছে তারা, এলোমেলোভাবে পড়ে আছেন, ভিজে জবুথবু অবস্থা। দরজা থেকে দশ মিটার আর মেটিওরোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি থেকে মাত্র পাঁচ মিটার দূরে। ডর্স হার্টবিট পাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দরকার ছিল না। কারণ ডর্সের স্পর্শ পেয়েই চোখ খুলে গুঙিয়ে উঠলেন সেলডন।

"কম্বলটা দিনতো, ড. বেনাস্ট্রা," ডর্সের কণ্ঠে পরিপূর্ণ স্বস্তি। কম্বলটা বরফের উপর বিছিয়ে বাকী দুজনকে বলল, "ওকে তুলে এখানে শুইয়ে দিন, আমি পেচিয়ে নিচ্ছি। তারপর নিচে নিয়ে যাব।"

এলিভেটরে ঢোকার পর কম্বলের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরনো শুরু হলো। কারণ থারমাল কম্বলের তাপমাত্রা বাড়ছে। আস্তে আস্তে সেলডনের দেহ উষ্ণ হচ্ছে।

"ওকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর," ডর্স বলল, "ড. লেগান, আপনি একজন ডাক্তার নিয়ে আসবেন– সবচেয়ে ভালো ডাক্তার– এবং যেন সাথে সাথেই আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. সেলডনের যদি কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে আমি সব ভুলে যাব। কিন্তু সেজন্য তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ হতে হবে। মনে রাখবেন– "

"লেকচার শোনাতে হবে না।" ঠাণ্ডা গলায় বলল লেগান। "ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত এবং ক্ষতিপূরণের জন্য তৈরি। আসলে প্রথম ভুলটা হয়েছে ওকে আসার অনুমতি দেয়াটা।"

কম্বলের একপ্রান্ত কিছুটা সরে গেল, শোনা গেল একটা দুর্বল নিচু কণ্ঠস্বর।

"উনি কিছু বলছেন," বলল বেনাস্ট্রা।

"হ্যাঁ শুনেছি।" বলল ডর্স। "উনি বলেছেন, কী হয়েছে?"

হাজার দুঃশ্চিন্তা থাকা সত্ত্বেও হেসে ফেলল ডর্স। কারণ কথাটা তার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

২৮

ডাক্তারকে বেশ উৎফুল্ল দেখালো।

"ঠাণ্ডায় ক্ষতিগ্রস্ত কোনো রোগী আমি আগে দেখিনি।" ব্যাখ্যা করলেন তিনি। "ট্র্যানটরে এমন ঘটনা একেবারেই নেই।"

"হতে পারে," ততোধিক ঠাণ্ডা গলায় বলল ডর্স। "আপনি এমন একটা দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন বলে আমিও খুশি। কিন্তু তার অর্থ কী এই দাঁড়ায় যে আপনি আসলে জানেন না ড. সেলডনের চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে?"

ডাক্তার বয়স্ক মানুষ, পুরো মাথাভর্তি চকচকে টাক, ধূসর গোঁফ। রেগে গেলেন তিনি। "অবশ্যই আমি জানি কীভাবে কী করতে হবে। এক্সপোজার এর ঘটনা ট্র্যানটরে না ঘটলেও অন্যান্য বিশ্বে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার– আর আমি এই বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনাও করেছি।"

প্রথমে একটা এন্টি ভাইরাস সিরাম দিয়ে তারপর মাইক্রোওয়েভ র‍্যাপিং দিয়ে সেলডনের পুরো শরীর মুড়ে দেয়া হল।

"এতেই চলবে।" ডাক্তার বললেন, "আউটার ওয়ার্ল্ডগুলোতে ওরা হাসপাতালে আরো অনেক ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, কিন্তু ট্র্যানটরে সেইরকম ব্যবস্থা নেই। অবশ্য খুব মারাত্মক কোনো ক্ষতিও হয়নি, কাজেই আমি যা দিয়েছি তাই যথেষ্ট।"

সেলডনের মারাত্মক কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি। ডর্স এর ধারণা আউটওয়ার্ল্ডার বলেই তিনি দ্রুত সেরে উঠছেন। অন্ধকার, ঠাণ্ডা, তুষারপাত এগুলো তার কাছে নিশ্চয়ই নতুন নয়। একই পরিস্থিতিতে পড়লে একজন ট্র্যানটরিয়ান মারাই যেত। শারীরিক ক্ষতির কারণে যতটা না তার চেয়ে বেশি মানসিক আঘাতের কারণে।

অবশ্য নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে না। কারণ ডর্স নিজেও ট্র্যানটরিয়ান নয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবনা চিন্তাগুলো বাদ দিয়ে একটা চেয়ার এনে সেলডনের বিছানার কাছে বসল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

২৯

পরদিন সকালে চোখ খুলেই ডর্সকে দেখতে পেলেন সেলডন। তার বিছানার পাশে বসে একটা বুক ফিল্ম দেখছে, নোট নিচ্ছে মাঝে মাঝে।

প্রায় স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "এখনো আছো, ডর্স?"

বুক ফিল্মটা নামিয়ে রাখল ডর্স, "তোমাকে একা রেখে তো যাওয়া যায় না। আমি আর কাউকে বিশ্বাসও করিনা।"

"মনে হচ্ছে যতবার চোখ খুলেছি ততবারই তোমাকে দেখেছি। সারাক্ষণই এখানে ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমার ক্লাস?"

"আমার একজন সহকারী আছে, ওই সামলে নিতে পারবে কিছুদিন।"

সামনে ঝুঁকে সেলডনের একটা হাত ধরল ডর্স, তিনি যে বিব্রত বোধ করছেন তা বুঝতে পেরে (হাজার হোক তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন) আবার সরিয়েও নিল।

"হ্যারি, কী হয়েছিল? যা ভয় পেয়েছিলাম।"

"আমি একটা স্বীকারোক্তি দিতে চাই," বললেন সেলডন।

"কীসের স্বীকারোক্তি, হ্যারি?"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি এমন কারো সাথে হাত মিলিয়েছ যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে– "

"ষড়যন্ত্র?" ডর্সকে দেখে মনে হল বমি করে ফেলবে।

"মানে ভেবেছিলাম যে হয়তো তুমিই আমাকে প্ররোচিত করে কৌশলে আপার-সাইডে পাঠিয়েছ যেন আমি কিছু সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় জুরিসডিকশনের বাইরে চলে যাই আর ইম্পেরিয়াল ফোর্স সহজেই আমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে পারে।"

"কিন্তু তুমি আপারসাইডের যে অংশে গিয়েছ তা বিশ্ববিদ্যালয় জুরিসডিকশনেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ ট্র্যানটরে সেকটরিয়াল জুরিসডিকশন ধরা হয় ভূ-কেন্দ্র থেকে আকাশ পর্যন্ত।"

"আমি জানতাম না। কিন্তু কাজের কথা বলে তুমি আমার সাথে গেলে না। প্রচণ্ড আতঙ্কে ভেবেছিলাম তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছ। ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। তুমিই আমাকে উদ্ধার করে এনেছ। আর কেউ তো চিন্তাও করেনি।"

"ওরা সবাই ব্যস্ত ছিল," সতর্কভাবে বলল ডর্স। "ভেবেছিল তুমি আগেই চলে এসেছ। এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক।"

"ক্লজিয়াও তাই ভেবেছিল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শিক্ষানবীশ মেয়েটা? হ্যাঁ সেও ভেবেছিল।"

"বেশ, তারপরেও এটা একটা ষড়যন্ত্র, তবে তুমি অবশ্যই কোনোভাবে তাতে জড়িত ছিলে না।"

"না, হ্যারি, দোষ আমার। তোমাকে একা যেতে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি। আমার কাজ তোমাকে রক্ষা করা। তুমি পথ হারিয়ে বিপদে পড়েছিলে সেজন্য আমি নিজেকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও," বিরক্ত হলেন সেলডন। "আমি পথ হারাইনি। আমাকে কী মনে করো তুমি?"

"আমি জানতে চাই তুমি এটাকে কী বলবে। বাকীরা যখন ফিরে আসে তুমি আশেপাশে কোথাও ছিলে না। এমনকি রাত নামার আগে প্রবেশ পথ বা তার কাছাকাছিও পৌঁছতে পারনি।"

"কিন্তু তার মানে এই না যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঘটনা অন্যরকম। তোমাকে তো বলেছি আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি এবং তার কারণও আছে।"

"বেশ, আমাকে বলো কী হয়েছিল।"

খুলে বললেন সেলডন। খুটিনাটি ব্যাখ্যা দিতে একটুও বেগ পেতে হলো না। কারণ পুরো ঘটনাই তার মনে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো গেঁথে আছে।

ভুরু কুঁচকে সব শুনল ডর্স। "অসম্ভব। জেট-ডাউন। তুমি নিশ্চিত?"

"অবশ্যই। তোমার কী মনে হয় আমি দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম?"

"কিন্তু ইমপেরিয়াল ফোর্স এখানে আসতে পারবে না। ক্যাম্পাসে সৈন্য পাঠিয়ে তোমাকে গ্রেফতার করতে গেলে যে সমস্যা আপারসাইডেও একই সমস্যা।"

"তাহলে এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?"

"ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমার না যাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া আর এজন্য হামিন প্রচণ্ড রাগ করবে।"

"ওকে না জানালেই হলো। সব তো ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে।"

"জানাতেই হবে," ডর্স গম্ভীর। "ঘটনা হয়তো এখনো শেষ হয়নি।"

৩০

সেদিন সন্ধ্যায় জেনআর লেগান তাকে দেখতে এলো। ডিনারের পর লোকটা একবার ডর্স একবার সেলডনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কথা শুরু করার পায়তারা কিন্তু কীভাবে শুরু করবে বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করছে। বাকী দুজন তাকে সাহায্য না করে বরং ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত শুরু করল, "আপনি কেমন আছেন দেখতে এলাম, সেলডন।"

"ভালো আছি," সেলডন বললেন, "শুধু ঘুম পাচ্ছে। সম্ভবত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। আরো কয়েকদিন এইরকম ঘুম ঘুম ভাব সহ্য করতে হবে। বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন," হাসলেন সেলডন, "তবে কোনো অসুবিধা নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লম্বা দম নিল লেগান, ছাড়ল ধীরে ধীরে। ইতস্তত করছে। তারপর এমনভাবে কথা বলল যেন কেউ তাকে অন্যায়ভাবে কথা বলতে বাধ্য করছে, "বেশি সময় নেব না। বুঝতে পারছি আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন। যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত। চট করে অনুমান করা উচিত হয়নি যে আপনি আমাদের আগেই চলে এসেছেন। যেহেতু আপনি এখানে নবাগত, আমার আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল। হাজার হোক আমিই তো আপনাকে আপারসাইডে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিলাম। আশা করি আপনি... আমাকে ক্ষমা করবেন। এই কথাগুলোই বলতে এসেছিলাম।"

হাই তুললেন সেলডন, হাত দিয়ে হাই তোলা আড়াল করলেন, "মাফ করবেন। – যেহেতু ভালয় ভালয় বিপদ কেটে গেছে তখন আর মনের ভিতর কষ্ট পুষে রাখার দরকার নেই। আসলে আপনাকে দোষ দেয়াটাও ঠিক হবে না। আমারই বরং বোকার মতো সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত হয়নি, আর যা ঘটেছে– "

বাধা দিল ডর্স। "হয়েছে, হ্যারি, আর কথা না। বিশ্রাম নাও। এবার আমি ড. লেগানের সাথে কিছু কথা বলতে চাই। প্রথম কথা ড. লেগান, আমি নিশ্চিত আপনি বুঝতে পেরেছেন এই ঘটনা আপনার কতখানি ক্ষতি করতে পারে। যেহেতু আগেই বলেছিলাম যদি কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়া ড. সেলডন সুস্থ হয়ে উঠেন তাহলে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবে না। তাই বোধহয় হতে যাচ্ছে, কাজেই আপনি দুঃশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারেন– অন্তত এই মুহূর্তের জন্য। আমি কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই আশা করি ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।"

"চেষ্টা করব, ড. ভেনাবিলি," কাষ্ঠ গলায় জবাব দিল লেগান।

"আপনারা যখন আপারসাইডে ছিলেন তখন কী অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল?"

"আপনি তো জানেনই ঘটেছিল। ড. সেলডনকে হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি আর সেইজন্য ক্ষমাও চেয়েছি।"

"সেটার কথা জিজ্ঞেস করিনি। অন্য কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা?"

"না, কিছুই না। কিছুই না।"

ডর্সের কথা শুনে ভুরু কোঁচকালেন সেলডন। মনে হলো সে তার বক্তব্যের সত্যমিথ্যা যাচাই করতে চাইছে। সে কী ভাবছে যে পুরো ঘটনাটাই তার কল্পনা। প্রতিবাদ করতে চাইলেন। কিন্তু ডর্স শান্ত করার ভঙ্গীতে হাত তুলতেই আর এগোলেন না, থেমে গেলেন। ডর্সের হাত তোলাটা একটা কারণ, আরেকটা কারণ তিনি আসলেই প্রচণ্ড ক্লান্ত, ঘুমে চোখ বুজে আসছে। অশা করলেন লেগান আর বেশিক্ষণ থাকবে না।

"আপনি নিশ্চিত?" ডর্স বলল। "বাইরে থেকে কোনো বাধা আসেনি?"

"অবশ্যই। ও হ্যাঁ– "

"বলুন, ড. লেগান।"

"একটা জেট ডাউন চোখে পড়েছিল।"

"আপনার কাছে সেটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি?"

"না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"আপনি কী জেরা করছেন, ড. ভেনাবিলি। এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

"আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, ড. লেগান, কিন্তু ড. সেলডনের ব্যর্থ অভিযানের সাথে এই প্রশ্নগুলোর সম্পর্ক আছে। হতে পারে পুরো ঘটনাটাই আমার ধারণার চেয়েও জটিল।"

"কোন দিক দিয়ে?" লেগানের কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। "আপনি কী নতুন কোনো বিষয়ে দোষারোপ করার চেষ্টা করছেন এবং চাইছেন আমি যেন আবার ক্ষমা প্রার্থনা করি? সেক্ষেত্রে আশা করব আপনি এই অপমানজনক অভিযোগ প্রত্যাহার করবেন।"

"করব না, যতক্ষণ না ব্যাখ্যা করতে পারছেন আপারসাইডে একটা জেট ডাউন দেখেও আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি কেন?"

"কারণ, ট্র্যানটরের অনেক মেটিওরলজিক্যাল স্টেশনের জেট ডাউন আছে। সরাসরি মেঘমণ্ডল পর্যবেক্ষণের কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়। আমাদের স্টেশনে অবশ্য এই জিনিস নেই।"

"কেন নেই? অত্যন্ত দরকারী একটা জিনিস।"

"অবশ্যই। কিন্তু আমরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করি না বা কিছু গোপন রাখিনা। আমরা গবেষণা করে যা পাই সেটা অন্য স্টেশনগুলোকে জানাই। অন্য স্টেশনগুলোও তাদের প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের জানায়। এভাবেই একেকটা স্টেশন এক এক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠে। নিজেদের ভেতর প্রতিযোগিতা বা একে অন্যের নকল করা বোকামী। আমাদের জেট ডাউন নেই। কিন্তু এর জন্য যে অর্থ এবং লোকবল ব্যয় করতে হতো সেটা আমরা মেসনিক রিফ্র্যাকটোমিটার এর জন্য ব্যয় করতে পারি। অন্য কোনো স্টেশন আবার দ্বিতীয়টার উপর খরচ না করে প্রথমটার উপর খরচ করে। যদিও ট্র্যানটরের সেক্টরগুলোর ভেতর প্রচণ্ড বিদ্বেষ এবং মর্যাদার রেষারেষি রয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানের বেলায় সবাই সম্মিলিত– আর এটাই আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। আশা করি সেটা আপনিও জানেন।" লেগানের কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

"জানি। কিন্তু ঠিক যেদিন আপনি আপনার স্টেশন ব্যবহার করতে গেলেন সেইদিনই কেউ একটা জেট ডাউন পাঠালো। একেবারে আপনার স্টেশনের কাছেই। এটা কী দৈব ঘটনা?"

"মোটেই দৈব ঘটনা নয়। আগেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আমরা ঠিক কোনদিন আপারসাইডে যাব। হয়তো অন্য কোনো স্টেশন ভেবে দেখল– এরকম ভাবাটাও অযৌক্তিক কিছু না– যে তারাও সেদিন ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি দেখার জন্য জেট ডাউন পাঠাবে। এতে প্রাপ্ত ফলাফল আরো বেশি কার্যকরী হয়।"

হঠাৎ ভোতা গলায় বললেন সেলডন, "ওরা তাহলে শুধু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিল?" আবার একটা হাই তুললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ," লেগান বলল। "আর কী করতে যাবে?"

চোখ পিটপিট করছে ডর্স, সে যখন খুব দ্রুত চিন্তা-ভাবনা করে তখন এইরকম করে। "এবার বুঝতে পেরেছি। এই জেট ডাউনটা কোন স্টেশন থেকে এসেছিল?"

মাথা নাড়ল লেগান। "আমি কী করে বলব?"

"প্রতিটা জেটডাউনের গায়ে নিশ্চয়ই নিজস্ব স্টেশনের মার্কিং থাকে?"

"থাকে, কিন্তু আমি তো দেখার চেষ্টা করিনি। নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ওরা ওদের কাজ করছিল। ওরা রিপোর্ট করলে জানতে পারব কোন স্টেশন থেকে এসেছিল।"

"যদি রিপোর্ট না করে?"

"তাহলে বুঝতে হবে যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করেনি। প্রায়ই এমন ঘটে।" হাত মুষ্টিবদ্ধ করল সে। "শেষ হয়েছে?"

"এক মিনিট। এই জেট ডাউন কোন স্টেশন থেকে আসতে পারে?"

"জেট ডাউন আছে এমন যে কোনো স্টেশনের হতে পারে। মাত্র এক দিনের নোটিশে গ্রহের যে কোনো জায়গা থেকে পুরোপুরি সুসজ্জিত অবস্থায় আমাদের কাছে চলে আসতে পারবে।"

"কোন স্টেশনের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?"

"বলা কঠিন : হেস্টিলোনিয়া, ওয়ি, জাগ্রেথ, মর্থ ডেমিনো। আমার মতে এই চারটা থেকে যে কোনো একটার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়াও কমপক্ষে আরো চল্লিশটা স্টেশনের জেট ডাউন আছে, সেগুলোর যে কোনো একটা থেকে ও আসতে পারে।"

"আর মাত্র একটা প্রশ্ন। যখন ঘোষণা করেছিলেন যে আপনি সহকর্মীদের নিয়ে আপারসাইডে যাবেন তখন কী গণিতবিদ হ্যারি সেলডনের নাম বলেছিলেন?"

ভান নয়, সত্যি সত্যি নির্ভেজাল বিস্ময়ের ছাপ পড়ল লেগানের চেহারায়, চোখে রাগের আভাষ। "নাম বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কে আগ্রহী হবে?"

"বেশ," ডর্স বলল। "তাহলে আসল ঘটনা হচ্ছে ড. সেলডন একটা জেট ডাউন দেখে ভীত হয়ে পড়েন। কেন, আমি জানিনা আর তিনিও পরিষ্কার মনে করতে পারছেন না। তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। আপনাদের কাছে ফিরে আসার কথা মনে ছিল না বা সাহস পাননি– ভোরের আলো ফোটার আগ পর্যন্ত। কিন্তু অন্ধকারে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এইজন্য আপনাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। কাজেই আমরা দুজনেই ঘটনাটা ভুলে যেতে পারি। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।" লেগান বলল। তারপর চলে গেল।

দাঁড়ালো ডর্স। সেলডন ঘুমিয়ে পড়েছেন। না জাগিয়েই তার পা থেকে স্লিপার জোড়া খুলল ডর্স। পা দুটো সোজা করে বিছানায় ঠিকভাবে শুইয়ে দিল। শরীর ঢেকে দিল চাদর দিয়ে। তারপর পাশে বসে ভাবতে লাগল।

লেগান যা বলেছে তার কতখানি সত্য। এটা কি আসলেই কোনো ষড়যন্ত্র। জানে না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকোজেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকোজেন– ... প্রাগৈতিহাসিক ট্র্যানটরের একটি সেক্টর ... যারা নিজস্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের মাঝে নিজেদের কবর দিয়ে রেখেছিল। ট্র্যানটরের ইতিহাসে মাইকোজেনের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান নেই, তারা ছিল কিছুটা আত্মমগ্ন, স্বেচ্ছায় নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৩১

জেগে উঠলেন সেলডন। চোখ মেলেই দেখলেন একটা নতুন মুখ তার উপর ঝুঁকে আছে। নিদ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করছেন। মানুষটাকে চিনতে পেরেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "হামিন?"

এক চিলতে হাসি দিল হামিন। "আমার কথা মনে আছে তাহলে।"

"আপনার সাথে মাত্র একদিন ছিলাম, তাও দুই বছর আগে, কিন্তু ঠিকই মনে আছে। আপনি তাহলে ধরা পড়েননি, বা– "

"যেমন দেখছেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি আপনার সামনে, অক্ষত। কিন্তু– " চট করে একবার কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা ডর্সের দিকে তাকালো হামিন, "এখানে আসাটা আমার জন্য খুব একটা সহজ হয়নি।"

"আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।" সেলডন বললেন। "যদি কিছু মনে না করেন– " বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বাথরুম দেখালেন তিনি।

"নিশ্চয়ই। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। নাস্তা করুন। তারপর কথা বলব।"

হামিন বা ডর্স, কেউই তার সাথে নাস্তার টেবিলে বসল না। কোনো কথাও বলছে না দুজন। হামিন একদম স্বাভাবিক ভঙ্গীতে একটা বুকফিল্ম দেখছে। ডর্স কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে হাতের নখগুলো খুটিয়ে দেখল, তারপর একটা মাইক্রোকম্পিউটার বের করে স্টাইলাস দিয়ে নোট নিতে লাগল।

গভীর চিন্তা নিয়ে ওদেরকে দেখছেন সেলডন এবং নিজেও কোনো আলোচনা শুরু করলেন না। অসুস্থ রোগীর পাশে নীরব থাকা বোধহয় ট্র্যানটরের নিয়ম। সত্যি কথা বলতে কী তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছেন, তবে ওরা বোধহয় সেটা বুঝতে পারেনি।

নাস্তা শেষ করে এক গ্লাস দুধ খেলেন তিনি (দুধ খেতে এখন আর খারাপ লাগেনা। এর বিদঘুটে স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন)। তারপর কথা শুরু করল হামিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি কেমন আছেন, সেলডন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"চমৎকার, হামিন। পুরোপুরি সুস্থ।"

"শুনে খুশী হলাম।" শুকনো গলায় বলল হামিন। "পুরো ঘটনার জন্য ডর্স ভেনাবিলি দায়ী।"

ভুরু কোঁচকালেন সেলডন। "না, আপারসাইডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিয়েছি।"

"কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উচিত ছিল যে কোনো মূল্যে আপনার সাথে যাওয়া।"

"আমিই যেতে মানা করেছিলাম।"

জবাব দিল ডর্স। "কথাটা ঠিক না, হ্যারি। মিথ্যে কথা বলে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে না।"

রেগে উঠলেন সেলডন। "কিন্তু সবার প্রবল বাধা উপেক্ষা করে ডর্স ঠিকই আপারসাইডে গিয়েছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে সেই আমার জীবন বাঁচিয়েছে। এই সত্যি কথাটা কী আপনি জানেন, হামিন?"

আবারও বাধা দিল ডর্স, বিব্রত বোধ করছে সে, "প্লীজ, হ্যারি। চ্যাটার হামিন ঠিকই বলছে। আমার উচিত ছিল হয় তোমাকে আপারসাইডে যাওয়া থেকে বিরত রাখা আর নয়তো তোমার সাথে যাওয়া। পরে যা করেছি তার জন্য সে যথেষ্ট প্রশংসাও করেছে।"

"যাই হোক," হামিন বলল, "যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং আপারসাইডে কী ঘটেছিল শোনার থাক, সেলডন।"

সাবধানী দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে সেলডন বললেন, "এখানে কথা বলা নিরাপদ?"

সামান্য একটু হাসল হামিন। "ডর্স এই কামরার চারপাশে ফিল্ড ডিস্টর্সন বসিয়েছে। আমি শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ইম্পেরিয়াল এজেন্ট থাকেও এটা ভেদ করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই। আপনি খুব বেশি সন্দেহ করেন, সেলডন।"

"অথচ অতিরিক্ত সন্দেহ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ," বললেন সেলডন। "সেদিন পার্কে আপনার কথা শোনার পর থেকেই– মানুষকে আপনি খুব সহজেই প্রভাবিত করে ফেলতে পারেন, হামিন। অর্ধেক শুনেই আমি ডেমারজেলকে ভয় পেতে শুরু করি, এমনকি ছায়া দেখেও মনে হয় ডেমারজেল আমাকে ধরার জন্য ছুটে আসছে।"

"মাঝে মাঝে আমারও ওরকম মনে হয়।" গম্ভীর সুরে জবাব দিল হামিন।

"যদি সত্যিও হয়, আমি বুঝতেও পারব না যে ডেমারজেলের হাতে ধরা পড়েছি। লোকটা কেমন দেখতে?"

"সেটা কোনো ব্যাপার না। ডেমারজেল না চাইলে আপনি তাকে কখনোই দেখতে পারবেন না। কিন্তু যখন দেখবেন তখন সব শেষ হয়ে যাবে, অন্তত আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই ধারণা– এবং আমাদের তা ঠেকাতেই হবে। বরং জেট-ডাউনটার কথা শোনা যাক।"

"যা বললাম, হামিন। আপনি আমার ভেতরে ডেমারজেলের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। জেট-ডাউনটা দেখার সাথে সাথে ধরে নেই ওটা আমাকে ধরার জন্যই এসেছে, কারণ বোকার মতো আপারসাইডে গিয়ে আমি স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপদ বেষ্টনির বাইরে চলে গিয়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম যে আমাকে হয়তো কৌশলে আপারসাইডে যাওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল যেন সহজেই বন্দি করা যায়।"

"অন্য দিকে, লেগান–" ডর্স বলার চেষ্টা করল।

"লেগান কি গতরাতে এখানে এসেছিল?" দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"হ্যাঁ, তোমার মনে নেই?"

"আবছা। আসলে অতিরিক্ত ক্লান্ত ছিলাম। গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো স্মৃতিতে কেমন ধূসর হয়ে গেছে।"

"যাই হোক, লেগান বলেছে, জেট-ডাউনটা অন্য কোনো স্টেশন থেকে মেটিওরোলজিক্যাল সার্ভের জন্য এসেছিল। একেবারেই সাধারণ এবং ওটার কাছ থেকে বিপদের কোনো ভয়ই ছিল না।"

"কি?" হোঁচট খেলেন সেলডন। "আমি বিশ্বাস করি না।"

"প্রশ্ন হচ্ছে," হামিন বলল, "আপনি কেন বিশ্বাস করেন না? জেট-ডাউনটার মাঝে কি এমন ছিল যা দেখে আপনি বিপদের ভয় পেয়েছিলেন? নির্দিষ্ট কিছু?"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ ভাবলেন সেলডন। "ওটার গতিবিধি। এমনভাবে উড়ছিল তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে জেট-ডাউনটা কিছু অনুসন্ধান করছে। তাছাড়া মেঘস্তরের নিচ দিয়ে বা মেঘের আড়ালে আবডালে উড়ার মাঝেও একটা সুনির্দিষ্ট ছক ছিল।"

"আপনার ব্যক্তিগত কোনো দুঃস্বপ্নের কারণে এমন হয়েছে বোধহয়। জেট ডাউনটাকে দেখে সম্ভবত ভেবেছিলেন অদ্ভুত কোনো প্রাণী। কিন্তু আসলে তো তা ছিল না। ছিল শুধুই একটা জেট ডাউন, আর মেটিওরোলজিক্যাল ভেসেল হলে তো বিপদের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।"

"আমার সেইরকম মনে হয়নি।" কাষ্ঠ গলায় বললেন সেলডন।

"সেটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আসল ব্যাপার তো আমরা কেউই জানি না। আপনি এবং লেগান যা বলেছেন তা শুধুই আপনাদের অনুমান।"

"পুরোটাই এইরকম নির্দোষ ঘটনা– আমার বিশ্বাস হয় না।"

"বেশ সবচেয়ে খারাপটাই চিন্তা করা যাক। ধরা যাক আপনাকেই খুঁজছিল। এখন যারাই জেট ডাউনটাকে পাঠাক না কেন তারা কীভাবে জানল যে আপনাকে আপারসাইডে পাওয়া যাবে?"

অনেকক্ষণ পর আলোচনায় যোগ দিল ডর্স। "ড. লেগানকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম– হ্যারি সেলডন যে তার দলের সাথে আপারসাইডে যাবে কাউকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়েছে কী না? স্বাভাবিকভাবে জানানোর কোনো কারণও নেই। লেগানের বক্তব্যও ছিল ঠিক এরকমই। এবং তার আচরণ আমার কাছে নিখুঁত মনে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করেছি।"

"ওকে এত সহজে বিশ্বাস করো না।" চিন্তিত গলায় বলল হামিন। "সে জড়িত থাকলে তো অস্বীকার করবেই। নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখ কেন সে সেলডনকে আপারসাইডে যাওয়ার অনুমতি দিল। প্রথমে রাজী হয়নি। তারপর তেমন হৈ চৈ না করেই রাজী হয়ে গেল। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ।"

ভুরু কোঁচকালো ডর্স। "এভাবে চিন্তা করলে ধরে নেয়া যায় ঘটনাটা লেগানই সাজিয়েছে। অন্তত হ্যারির যাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য চট করে রাজী হয়ে গেছে। হয়তো নিজের বুদ্ধিতে করেনি, পিছনে যারা মূল হোতা তারাই ওকে বলে দিয়েছে। আরো বলা যায় যে সে অল্পবয়সী শিক্ষানবীশ, ক্লজিয়াকে দায়িত্ব দিয়েছিল হ্যারিকে যেন সবার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলে। কারণ লেগান বারবার বলছিল ইচ্ছে হলে হ্যারি আগেই নিচে চলে আসতে পারে। যত্ন করে এলিভেটর চালানোও শিখিয়ে দিয়েছিল। আর ফিরে আসার সময় হ্যারিকে না দেখে লেগান কিন্তু প্রায় নিশ্চিত ছিল যে হ্যারি ওদের আগেই চলে এসেছে কোনো কারণে। আগে ভাগেই সব পরিকল্পনা করে রেখেছিল। তাই তো খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে চায়নি কারণ সে তো জানতই হ্যারিকে পাওয়া যাবে না।"

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল হামিন। বলল, "লেগানের বিরুদ্ধে একটা নিশ্ছিদ্র অভিযোগ দাঁড় করিয়েছ তুমি। তবে এটাও এত সহজে মেনে নেয়ার কোনো কারণ নেই। যত যাই হোক সে কিন্তু তোমাকে নিয়ে ঠিকই আপারসাইডে গিয়েছিল।"

"কারণ আমরা এখান থেকেই পায়ের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলাম। চীফ সিসমোলজিস্ট এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে।"

"বেশ, সেলডনকে যখন পাওয়া গেল তখন লেগানের চেহারা কেমন হয়েছিল। বিস্মিত, হতবাক। মানে তাকে দেখে কী তোমার মনে হয়েছিল যে নিজের পরিকল্পিত অবহেলার কারণে যাকে সে এখানে ফেলে গেছে তার তো এখানে থাকার কথা না। সে কী ভাবছিল যে, ওরা কেন সেলডনকে বন্দী করতে পারেনি।"

অনেকক্ষণ ভাবল ডর্স। তারপর বলল, "লেগান অবশ্যই অবাক হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি না এই বিস্ময় কি পরিস্থিতির কারণে নাকি তার স্বাভাবিক আচরণ পুরোটাই অভিনয়।"

"তোমার জানার কথাও না।"

ওরা যখন কথা বলছিল সেলডন তখন একবার ডর্সের মুখের দিকে একবার হামিনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এবার কথা বললেন তিনি। "আমার মনে হয় না লেগান এই ঘটনার সাথে জড়িত।"

তার দিকে ঘুরল হামিন, "কেন?"

"প্রথম কারণ, সেটা আপনি নিজেও জানেন। সে আমাকে সাথে নিতে চায়নি। পুরো একটা দিন লেগেছে তাকে রাজী করাতে, এবং আমার মতে সে রাজী হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু একটা কারণে। আমি একজন গণিতবিদ। ভেবেছিল আমি তাকে গবেষণায় সাহায্য করতে পারব। যদি তার উপর নির্দেশ থাকত যে আমাকে যে ভাবেই হোক আপারসাইডে নিয়ে যেতে হবে তাহলে খুব বেশি তোষামোদ করার দরকার ছিল না।"

"আপনি একজন গণিতবিদ বলেই সে রাজী হয়েছে এটা কোনো যুক্তির কথা হলো? সে আপনার কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে?"

"না, চায়নি। যদিও বলেছিল যে পরে প্রয়োজন হতে পারে। আসলে সে পুরোপুরি নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। ভেবেছিল খানিকটা সূর্যের আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু দিনটা ছিল মেঘলা, তার ধারণা ছিল যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। কিন্তু সেগুলো সবই ঠিক ছিল। যার কারণে বিরক্ত এবং রেগে উঠে আমার কথা বেমালুম ভুলে যায়। ক্লজিয়া কিছুক্ষণ ছিল আমার সাথে। পরে যতই ভেবেছি ততই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি যে আমাকে বিপদে ফেলার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। আমারই কৌতূহল ছিল। আপারসাইডের উদ্ভিদ এবং চাষাবাদ নিয়ে আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমিই বরং তাকে বাকীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনি। আর লেগান যখন তাকে কাজের জন্য ডাক দেয় আমি তখনো সবার দৃষ্টিসীমার ভেতর ছিলাম। আমি নিজেই ঘুরতে ঘুরতে বাকী সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।"

"তারপরেও," বলল হামিন, ঐ শিপ যদি আপনার খোঁজে এসে থাকে তাহলে ওটার ভেতরে যারা ছিল তারা জানত আপনাকে ওখানে পাওয়া যাবে। কীভাবে জানল– যদি লেগান না জানায়?"

"অমি যাকে সন্দেহ করছি," সেলডন বললেন, "সে আমার বয়সী একজন সাইকোলজিস্ট নাম লিসাং রাণ্ডা।"

"রাণ্ডা?" ডর্স বলল। "বিশ্বাস করি না। ওকে আমি ভালো করেই চিনি। রাণ্ডা কোনোদিনও সম্রাটের পক্ষে কাজ করবে না। সে আপাদমস্তক এ্যান্টি-ইম্পেরিয়ালিস্ট।"

"হয়তো সেইরকমই ভান করে। সত্যি কথা বলতে কী সে ইম্পেরিয়াল এজেন্ট হলে তাকে অন্য সবার থেকে বেশি প্রমাণ করতে হবে যে সে আসলে এ্যান্টি ইমপেরিয়ালিস্ট।"

"কিন্তু সে মারামারি হানাহানি পছন্দ করে না। তার ভেতর রাগ বলতে কিছু নেই। শান্তশিষ্ট স্বভাবের মানুষ। নরম সুরে নিজের মতামত প্রকাশ করে। আমি বিশ্বাস করি এগুলোর কোনোটাই ছলচাতুরী নয়।"

"কিন্তু তারপরেও, ডর্স," বোঝানোর সুরে বললেন সেলডন, "রাণ্ডাই আমাকে মেটিওরোলজিক্যাল প্রজেক্টের কথা বলেছে, লেগানকে সে-ই রাজী করিয়েছে। আমার জন্য এত কিছু কেন করল সে?"

"হয়তো তোমার ভালর জন্যই। রাণ্ডা তোমাকে পছন্দ করে। ভেবেছিল মেটিওরোলজী তোমার সাইকোহিস্টোরিক্যাল ডেভেলপম্যান্টে সাহায্য করবে। এটা কী অস্বাভাবিক কিছু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আরেকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।" শান্ত সুরে বলল হামিন। "রাণ্ডা আপনাকে যখন মেটিওরোলজিক্যাল প্রজেক্টের কথা জানায় এবং যখন আপনি প্রকৃতপক্ষে আপারসাইডে যান– এই দুটো ঘটনার মাঝে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি। রাণ্ডা নির্দোষ হলে কথাটা তার গোপন রাখার কোনো কারণ নেই। সে বন্ধুবৎসল ভালোমানুষ এবং নিপাট ভদ্রলোক হলে– "

"রাণ্ডা ঠিক তাই।" ডর্স বলল।

"তাহলে অনেক বন্ধুকেই সে কথাটা বলেছে। অর্থাৎ আমরা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না আসল ইনফর্মার কে। সত্যি বলতে কী আরেকটা পয়েন্ট আমাদের বিবেচনা করতে হবে। ধরা যাক রাণ্ডা এ্যান্টি ইমপেরিয়ালিস্ট। তার মানে এই না যে সে এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কার এজেন্ট? কার পক্ষে কাজ করছে?"

ভীষণ অবাক হলেন সেলডন। "সম্রাট ছাড়া আর কার পক্ষ নিয়ে কাজ করতে পারে? ডেমারজেলের মতো ক্ষমতাশালী আর কে আছে?"

হাত তুলল হামিন। "সেলডন, ট্র্যানটরের রাজনীতি সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না।" ঘুরল ডর্সের দিকে। "ড. লেগান যে চারটা সেক্টরের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন সেগুলো আরেকবার বল তো শুনি।"

"হেস্টেলোনিয়া, ওয়ি, জাগ্রেথ এবং নর্থ ডেমিয়ানো।"

"তুমি তাকে প্রশ্ন করোনি এর মধ্য থেকে কোনটার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?"

"না, শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম জেট ডাউনটা কোথেকে এসেছে এই ব্যাপারে তার কোনো অনুমান আছে কী না।"

"আর আপনি– " সেলডনের দিকে ঘুরল হামিন– "জেট ডাউনের গায়ে কোনো মার্কিংস বা ইনসিগনিয়া দেখেছেন নিশ্চয়ই।"

ক্ষোভের সাথে বলতে চাইলেন সেলডন যে ভেসেলটা প্রায় সারাক্ষণই মেঘের আড়ালে ছিল। ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলেও খুব বেশিক্ষণ থাকেনি। আর তিনি তখন পালানোতেই ব্যস্ত ছিলেন, অন্য কিছু দেখার সময় ছিল কই। কিন্তু বললেন না। হামিন তো এগুলো জানেই।

বরং স্বাভাবিক গলায় বললেন, "না, আমি কিছুই দেখিনি।"

ডর্স বলল, "জেট ডাউনটা যদি অপহরণের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তাহলে নিশ্চয়ই পরিচয় গোপন করার জন্য ইনসিগনিয়াগুলো ঢেকে রেখেছিল।"

"যুক্তি তো তাই বলে।" হামিন বলল। "কিন্তু অনেক সময় যুক্তি খাটালেও লাভ হয় না। যাই হোক, সেলডন যেহেতু ভেসেলটার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছে না আমরা শুধু অনুমান করতে পারি। আমার ধারণা : ওয়ি।"

"হোয়াই?" প্রতিধ্বনি করলেন যেন সেলডন (তিনি ধরে নিলেন হামিন আসলে জানতে চাইছে হোয়াই বা কেন।) "আমার ধারণা ওই শিপে যারাই থাকুক না কেন তারা আমাকে নিতে এসেছিল আমার সাইকোহিস্টোরিক্যাল নলেজের জন্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, না," তর্জনী খাড়া করল হামিন, যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছে। "ও-য়ি। ট্র্যানটরের একটা সেক্টরের নাম। বিশেষ একটা সেক্টর। তিন হাজার বছর বা তারও কিছু বেশি সময় ধরে এই সেকটর শাসন করছে একই পরিবার। বংশ পরম্পরায় তারাই ওই প্রদেশের মেয়র। পাঁচশ বছর আগে হাউজ অব ওয়ি থেকে দুজন সম্রাট হয়েছিল একজন সম্রাজ্ঞী হয়েছিল। তাদের কেউই তেমন সফল হয়নি বা সেইরকম কোনো অবদান রাখতে পারেনি। কিন্তু ওয়ির মেয়ররা এখনো ভুলতে পারে না যে তারা একটা সময় সিংহাসনে বসেছিল।

"যদিও তারা রুলিং হাউজের সাথে সরাসরি বিরোধে জড়ায়নি কখনো। আবার হাত মিলিয়েও চলেনি। দু'একটা গৃহযুদ্ধের সময় ওয়ি অদ্ভুত নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। যথেষ্ট হিসাব করে এমন কিছু পদক্ষেপ নেয় যেন গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয় এবং নিজেরা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। সেই প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। অবশ্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি এবং এখনো করে যাচ্ছে।

"ওয়ির বর্তমান মেয়র যোগ্য লোক। বৃদ্ধ হলেও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমেনি। ক্লীয়নের যদি কিছু হয়ে যায়– এমনকি স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও– ক্লীয়নের বালক পুত্রের চেয়ে তারই সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

"ওয়ির মেয়র নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আপনি তার জন্য সাইন্টিফিক প্রফেটের কাজ করবেন। স্বাভাবিকভাবেই সে ক্লীয়নকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। আপনাকে দিয়ে প্রচার করাবে যে ওয়ি এক হাজার বছর এর মধ্যে গ্যালাক্সিতে নিয়ে আসবে শান্তি এবং সমৃদ্ধি। অবশ্যই ক্ষমতা দখলের পর আপনার আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। তখন ক্লীয়নের পিছু পিছু আপনাকেও পরপারে পাঠিয়ে দেবে।"

নিস্তব্ধতা নেমে এলো ঘর জুড়ে। কথা বলে সেলডনই ভাঙলেন সেটা। "কিন্তু আমরা জানি না ওয়ির মেয়র আসলেই দায়ী কি না?"

"না, জানি না। জানি না ওয়ি ছাড়া অন্য কোনো পক্ষ জড়িত কি না। হয়তো লেগ্যানের কথাই ঠিক। জেট ডাউনটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতেই এসেছিল। কিন্তু সাইকোহিস্টোরীর কথা ছড়িয়ে পড়তে পারে– ছড়িয়ে পড়েছে অবশ্যই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় ট্র্যানটরের ক্ষমতালোভী ছোট বড় সকলেই আপনাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে।"

"এখন তাহলে কী করব?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"আসল প্রশ্ন এটাই। কী করব?" কী যেন চিন্তা করল হামিন। তারপর বলল, "সেলডনকে এখানে নিয়ে আসাটা বোধহয় ভুল হয়েছে। একজন অধ্যাপকের লুকিয়ে থাকার জন্য বিশ্ববিদালয় আদর্শ জায়গা। কিন্তু স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বড় এবং অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। সমস্যা এখানেই। আমার মতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব– পারলে আজকেই– সেলডনকে এখান থেকে আরো ভালো কোনো জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু– "

"কিন্তু?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিন্তু আমি জানি না কোথায়।"

"কম্পিউটার থেকে গেজেটিয়ার বের করে র‍্যানডম বাছাই পদ্ধতিতে বের করে নিলেই হয়।"

"না, সেটা ঠিক হবে না। দেখা যাবে এমন জায়গা বের করেছি যেখানে নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। আরো যুক্তি এবং বুদ্ধি খাটাতে হবে। বের করতেই হবে, যেভাবেই হোক।"

৩২

সেলডনের কোয়ার্টারেই একসাথে লাঞ্চ করল সবাই। পুরো সময়টাতে ডর্স আর সেলডন এটা সেটা নিয়ে দু'একটা কথা বললেও হামিন ছিল একেবারেই চুপচাপ। খাওয়াদাওয়া করল খুব সামান্য। লম্বাটে মুখ (সেলডনের মতে এই কারণেই তাকে বয়সের চাইতেও অনেক বেশি বয়স্ক দেখায়।) আরো বেশি গম্ভীর এবং বিষণ্ন।

সেলডন কল্পনা করলেন হামিন মানশ্চক্ষে বিশাল ট্র্যানটরের ভৌগোলিক মানচিত্র তন্নতন্ন করে খুঁজছে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কাজটা যে কত কঠিন সেই সম্বন্ধে খানিকটা ধারণাও পেলেন।

তার নিজের গ্রহ হ্যালিকন আয়তনে ট্র্যানটরের চাইতে বড় এবং একটা মহাসাগরও আছে। হ্যালিকনের ল্যান্ড সারফেস আয়তনে ট্র্যানটরের চেয়ে দশ পার্সেন্ট বেশি কিন্তু হ্যালিকনের জনসংখ্যা তুলনামূলভাবে কম, শুধু সারফেসের উপরে হ্যালিকনিয়ান শহরগুলো বিচ্ছিন্নভাবে ছড়ানো ; আর ট্র্যানটর পুরোটা মিলেই একটা শহর। যেখানে হ্যালিকন মাত্র বিশটা প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত সেখানে ট্র্যানটর বিভক্ত আটশ বিভাগে এবং এই আটশ বিভাগের প্রতিটিরই আবার রয়েছে নিজস্ব জটিল উপবিভাগ।

বেশ খানিকটা বিরক্তি নিয়েই কথা বললেন সেলডন, "হামিন, সবচেয়ে ভালো হয় যারা আমার সম্ভাব্য ক্ষমতা ব্যবহার করতে চায় তাদের মধ্যে থেকে যে সবচেয়ে সৎ এবং আন্তরিক তার হাতে আমাকে তুলে দিন। সেই তখন আমাকে বাকী সবার হাত থেকে রক্ষা করবে।"

হামিনের জবাব শুনে বোঝা গেল সেলডনের বক্তব্য সে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। "তার কোনো দরকার নেই, সেলডন। আমি জানি কে সবচেয়ে বেশি সৎ এবং আন্তরিক। তেমন একজন এরই মধ্যে আপনাকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছে।"

হাসলেন সেলডন। "আপনি কী নিজেকে ওয়িয় মেয়র এবং সমগ্র গ্যালাক্সির সম্রাটের সাথে তুলনা করছেন।"

"অবস্থানের কথা বিবেচনা করলে জবাব হচ্ছে– না। কিন্তু যদি আপনাকে হাতে রাখার কথা বলেন তাহলে আমি ওদের বিপক্ষে। ওরা সবাই চায় আপনাকে ব্যবহার করে নিজেদের সম্পদ এবং ক্ষমতা বাড়াতে। আর আমার শুধু একটাই লক্ষ্য গ্যালাক্সির কল্যাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ধারণা," শুকনো গলায় বললেন সেলডন, "আপনার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী– তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক এই জবাবই দেবে যে তারাও গ্যালাক্সির মঙ্গল চায়।"

"হ্যাঁ, ঠিক এই জবাবই দেবে," হামিন বলল, "কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে একজনের সাথে আপনার দেখা হয়েছে। সম্রাটের সাথে। সে সরাসরিই বলেছে যে আপনার কাল্পনিক ভবিষ্যদ্বাণী ব্যবহার করে নিজের ডাইন্যাস্টিকে আরো সুসংহত করতে চায়। আমি তো সেইরকম কিছু করতে বলিনি। শুধু বলেছি যেভাবেই হোক সাইকোহিস্টোরি আরো নিখুঁত করে তুলবেন যেন গাণিতিকভাবে প্রমাণিত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, এমনকি সেটা শুধু স্ট্যাটিসটিক্যাল হলেও চলবে।"

"ঠিকই বলেছেন," আধো হাসির সাথে বললেন সেলডন।

"বেশ, আপনার কাজের কী খবর? কোনো অগ্রগতি?"

সেলডন রাগলেন না বা হাসলেন না। শান্ত সুরে বললেন, "অগ্রগতি? দুই মাসেরও কম সময়ে? হামিন, এটা এমন একটা কাজ যার জন্য আমার সারাজীবন গবেষণা করে যেতে হবে। আমার পরে আরো বারটি প্রজন্ম তাদের সারাজীবন উৎসর্গ করার পরেও যে কোনো অগ্রগতি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

"আমি চূড়ান্ত সমাধান বা এমন কোনো পথ যার সাহায্যে হয়তো সমাধানে পৌঁছানো যাবে এধরনের কিছু জানতে চাইছি না। আপনি বহুবার বলেছেন সাইকোহিস্টোরি সম্ভব কিন্তু অবাস্তব। আমি জানতে চাইছি সেটাকে বাস্তব করে তোলার কোনো তথ্য আপনি পেয়েছেন?"

"না।"

"আমার একটা প্রশ্ন," ডর্স বলল। "গণিতের ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই। তাই আশা করছি প্রশ্নটা শুনে তোমরা আমাকে বোকা ভাববে না। একটা বিষয় কীভাবে সম্ভব এবং অবাস্তব হয়? তোমার মুখেই শুনেছি, তাত্ত্বিকভাবে এটা সম্ভব যে তুমি একজন একজন করে এম্পায়ার এর প্রত্যেকটা মানুষের সাথে দেখা করতে পারবে। কিন্তু এটা অবাস্তব এই কারণে যে তার জন্য লক্ষ লক্ষ বছর দরকার এবং তুমি ততদিন বাঁচবে না। তুমি কীভাবে জানো যে সাইকোহিস্টোরী এইরকমই একটা বিষয়, সম্ভব কিন্তু,অবাস্তব।"

"তুমি চাও আমি ব্যাখ্যা করে বলি?" আক্রমণের সুরে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

এত জোরে মাথা নাঁড়ল ডর্স যে তার কোঁকড়ানো চুলগুলো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

"সত্যি কথা বলতে কী," হামিন বলল, "আমিও চাই।"

"গণিত বাদ দিয়ে?" সেলডনের ঠোঁটে চোখে পড়ে কী পড়ে না এই ধরনের একটা হাসি।

"হ্যাঁ।" হামিন বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ– " একটু ভেবে নিলেন সেলডন ঠিক কীভাবে বাকী দুজন সহজে বুঝবে। তারপর শুরু করলেন, "মহাবিশ্বের খুঁটিনাটি কয়েকটা বিষয় যদি বুঝতে চাও তাহলে ব্যাপারটাকে এভাবে আমরা সহজ করে নিতে পারি যদি যে বস্তু বা বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার জন্য প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে কথা বলব অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো থাকবে আলোচনার বাইরে। ধরো, একটা বস্তু কীভাবে উপর থেকে নিচে পড়বে তা বের করতে চাও। তখন ভাবার দরকার নেই যে বস্তুটি কী নতুন না পুরনো, লাল না সবুজ, বস্তুটার গায়ে কোনো সুগন্ধ আছে কী নেই। জটিল কোনো বিষয়ের এভাবে সরলীকরণকে তুমি বলতে পার মডেল বা সিমুলেশন এবং এটাকে কম্পিউটারে বাস্তবের অনুরূপ করে ফুটিয়ে তোলা যাবে অথবা গাণিতিক সমীকরণে প্রকাশ করা যাবে। রিলেটিভিস্টিক গ্র্যাভিটেশনের সুপ্রাচীন তত্ত্ব বিবেচনা করলে– "

সাথে সাথে বাধা দিল ডর্স, "গাণিতিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করবে না বলেছিল। এখন 'সুপ্রাচীন' বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না।"

"না, না। 'সুপ্রাচীন' বলতে বুঝাতে চাইছি যে এটার ব্যবহার চলে আসছে যখন থেকে আমরা আমাদের ইতিহাস লেখা শুরু করেছি তারও বহু আগে থেকে। কবে কখন এর উৎপত্তি হয়েছিল তার কোনো রেকর্ড নেই। চাকা বা আগুন আবিষ্কারের ইতিহাসের মতো এর ইতিহাসও হারিয়ে গেছে অতীতের গর্ভে। যাই হোক এই তত্ত্ব নিজেই একটা প্ল্যানেটরি সিস্টেম, একটা দ্বৈত সূর্য এবং আরো অনেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা। এর সাহায্যে আমরা পিকটোরিয়াল সিমুলেশনের দ্বিমাত্রিক বা আরো জটিল ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফ তৈরি করতে পারি। কোনো বিষয় সরাসরি আত্মস্থ করা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু এই ধরনের মডেলে সিমুলেশনের সাহায্যে যে কোনো বিষয়ই সহজে অনুধাবনযোগ্য হয়ে উঠে। সত্যি কথা বলতে কী গ্র্যাভিটেশনাল ইকুয়েশন ছাড়া প্ল্যানেটরি মোশন এবং সেলেস্টিয়াল মেকানিক্স বিষয়ে আমাদের জানাটা হবে ভাসাভাসা।

"এখন একটা বিষয়ে তুমি যতই জানার চেষ্টা করবে বা একটা বিষয় যতই জটিল হতে থাকবে ততই তোমার প্রয়োজন হবে বিস্তারিত সমীকরণ, বড় বড় প্রোগ্রামিং এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকবে কম্পিউটারাইজড সিমুলেশনে যা অনুধাবন করা আরো অনেক বেশি কঠিন।"

"আপনি সিমুলেশন এর সিমুলেশন তৈরি করতে পারেন,' বলল হামিন। "ফলে আরো অনেক বেশি সহজ হবে।"

"সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই বাদ দিতে হবে যার ফলে আপনার সিমুলেশন কোনো কাজেই আসবে না। সর্বাধিক সম্ভাব্য সিমুলেশন মূল বিষয়ের তুলনায় অনেক দ্রুত জটিল হয়ে উঠে। এক হাজার বছর আগেই এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে এমন কোনো সিমুলেশন তৈরি করা অসম্ভব যার সাহায্যে খুঁটিনাটি সকল জটিলতাসহ মহাবিশ্বকে উপস্থাপন করা যাবে। সম্ভব হবে যদি সেই সিমুলেশন হয় মহাবিশ্বেরই সমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অন্য কথায় বলা যায় মহাবিশ্বের সামগ্রিক ধারণা পেতে হলে পুরোটা মহাবিশ্বই দেখতে হবে। এখন কেউ যদি সামগ্রিক ধারণার জন্য মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সিমুলেশন তৈরি করে সেগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করে তখন দেখা যাবে যে আংশিক সিমুলেশন এর সংখ্যা এত বেশি, সেগুলো একত্র করতে অনেক বছর লাগবে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে যে জ্ঞান ছড়িয়ে আছে তার সবটুকু সংগ্রহ করা অসম্ভব।

"আমি কিছুটা বুঝতে পারছি," ডর্স বলল, কণ্ঠে উত্তেজনা।

"তুলনামূলকভাবে সরল কিছু বিষয়কে সিমুলেট করা সহজ। কিন্তু বিষয়বস্তু যতই জটিল হতে থাকে সিমুলেট করা ততই কঠিন এবং এক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু ঠিক কী পরিমাণ জটিল হলে সিমুলেট করা অসম্ভব? আমি গত শতাব্দীতে আবিষ্কৃত কিন্তু খুব একটা প্রসার লাভ করেনি এমন একটা গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে গ্যালাকটিক সোসাইটি যে রকম জটিল তার চেয়ে সরল কোনো সিমুলেশন দিয়ে এটাকে প্রকাশ করা যাবে না। ফলাফল হিসেবে পেয়েছি ভবিষ্যতের ঘটনাবলী পরিসংখ্যানিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাবে– অর্থাৎ, ঠিক এটাই ঘটবে নির্দিষ্ট করে সেরকম কিছু না বলে বরং ভবিষ্যতে ঘটতে পারে সেরকম অনেকগুলো বিকল্প ঘটনার একটা সেট তৈরি করে দিতে পারব।"

"সেক্ষেত্রে গ্যালাকটিক সোসাইটির সিমুলেশন তৈরি করা যখন সম্ভব, তৈরি করলেই হয়। অবাস্তব কেন?" হামিন বলল।

"আমি প্রমাণ করেছি যে গ্যালাকটিক সোসাইটি পুরোটা অনুধাবন করতে হয়তো অসীম সময়ের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি এক বিলিয়ন বছর লাগে সেটাতো অবাস্তবই হবে। এক বিলিয়ন বছর এবং অসীম সময় দুটোই আমার কাছে সমান।"

"এত সময় লাগবে? এক বিলিয়ন বছর?"

"ঠিক হিসাবনিকাশ করে এখনো বের করিনি। আমার ধারণা এরচেয়ে কম হবে না।"

"তবে আপনি নিশ্চিত নন?"

"বের করার চেষ্টা করছি।"

"সফল হতে পারেননি?"

"সফল হতে পারিনি।"

"বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কোনো কাজে আসেনি?" প্রশ্নটা করার সময় আড়চোখে ডর্সের দিকে তাকালো হামিন।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন সেলডন, "কোনো লাভই হয়নি।"

"ডর্সও কোনো সাহায্য করতে পারেনি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডর্স। "এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। হ্যারিকে শুধু পরামর্শ দিতে পারি। তাতে যদি কোনো কাজ না হয় আমার কী করার আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠে দাঁড়ালো হামিন। "বেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আর কোনো লাভ হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হ্যারিকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে।"

জামার হাতায় টান দিয়ে তাকে থামালেন সেলডন। "আমার একটা পরিকল্পনা আছে।"

চোখ সামান্য ছোট করে তার দিকে তাকালো হামিন। দেখে মনে হতে পারে সে হয় অবাক হয়েছে নয়তো সন্দেহ করছে। "পরিকল্পনা আবার কখন করলেন? এখন?"

"না, আপারসাইডে যাওয়ার আগে থেকেই মাথায় ঘোরাঘুরি করছিল। দুর্ঘটনার কারণে ভুলে গিয়েছিলাম। লাইব্রেরির কথা শুনে এখন আবার মনে পড়ল।"

আবার বসল হামিন। "বলুন আপনার পরিকল্পনা। গাণিতিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে।"

"গণিতের ছিটেফোটাও নেই। লাইব্রেরিতে ইতিহাস পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে গ্যালাকটিক সোসাইটি অতীতে ছিল আরো কম জটিল। বারো হাজার বছর আগে, যখন গ্যালাকটিক এম্পায়ার মাত্র বেড়ে উঠতে শুরু করেছে সেই সময় গ্যালাক্সিতে দশ মিলিয়ন বসতি গ্রহ ছিল। বিশ হাজার বছর আগে প্রি-ইম্পেরিয়াল কিংডমের অন্তর্গত ছিল মাত্র দশ হাজার বসতি গ্রহ। আরো সুদূর অতীতে সমাজ ব্যবস্থা কতখানি সংকুচিত ছিল আমরা জানি না। হয়তো সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র একটা গ্রহে। এইরকম একটা কিংবদন্তীর কথা আপনি নিজেই বলেছিলেন, হামিন।"

"বলতে চাইছেন কম জটিল গ্যালাকটিক সোসাইটি নিয়ে কাজ করলে আপনি দ্রুত সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপ করতে পারবেন।"

"আমি সেইরকমই আশা করি।"

"ধরা যাক," হঠাৎ প্রচণ্ড আগ্রহের সাথে বলল ডর্স, "তুমি অতীতের কোনো এক সময়ের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে সাইকোহিস্টোরি তৈরি করলে। তারপর প্রি-ইম্পেরিয়াল পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এম্পায়ার গড়ে উঠার এক হাজার বছর পরে কী হবে ভবিষ্যদ্বাণী করলে। তারপর আসল পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখে নিতে পারবে তোমার ফলাফল কতখানি সঠিক।"

"গ্যালাকটিক ইরার ১০০০ সালে কী পরিস্থিতি ছিল, আপনি তা আগেই জেনে নিতে পারবেন।" ঠাণ্ডা গলায় বলল হামিন। "এই বিবেচনায় আপনার পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ হবে না। অবচেতনভাবেই আপনি জানা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হবেন। সমীকরণের উপাদানগুলো এমনভাবে নির্বাচন করবেন যেন জানা ঘটনাটাই ফলাফল হিসেবে পান।"

"আমার তা মনে হয় না," ডর্স বলল। "১০০০ জি. ই. এর পরিস্থিতি আমরা পরিষ্কার কিছুই জানি না। খুঁজে বের করে নিতে হবে। যত যাই হোক সেটা এগারো হাজার বছর আগের কথা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডনের চেহারায় হতাশার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। "১০০০ জি. ই. এর পরিস্থিতি আমরা পরিষ্কার জানি না, তোমার এই কথার অর্থ কী? কম্পিউটার আছে, তাই না, ডর্স?

"অবশ্যই।"

"মেমোরী স্টোরেজ ইউনিট আছে, আছে মানুষের নিজ চোখে দেখা এবং শোনা ঘটনার রেকর্ড। বর্তমান ১২,০২০ জি. ই. এর সব রেকর্ড যেমন আছে তেমনি ১০০০ জি. ই. এর রেকর্ডও থাকতে বাধ্য।"

"কাগজে কলমে তোমার মন্তব্য ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তবে– তুমি বার বার যে কথাটা বল সেটারই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। ১০০০ জি. ই. এর সমস্ত রেকর্ড রাখা সম্ভব কিন্তু সেটা রাখতেই হবে এমন আশা করাটা অবাস্তব।"

"বুঝলাম। কিন্তু এই কথাটা তো আমি শুধু গাণিতিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি। ঐতিহাসিক রেকর্ডের ক্ষেত্রে যে এটা প্রযোজ্য হবে তা তো বলিনি।"

"রেকর্ড দীর্ঘ সময় টিকিয়ে রাখা যায় না, হ্যারি।" আত্মরক্ষার সুরে বলল ডর্স। "মেমোরী ব্যাঙ্কস বিভিন্ন কারণে সময়ের সাথে সাথে এমনিতেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যে রেকর্ড দীর্ঘকাল কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না সেটা এমনিতেই হারিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে যে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির এক তৃতীয়াংশ রেকর্ডই আবর্জনা। শুধু চিরাচরিত প্রথার কারণেই আমরা সেগুলো সংরক্ষণ করছি। অন্য লাইব্রেরিগুলো এত বেশি প্রথা মেনে চলে না। স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে আমরা প্রতি দশ বছর পর পর অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডগুলো ধ্বংস করে ফেলি।

"স্বাভাবিকভাবেই, বহু রেকর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন গ্রহে সেগুলো ডুপ্লিকেট করা হয়– সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে– ফলে হাজার হাজার বছর সেগুলো টিকে থাকে। এই কারণেই গ্যালাকটিক ইতিহাসের অনেক ঘটনাই আমরা জানি যদিও সেগুলো সংঘটিত হয়েছিল প্রি-ইমপেরিয়াল যুগে। তারও আগের অতীতের খোঁজখবর করলে দেখা যাবে যে তখন রেকর্ড আরো কম সংরক্ষণ করা হতো।"

"বিশ্বাস করতে পারছি না," বললেন সেলডন। "আমার মতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ার সাথে সাথে রেকর্ডগুলোর নতুন কপি তৈরি করা উচিত। তোমরা কীভাবে জ্ঞান নষ্ট করে ফেলো?"

"যে জ্ঞান কেউ চায় না, তা সব সময়ই অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান।" ডর্স বলল। "তুমি চিন্তা করতে পারো, অব্যবহৃত ডাটা সংরক্ষণ করে রাখতে কী পরিমাণ শ্রম এবং শক্তি ব্যয় করতে হয়? সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তা শুধু বাড়তেই থাকে।"

"এই কথাটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে থাকে যে, তোমরা যে তথ্যগুলো বোকার মতো নষ্ট করে ফেলো সেগুলো যে কোনো মুহূর্তে যে কারো প্রয়োজন হতে পারে।

"একটা নির্দিষ্ট তথ্য হাজার বছরে একবার প্রয়োজন হতে পারে। যে কোনো সময় যে কারো কাজে আসবে এই কথা ভেবে সেগুলো সংরক্ষণ করা হতো অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যয়বহুলভাবে, এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। গ্র্যাভিটেশন এর সু প্রাচীন কিছু সমীকরণের কথা বলেছ তুমি এবং আমাদের বুঝিয়েছ ঐগুলো সুপ্রাচীন শুধু এই কারণে যে ওগুলোর উৎপত্তির ইতিহাস সুদূর অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কেন এমন হলো? কেন তোমরা গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানীরা প্রাচীন অতীতে সমীকরণগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে সংরক্ষণ করে রাখোনি?"

এই প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সেলডন বললেন, "তো, হামিন এই ছিল আমার পরিকল্পনা। অনেক দূর অতীতে যখন সমাজব্যবস্থা আরো ছোট ছিলো সেই সময়কে ভিত্তি করে কার্যকরী সাইকোহিস্টোরি তৈরি করা সম্ভব হতো। কিন্তু যা শুনলাম তাতে সেই আশাও শেষ।"

"মাইকোজেন সেক্টরে যাওয়া যায়," ডর্স বলল হাসিমুখে।

ঝট করে তার দিকে তাকালো হামিন, "ঠিক বলেছ এবং ওটাই হবে সেলডনের জন্য উপযুক্ত জায়গা। আগেই মনে করা উচিত ছিল।"

"মাইকোজেন সেক্টর," পালাক্রমে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন সেলডন। "মাইকোজেন সেক্টর কী এবং কোথায়?"

"হ্যারি, প্লীজ। পরে বলব। এখন অনেক কাজ করতে হবে। আজ রাতেই আপনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।"

AMARBOI.COM

৩৩

জোর করে সেলডনকে বিছানায় পাঠালো ডর্স বিশ্রাম নেয়ার জন্য। পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে আলো নিভে যাওয়া আর পুনরায় আলো জ্বলে উঠার মধ্যবর্তী সময়ে, 'রাতের' অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকী সবাই ঘুমিয়ে থাকবে।

"তুমি কী আবারো মেঝেতে ঘুমাবে?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

কাঁধ নাড়ল ডর্স, "বিছানায় শুধু একজন শুতে পারবে। আমরা দুজন এক সাথে শুলে কারোরই বিশ্রাম হবে না।"

এক মুহূর্ত তার দিকে কেমন ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সেলডন। তারপর বললেন, "এবার তাহলে আমি মেঝেতে ঘুমাব।"

"না, তুমি বিছানাতেই ঘুমাবে। কারণ একটা ভয়ংকর বিপদ থেকে আমি নই তুমি বেঁচে ফিরে এসেছ।

আলো কমিয়ে শুয়ে পড়লেন দুজন। তুলনামূলকভাবে নীরব বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্র্যানটরের অন্তহীন যান্ত্রিক গুঞ্জন বড় বেশি কানে লাগে। ঘুম আসছে না দেখে কথা শুরু করলেন সেলডন।

"আমার কারণে তোমার অনেক ক্ষতি হচ্ছে, ডর্স। ঠিক মতো কাজ করতে পারছ না। যাই হোক, আমি দুঃখিত, তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ না।" ডর্স বলল। "আমি তোমার সাথে যাচ্ছি। হামিন ছুটির ব্যবস্থা করে দেবে।"

"আমি তো তোমাকে এত ঝামেলা করতে বলিনি।"

"তুমি বলোনি। হামিন বলেছে। তোমাকে আমার সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। অন্তত আপারসাইডে যে বিপদে পড়েছিলে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ তো হওয়া দরকার।"

"আমি তো বলেছি ওই ব্যাপারে তোমার নিজেকে দোষী ভাবার দরকার নেই। –তবে এটা ঠিক যে তুমি পাশে থাকলে আমি বেশ স্বস্তি পাই। যদি বুঝতাম যে এতে তোমার কাজের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না... "

"কোনো ক্ষতি হচ্ছে না," মোলায়েম সুরে বলল ডর্স। "হ্যারি, দয়া করে একটু ঘুমাও।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সেলডন। তারপর ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "হামিন ঠিকঠাক মতো সব ব্যবস্থা করতে পারবে, ডর্স?"

"সে অসাধারণ এক মানুষ," ডর্স বলল। "সব জায়গাতেই তার যোগাযোগ আছে। আমি নিশ্চিত সে যখন বলেছে আমার জন্য অনির্দিষ্টকালের ছুটির ব্যবস্থা করে দেবে, তখন অবশ্যই পারবে। মানুষকে সে খুব সহজে প্রভাবিত করতে পারে।"

"আমি জানি," বললেন সেলডন। "মাঝে মাঝে আমার খুব অবাক লাগে যে সে আসলে আমার কাছে কী চায়।"

"মুখে যা বলেছে ঠিক তাই চায়। সে হচ্ছে কড়া আদর্শবাদী এবং স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ।"

"এমনভাবে বলছ যেন তাকে খুব ভালো করেই চেন তুমি, ডর্স।"

"অবশ্যই চিনি।"

"খুব ঘনিষ্ঠভাবে?"

অদ্ভুত একটা শব্দ করল ডর্স। "ঠিক বুঝতে পারছি না কী বলতে চাইছ। তবে ধরে নিচ্ছি সবচেয়ে নিকৃষ্টটাই বোঝাতে চাইছ। উত্তর হলো– না, ঐরকম ঘনিষ্ঠভাবে চিনি না। যাই হোক এটা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

"দুঃখিত। আমি আসলে চাইনি না জেনে অন্য কারো ব্যক্তিগত– "

"সম্পত্তি? আরো বেশি অপমানজনক কথা। কথা বন্ধ করে চুপচাপ ঘুমাও।"

"আবারও দুঃখিত, ডর্স। কিন্তু, ঘুম আসছে না। ঠিক আছে, অন্য বিষয়ে কথা বলি। তুমি কিন্তু এখনো আমাকে বলোনি মাইকোজেন সেক্টর কী? ওখানে যাওয়াটা আমার জন্য ভালো হবে কেন? জায়গাটা কেমন?"

"খুব ছোট একটা সেক্টর। আমার যতদূর মনে পড়ে জনসংখ্যা প্রায় দুই মিলিয়ন। আসল ব্যাপার হচ্ছে, মাইকোজেনিয়ানরা প্রাথমিক যুগের বেশ কিছু প্রথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধের মতো অনুসরণ করে। সবারই ধারণা ওদের কাছে এমন কিছু রেকর্ড আছে যা অন্য কারো কাছে নেই। ওখানে গেলে হয়তো প্রি-ইম্পেরিয়াল যুগের উপর তোমার প্রস্তাবিত গবেষণাটা করতে পারবে। প্রাথমিক যুগের ইতিহাস নিয়ে যখন আলোচনা করছিলাম তখনই ওই সেক্টরের নামটা মাথায় আসে।"

"তুমি ওদের রেকর্ড কখনো দেখেছ?"

"না, আমার জানামতে কেউই দেখেনি।"

"তুমি কী তাহলে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে যে রেকর্ডগুলো এখনো আছে?"

"আসলেই আমি বলতে পারব না। কিন্তু ওরকম ভাবাটা অন্যায়। যেহেতু ওরা বেশ জোর দিয়েই বলে যে ওদের কাছে রেকর্ড আছে, তাহলে নিশ্চয়ই আছে। যাই হোক আমরা তো ওখানে যাচ্ছিই, সত্য মিথ্যা তখনই জানা যাবে। মাইকোজেনিয়ানরা নিজেদের ঘরের খবর কাউকে জানায় না। এবার ঘুমাও, হ্যারি– "

কিছুক্ষণের ভেতর ঘুমিয়ে পড়লেন সেলডন।

৩৪

ঠিক ০৩০০ ঘণ্টায় ঘর ছেড়ে বেরোলেন দুজন। সেলডন আচরণে বুঝিয়ে দিলেন যে ডর্সকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। কারণ এই গ্রহ সে খুব ভালোভাবে চেনে– দুবছর হলো এখানে থাকছে, আর সে হামিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। (কতখানি ঘনিষ্ঠ? প্রশ্নটা তাকে এখনো খুঁচিয়ে মারছে।)

তাদের পরনে হুডওয়ালা ঢোলা আলখাল্লা। হুডগুলো মাথার সাথে এঁটে বসেছে। পোশাকগুলো তৈরি হয়েছে এমনভাবে যেন আলো প্রতিফলিত হয়। কয়েক বছর আগে ফ্যাশনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয় ছিল (বিশেষ করে তরুণদের মাঝে)। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। এখন এই পোশাক দেখে সবাই হাসবে। তবে এতে তাদের শরীর খুব ভালোভাবেই ঢাকা পড়েছে এবং কেউ দেখলে চিনতে পারবে না।

"হতে পারে আপারসাইডের ঘটনা পুরোপুরি নির্দোষ একটা ঘটনা," বেরনোর আগে হামিন বলেছিল। "হয়তো আপনাকে ধরার জন্য কোনো এজেন্ট এখানে আসেনি, সেলডন। তবে সবচেয়ে খারাপটার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভালো।"

"আপনি আমাদের সাথে আসছেন না?" উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন সেলডন।

"আপনাদের সাথে যেতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু নিজেকে টার্গেটে পরিণত করতে না চাইলে বেশিদিন কাজে গরহাজির থাকা অনুচিত হবে। বুঝতে পেরেছেন?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন সেলডন। বুঝেছেন তিনি।

ডর্স তাকে নিয়ে একটা এক্সপ্রেস কারে চড়লো। আরো অল্প কয়েকজন যাত্রী আগে থেকেই চড়ে বসে আছে। (ভোর তিনটার সময় এত যাত্রী এক্সপ্রেস ওয়েতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী করছে ভেবে পেলেন না সেলডন– তবে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। শুধু তারা দুজন হলে কেউ দেখে ফেললে সন্দেহ করত।)

এটা একটা মনোরেইল। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাহায্যে চলে।

বাইরের দৃশ্যাবলী দেখছেন সেলডন। সারি সারি ঘর বাড়ি পেরিয়ে ছুটে চলেছে এক্সপ্রেস ওয়ে। দু একটা ভবন বাদে সবগুলোরই উচ্চতা কম। অবশ্য তিনি জানেন যে উচ্চতা কম হলেও গভীরতা অনেক অনেক বেশি। যেখানে দশ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এর পুরোটাই একটা শহর সেখানে চল্লিশ বিলিয়ন মানুষের জন্যও জায়গাটা অনেক বড় হয়ে যায়। তখন আর ঘনবসতি বা বহুতল ভবন তৈরি করার প্রয়োজন হয় না। কাজেই প্রচুর ফাঁকা জায়গা চোখে পড়বে সেটাই স্বাভাবিক। দেখে মনে হলো শস্যের ক্ষেত– তবে কয়েকটা জায়গা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল যে ওগুলো পার্ক। এছাড়াও প্রচুর কাঠামো চোখে পড়ল, সেগুলো যে কী জিনিস তিনি বুঝতে পারলেন না। কলকারখানা? অফিস-আদালত? কে জানে? সিলিন্ডার আকৃতির একটা বিশাল কাঠামো দেখে ধরে নিলেন এখানে বোধহয় পানি সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ট্র্যানটরে বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন। ওরা বোধহয় আপারসাইড থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে। তারপর সেটাকে বিশুদ্ধ করে সংরক্ষণ করে। যতই ভাবলেন ততই নিশ্চিত হলেন।

তবে বেশিক্ষণ দৃশ্য দেখার সুযোগ হলো না।

"এখানেই নামতে হবে আমাদের।" ফিস ফিস করে বলল ডর্স। উঠে দাঁড়ালো সে, হ্যাচকা টান দিয়ে তাকেও দাঁড় করিয়ে দিল।

এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে নেমে শক্ত মেঝেতে পা রাখলেন তারা। ডর্স দিক নির্দেশক চিহ্নগুলো দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

অগণিত দিক নির্দেশনা দেখে চমকে গেলেন সেলডন। বেশিরভাগই প্রতীক এবং সংকেতের সাহায্যে যা বুঝতে স্থানীয় ট্র্যানটরিয়ানদের নিঃসন্দেহে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু তার কাছে সবই অপরিচিত।

"এইদিকে যেতে হবে," ডর্স বলল।

"কোন দিকে? কীভাবে বুঝলে তুমি?"

"ঐ যে দেখ। দুটো ডানা আর একটা তীর চিহ্ন।"

"দুটো ডানা? ওহ্।" তার কাছে মনে হলো চিহ্নটা উল্টোভাবে লেখা "W" এর মতো, আবার একটু খেয়াল করতেই পাখির ডানার মতোও মনে হলো।"

"শব্দ ব্যবহার করেনা কেন ওরা?" তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"কারণ বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন রকম শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে যে জিনিসটাকে বলা হয় 'এয়ার জেট', সিনাতে সেটাকে বলা হয় 'সোয়ার,' অন্য কোনো গ্রহে হয়তো বলা হয় 'সুপ।' দুই ডানা এবং একটা তীর চিহ্ন হচ্ছে এয়ার ভেসেল বোঝানোর জন্য গ্যালাকটিক প্রতীক এবং সবাই এটা বুঝতে পারে। –তোমরা হ্যালিকনে প্রতীক ব্যবহার করো না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুব বেশি না। হ্যালিকন নিজের নিয়মেই চলে। আমরা দৃঢ়ভাবে আমাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি আঁকড়ে রাখি, কারণ শক্তিশালী প্রতিবেশীরা সব সময় আমাদের দমিয়ে রাখতে চায়।"

"এখানেই তোমার সাইকোহিস্টোরি কাজে লাগাতে পারো। প্রমাণ করে দেখাতে পারো যে হাজারো বাচনভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও সর্বজনীন কিছু প্রতীকের সাহায্যে গ্যালাক্সী এক সূত্রে বেঁধে রাখা যাবে।"

"এতে কোনো লাভ হবে না।" ডর্সের পিছু পিছু তিনি আধো অন্ধকার করিডর দিয়ে হাঁটছেন, সেই সাথে ভাবছেন ট্র্যানটরে অপরাধের হার কেমন এবং এটা কী সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোর একটা। "একটা বিষয়ের জন্য তুমি হাজারো নিয়ম তৈরি করতে পারো কিন্তু কোনো সর্বজনীনতা তৈরি করতে পারবে না। এ থেকেই তুমি বুঝতে পারবে কেন বলেছিলাম যে কোনো সিস্টেমকেই তার চেয়ে কম জটিল মডেল দিয়ে উপস্থাপন করা যায় না। –ডর্স, আমরা কী কোনো এয়ার-জেট স্টেশনে যাচ্ছি?"

তার দিকে ঘুরল ডর্স। মুখে আমুদে হাসি। "তোমাকে আমি এয়ার-জেট এর প্রতীক দেখিয়েছি। তোমার কী ধারণা আমরা গলফ খেলতে যাচ্ছি? তুমিও কী ট্র্যানটরিয়ানদের মতো এয়ার-জেট-এ চড়তে ভয় পাও?"

"না, না। হ্যালিকনে আমরা প্রায় সময়ই এয়ার-জেট ব্যবহার করি। আসলে হামিন যখন আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে তখন কমার্শিয়াল এয়ার ট্রাভেল এড়িয়ে গিয়েছিল কারণ সে মনে করেছিল হয়তো আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা গোপন রাখা যেত না।"

"কারণ, প্রতিপক্ষ তখন জানত তুমি কোথায় আছ এবং কোথায় যাবে। হয়তো এখন ওরা জানে না তুমি কোথায়। আর তাছাড়া আমরা একটা গোপন পোর্ট থেকে ব্যক্তিগত এয়ার জেট-এ চড়ব।"

"চালাবে কে?"

"সম্ভবত হামিনেরই এক বন্ধু।"

"ওকে বিশ্বাস করা যাবে? তোমার কী ধারণা?"

"যেহেতু হামিনের বন্ধু, সেহেতু অবশ্যই বিশ্বাস করা যায়।"

"হামিনের উপর তোমার অগাধ বিশ্বাস।" তিক্ত গলায় বললেন সেলডন।

"কারণ আছে।" সেলডনের গলার স্বরের পরিবর্তন আমলেই নিল না ডর্স। "ও সবার সেরা।"

সেলডনের তিক্ততা আরো বেড়ে গেল।

"ওই যে, এয়ার-জেট।"

ছোট বাহন, অদ্ভুত আকৃতির ডানা। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বেটে মতো একটা লোক, পরনে উজ্জ্বল এবং বহুরঙা ট্র্যানটরিয়ান পোশাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা সাইকো।" ডর্স বলল।

"এবং আমি ইতিহাস।" লোকটা জবাব দিল।

এয়ার জেট এর ভিতরে ঢুকল সবাই।

"পাস ওয়ার্ডের আইডিয়াটা কার?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"হামিন।" ডর্স জবাব দিল।

নাক দিয়ে বিদঘুটে শব্দ করলেন সেলডন। "হামিনের যে সেন্স অফ হিউমার আছে আমি চিন্তাই করিনি। সবসময় এত গম্ভীর হয়ে থাকে।"

ডর্স হাসল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানমাস্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানমাস্টার ফোরটিন... প্রাচীন ট্র্যানটরের মাইকোজেন সেক্টরের শাসনকর্তা... আত্মকেন্দ্রিক এই সেক্টরে অন্যান্য শাসনকর্তার মতোই এই লোকটির ব্যাপারেও তেমন কোনো তথ্য নেই। ইতিহাসে সানমাস্টার ফোরটিন-এর নাম শুধু এই কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে, হ্যারি সেলডন যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই সময়েরই একটা ঘটনায় তার কিছুটা ভূমিকা ছিল...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৩৫

পাইলট কম্পার্টমেন্টটা অত্যধিক ছোট। পিছনে মাত্র দুজন মানুষ বসার ব্যবস্থা। গদিমোড়া আসনে বসে সেলডন টের পেলেন জালের মতো এক ধরনের কাপড় তার পা, কোমর এবং বুক পেচিয়ে আসনের সাথে বেঁধে ফেলেছে। মাথার উপর থেকে একটা হুড নেমে এসে তার কপাল এবং কান পর্যন্ত বেঁধে ফেলল। নিজেকে মনে হলো বন্দী। কষ্ট করে বাদিকে ঘুরলেন। খুব সামান্যই ঘুরতে পারলেন– দেখলেন ডর্সও একই রকমভাবে বন্দী হয়ে পড়েছে।

পাইলট নিজের আসনে বসে প্রথমে যন্ত্রপাতিগুলো দেখে নিল তারপর বলল, "আমি এনডর লেভনিয়ান, আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। সিট বেল্ট দিয়ে এভাবে বেঁধে রাখার কারণ হচ্ছে উড্ডয়ন দেয়ার সময় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগবে। উপরে উঠার পর বাঁধন খুলে দেয়া হবে। আপনাদের নাম আমাকে জানাতে হবে না। জেনে কোনো লাভ নেই।

চমৎকার ভঙ্গীতে হাসল পাইলট। হাসির সাথে অসংখ্য ভাজ পড়ল মুখে। "বন্ধুরা, আপনারা ভয় পাবেন না তো?"

"আমি একজন আউটওয়ার্ল্ডার এবং এয়ার জেট চড়ে অভ্যস্ত।" হালকা সুরে ডর্স বলল।

"আমিও।" তাচ্ছিল্যের সুরে জানালেন সেলডন।

"চমৎকার। তবে এটা ঠিক আপনাদের সাধারণ এয়ার জেট এর মতো না এবং সম্ভবত কখনো রাতে ফ্লাই করেননি। যাই হোক আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন।

পাইলটেরও পুরো শরীর বেল্ট দিয়ে আটকানো তবে হাতদুটো পুরোপুরি বাঁধনমুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব হালকাভাবে জেট এর ভিতরে গমগম একটা শব্দ তৈরি হলো। ধীরে ধীরে সেটা বাড়ছে। যদিও অসহ্য হয়ে ওঠেনি, তবে হতে কতক্ষণ। তাই সেলডন ঝাঁকুনি দিয়ে শব্দটা কান থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করলেন। তাতে শুধু একটাই লাভ হলো যে হুডটা আরো শক্তভাবে চেপে বসল মাথার সাথে।

জেটটা তারপর এক লাফ দিয়ে উড়া শুরু করল (বর্ণনা দেয়ার জন্য সেলডনের কাছে মনে হলো এটাই উপযুক্ত শব্দ) এবং সেলডনের মনে হলো কে যেন তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে সিট এর সাথে ঠেসে ধরেছে।

পাইলটের সামনে যে উইন্ডশীল্ড আছে সেটা দিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে আতঙ্ক বেড়ে গেল শতগুণ। চোখের সামনে শুধু নিরেট দেয়াল, খাড়া উঠে গেছে। তারপর দেয়ালের গায়ে গোলাকার একটা প্রবেশমুখ তৈরি হল। ঠিক এইরকমই একটা প্রবেশমুখ দিয়ে তিনি আর হামিন প্রথম দিন ইম্পেরিয়াল সেক্টর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। যদিও শুধু জেট এর ঢোকার জন্য প্রবেশমুখটা যথেষ্ট বড় কিন্তু জেট এর ডানাদুটো যে ঢুকবে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যতদূর সম্ভব ডানদিকে মাথা ঘোরালেন সেলডন। সময়মতোই ঘুরিয়েছিলেন। কারণ তাকিয়েই দেখলেন যে ডানদিকের ডানাটা খসে পড়ে গেল।

প্রবেশমুখ দিয়ে জেটটা ঢুকে পড়ল অনায়াসে। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। আলোকিত টানেলের ভিতর দিয়ে নিখুঁত গতিতে ছুটে চলেছে জেট। হঠাৎ হঠাৎ ঝাঁকুনি লাগছে। সেলডনের ধারণা মাঝে মাঝে দু একটা বিচ্ছিন্ন ম্যাগনেট রয়েছে। তাই এরকম হচ্ছে।

তারপর, মাত্র দশ মিনিট পর এয়ার জেট টানেল ছেড়ে বেরিয়ে এল উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে, রাতের নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সব দৃশ্যপট।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে বেরিয়ে জেট এর গতি কমে গেল খানিকটা। দম বন্ধ করে বসে রইলেন সেলডন।

কিছুক্ষণ পরেই শরীরের সব বাঁধন খুলে গেল একসাথে।

"কেমন আছেন, বন্ধুরা?" পাইলটের উৎফুল্ল কণ্ঠ শোনা গেল।

"ঠিক বুঝতে পারছি না," বললেন সেলডন। ঘুরলেন ডর্স এর দিকে। "তুমি ঠিক আছ?"

"হ্যাঁ।" ডর্স জবাব দিল। "আমার ধারণা মি. লেভনিয়ান দেখতে চেয়েছিলেন আমরা আউটওয়ার্ল্ডার কী না। তাই না মি. লেভনিয়ান?"

"অনেকেই এক্সাইটমেন্ট পছন্দ করে," বলল লেভনিয়ান। "আপনারা করেন না?"

"করি, তবে তারও একটা সীমা থাকে।" ডর্স বলল।

সেলডন সম্মতি জানালেন, "সব বুদ্ধিমান মানুষই এটা মেনে চলে।"

না থেমেই আবার বললেন, "নিশ্চয়ই আপনার কাছেও এত বেশি আনন্দদায়ক হতো না যদি ডানাগুলো বিচ্ছিন্ন না করা যেতো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নাহ্। আমি তো বলেছি যে এটা কোনো সাধারণ এয়ার জেট নয়। এর ডানাগুলো সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড। এগুলো জেট এর গতি, তাপমাত্রা, বাতাসের বেগ এইরকম আরো অনেক কিছুর সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে। প্রয়োজনে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এগুলোর দৈর্ঘ্য প্রস্থ কমে বা বাড়ে বা এমনকি সম্পূর্ণ আকৃতিটাই পাল্টে ফেলতে পারে।"

সেলডনের জানালায় একটা শব্দ হলো। "বৃষ্টি পড়ছে।" তিনি বললেন।

"সবসময়ই পড়ে।"

বাইরে দেখার চেষ্টা করলেন তিনি। হ্যালিকন বা অন্য কোনো গ্রহ হলে আলো চোখে পড়ত। শুধু ট্র্যানটরে– অন্ধকার।

–সম্পূর্ণ অন্ধকার নয় অবশ্য। কারণ এক জায়গায় বীকন লাইট চোখে পড়ল। সম্ভবত সতর্ক করে দেয়ার জন্য যে ঐ জায়গায় আপারসাইড অনেক উঁচু।

সবসময়ের মতোই সেলডনের অস্বস্তি টের পেল ডর্স। আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে হাতে হাত বুলিয়ে বলল, "দুঃশ্চিন্তা করো না, হ্যারি। আমি নিশ্চিত পাইলট জানে সে কী করছে।"

"আমিও নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছি, তবে সে যদি আমাদের জানাতো তাহলে আরো ভালো হতো।" কথাগুলো বেশ জোরেই বললেন যেন যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সে শুনতে পারে।

"আমার কোনো আপত্তি নেই," পাইলট বলল, "শুরুতেই বলি যে আমরা উপরে উঠছি। আর কয়েক মিনিট পরেই মেঘের স্তর পেরিয়ে যাব। ওখানে বৃষ্টি থাকবে না এমনকি আমরা তারাও দেখতে পারব।"

নিখুঁত সময়ের হিসাব কারণ পলকের মতো পাতলা মেঘের ফাঁক দিয়ে একটা দুটো তারা দেখা যাচ্ছে এখন। পাইলট যখন কেবিনের আলোগুলো নিভিয়ে দিল বাইরের আকাশে তখন দেখা গেল অসংখ্য উজ্জ্বল তারার মেলা। শুধু ভেতরের যন্ত্রপাতি থেকে বিচ্ছুরিত আলো বাইরের সীমাহীন উজ্জ্বলতার সাথে নিষ্ফল প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

"প্রায় দুই বছর পরে আমি তারা দেখার সুযোগ পেলাম।" ডর্স বলল, "কী চমৎকার, তাই না? কত উজ্জ্বল– আর অগণিত।"

"আসলে ট্র্যানটর অন্যান্য গ্রহগুলোর তুলনায় গ্যালাক্সি কেন্দ্রের অনেক কাছাকাছি অবস্থিত।" মন্তব্য করল পাইলট।

হ্যালিকন গ্যালাক্সির এমন এক অংশে অবস্থিত যেখানে আকাশে কখনোই অগণিত তারা চোখে পরে না। আর তাই মহাবিশ্বের দুর্লভ সৌন্দর্য্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন সেলডন।

"একেবারে নীরব, কোনো শব্দ নেই।" ডর্স বলল।

"ঠিক বলেছ," সেলডন বললেন। "এই জেট এর শক্তির উৎস কী, মি. লেভনিয়ান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মাইক্রোফিউশন মোটর আর গ্যাস।"

"জানতাম না যে আমরা মাইক্রোফিউশন মোটর তৈরি করেছি। যদিও নাম শুনেছি– "

"এরকম অল্প কয়েকটাই তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোর সবই ট্র্যানটরে এবং শুধু সরকারের প্রথম শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ব্যবহার করে।"

"এই জেট এর ভাড়া নিশ্চয়ই অনেক বেশি?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"অত্যধিক বেশি।"

"এজন্য মি. হামিনকে কত খরচ করতে হবে?"

"মি. হামিনকে কোনো কিছুই খরচ করতে হবে না। যে কোম্পানী এই জেট এর মালিক, মি. হামিন সেই কোম্পানীর খুব ভালো একজন বন্ধু।"

হুম্ জাতীয় একটা শব্দ করলেন সেলডন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এইরকম মাইক্রোফিউশন এয়ার-জেট বেশি বেশি তৈরি হচ্ছে না কেন?"

"প্রথম কারণ খরচ অনেক বেশি পড়ে। তাছাড়া যে কয়টা আছে তাতেই কাজ চলে যায়।"

"বড় জেট তৈরি করে আরো বেশি কাজে লাগাতে পারেন।"

"হয়তো, কিন্তু কোম্পানী বড় এয়ার জেট এর জন্য উপযুক্ত মাইক্রোফিউশন ইঞ্জিন এখনো তৈরি করতে পারেনি।"

কারিগরি অগ্রগতি বা প্রযুক্তিকে আরো উন্নত করার আকাঙ্ক্ষা যে একেবারেই শেষ হয়ে গেছে সেই সম্বন্ধে হামিনের অভিযোগের কথা মনে পড়ল সেলডনের। 'অবক্ষয়', বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

"কী?" ডর্স জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না। হামিন একটা কথা বলেছিল সেটাই চিন্তা করছিলাম।"

বাইরে তারাগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কী পশ্চিম দিকে যাচ্ছি, মি. লেভনিয়ান?"

"হ্যাঁ, কীভাবে বুঝলেন?"

"আমার ধারণা পূর্ব দিকে যেতে থাকলে এতক্ষণে আমরা ভোর হওয়া দেখতে পেতাম।"

তবে ভোর হওয়া চোখে পড়ল ঠিকই এবং সেই সাথে সূর্যের আলো– সত্যিকার নির্ভেজাল সূর্যের আলো– কেবিনের দেয়ালগুলো আলোর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত দেখার সুযোগ হল, কারণ জেট নিচে নামছে, আবার মেঘের ভিতরে ঢুকে গেল। নীল আর সোনালি রং অদৃশ্য হয়ে এখন চারপাশে বিবর্ণ ধূসর রং। ডর্স আর সেলডন হতাশা চেপে রাখতে না পেরে প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল।

মেঘের স্তর পেরিয়ে আরো নামতেই আপারসাইডের সারফেস চোখে পড়ল। এই অংশে শক্ত গুড়িওয়ালা গাছ এবং তৃণভূমি গড়ে উঠেছে। বেশ ভালোভাবেই বিস্তৃত। ক্লজিয়া এগুলোর কথাই বলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারও খুব বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ হলো না। নিচে একটা প্রবেশ মুখ দেখা যাচ্ছে, মাথায় লেখা 'মাইকোজেন।'

৩৬

জেট পোর্টটাকে সেলডনের কাছে মনে হলো পরিত্যক্ত। পাইলট এর কাজ শেষ। দেরী করল না। ডর্স আর সেলডনের সাথে হাত মিলিয়ে জেট নিয়ে দ্রুত উড়াল দিল। ঝপ করে ঢুকে পড়ল আরেকটা প্রবেশ মুখে।

মনে হচ্ছে অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বসার জন্য বেঞ্চ আছে যেখানে একসাথে কয়েকজন মানুষ বসতে পারবে। কিন্তু সেলডন আর ডর্স ভেনাবিলি ছাড়া অন্য কোনো মানুষ নেই। আয়তকার পোর্ট, দেয়াল দিয়ে ঘেরা, সেই দেয়ালগুলোতে নিঃসন্দেহে অসংখ্য টানেল আছে যা দিয়ে অসংখ্য জেট যাওয়া-আসা করে। কিন্তু কোথাও কোনো জেট নেই। তাদেরকে নিয়ে আসা জেটটা চলে যাওয়ার পর আর কোনো জেট আসেনি।

একটা মানুষও নেই। একেবারেই জনশূন্য।

নৈঃশব্দ এবং একাকীত্ব অসহ্য ঠেকল সেলডনের কাছে। ডর্সের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আমরা কী করব? তোমার কোনো পরিকল্পনা আছে?"

মাথা নাড়ল ডর্স। "হামিন বলেছে সানমাস্টার ফোরটিন আমাদের সাথে দেখা করবে। এছাড়া আর কিছু জানি না।"

"সানমাস্টার ফোরটিন? এটা আবার কী?"

একজন মানুষ কোনো সন্দেহ নেই। নাম শুনে অবশ্য বলতে পারছি না পুরুষ না মহিলা।"

"অদ্ভুত নাম।"

"নির্ভর করবে শ্রোতার উপর। কখনো মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি এমন অনেকেই নাম শুনে আমাকে পুরুষ মনে করত।"

"ওরা নিশ্চয়ই বোকা ছিল," মৃদু হেসে বললেন সেলডন।

"মোটেই না। নাম দিয়ে তো আর পুরুষ মহিলা বোঝা যায় না। কাজেই ওদের অনুমান ঠিকই আছে। আমি শুনেছি অনেক গ্রহেই ডর্স নামটা পুরুষদের নাম হিসেবে বেশ প্রচলিত।"

"আমি কখনো শুনিনি।"

"তার কারণ তুমি আসলে ঠিক গ্যালাকটিক ট্রাভেলার নও। হ্যারি নামটা বেশ প্রচলিত অথচ আমি এক মহিলাকে চিনতাম যার নাম ছিল হেরি। উচ্চারণ একরকম হলেও বানান ভিন্ন। যতদূর জানি মাইকোজেনে একেকটি পরিবারের জন্য শুধু একটি নামই নির্দিষ্ট করা থাকে। অর্থাৎ একটি পরিবারের সব সদস্যের নামই হবে একরকম, পরিবারের সদস্যদের চিহ্নিত করার জন্য সেই নামের সাথে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারাবাহিকভাবে নাম্বার যুক্ত করা হয়। পূর্বপুরুষদের নামের সাথে যে পর্যন্ত নাম্বার দেয়া হয় বংশধরদের নামের সাথে ধারাবাহিকভাবে তার পরের নাম্বার যোগ হয় এবং এভাবেই চলতে থাকে।"

"কিন্তু সানমাস্টার নামটা একটু বেশিই অদ্ভুত।"

"তুমি বোধহয় বলতে চাও যে নামটা বেশ খানিকটা দাম্ভিক, তাই না? সিনাতে ডর্স নামটা অনেক প্রাচীন একটা শব্দ যার অর্থ 'বসন্তের উপহার'।"

"কারণ বসন্তকালে তোমার জন্ম হয়েছে।"

"না, আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই সিনাতে তখন ঘাম ঝরানো গ্রীষ্মকাল। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে মনে হয়েছে এই নামটাই ভালো হবে।"

"তাহলে বলা যায়, সম্ভবত সানমাস্টার– "

ভরাট এবং কঠিন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ওটা আমার নাম, ট্রাইবসমেন।"

চমকে উঠলেন সেলডন। বা দিকে তাকিয়ে একটা গ্রাউন্ড কার দেখতে পেলেন। কখন এসেছে টেরই পাননি। গাড়িটার আকৃতি বাক্সের মতো এবং বেশ প্রাচীন। দেখতে অনেকটা ডেলিভারি ওয়াগনের মতো। ভেতরে চালকের আসনে বৃদ্ধ এক লোক বসে আছে। যথেষ্ট লম্বা এবং বৃদ্ধ হলেও দেহ কাঠামো এখনো সবল। রাজকীয় ভঙ্গীতে গাড়ি থেকে নামল সে।

পরনে বিশাল হাতাওয়ালা সাদা আলখাল্লা। হাতাগুলো কব্জির কাছে আটকানো। পায়ে স্যান্ডেল। মাথা পুরোপুরি কামানো দেখে মনে হয় ওই মাথায় কোনোদিন চুল গজায়নি। গভীর চোখ দিয়ে তাদের দুজনকে পর্যবেক্ষণ করছে।

"স্বাগতম, ট্রাইবসমেন।" লোকটা বলল।

কৃত্রিম ভদ্রতার সাথে সেলডন বললেন, "অভিনন্দন, স্যার।" তারপর সত্যিকার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি ভিতরে আসলেন কীভাবে?"

"যে পথ দিয়ে আসতে হয় সেই পথ দিয়ে। আমি ঢোকার পর প্রবেশ পথটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের মনোযোগ ছিল অন্যদিকে।"

"হ্যাঁ, আমরা খেয়াল করিনি। অবশ্য এখানে কী হবে বা কার দেখা পাব সেটা তো আমরা জানি না। সত্যি কথা বলতে কী এখনো জানি না।"

"ট্রাইবসম্যান চ্যাটার হামিন আমার সহকর্মী ব্রাদারদের জানায় যে দুজন ট্রাইবস সদস্য এখানে আসছে। আপনাদের সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছে সে।"

হামিনের সাথে আপনার পরিচয় আছে তাহলে।"

"হ্যাঁ। সে আমাদের একজন সেবক। আমাদের এত সেবা করেছে যে এখন সময় এসেছে বিনিময়ে তাকে কিছু দেয়ার। মাইকোজেনে বাইরে থেকে খুব কম মানুষ আসে, এখান থেকেও খুব কমই বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায়। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া, কোনো অসুবিধা যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এখানে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা কৃতজ্ঞ, সানমাস্টার ফোরটিন।" কুর্নিশ করার ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে ডর্স বলল।

সান মাস্টার রাগ এবং বিরক্তি নিয়ে তার দিকে তাকালেন। "ট্রাইবসদের নিয়ম আমি জানি।" তিনি বললেন। "জানি যে ওই সমাজে মেয়েরা অনুমতি ছাড়াই পুরুষদের মাঝে কথা বলতে পারে। তাই আমি বিরক্ত হইনি। কিন্তু অন্য ব্রাদাররা নিয়মটা জানে না। তাই ওদের সামনে সতর্ক থাকতে হবে।"

"তাই নাকি?" সানমাস্টারের রাগ বোঝা না গেলেও ডর্স রাগ গোপন করল না।

"হ্যাঁ। আর যখন আপনাদের সাথে একা থাকব তখন আমার নামের সাথে যে পরিচয়সূচক সংখ্যা আছে সেটা বলার দরকার নেই। শুধু 'সানমাস্টার' বললেই হবে। –এখন দয়া করে আমার সাথে আসুন। এই জায়গাটা আমার জন্য স্বস্তিদায়ক নয় কারণ এখানে ট্রাইবস সমাজের নিদর্শন প্রকট।"

"স্বস্তি আমাদের সবারই প্রয়োজন," বললেন সেলডন, বোধহয় প্রয়োজনের চেয়ে খানিকটা জোরেই বললেন, "এবং এখান থেকে এক পাও নড়ব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে আমাদেরকে বল প্রয়োগ করে আপনার পছন্দমতো প্রথা মেনে চলতে বাধ্য করা হবে না। আমাদের সমাজে যে কোনো মেয়ে পুরুষদের মতোই স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। আপনি যদি আমাদের নিরাপত্তা দিতে রাজী হয়ে থাকেন তাহলে শারীরিক নিরাপত্তার পাশাপাশি মানসিক নিরাপত্তাও দিতে হবে।"

"আপনি বেশ সাহসী," মসৃণ সুরে বললেন সানমাস্টার। "আপনার নাম?"

"আমি হ্যালিকনের হ্যারি সেলডন। আমার সঙ্গিনী সিনার ডর্স ভেনাবিলি।"

সেলডন যখন নিজের নাম বললেন সানমাস্টার মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালেন, কিন্তু ডর্স এর নাম শুনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। "ট্রাইবসম্যান হামিনকে কথা দিয়েছি যে আমি আপনাদের সব রকম সহায়তা করব। তাই আপনার সঙ্গিনীকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য যা করতে পারি করব। এই অশালীন আচরণ যদি সে করতেই থাকে আমি দেখব এর জন্য তাকে যেন দোষী সাব্যস্ত করা না হয়– তবে একটা ব্যাপার আপনাদের নিশ্চিত করতেই হবে।"

এবং কথা শেষ করেই সে চোখের ইশারায় দেখালো, প্রথমে সেলডনের মাথা এবং তারপরে ডর্স এর মাথার দিকে।

"বুঝলাম না।" বললেন সেলডন।

"আপনাদের চুল?"

"চুল আবার কী দোষ করল।"

"ওগুলো দেখানো চলবে না।"

"তার মানে আমাদেরকে আপনার মতো মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে?"

"আমার মাথা কামানো নয়, ট্রাইবসম্যান সেলডন। বয়ঃসন্ধিকালে কৃত্রিম উপায়ে আমার শরীরে লোম গজানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। নিয়মটা আমাদের সমাজের নারী পুরুষ সকলেই মেনে চলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই কাজ আমি কখনোই করতে দেব না।"

"ট্রাইবসম্যান, আমি আপনাদের মাথা কামাতে বলছি না বা লোমনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে বলছি না, শুধু ঢেকে রাখতে বলছি।"

"কীভাবে?"

"স্কিনক্যাপ আছে আমার সাথে। এটার সাহায্যে চুল ভুরু সব ঢেকে রাখা যাবে। যখন আমাদের মাঝে থাকবেন তখন ওগুলো পড়ে রাখবেন। এবং ট্রাইবসম্যান সেলডন, আপনি প্রতিদিন শেভ করবেন।"

"কিন্তু কেন এই নিয়ম মানতে হবে?"

"কারণ আমাদের কাছে মাথার চুল ঘৃণ্য এবং অশ্লীল।"

"নিশ্চয়ই আপনি এবং আপনার সমাজের লোকেরা জানে যে এটা অন্য সবার কাছেই স্বাভাবিক। গ্যালাক্সির বাকী সবার কাছেই চুল সৌন্দর্যের লক্ষণ।"

"জানি। আমি এবং এই সমাজের আরো কয়েকজন আছে যাদের সাথে ট্রাইবসম্যানদের অনবরত দেখা হয়। ফলে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু যারা অভ্যস্ত না তাদেরকে তো আমরা এইরকম অশ্লীল দৃশ্য দেখতে দিতে পারি না।"

"ঠিক আছে, সানমাস্টার। কিন্তু একটা কথা জানতে চাই, যেহেতু আপনারা চুল নিয়েই জন্মান, আমরা সবাই, এবং বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত সেগুলো দেখিয়েই বেড়ান, তারপর সেগুলো ফেলে দেয়ার মানে কী? শুধুই কি প্রথা নাকি এর পিছনে অন্য কোনো যুক্তি আছে?"

গর্বিত সুরে জবাব দিলেন বৃদ্ধ মাইকোজেনিয়ান, "এভাবেই আমরা শিশুদের বোঝাই যে তোমরা এখন বড় হয়েছ এবং এভাবেই সে বুঝতে পারে নিজের আসল পরিচয় এবং কখনো ভুলে না যে সে ছাড়া বাকী সবাই ট্রাইবসম্যান।"

প্রতিউত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না তিনি (এবং সত্যি কথা বলতে কী সেলডন কী জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না) বরং আলখাল্লার পকেট থেকে বিভিন্ন রং এর অনেকগুলো পাতলা প্লাস্টিকের বস্তু বের করে আনলেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাকী দুজনের মুখের দিকে। বস্তুগুলো একটা একটা করে তাদের মুখের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

"গায়ের রং এর সাথে মিলতে হবে।" তিনি বললেন। "যেন কেউ বুঝতে না পারে আপনারা স্কিনক্যাপ পড়ে রেখেছেন।"

শেষ পর্যন্ত একটা বেছে সেলডনকে দিলেন। দেখিয়ে দিলেন কীভাবে পড়তে হবে।

"পড়ে নিন, ট্রাইবসম্যান সেলডন। প্রথম প্রথম সমস্যা হবে। তবে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।"

জিনিসটা মাথায় দিলেন সেলডন। কিন্তু পিছন দিকের চুলগুলো ঢাকতে গিয়ে পিছলে যেতে লাগল বারবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ভুরুর উপর থেকে শুরু করুন।" সানমাস্টার বললেন। আঙ্গুল নাড়ানো দেখে মনে হলো সাহায্য করতে প্রচণ্ড আগ্রহী।

হাসি চেপে সেলডন বললেন, "আপনি পরিয়ে দেবেন?"

পিছিয়ে গেলেন সানমাস্টার, খানিকটা ঝাঁঝের সাথে বললেন, "অসম্ভব ; তাহলে আপনার চুলে আমার হাত লাগবে।"

সানমাস্টারের পরামর্শ শুনে শুনে জিনিসটা শেষ পর্যন্ত মাথায় আটকাতে পারলেন সেলডন। এখানে সেখানে কয়েক গোছা চুল বেরিয়ে ছিল। সেগুলোও ঢেকে ফেললেন ভালো করে। পুরো প্রক্রিয়াটাই এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ডর্স, এবার কোনো সমস্যা ছাড়াই সেও ক্যাপটা মাথায় আটকে নিল।

"খুলব কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"যে কোনো একটা প্রান্ত ধরে টান দিলেই খুলে আসবে। চুল ছোট করে রাখলে খোলা এবং লাগানো দুটোই সহজ হবে।"

"আমি বরং কষ্ট করেই লাগাবো আর খুলব।" তারপর ডর্স এর দিকে ঘুরে নিচু স্বরে বললেন, "তোমাকে এখনো চমৎকার লাগছে, ডর্স, তবে একটু অন্যরকম।"

"সাময়িক পরিবর্তন এবং তুমি চুলহীন আমার সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।"

আরো নিচু গলায় ফিসফিস করে সেলডন বললেন, "তোমার এই চেহারার সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার মতো দীর্ঘদিন এখানে থাকার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।"

সানমাস্টার লক্ষ্য করলেও ট্রাইবসম্যানদের ফিসফিসানি শোনার কোনো চেষ্টা করলেন না। বিরক্ত সুরে বললেন, "চলুন, আপনাদের আমি মাইকোজেন এ নিয়ে যাব।"

AMARBOI.COM

৩৭

"বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমি ট্র্যানটরে আছি।" ফিসফিস করে ডর্স বলল।

"তার মানে তুমি এইধরনের কিছু আগে দেখনি?" বললেন সেলডন।

"ট্র্যানটরে আমি বাস করছি দুই বছর ধরে। বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুই একটা জায়গায় অবশ্য গিয়েছি। শুনেছি অনেক কিছু। কিন্তু এইধরনের কিছু দেখিনি বা শুনিনি। সব একরকম, কোনো পার্থক্য নেই।"

নিখুঁতভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন সানমাস্টার। কোনো দ্বিধাগ্রস্ততা নেই। রাস্তায় আরো অনেক গাড়ি। চালকের আসনে কেশহীন মানুষ, আলো পড়ে তাদের টাকমাথাগুলো চক চক করছে।

রাস্তার দুই পাশেই সারি সারি ঘর বাড়ি। প্রতিটি বাড়িই তিনতলা এবং দেখতে ঠিক একইরকম। কোনো চমকদার কারুকার্য নেই, একেবারেই সাদামাটা। প্রতিটি বাড়ির রংই ধূসর।

"একঘেয়ে," ডর্স বলল, "ভীষণ একঘেয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সাম্যবাদ," ফিসফিস করে বললেন সেলডন। "আমার ধারণা এখানে সবাই সমান। ধনী-গরীব বা উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই।"

পায়ে চলার জন্য অনেকগুলো ফুটপাথ থাকলেও কোনো চলমান করিডর নেই। কাছাকাছি এক্সপ্রেস ওয়েরেও কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

"আমার ধারণা ধূসর পোশাকের মানুষগুলো মেয়ে।" ডর্স বলল।

"বোঝা মুশকিল। ঢোলা আলখাল্লা সব ঢেকে রেখেছে। ন্যাড়া মাথাগুলো সব একরকম।"

"ধূসর পোশাক সব সময় জোড়ায় জোড়ায় বা কোনো সাদা পোশাকের সাথে হাঁটছে। সাদা পোশাকের মানুষগুলো অনেকেই একা হাঁটছে আর সানমাস্টারের পোশাকও সাদা।"

"বোধহয় ঠিকই বলেছ," গলা চড়ালেন সেলডন, "সানমাস্টার, আমি কৌতূহলী– "

"যদি কৌতূহল হয় তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন, তবে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।"

"আমরা সম্ভবত একটা আবাসিক এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প এলাকাগুলো কোন দিকে?"

"আমাদের সমাজ পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক। যেখানে থাকেন, এগুলো জানেন না।"

"আপনি জানেন আমি একজন আউটওয়ার্ল্ডার," কঠিন সুরে বললেন সেলডন। "ট্র্যানটরে এসেছি মাত্র দুইমাস।"

"তারপরেও জানা উচিত।"

"এখন পর্যন্ত একটা ফার্মও চোখে পড়ল না কেন?"

"সব আরো নিচের লেভেলে।" সংক্ষেপে জবাব দিলেন সানমাস্টার।

"তাহলে এটা কী মাইক্রোজেন এর সম্পূর্ণ আবাসিক লেভেল?"

"এটা এবং আরো কয়েকটা আছে। যেমন দেখছেন আমরা ঠিক তাই। এখানে সবাই সমান। কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেক ব্রাদার তার পরিবারকে নিয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। এখানে কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, ছোট নয়।"

ডর্সের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ দিয়ে ঢাকা একটা ভুরু বাঁকা করলেন সেলডন। বললেন, "কিন্তু কারো পরনে ধূসর পোশাক, কারো পরনে সাদা।"

"কারণ তাদের কেউ ব্রাদার, কেউ সিস্টার।"

"আর আমরা?"

"আপনারা ট্রাইবসম্যান এবং অতিথি। আপনি এবং আপনার"– একটু দ্বিধা করলেন সানমাস্টার, তারপর বললেন, "সঙ্গিনীকে মাইকোজেনিয়ান সমাজের সব রীতিনীতি মেনে চলতে হবে না। তবে আপনাকে সাদা পোশাক এবং আপনার সঙ্গিনীকে ধূসর পোশাক পরতে হবে। আমরা যেমন বাড়িতে থাকি সেইরকমই একটা অতিথি ভবনে আপনাদের থাকতে দেয়া হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সবার জন্য সমান সুযোগ, চমৎকার নীতি, কিন্তু আপনাদের সংখ্যা বাড়লে কী করেন? তখন কী আরো ভাগ বাটোয়ারা করতে হয়?"

"আমাদের সংখ্যা কখনো বাড়ে না। সেরকম হলে আমাদের জায়গা বাড়াতে হবে যা আশেপাশের ট্রাইবসম্যানরা করতে দেবে না। তাছাড়া সংখ্যায় বেশি হলে আমাদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে।"

"কিন্তু যদি– "

বাধা দিলেন সানমাস্টার। "যথেষ্ট হয়েছে, ট্রাইবসম্যান সেলডন। আগেই তো বলেছি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। বন্ধু ট্রাইবসম্যান হামিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আপনাদের আমরা নিরাপদে রাখব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের জীবনযাপন প্রণালী ব্যাহত হচ্ছে। কৌতূহলী হতে পারবেন কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানো আমরা পছন্দ করব না।"

তার বলার সুরে এমন কিছু ছিল যে সেলডন আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। হামিন আসলে সাহায্য করতে গিয়ে আরো বেশি ঝামেলা তৈরি করে ফেলেছে।

সেলডন তো শুধু নিরাপত্তা চান না। তার তথ্যেরও প্রয়োজন। আর তথ্য যদি নাই পাওয়া যায় তাহলে এখানে তিনি থাকবেন না।

৩৮

বরাদ্দকৃত কোয়ার্টার দেখে হতাশ এবং বিরক্ত হলেন সেলডন। এতে একটা পৃথক রান্নাঘর, পৃথক ছোট একটা বাথরুম আছে। দুটো বিছানা, কাপড় রাখার দুটো ক্লজেট, একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার। মোট কথা দুজন মানুষ যদি ছোট একটা ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকতে চায় তাহলে যা যা প্রয়োজন তার সবই আছে এখানে।

"সিনাতে আমরা এইরকম পৃথক রান্নাঘর এবং বাথরুম ব্যবহার করতাম," হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গীতে ডর্স বলল।

"আমাদের ছিল না," সেলডন বললেন। "হ্যালিকন ছোট গ্রহ হতে পারে কিন্তু আমি অত্যাধুনিক শহরে বাস করেছি। কমিউনিটি কিচেন আর বাথরুম। –আর এটা হচ্ছে অপচয়। কেউ যদি অল্প কয়েকদিনের জন্য হোটেলে থাকতে চায় তখন এইধরনের ব্যবস্থা আশা করতে পারে, কিন্তু পুরো সেক্টরই যদি এইরকম হয়, চিন্তা করে দেখ কী পরিমাণ রান্নাঘর আর বাথরুম তৈরি করতে হবে– সবই আবার একই ডিজাইনের।"

"বোধহয় এটাই সাম্যবাদ। ভালো ঘর বা উন্নত সেবা পাওয়ার জন্য কোনো প্রতিযোগিতা নেই। সবার জন্য সমান সুযোগ।"

"প্রাইভেসীও থাকবে না। তাতে অবশ্য আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তোমার হতে পারে এবং আমি চাই না তোমার চেয়ে বেশি সুযোগ নিতে। ওদেরকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের আলাদা দুটো কামরা প্রয়োজন– পাশাপাশি হলেও ক্ষতি নেই তবে আলাদা হতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার মনে হয় না কাজ হবে। স্থান সংকুলান একটা বড় সমস্যা আর আমার ধারণা ওরা আমাদেরকে যে পরিমাণ সুযোগ দিয়েছে তাতে নিজেরাই অবাক হয়ে গেছে। এভাবেই থাকতে হবে, হ্যারি। দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। আমি লজ্জাবতী নারী নই, তুমি সুযোগ সন্ধানী তরুণ আমার তা মনে হয় না।"

"আমার জন্যই তোমাকে এই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।"

"তাতে কী? বেশ অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে।"

"ঠিক আছে। তুমি কোন বিছানাটা নেবে? ওইটা নাও। বাথরুমের কাছাকাছি।" বলেই সেলডন অন্য বিছানাটায় বসে পড়লেন। "একটা বিষয় আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। যতক্ষণ এখানে থাকছি ততক্ষণ আমরা ট্রাইবসপিওপিল, তুমি, আমি এমনকি হামিনও। যেহেতু আমরা অন্য ট্রাইবের মানুষ তাই ওদের কোনো ব্যাপারই আমাদের মাথা ব্যথা না। –কিন্তু আমার মাথা ব্যথা। সেজন্যই আমি এখানে এসেছি। ওরা যা জানে তার কিছু আমি জানতে চাই।"

"অথবা ভাবছ যে ওরা জানে," জাত ইতিহাসবিদের মতো সন্দেহ নিয়ে ডর্স বলল। "ওদের এমন কিছু কিংবদন্তী আছে যার উৎপত্তি সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও আগে। তবে আমার মনে হয় না সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু।"

"কিংবদন্তীগুলো কী নিয়ে সেটা না জেনে আমরা কিছুই বলতে পারি না। ওদের কোনো রেকর্ডই কী অন্য কারো কাছে নেই।"

"আমি অন্তত জানি না। এই মানুষগুলো অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিক। নিজস্ব ধ্যান ধারণার ব্যাপারে এরা পুরোপুরি উন্মাদ। হামিন যে ওদের সামাজিক বাধা অতিক্রম করে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে তা অসাধারণ একটা ব্যাপার– সত্যি অসাধারণ।"

গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন সেলডন। "কোনো না কোনো পথ তো আছেই। মাইকোজেন যে কৃষিভিত্তিক সমাজ এটা আমি জানিনা দেখে সানমাস্টার অবাক হয়েছিলেন– রেগে গিয়েছিলেন। তার মানে কিছু কিছু জিনিস ওরা গোপন রাখতে চায় না।"

"এটা আসলেই গোপনীয় কিছু না, ধারণা করা হয় যে 'মাইকোজেন' অতি প্রাচীন একটা শব্দ যার অর্থ 'ছত্রাক উৎপাদনকারী।' মানুষের মুখে এগুলো শুনেছি। আমি তো আর প্রাচীন ভাষার বিশেষজ্ঞ নই, কাজেই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারব না। যাই হোক, এরা সব ধরনের মাইক্রোফুড উৎপাদন করে– অবশ্যই ছত্রাক, সেই সাথে শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া, বহুকোষী ফাঙ্গাস এবং আরো অনেক কিছু।"

"এটা তো নতুন কিছু না। সব গ্রহেরই নিজস্ব মাইক্রোকালচার আছে। আমাদের হ্যালিকনেও কিছু আছে।"

"কিন্তু মাইকোজেনের মতো কারোরই নেই। এটাই তাদের বিশেষত্ব। ওরা এমন এক কৌশলে কাজ করে যা তাদের সেক্টরের নামের মতই প্রাচীন– চাষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সবই গোপন। পদ্ধতিটা যে কী সেটা কেউই জানে না।"

"ওদের নিজস্ব?"

"কিছুটা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওদের খাবারে প্রোটিনের মাত্রা অনেক বেশি এবং ওরা সূক্ষ্ম এক ধরনের ফ্লেভার ব্যবহার করে। ফলে স্বাদ বেড়ে যায় বহুগুণ। এইরকম সুস্বাদু খাবার আর কোনো গ্রহ তৈরি করতে পারে না। উৎপাদনের পরিমাণ খুব সামান্য এবং দাম আকাশছোঁয়া। আমি কখনো খাইনি। প্রধান গ্রাহক হচ্ছে ইম্পেরিয়াল কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য গ্রহের পয়সাওয়ালা ব্যক্তিরা। এটার উপরেই মাইকোজেন এর অর্থনীতি নির্ভর করে, তাই ওরা চায় সবাই জানুক যে ওরাই মূল্যবান খাদ্যের একমাত্র উৎপাদক। এটা অন্তত গোপন কিছু না।"

"মাইকোজেন তাহলে ধনী।"

"ওরা গরীব না, তবে আমার ধারণা ওরা ধনসম্পদের পিছনেও দৌড়ায় না, ওরা চায় নিরাপত্তা। ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট ওদেরকে রক্ষা করে কারণ এত উঁচুমানের সুস্বাদু খাবার মাইকোজেন ছাড়া আর কেউ তাদেরকে দিতে পারবে না, বিনিময়ে মাইকোজেন তাদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে, প্রতিবেশীদের বিরোধিতার মুখেও টিকে থাকতে পারে।"

চারপাশে তাকালো ডর্স। "এরা পুরোপুরি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে। কোনো হলোভিশন নেই, বুক-ফিল্ম নেই।"

"শেলফের তাকে একটা দেখেছি," বললেন সেলডন। হাত বাড়িয়ে তাক থেকে বুক-ফিল্মটা নামালেন। লেবেল দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রান্নার বই'।"

ডর্স বুক ফিল্মটাকে চালু করার চেষ্টা করল। পদ্ধতিটা তার কাছে অপরিচিত হলেও একটু চেষ্টা করতেই স্ক্রীন আলোকিত করে তুলতে পারল। "অল্প কয়েকটা রেসিপি। বেশিরভাগই হচ্ছে খাদ্য নিয়ে দর্শন।"

বুক-ফিল্মটা বন্ধ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে। "এটা মনে হচ্ছে সিঙ্গল ইউনিট। ভিতরের মাইক্রোকার্ড বের করে আরেকটা ঢোকানোর কোনো সিস্টেম আমি দেখছি না। –এটা আসলেই অপচয়।"

"বোধহয় ওরা ধরে নিয়েছে যে এই একটা বইই সবার প্রয়োজন।" দুটো বিছানার মাঝে টেবিল, তার কোণায় আরেকটা বস্তু ছিল। সেটা হাতে নিলেন সেলডন, "এটা সম্ভবত স্পিকার, শুধু কোনো স্ক্রীন নেই।"

"সম্ভবত ওরা শুধু কণ্ঠস্বর শোনাই যথেষ্ট মনে করে।"

"বুঝতে পারছি না এটা কীভাবে চালু হবে।" সেলডন বস্তুটাকে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। "তুমি এই জিনিস কখনো দেখেছ?"

"যাদুঘরে একবার দেখেছিলাম, তবে এই জিনিসটাই কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। মাইকোজেন সম্ভবত অতি সুপ্রাচীন নিয়ম কানুন মেনে চলে। বোধহয় এভাবেই তারা নিজেদেরকে ট্রাইবস সমাজ থেকে পৃথক করে রাখে। প্রাচীন এবং অদ্ভুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথার কারণে কেউই তাদেরকে সহজে মেনে নিতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মতে এটা এক ধরনের নোংরামী।"

সেলডন এখনো যন্ত্রটা নাড়ছেন, বললেন, "ওপস! চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো কিছু শুনছি না।"

ভুরু কুঁচকে ডর্স টেবিল থেকে সিলিন্ডার আকৃতির আরেকটা বস্তু তুলে কানে লাগালো। "এটাতে কথা শোনা যাচ্ছে। নাও, শোনো।" জিনিসটা সেলডনের হাতে দিল সে।

কানে দিয়েই চিৎকার করলেন সেলডন, "আউচ!" শুনলেন, তারপর আবার বললেন, "হ্যাঁ, কানে ব্যথা পেয়েছি। আপনি আমার কথা শুনতে পারছেন। হ্যাঁ, এটা আমাদের কামরা। –না নাম্বার জানি না। ডর্স তুমি জানো?"

"স্পিকারে একটা নাম্বার লেখা আছে। জিজ্ঞেস করে দেখো ওটাতে কাজ হবে কি না।"

"হতে পারে," গলায় সন্দেহ নিয়ে বললেন সেলডন। তারপর স্পিকারে বললেন, "এই যন্ত্রে যে নাম্বার লেখা আছে তা হলো ডি এল. টি– ৩৬৪৮-এ। কাজ হবে? –বেশ, এই যন্ত্রটা আমি কীভাবে ব্যবহার করব, এবং রান্নাঘরের যন্ত্রপাতিগুলো কীভাবে কাজ করে? –যেভাবে কাজ করার কথা সেভাবেই করে। তার মানে কী? –শুনুন আমি... আমি একজন ট্রাইবসম্যান, আপনাদের সম্মানিত অতিথি। আমি জানি না এগুলো কীভাবে কাজ করার কথা। – হ্যাঁ, বাচনভঙ্গীর জন্য আমি দুঃখিত এবং শুনে খুশি হলাম যে আপনি কণ্ঠ শুনেই ট্রাইবসম্যান চিনতে পারেন। –আমার নাম হ্যারি সেলডন।"

খানিকক্ষণের বিরতি, সেলডন যেন বহু পরিশ্রমে ক্লান্ত এমন মুখ করে ডর্সের দিকে তাকালো, "রেকর্ডে আমার নাম আছে কী না দেখছে এবং খুব সম্ভবত পাবে না। –ওহ্, পেয়েছেন? চমৎকার! বেশ, আপনি আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবেন? – হ্যাঁ– হ্যাঁ– হ্যাঁ– মাইকোজেন এর বাইরে কারো সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে?– ওহ্, তাহলে সানমাস্টারের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করা যাবে?– বেশ, তাহলে তার সহকারী, বা এইড যেই আছে তার সাথে যোগাযোগের উপায়?– আহ্-হাহ্। –ধন্যবাদ।"

স্পিকার বন্ধ করলেন তিনি। "আমাদেরকে সব দেখিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে পাঠাবে তবে কখন পাঠাবে তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। মাইকোজেন এর বাইরে যোগাযোগ করা যাবে না, অন্তত এটা দিয়ে। আর সানমাস্টার ফোরটিন এর সাথে দেখা করতে হলে অনেক বাধা টপকে যেতে হবে। এই সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছু ব্যতিক্রমও আছে।"

ঘড়ি দেখলেন সেলডন। "যাইহোক, ডর্স, রান্নার বই দেখার কোনো ইচ্ছা আমার নেই এবং জরুরী কাজ নিয়ে বসার আগ্রহ তো আরো নেই। আমার ঘড়ি এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় দেখাচ্ছে, কাজেই বলতে পারছি না এখন ঘুমানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় কী না আর এই মুহূর্তে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই। আমরা প্রায় সারারাতই জেগে ছিলাম, এখন আমি ঘুমাতে চাই।"

"ঠিকই বলেছ, আমিও ক্লান্ত।"

"ধন্যবাদ। আর ঘুম থেকে উঠে আমি ওদের মাইক্রোফুড প্ল্যানটেশনে একবার যেতে চাই।"

অবাক হলো ডর্স। "সত্যি যেতে চাও?"

"আসলে তেমন আগ্রহ নেই, কিন্তু এটা নিয়েই ওরা গর্বিত এবং হয়তো এই বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী হবে। আর একবার কথা বলা শুরু করলে তখন হয়তো ওদের মুখ থেকে কিংবদন্তীর কথা বের করে আনতে পারব, বিশেষ করে এই কাজে আমি বেশ দক্ষ।"

"আশা করি," সন্দেহের সুরে বলল ডর্স, "কিন্তু আমার মনে হয় না মাইকোজেনিয়ানরা এত সহজে ফাঁদে পা দেবে।"

"দেখা যাক কী হয়," হাসি মুখে বললেন সেলডন। "ওদের রেকর্ডগুলো আমাকে পেতেই হবে।"

৩৯

AMARBOI.COM

পরেরদিন সকালে কলিং ডিভাইসটা আবার চালু করলেন সেলডন। রেগে আছেন তিনি। কারণ প্রচণ্ড ক্ষুধা।

সানমাস্টার ফোরটিন এর সাথে যোগাযোগের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অন্য লোকটা সাফ জানিয়ে দিল যে সানমাস্টারকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।

"কেন?" খিটখিটে মেজাজে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"সেটা আপনার জানার দরকার নেই।" ঠাণ্ডা গলায় জবাব শোনা গেল।

"আমাদেরকে এখানে বন্দী করে রাখার জন্য আনা হয়নি," একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বললেন সেলডন, "এবং না খাইয়ে মেরে ফেলার জন্যও আনা হয়নি।"

"আমি জানি যে আপনাদের একটা রান্নাঘর এবং প্রচুর খাবারদাবাড় আছে।"

"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু আমি জানি না রান্নাঘরের যন্ত্রপাতিগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে রান্না করতে হবে। আপনারা কীভাবে খান, কাঁচা, ভাজি করে, সিদ্ধ করে নাকি রোস্ট বানিয়ে... ?"

"বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এই সাধারণ ব্যপারগুলো আপনারা জানেন না।"

ডর্স এতক্ষণ পায়চারী করছিল আর ওদের ঝগড়া শুনছিল। ডিভাইসটা নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো সে কিন্তু বাধা দিলেন সেলডন। ফিসফিস করে বললেন, "মেয়ে মানুষের গলা পেলে লোকটা সাথে সাথে রিসিভার রেখে দেবে।"

তারপর আরো দৃঢ় গলায় অপর প্রান্তের লোকটাকে বললেন, "আপনি কী বিশ্বাস করেন বা না করেন সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনি এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে পাঠান— এমন কাউকে যে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে— নইলে সানমাস্টারের সাথে তো আমার দেখা হবেই, তখন এর জন্য আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে।"

কিন্তু আরো দুই ঘণ্টা লাগল সেই কেউ একজন এসে পৌঁছাতে (এই সময়টাতে সেলডন পাগলামীর শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন আর তাকে শান্ত করতে গিয়ে ডর্সেরও প্রায় পাগল হওয়ার দশা।)

যে এসেছে সে অল্প বয়সের তরুণ, ন্যাড়া মাথায় অনেকগুলো তিল। হাতে অনেকগুলো পাত্র। কথা বলতে গিয়েও হঠাৎ অস্বস্তি নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, "ট্রাইবসম্যান," বলল সে, বলার সুরে রাগ প্রকাশ পেল, "আপনার স্কিন ক্যাপটা ঠিকমতো পরা হয়নি।"

আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না সেলডন। "তাতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।"

ডর্স এগিয়ে এল, "আমি ঠিক করে দিচ্ছি, হ্যারি। ডানদিকে সামান্য উঠে আছে।"

তারপর সেলডন গজগজ করে বললেন, "এবার ঘুরতে পার। তোমার নাম কী?"

"আমার নাম গ্রেক্লাউড ফাইভ," আমতা আমতা করে বলল মাইকোজেনিয়ান, সতর্ক চোখে তাকালো সেলডনের দিকে। "আমি একজন শিক্ষানবীশ। আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি।" আবার একটু ইতস্তত করল। "বাড়িতে তৈরি। পরিবারের মেয়েরা তৈরি করেছে, ট্রাইবসম্যান।"

পাত্রগুলো সে নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। একরাশ সন্দেহ নিয়ে গন্ধ শুকলেন সেলডন। বিস্ময় নিয়ে তাকালেন ডর্সের দিকে। "গন্ধটা বেশ ভালো।"

মাথা নাড়ল ডর্স। "ঠিকই বলেছ। আমিও বেশ সুগন্ধ পাচ্ছি।"

"খাবারগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আপনাদের রান্নাঘরে গরম করার পাত্র আছে।" বলল গ্রেক্লাউড।

যা দরকার খুঁজে সব বের করে আনল ডর্স। গলা পর্যন্ত ঠেসে খাওয়ার পরই সেলডন শান্ত হলেন।

ডর্স বুঝতে পারছে যে মাইকোজেনিয়ান তরুণ একজন মহিলার সামনে সহজ হতে পারছে না এবং আরো অস্বস্তি বোধ করবে মহিলা যদি তার সাথে কথা বলে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও থালাবাসন, খাবারের পাত্রগুলো নিয়ে গেল পরিষ্কার করার জন্য।

সেলডন তরুণকে স্থানীয় সময় জিজ্ঞেস করলেন এবং লজ্জিত স্বরে বললেন, "তুমি বলতে চাও এখন মাঝরাত?"

"অবশ্যই, ট্রাইবসম্যান," গ্রেক্লাউড বলল, "সেজন্যই আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে এত দেরী হয়েছে।"

সেলডন এবার বুঝতে পারলেন কেন সানমাস্টারকে এখন বিরক্ত করা যাবে না; আর তাদের খাবার আনার জন্য গ্রেক্লাউডকে কী ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। "আমি দুঃখিত," তিনি বললেন। "আমরা তো ট্রাইবসপিওপিল। রান্নাঘর কীভাবে ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয় বা কীভাবে রান্না করতে হয় সেটা আমরা জানি না। সকালে তুমি এমন কাউকে পাঠাতে পারবে যে আমাদের বুঝিয়ে দেবে।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব যেন দুজন সিস্টারকে সকালে পাঠাতে পারি। মেয়েদের উপস্থিতিতে আপনার সমস্যা হবে, সেজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু রান্নাবান্নার ব্যাপারগুলো ওরাই ভালো বলতে পারবে।"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ডর্স বলল (পুরুষতান্ত্রিক মাইকোজেনিয়ান সমাজে মেয়েদের অবস্থান কোথায় সেটা মনে পড়ার আগেই) "তাই ভালো, গ্রেক্লাউড। সিস্টারদের সাথে দেখা হলে আমরাও খুশী হব।"

অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকালো গ্রেক্লাউড, কিছু বলল না।

সেলডন ধরে নিলেন যে কোনো মাইকোজেনিয়ান তরুণ নীতিগতভাবেই মেয়েরা কী বলেছে সেটা না শোনার ভান করবে বা শুনবেই না। তাই তিনি নিজেই ডর্সের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। "সেটাই ভালো হবে, গ্রেক্লাউড। সিস্টারদের সাথে দেখা হলে আমরাও খুশী হব।"

তরুণ এবার সহজ হল। "সকাল হলেই ওদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেব।"

গ্রেক্লাউড চলে যাওয়ার পর সেলডন সন্তুষ্টির সুরে বললেন, "এই সিস্টারদেরই আমাদের প্রয়োজন।"

"তাই? কেন, হ্যারি?"

"ওদেরকে যদি আমরা মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেই তাহলে ওরা কৃতজ্ঞ হয়েই নিজেদের কিংবদন্তীর কথা আমাদের জানাবে।"

"যদি ওরা জানে তবেই তো বলবে," সন্দেহের গলায় বলল ডর্স। "আমার মনে হয় না মাইকোজেনিয়ান পুরুষরা এখানকার মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ দেয়।"

AMARBOI.COM

৪০

সিস্টাররা এলো আরো ছয় ঘণ্টা পরে। ডর্স আর সেলডন এই সময়টাতে আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেন। আশা করছেন এতে হয়তো তাদের দেহ ঘড়ি পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

সিস্টাররা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল নববধূর মতো লাজুকভাবে, পা টিপে টিপে। তাদের গাউন (মাইকোজেনে এগুলোকে বলা হয় 'কার্টলেস') ধূসর রঙের মখমল দিয়ে তৈরি তার মাঝে আরো গাঢ় ধূসর সুতার বুনন দিয়ে ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। কার্টলেসগুলো দেখতে কিন্তু খারাপ না, তবে এগুলো মানুষের দৈহিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলো খুব নিখুঁতভাবে ঢেকে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অবশ্যই ওদের মস্তক কেশহীন, মুখে কোনো প্রসাধনী নেই। ডর্সের চোখের কোণে নীল রঙ এবং ঠোঁটে হালকা লাল রঙের দিকে আড়চোখে তাকালো ওরা।

সেলডন ভেবেই পাচ্ছেন না যে এই সিস্টাররা আসলেই সিস্টার কী না সেটা কীভাবে বুঝবেন।

উত্তরটা সাথে সাথেই পেয়ে গেলেন। যতই আড়াল করার চেষ্টা করুক না কেন কণ্ঠস্বর লুকাবে কীভাবে। দুজনেই পাখির মতো কিচিরমিচির করে উঠল। সানমাস্টারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং গ্রেক্লাউডের ভীত কণ্ঠস্বরের কথা মনে করে সেলডন ধরে নিলেন যে মেয়েরা সম্ভবত সুরেলা কণ্ঠস্বর এবং সামাজিক আচার ব্যবহার নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়, যেহেতু তারা যে মেয়ে তা অন্য কোনো উপায়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

"আমি রেইনড্রপ ফরটি থ্রী," পাখিদের একজন কিচির মিচির করে বলল, "আর ও হচ্ছে আমার ছোট বোন।"

দুই নম্বর পাখিও এবার কিচিরমিচির শুরু করল, "রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ। 'রেইনড্রপ' গোত্রের ভেতর আমরাই সবচেয়ে বড়।" খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা।

"তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম," গম্ভীর গলায় বলল ডর্স। "কিন্তু তোমাদেরকে আমি কী বলে ডাকব? শুধু রেইনড্রপ?"

"না," রেইনড্রপ ফরটি থ্রী জবাব দিল। "যখন দুজনেই থাকব তখন পুরো নাম বলতে হবে।"

"শুধু ফরটি থ্রী এবং ফরটি ফাইভ বললে কেমন হয়, লেডীজ?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

মেয়ে দুটো আড়চোখে একবার তাকালো কোনো জবাব দিল না।

"আমি ওদেরকে সামলাচ্ছি, হ্যারি।" মৃদু গলায় বলল ডর্স।

পিছিয়ে গেলেন সেলডন। সম্ভবত মেয়েগুলো অবিবাহিত এবং পুরুষদের সাথে কথা বলা তাদের জন্য নিষেধ। দুজনের ভেতর বয়সে যে বড় সে বেশি গম্ভীর এবং অনেক বেশি নীতিপরায়ণ। তবে মাত্র কয়েকটা কথা শুনে এবং দ্রুত কয়েকবার তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে বলাটা কঠিন, অবশ্য মন বলছে তার অনুমান ঠিকই আছে।

"আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, সিস্টার," ডর্স বলল, "আমরা ট্রাইবসপিওপিলরা তোমাদের এই রান্নাঘরের যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে জানি না।"

"তার মানে আপনি রান্না করতে পারেন না?" রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ এর দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং মুরুব্বীসূচক সমালোচনা। রেইনড্রপ ফরটি থ্রী কোনোমতে হাসি গোপন করল। (সেলডন নিশ্চিত হলেন যে দুজনের ব্যাপারে তার প্রথম ধারণা ঠিকই আছে।)

ডর্স বলল, "এক সময় আমার একটা রান্নাঘর ছিল, কিন্তু এটার মতো ছিল না। তাছাড়া তোমাদের খাবারগুলো কী, এগুলো কীভাবে রান্না করতে হয় আমি জানি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুব সহজ," রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ বলল। "আমরা দেখিয়ে দেব।"

"আমরা চমৎকার লাঞ্চ তৈরি করে দেব," বলল রেইনড্রপ ফরটি থ্রী। "আপনাদের... দুজনের জন্যই।" শেষ কথাটা বলার সময় ইতস্তত করল। একজন পুরুষের উপস্থিতি সহজে মেনে নেয়াতে অভ্যস্ত নয় সে।

"কিছু যদি মনে না করো," ডর্স বলল, "তোমাদের সাথে আমিও রান্নাঘরে থাকব এবং খুব খুশী হব যদি আমাকে সব বুঝিয়ে দাও। প্রতিদিন নিশ্চয়ই তিনবেলা করে আসা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"আমরা সব দেখিয়ে দেব," গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে রেইনড্রপ ফরটি থ্রী তাকে আশ্বস্ত করল। "প্রথমে একটু সমস্যা হবে যেহেতু আপনি অভ্যস্ত না।"

"আমি চেষ্টা করব," সুন্দর এক টুকরো হাসি উপহার দিয়ে ডর্স বলল।

রান্নাঘরে চলে গেল তিনজন। ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সেলডন ভাবতে লাগলেন কোন পরিকল্পনাটা কাজে লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইক্রোফার্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকোজেন... মাইকোজেনের মাইক্রোফার্মগুলো সেই সময়েই পরিণত হয়েছিল কিংবদন্তীতে, যদিও সেগুলোর অস্তিত্ব এখন টিকে আছে শুধু কয়েকটা প্রবাদ বাক্যে। যেমন "মাইকোজেন এর মাইক্রোফার্মের মতো উন্নত" অথবা "মাইকোজেনিয়ান ছত্রাকের মতো সুস্বাদু।" সময়ের সাথে সাথে এই প্রবাদগুলোও হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হ্যারি সেলডন পালিয়ে বেড়ানোর সময় কয়েকটা মাইক্রোফার্মে গিয়েছিলেন, যা তিনি নিজের স্মৃতিকথাতে উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্য প্রচলিত জনমতকেই সমর্থন করে...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৪১

"অসাধারণ," খুশীতে চিৎকার করে উঠলেন সেলডন। "গ্রেক্লাউড যে খাবারগুলো এনেছিল তার চেয়ে এগুলো অনেক অনেক বেশি সুস্বাদু– "

বোঝানোর সুরে ডর্স বলল, "তোমাকে মনে রাখতে হবে গ্রেক্লাউডের মেয়েমানুষেরা মাঝরাতে অল্প সময়ে খাবারগুলো তৈরি করে দিয়েছে।" খানিক বিরতি দিয়ে আবার বলল, "ওরা অন্তত মেয়েদের আরো খানিকটা সম্মান করতে পারে। এমনভাবে 'মেয়েমানুষ' বলে যেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা বলছে। ভীষণ অপমানজনক।

"আমি জানি। কিন্তু তারা 'স্ত্রী' শব্দটাকেও একইরকমভাবে বলতে পারে। এটাই ওদের জীবন প্রণালী এবং সিস্টাররা মনে হয় তাতে কিছু মনে করে না। তুমি-আমি লেকচার দিয়ে তো এটা পাল্টাতে পারব না। –যাই হোক দুই বোনের কাছ থেকে তুমি সব বুঝে নিয়েছ তো?"

"হ্যাঁ, দুইবোন এমনভাবে রান্না করেছে যেন খুব সহজ। তবে আমি বোধহয় সব মনে রাখতে পারব না। ওরা অবশ্য বলেছে যে মনে রাখার দরকারও নেই। প্রয়োজনে খাবারগুলো একটু গরম করে নিলেই হবে। রুটিতে কিছু একটা মেশানো আছে যার ফলে শেকার সময় দ্রুত ফুলে যায় এবং মচমচে হয়ে উঠে সেই সাথে একটা ঝাঁঝালো স্বাদ এনে দেয়। গোলমরিচের স্বাদ। তুমি টের পাওনি?"

"লক্ষ্য করিনি। তবে জিনিসটা যাই হোক, আমার আরো দরকার ছিল। আর সুপ। সবজিগুলো তুমি চিনতে পেরেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না।"

"মাংসগুলো কীসের ছিল? বলতে পারবে?"

"মাংস ছিল কী না তাতেই আমার সন্দেহ আছে। সিনাতে ভেড়ার মাংসের একটা খাবার তৈরি করা হয়, জিনিসটার স্বাদ আমার কাছে সেইরকমই লেগেছে।"

"ভেড়ার মাংস ছিল না।"

"বললামই তো মাংস কী না তাই নিশ্চিত নই। –আমার মনে হয় না মাইকোজেন এর বাইরে এত স্বাদের খাবার কেউ খেয়েছে। এমনকি সম্রাটও না। বাজী ধরে বলতে পারি ওরা যা বিক্রি করে সেগুলো হয়তো মাইকোজেনের হিসাবে নীচুমানের। সেরা খাবারগুলো নিজেদের জন্যই রেখে দেয়। আমাদের এখানে বেশিদিন থাকাটা ঠিক হবে না, হ্যারি। এই স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তখন অন্যান্য সেক্টর যে জঘন্য খাবার তৈরি করে সেগুলো মুখে নিতে পারব না।" বলেই হাসল সে।

সেলডনও হাসলেন। ফ্রুট জুসের গ্লাসে চুমুক দিলেন। এত স্বাদের জুস তিনি কখনো খাননি। তারপর বললেন, "শোনো, আমি আর হামিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে রাস্তার পাশের এক হোটেলে থেমেছিলাম। ওখানে যে খাবার খেয়েছি তার স্বাদ ছিল– বাদ দাও, স্বাদ কেমন ছিল তোমার জানার দরকার নেই, তবে আমি কল্পনাও করিনি যে মাইক্রোফুড এত সুস্বাদু হতে পারে। সিস্টাররা এখানে থাকলে ভালো হতো। একটা ধন্যবাদ ওদের পাওনা হয়ে আছে।

আমার ধারণা খাবারগুলো আমাদের কেমন লাগবে সেটা ওরা ভালো করেই জানে। রান্না করার সময়ই যে সুগন্ধ বেরিয়েছিল আমি প্রশংসা না করে পারিনি। তখনই ওরা বলেছিল যে খেতে আরো সুস্বাদু হবে।"

"নিশ্চয়ই বড়জন বলেছিল।"

"হ্যা। ছোটটা সারাক্ষণই হাসছিল। –আর ওরা আসবে একটু পরেই। আমার জন্য একটা কার্টলেস আনতে গেছে। আমি তাহলে কেনাকাটা করার জন্য বেরোতে পারব এবং বেরনোর সময় অবশ্যই মুখ ধুয়ে নিতে হবে। প্রসাধনীর চিহ্ন থাকা চলবে না। ওরা আমাকে দোকান চিনিয়ে দেবে যেখানে ভালো কার্টলেস এবং তৈরি খাবার পাওয়া যায়। আমাদের শুধু গরম করে নিলেই চলবে। এটাও বলেছে যে ভালো সিস্টাররা কখনো দোকান থেকে তৈরি খাবার কেনে না। সবসময়ই কষ্ট করে ঘরে তৈরি করে। তবে আমরা যেহেতু ট্রাইবসপিওপিল এই নিয়মটা আমাদের না মানলেও চলবে। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছে যে বাজার সদাই এবং রান্নাবান্নার কাজ আমিই করব।"

"আমাদের গ্রহে একটা প্রবাদ আছে, 'ট্র্যানটরে গিয়ে তোমাকে ঠিক সেভাবেই চলতে হবে যা ট্র্যানটরের নিয়ম'।"

"হ্যাঁ, আমি জানতাম তুমি এই কথাই বলবে।"

"আমিও তো সাধারণ মানুষ।"

"সবাই এই কৈফিয়তই দেয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন সেলডন। তারপর বললেন, "ট্র্যানটরে তুমি দুই বছর ধরে বাস করছ, ডর্স। ফলে আমি যা বুঝতে পারছি না তার অনেক কিছুই হয়তো তুমি বুঝতে পারবে। তোমার কী মনে হয় মাইকোজেনিয়ান সমাজ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।"

"আধ্যাত্মিক!"

"হ্যাঁ। শুনেছ এইধরনের কোনো কথা?"

"আধ্যাত্মিক বলতে কী বোঝাতে চাইছ?"

"এমন এক শক্তি যা সব নিয়ম কানুনের উর্ধ্বে, প্রাকৃতিক নিয়ম বা কোনো রকম শর্ত দিয়ে যাকে বেঁধে রাখা যায় না।"

"ও, তুমি জানতে চাইছ মাইকোজেনিয়ান সমাজ ধর্ম বিশ্বাস নির্ভর কি না।"

এবার সেলডনের অবাক হবার পালা, "ধর্ম বিশ্বাসী!"

"হ্যাঁ, অতি প্রাচীন একটা শব্দ, তবে আমরা ইতিহাসবিদরা এই শব্দটা ব্যবহার করি ব্যাপকভাবে– আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাচীন 'ধর্ম বিশ্বাসের' সাথে 'আধ্যাত্মিকতার' কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও ধর্মের ভেতরে প্রচুর আধ্যাত্মিক উপাদান আছে। যাই হোক, তোমার প্রশ্নের জবাব ঠিক দিতে পারব না। তবে মাইকোজেনিয়ানদের যতদূর দেখেছি এবং ইতিহাসে যা পেয়েছি তাতে এই সমাজ ধর্ম নির্ভর হলে আমি মোটেও অবাক হব না।"

"সেক্ষেত্রে, ওদের কিংবদন্তীগুলোও যদি ধর্ম নির্ভর হয় তুমি কী অবাক হবে?"

"না, মোটেই না।"

"এবং তাতে কোনো ঐতিহাসিক উপাদান নাও থাকতে পারে, তখন?"

"এই ব্যাপারে অবশ্য একমত হতে পারছি না। বিভিন্ন রকম বিকৃতি এবং আধ্যাত্মিক উপাদান মেশানোর পরেও মাইকোজেনিয়ান কিংবদন্তীর মূল বক্তব্যটুকু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।"

"হুম," গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সেলডন।

দীর্ঘক্ষণের নীরবতা ভেঙে ডর্সই আবার কথা বলল, "এটা অস্বাভাবিক কিছু না। অনেক গ্রহেই প্রচুর ধর্মীয় উপাদান বিদ্যমান। গত কয়েক শতাব্দীতে এটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী যখন এম্পায়ারে বিশৃঙ্খলা ছিল অনেক বেশি। সিনার মোট জনসংখ্যার অন্তত এক চতুর্থাংশ ধর্মে বিশ্বাস করে।"

আরো একবার বিষণ্ন মনে সেলডন উপলব্ধি করলেন ইতিহাস বিষয়ে তিনি কত অজ্ঞ। "নিশ্চয়ই এমন একটা সময় ছিল যখন বর্তমানের তুলনায় ধর্মের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"অবশ্যই। তাছাড়া ক্রমাগতই নতুন নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। মাইকোজেনিয়ান ধর্ম-সেটা যাই হোক না কেন– সম্ভবত একেবারেই নতুন এবং শুধু মাইকোজেনেই সীমাবদ্ধ। ব্যাপক গবেষণা ছাড়া আমি সঠিক বলতে পারব না।"

"এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক, ডর্স। তোমার কী মনে হয় পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা ধর্মের প্রতি বেশি আগ্রহী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুরু উঁচু করল ডর্স। "চট করে এমন সহজ একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।" খানিকক্ষণ ভাবল, "আমার মতে জনসংখ্যার সেই অংশ যারা অসহায়, দরিদ্র, ভাগ্যবঞ্চিত, নিপীড়িত তারা মনের শান্তির জন্য এমন কিছু আঁকড়ে ধরে যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা বরাবরই ধর্মকে ছাপিয়ে অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। ব্যতিক্রম তো অবশ্যই আছে। অনেক নিপীড়িত মানুষই দেখা যাবে ধর্ম বিশ্বাস করে না অথচ ধনী, সফল এবং ভাগ্যবান অনেক মানুষই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে।"

"কিন্তু মাইকোজেন এর ক্ষেত্রে," সেলডন বললেন, "যেখানে মেয়েদেরকে মানুষ বলে গণ্য করা হয় না– আমার কী কোনো ভুল হবে যদি ধরে নেই যে এখানে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি ধার্মিক, এই সমাজ যে কিংবদন্তী গোপন করে রেখেছে তার সাথে মেয়েদের সংস্পর্শটাই বেশি?"

"সেটা জানার জন্য আমি সারাজীন বাজী ধরতে পারব না, হ্যারি, তবে দুই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে দেখতে পারি কিছু জানা যায় কিনা।"

"চমৎকার," চিন্তিত সুরে বললেন সেলডন।

ডর্স হাসল। "সাইকোহিস্টোরির সামান্য একটু অংশ, হ্যারি। রুল নাম্বার ৪৭,৮৫৪ : নিপীড়িত মানুষ ভাগ্যবান মানুষের তুলনায় বেশি ধার্মিক।"

মাথা নাড়লেন সেলডন, "সাইকোহিস্টোরি নিয়ে ঠাট্টা করবে না, ডর্স। তুমি জানো আমি শুধু কয়েকটা নিয়ম তৈরি করার চেষ্টা করছি না। আমি চেষ্টা করছি সর্বজনীন রূপ দেয়ার এবং এটাকে পরিচালনা করার কৌশল তৈরি করতে। নির্দিষ্ট কয়েকশ নিয়ম তৈরি করে দিলে এটা আরেকটা ধর্মে পরিণত হবে। আমি তা চাই না। আমি এমন একটা কৌশল তৈরি করতে চাই যেন গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ করে বলতে পারি, আঁহা, পরিস্থিতি এমন হলে মানুষের এই দলটা ওই দলের চেয়ে বেশি ধার্মিক হবে, এবং এই ধরনের উদ্দীপনায় মানবজাতি এইরকম আচরণ করবে।"

"কী ভয়ংকর। এমন একটা ছবি তৈরি করছ যাতে মনে হয় মানুষ আসলে যন্ত্র। বোতাম টিপলেই নাচতে শুরু করবে।"

"না, কারণ এক সাথে অনেকগুলো বোতাম টিপতে হবে, সেই সাথে বিভিন্ন রকমের অসংখ্য আচরণ বিতাড়িত করতে হবে যার ফলে সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যতের পূর্বানুমান হয়ে উঠবে পরিসংখ্যানিক, এবং এই কারণেই ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান বিয়িং থাকবে মুক্ত স্বাধীন।"

"তুমি কীভাবে জানো?"

"জানি না। আমি জানি না। কিন্তু আমার অনুভূতি বলছে এরকমই হবে, হওয়াই উচিত। যদি আমি অনুমিতিগুলো বের না করতে পারি বা বলতে পারো যদি আমি হিউম্যানিক্স এর মূলনীতিগুলো নির্দিষ্ট করতে না পারি, তাহলেও সাইকোহিস্টোরি তৈরি করতে পারব। আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে তাত্ত্বিকভাবে সেটা সম্ভব– "

"কিন্তু অবাস্তব, ঠিক?"

"প্রথম থেকেই আমি এই কথা বলে আসছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডর্সের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটল, "তুমি কী তাহলে এটাই খুঁজছ হ্যারি, এই সমস্যার একটা সমাধান?"

"আমি জানি না। বিশ্বাস করো, আমি জানি না। কিন্তু চ্যাটার হামিন একটা সমাধান পাওয়ার জন্য ভীষণ উদগ্রীব, আর কী এক অজানা কারণে আমি তাকে খুশী করার জন্য উদগ্রীব। মানুষকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা তার অসীম।"

"হ্যাঁ, আমি জানি।"

মুখে কয়েকটা ভাজ পড়লেও মন্তব্যটা এড়িয়ে গেলেন সেলডন। বলতে লাগলেন, "হামিন আমাকে বুঝিয়েছে যে এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে, সাইকোহিস্টোরিই এটাকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়– বা সতর্কতার জন্য বা পরবর্তী সময়টাকে আরো উন্নত করার জন্য– এবং এটা ছাড়া মানবজাতি টিকে থাকতে পারবে না বা টিকে থাকলেও তাদেরকে পোহাতে হবে দীর্ঘ যুগের দুর্ভোগ। মানবজাতিকে রক্ষার দায়িত্ব বোধহয় সে আমার কাঁধে চাপিয়েছে। আমার জীবদ্দশাতে এম্পায়ার এর কিছুই হবে না, কিন্তু যদি আমি স্বস্তিতে বেঁচে থাকতে চাই তাহলে কাঁধ থেকে এই দায়িত্ব নামাতে হবে। আমাকে অবশ্যই নিজের কাছে প্রমাণ করতে হবে– তার চেয়েও বড় কথা হামিনের কাছে প্রমাণ করতে হবে– যে সাইকোহিস্টোরি কোনোদিনও বাস্তবে পরিণত হবে না। এটাকে শুধু তাত্ত্বিকভাবে ডেভেলপ করা সম্ভব। কাজেই আমাকে যতগুলো পথ পাওয়া যায় খুঁজে দেখতে হবে এবং দেখাতে হবে যে তার সবগুলোই কানাগলি।"

"পথ? অর্থাৎ ইতিহাসের পথ ধরে পিছন দিকে যেতে হবে যখন মানব সমাজ ছিল বর্তমানের তুলনায় ছোট।"

"ভীষণ ছোট এবং অনেক কম জটিল।"

"এবং প্রমাণ করবে যে সমাধান যাই হোক না কেন তা অবাস্তব।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু প্রাথমিক যুগের বিশ্বগুলোর তথ্য তোমাকে কে জানাবে? মাইকোজেনের কাছে যদি সেইরকম কিছু থাকেও নিশ্চিত থাকতে পারো সানমাস্টার সেটা তোমার কাছে প্রকাশ করবে না। কোনো মাইকোজেনিয়ানই করবে না। এরা পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক সমাজ– কতবার বলতে হবে?– আর ট্রাইবসম্যানদের এখানকার বাসিন্দারা এত বেশি সন্দেহ করে যা প্রায় উন্মাদনার সমকক্ষ।"

"তাদের কারো কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্য একটা উপায় বের করতে হবে। সিস্টারদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করে দেখা যায়।"

"ওরা তোমার কথাই শুনবে না, কারণ তুমি পুরুষ। আর বললেও তোমাকে দুই একটা উদ্ধৃতি ছাড়া আর কী জানাতে পারবে?"

"কোনো এক জায়গা থেকে তো শুরু করতে হবে।"

"একটু চিন্তা করে দেখি। হামিন বলেছিল তোমাকে আমার রক্ষা করতে হবে। আর আমি কথাটার অর্থ দাঁড় করিয়েছি এভাবে যে যতদূর সম্ভব তোমাকে আমার সাহায্য করতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে কী জানি আমি? – তুমি জানো এটা আমার বিষয়

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না, আমি দার্শনিক খাত নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি, সবসময়ই কাজ করেছি অর্থনৈতিক খাতগুলো নিয়ে। তবে ইতিহাসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা যায়, প্রতিটা অংশের মাঝে ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা যাবে। ধর্ম যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তখন ধর্মের সাহায্যে প্রচুর ধন সম্পদ জমা করা যেত কিন্তু এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হতো। আসলে এটা মানব ইতিহাসের অসংখ্য নিয়মের মধ্যে একটা এবং এর সাহায্যে তুমি হিউম্যানিক্স না কী যেন বললে তার একটা মৌলিক নীতি তৈরি করে নিতে পারো। কিন্তু... "

ধীরে ধীরে ডর্সের কণ্ঠস্বর নিচু মাত্রায় নেমে গেল। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেলডন। গভীর চিন্তার কারণে ডর্সের চোখগুলো মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

তারপর বলল, "আমার যতটুকু মনে পড়ছে, প্রতিটি ধর্মেই এক বা একাধিক গ্রন্থ ছিল– ওগুলোকে বলা হতো ধর্মগ্রন্থ যার গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রন্থগুলোতে নির্দিষ্ট ধর্মের মূলনীতি, আচার অনুষ্ঠান পালনের নিয়ম কানুন, পবিত্র বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করা থাকত। ধর্মগ্রন্থগুলো ছিল সর্বস্তরের মানুষের ব্যবহারের জন্য। আবার দুই একটা ধর্মের ক্ষেত্রে ওগুলো ছিল গোপনীয় ব্যাপার।"

"তোমার ধারণা মাইকোজেনেরও এইরকম কোনো ধর্মগ্রন্থ আছে?"

"সত্যি কথা বলতে কী," চিন্তিত সুরে বলল ডর্স, "আমি কখনো শুনিনি। সবার জন্য উন্মুক্ত হলে হয়তো শুনতাম– তার মানে হয় ওদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই অথবা সেটা গোপন করে রাখা হয়েছে। ঘটনা যাই হোক না কেন, আমার মনে হচ্ছে আসল ব্যাপারটা জানার সৌভাগ্য তোমার হবে না।"

"আমরা অন্তত কাজ শুরু করতে পারি," হাসি মুখে বললেন সেলডন।

AMARBOI.COM

৪২

হ্যারি আর ডর্স লাঞ্চ শেষ করার দুই ঘণ্টা পর সিস্টাররা আবার এলো। দুজনেই হাসছে। রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ, দুজনের ভেতর যে সবচেয়ে বেশি গম্ভীর সে একটা কার্টলেস উঁচু করে ধরল যেন ডর্স ভালোভাবে দেখতে পারে।

"খুব সুন্দর," প্রশস্ত হাসি আর আন্তরিক ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ডর্স বলল, "এমব্রয়ডারীটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

"এটা তেমন কিছুই না," সুরেলা পাখির কণ্ঠে বলল রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ। "আমার পুরনো একটা পোশাক। আপনার গায়ে ছোট হবে। তবে খানিক সময়ের জন্য এটা ব্যবহার করলে অসুবিধা নেই। এটা পড়ে আমাদের সাথে দোকানে যেতে পারবেন। সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো কার্টলেস কিনে নেবেন।"

রেইনড্রপ ফরটি থ্রী'র মুখে লাজুক হাসি, কিছু বলছে না সে, তাকিয়ে আছে মাটির দিকে, নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা সাদা রঙের একটা কার্টল ডর্সের হাতে তুলে দিল। ডর্স ভাঁজ খোলার কোনো চেষ্টা করল না বরং বাড়িয়ে ধরল সেলডনের দিকে। "রং দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা তোমার জন্য, হ্যারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সম্ভবত," সেলডন বললেন। "কিন্তু ফিরিয়ে দাও। ও তো আমাকে দেয়নি।"

"ওহ্, হ্যারি," সামান্য মাথা নেড়ে ডর্স বলল।

"না," সেলডনের গলায় দৃঢ়তা। "ও আমাকে দেয়নি। জিনিসটা ওকে ফিরিয়ে দাও। আমি ওর হাত থেকে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।"

একটু ইতস্তত করল ডর্স, তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার্টলটা ফেরত দেয়ার জন্য বাড়িয়ে ধরল রেইনড্রপ ফরটি থ্রী'র দিকে।

হাতদুটো শরীরের পেছনে লুকিয়ে ফেলল সিস্টার, নিজেও পিছিয়ে গেল, মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে চেহারা। রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ দ্রুত একবার সেলডনের দিকে তাকালো, খুবই দ্রুত, তারপর এগিয়ে গিয়ে রেইনড্রপ ফরটি থ্রীকে জড়িয়ে ধরল।

"শোনো, হ্যারি," ডর্স বলল, "পরিবারের পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে সিস্টারদের কথা বলার অনুমতি নেই। তাহলে এই মেয়েটাকে বিব্রত করে কী লাভ? ও কী নিয়মটা পাল্টাতে পারবে।"

"আমি বিশ্বাস করি না," কর্কশ কণ্ঠে বললেন সেলডন। "কোনো নিয়ম থাকলেও তা শুধু ব্রাদারদের জন্য প্রযোজ্য। আমার সন্দেহ এই মেয়ের আগে কখনো ট্রাইবসম্যানের সাথে দেখা হয়নি।"

ডর্স মোলায়েম সুরে জিজ্ঞেস করল, "আমরা ছাড়া অন্য কোনো ট্রাইবসপিওপিলের সাথে তোমার কখনো দেখা হয়েছে?"

দীর্ঘ সময় ইতস্তত করে ক্ষীণ ভাবে না-বোধক ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল সিস্টার।

বাহুগুলো দুপাশে ছড়িয়ে দিলেন সেলডন, "বেশ, আমি ঠিকই বলেছি। চুপ থাকার কোনো নিয়ম থাকলেও সেটা ব্রাদারদের জন্য। যদি ট্রাইবসম্যানদের সাথে কথা বলা নিষেধই হতো তাহলে কী ওরা আমাদের সেবাযত্ন করার জন্য অল্পবয়সী দুটো মেয়েকে– এই সিস্টারদেরকে– এভাবে পাঠাতো?"

"সম্ভবত ওরা শুধু আমার সাথে কথা বলবে আর আমি বলব তোমার সাথে।"

"ননসেন্স। আমি বিশ্বাস করি না এবং করবও না। আমি শুধু ট্রাইবসম্যানই নই, আমি মাইকোজেনের সম্মানিত একজন অতিথি। চ্যাটার হামিন আমাদের সাথে সেইরকমই ব্যবহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং সানমাস্টার ফোরটিন নিজে আমাদেরকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আমার কোনো অস্তিত্বই নেই এইধরনের আচরণ আমি মোটেই সহ্য করব না। সান মাস্টারের সাথে যখন দেখা হবে তখন আমি অভিযোগ জানাব এ ব্যাপারে।"

রেইনড্রপ ফরটি থ্রী মাইকোজেনিয়ান স্বভাবের হলেও রেগে উঠল খানিকটা। রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে।

ডর্স আরো একবার চেষ্টা করল সেলডনকে বোঝানোর কিন্তু সেলডন হাত তুলে বাধা দিলেন তাকে। তারপর কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন রেইনড্রপ ফরটি থ্রীর দিকে।

শেষ পর্যন্ত কথা বলল সে, তবে কণ্ঠস্বর এখন আর পাখির কণ্ঠের মতো সুরেলা নয়, বরং কাঁপাকাঁপা আর কর্কশ যেন একজন পুরুষের সাথে কথা বলতে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে এবং তাও সে করছে নিজের সকল অনুভূতি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

"আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ঠিক হবে না আপনার, ট্রাইবসম্যান। তা হবে চরম অবিচার। আপনি আমাকে বাধ্য করছেন আমাদের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করতে। কী চান আপনি?"

আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাসলেন সেলডন। হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমার জন্য যে পোশাকটা নিয়ে এসেছ সেটা।"

নীরবে রেইনড্রপ ফরটি থ্রী কার্টলেসটা সেলডনের হাতে তুলে দিল।

সামান্য মাথা নোয়ালেন তিনি এবং নরম সুরে বললেন, "ধন্যবাদ, সিস্টার।" তারপর দ্রুত একবার ডর্সের দিকে তাকালেন অনেকটা, "কী, দেখলে তো," এমন একটা ভাব নিয়ে। কিন্তু ডর্স রাগে চোখ ফিরিয়ে নিল।

ভাঁজ খুললেন সেলডন। জিনিসটার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। (পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সুন্দর কারুকাজ করা পোশাক শুধু মেয়েদের জন্য।)

"আমি বাথরুমে যাচ্ছি পোশাক পাল্টানোর জন্য," তিনি বললেন। "কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।"

ছোট চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। কিন্তু দেখলেন দরজা বন্ধ হচ্ছে না কারণ ডর্স ভেতরে ঢোকার জন্য জোর খাটাচ্ছে। দুজন ঢোকার পরই দরজা বন্ধ হলো।

"কী করেছ তুমি?" রাগে ফোস-ফোস করে উঠল ডর্স। "কসাই এর মতো আচরণ করেছ। বাচ্চা মেয়েটার সাথে ওরকম ব্যবহার না করলে হতো না।"

"আমি শুধু ওকে কথা বলাতে চেয়েছি।" অধৈর্য সুরে বললেন সেলডন। "তথ্য সংগ্রহের জন্য ওকেই বেছে নিয়েছি। একটু কঠোর হতে হয়েছে সেজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু এছাড়া আর কীভাবে তার লজ্জা ভাঙানো যেত।" এবং তিনি ডর্সকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন ডর্স ও তার কার্টলেস পড়ে নিয়েছে।

স্কিন ক্যাপ দিয়ে ঢাকা মাথা এবং পুরনো পোশাক সত্ত্বেও ডর্সকে বেশ আকর্ষণীয় লাগছে। পোশাকের সেলাইগুলো শারীরিক কাঠামোর হালকা একটা ইঙ্গিত দিলেও কোনো কিছুই পরিষ্কার বোঝা যায় না। ডর্সের বেল্ট তারটার চেয়েও চওড়া এবং পোশাকের চেয়ে খানিকটা ধূসর রঙের শেড। এছাড়াও সামনে আটকানোর জন্য উজ্জ্বল রঙের দুটো নীল পাথরের বোতাম রয়েছে। (মেয়েরা কঠিন বিপদের মাঝেও নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে, সেলডন ভাবলেন।)

সেলডনের দিকে তাকিয়ে ডর্স বলল, "তোমাকে পুরোপুরি মাইকোজেনিয়ানদের মতো দেখাচ্ছে। সিস্টারদের সাথে বাইরে যাওয়ার জন্য আমরা তৈরি।"

"হ্যাঁ," বললেন সেলডন, "কিন্তু আমি চাই তারপরে রেইনড্রপ ফরটি থ্রি আমাকে তাদের মাইক্রোফার্মে নিয়ে যাবে।"

বড় বড় চোখ করে দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল রেইনড্রপ ফরটি থ্রী।

"আমি ওগুলো দেখতে চাই," শান্ত সুরে বললেন সেলডন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেইনড্রপ ফরটি থ্রী দ্রুত ডর্সের দিকে তাকালো, "ট্রাইবওসম্যান- "

সেলডন বললেন, "তুমি বোধহয় ফার্মের ব্যাপারে কিছুই জানোনা, সিস্টার।"

খোঁচাটা ঠিক জায়গামতো লাগল। রাগের সাথে চিবুক তুলল মেয়েটা, তবে এখনো সতর্কভাবে ডর্সকে সম্বোধন করেই কথা বলছে, "আমি মাইক্রোফার্মে কাজ করেছি। সব ব্রাদার এবং সিস্টারকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় ওখানে কাজ করতে হয়।"

"বেশ, আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে। তর্ক করবে না। আমি ব্রাদার নই যাদের সাথে তোমাদের কথা বলা নিষেধ। আমি একজন ট্রাইবসম্যান এবং সম্মানিত অতিথি। এই স্কিনক্যাপ এবং কার্টলেস পড়েছি যেন কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়। কিন্তু আমি একজন স্কলার এবং যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ জানার চেষ্টা করে যাব। এই ঘরে বসে সারাক্ষণ ওই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারব না। আমি একটা জিনিসই দেখতে চাই যা মাইকোজেনের আছে কিন্তু গ্যালাক্সির আর কোথাও নেই... তোমাদের মাইক্রোফার্মস। তোমরা নিশ্চয় এটা নিয়ে ভীষণ গর্বিত।"

"আমরা গর্বিত," রেইনড্রপ ফরটি থ্রী বলল, এবার সরাসরি সেলডনের মুখোমুখি হলো সে, "এবং আমি আপনাকে দেখাবো। ভাববেন না যে দেখেই আমাদের গোপন ব্যাপারটা আপনি জেনে ফেলবেন। আগামীকাল সকালে আমি আপনাকে মাইক্রোফার্ম দেখাতে নিয়ে যাব। যাওয়ার ব্যবস্থা করতে কিছু সময় লাগবে।"

"আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি। কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করছ? কথা দিচ্ছ আমাকে?"

"আমি একজন সিস্টার এবং মুখে যা বলি তাই করি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব এমনকি সেটা একজন ট্রাইবসম্যানকে দেয়া হলেও।"

শেষ কথাটা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর আরো শীতল হয়ে গেল, অথচ চোখ দেখে মনে হলো সে হাসছে। তার মনে কী ভাবনা চলছে বুঝতে পারলেন না সেলডন, অকারণ অস্বস্তি বোধ করলেন।

৪৩

নির্ঘুম একটা রাত কাটালেন সেলডন। শুরুতেই ডর্স জানালো যে সেও সাথে যাবে এবং সেলডন একগুয়ের মতো অমত করলেন।

"আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে," তিনি বলেছিলেন, "মেয়েটাকে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশে ফেলে দিয়ে- একজন পুরুষের সাথে একসাথে, হোক সে ট্রাইবসম্যান- স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে বাধ্য করা। একবার নিয়ম ভাঙলে তাকে দিয়ে আরো অনেক কিছু করানো সহজ হবে। তুমি সাথে থাকলে সে শুধু তোমার সাথেই কথা বলবে।"

"কিন্তু আমি না থাকলে যদি কোনো বিপদ হয়, আপারসাইডে যেমন হয়েছিল?"

"কিছুই হবে না। প্লীজ! যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তাহলে তুমি দূরে থাকবে। আর যদি না চাও, তোমাকে আমার দরকার নেই। এটাই আমার শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা, ডর্স। ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমার প্রতি আমি যতখানি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ, তুমি তাতে বাধা দিতে পারবে না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলো ডর্স। "ঠিক আছে, কথা দাও তুমি ওর সাথে দুর্ব্যবহার করবে না, হ্যারি।"

"তুমি কী আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছ না মেয়েটাকে? নিশ্চিন্তে থাকো, আমি নিজের আনন্দের জন্য ওর সাথে দুর্ব্যবহার করিনি ভবিষ্যতেও করব না।"

ডর্সের সাথে এই তর্কের স্মৃতিই তাকে রাতের বেশিরভাগ অংশ জাগিয়ে রাখল–এটা প্রথম কারণ; দ্বিতীয় কারণ, সারাক্ষণই তিনি দুঃশ্চিন্তায় ভুগছেন। রেইনড্রপ ফরটি থ্রী যদিও কথা দিয়েছে তারপরেও দুই সিস্টার সকালে নাও আসতে পারে।

যাই হোক সকালের নাস্তা সবে মাত্র শেষ হয়েছে এমন সময় সিস্টাররা এলো। (সেলডন ঠিক করেছেন পরিমিত আহার করবেন।) এরই মধ্যে তিনি কার্টলেস পরে নিয়েছেন কোনো সমস্যা ছাড়াই।

রেইনড্রপ ফরটি থ্রীর চোখ এখনো শীতল। বলল, "আপনি তৈরি, ট্রাইবসম্যান সেলডন, আমার বোন ট্রাইবসওমেন ভেনাবিলির সাথে থাকবে।" তার কণ্ঠ পাখির মতো সুরেলা নয় আবার কর্কশও নয়। বোধহয় সারারাত মনে মনে অনুশীলন করেছে পুরুষ কিন্তু ব্রাদার নয় এমন একজনের সাথে কীভাবে কথা বলা যায়।

মেয়েটা সাররাত ঘুমিয়েছে কী না অবাক হয়ে ভাবলেন সেলডন। বললেন, "আমি তৈরি।"

আধঘণ্টা পরে, রেইনড্রপ ফরটি থ্রী এবং হ্যারি সেলডন লেভেলের পর লেভেল নিচে নামছেন। ঘড়ি অনুযায়ী এখন দিন। কিন্তু ট্র্যানটরের অন্যান্য অংশে যেমন দেখা যায় এখানে সেইরকম আলো নেই। বরং নিষ্প্রভ এবং আবছা।

কারণটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। নিঃসন্দেহে কৃত্রিম সূর্যালোকের যে ব্যবস্থা ট্র্যানটরে আছে মাইকোজেন সেক্টরও তার অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত এখানকার বাসিন্দারাই এইরকম আলো পছন্দ করে নিয়েছে, ভাবলেন সেলডন, অতি প্রাচীন কোনো অভ্যাস ধরে রেখেছে হয়তো। ধীরে ধীরে আবছা পারিপার্শ্বিকতার সাথে তার দৃষ্টি অভ্যস্ত হতে লাগল।

ব্রাদার বা সিস্টার যেই হোক না কেন তিনি সব পথচারীর চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করছেন। পথচারীরা স্বাভাবিকভাবেই তাকে আর রেইনড্রপ ফরটি থ্রীকে ধরে নিয়েছে একজন ব্রাদার এবং তার মেয়েমানুষ। তিনি তেমন কিছু না করলে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

দুর্ভাগ্যবশত রেইনড্রপ ফরটি থ্রী বোধহয় মনোযোগ আকৃষ্ট করতেই চায়। কথা বলছে খুব কম এবং যখন বলছে তখন নিচু গলায়, দাঁত কিড়মিড় করে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে একজন বেগানা পুরুষের সাথে পথ চলা, যদিও ব্যাপারটা শুধু সে একাই জানে, তার আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিয়েছে পুরোপুরি। সেলডনের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি যদি মেয়েটাকে স্বাভাবিক হতে বলেন তখন বরং আরো হিতে বিপরীত হবে। (এখন যদি পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়ে যায় তখন কী করবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে? নিচের লেভেলে পৌঁছে স্বস্তি বোধ করলেন সেলডন কারণ এখানে মানুষের সংখ্যা কম।)

নিচে নামার জন্য এলিভেটর নেই, রয়েছে জোড়ায় জোড়ায় চলমান সিঁড়ি, একটা উপর দিকে উঠছে আরেকটা নিচের দিকে নামছে। রেইনড্রপ ফরটি থ্রী বলল এগুলো 'এসকেলেটর', শব্দটা তিনি কখনো শুনেননি।

যতই নিচে নামছেন সেলডনের অনুভূতি ততই প্রখর হয়ে উঠছে। অধিকাংশ গ্রহেই মাইক্রোফার্ম আছে। প্রতিটি গ্রহই তাদের নিজস্ব ধরনের মাইক্রোপ্রোডাক্টস উৎপাদন করে। হ্যালিকনে থাকতে সেলডন নিজেও বেশ কয়েকবার মাইক্রোফার্মে কেনাকাটা করেছেন। সবসময়ই তিনি এমন একটা গন্ধ পেতেন যা এক কথায় অসহ্য। গন্ধে তার পেটের নাড়িভুড়ি পাক দিয়ে উঠত।

মাইক্রোফার্মের কর্মীদের দেখে মনে হতো এই গন্ধ তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। দর্শনার্থীরা যখন নাক মুখ কুঁচকে রেখেছে তারা দিব্যি সেখানে কাজ করে চলেছে। এই ভয়ানক গন্ধ সেলডন কখনো সহ্য করতে পারেননি এবং জানেন যে এবারেও সহ্য করতে কষ্ট হবে। তাই আগে থেকেই নিজের মনকে প্রবোধ দেয়া শুরু করলেন এই বলে যে তিনি এত কষ্ট করছেন কারণ একটা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তার জরুরী কিছু তথ্য প্রয়োজন, কিন্তু বুঝলেন কাজ হচ্ছে না। কারণ পেটের ভেতরে নাড়িভুঁড়ি সব গিট্টু লাগিয়ে দেয়ার উপক্রম করেছে।

খেই হারিয়ে ফেললেন সেলডন, কতগুলো লেভেল নিচে নেমে এসেছেন হিসাব গুলিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু বাতাস এখনো বেশ তরতাজা। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "মাইক্রোফার্ম লেভেলে কখন পৌছাব আমরা?"

"অনেক আগেই পৌছে গেছি।"

জোরে শ্বাস নিলেন সেলডন। "গন্ধ শুকে তো মনে হচ্ছে না আমরা পৌছে গেছি।"

"গন্ধ? কী বলতে চান আপনি?" মারমুখো ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল রেইনড্রপ ফরটি থ্রী। এখন আর জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে না সে।

"আমি যতটুকু জানি, মাইক্রোফার্মগুলোতে সবসময়ই এক ধরনের তীব্র পচা গন্ধ তৈরি হয়। গন্ধটা তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়া, ঈষ্ট, ফাঙ্গাস, সেপ্রোফাইটস ইত্যাদি উপাদানের জন্য যে সার প্রয়োগ করা হয় সেখান থেকে।"

"আপনি যতটুকু জানেন?" মেয়েটা আবার নিচু স্বরে কথা বলছে। "কোত্থেকে জেনেছেন?"

"আমার নিজের গ্রহে।"

ভয়ানক ভঙ্গীতে মুখ বাঁকিয়ে সিস্টার যা বলল সেইসব শব্দ সেলডন আগে কখনো শুনেননি ঠিকই তবে অঙ্গভঙ্গী থেকে অর্থটা ঠিকই বুঝে নিতে পারলেন।

"খাওয়ার জন্য যখন তৈরি হয়ে যায় তখন কিন্তু আর ওরকম গন্ধ থাকে না।" তিনি বললেন।

"আমাদের এখানে ওরকম গন্ধ কখনোই পাবেন না। আমাদের বায়োটেকনিশিয়নরা প্রতিটি মাইক্রোপ্রডাক্টসের জন্য নিখুঁত পরিবেশ তৈরি করেছে। এই ফর্মূলা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেসিপিগুলো ট্রাইবসপিওপিলরা কখনোই জানতে পারবে না। এদিকে চলুন। –যত খুশি গন্ধ শুকে দেখতে পারেন। খারাপ কিছুই পাবেন না। এই কারণেই পুরো গ্যালাক্সিতে আমাদের খাবারের এত চাহিদা এবং আমরা শুনেছি যে সম্রাট নাকি এই খাবার ছাড়া অন্য কিছু মুখেই তুলেন না যদিও এগুলো একজন ট্রাইবসম্যান এর জন্য অনেক বেশি ভালো এমনকি নিজেকে সম্রাট হিসেবে পরিচিত করার পরেও।"

কথাগুলো সে প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বলল এবং মনে হলো রাগের একমাত্র লক্ষ্য সেলডন। যথেষ্ট বলা হয়নি মনে করে সে আরো যোগ করল, "এমনকি কেউ যদি নিজেকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে দাবী করে তারপরেও।"

একটা সরু করিডরের ভেতর ঢুকল দুজন। দুপাশে পাতলা কাচের তৈরি চৌবাচ্চা। ভেতরে ঘন সবুজ পানি ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। ট্যাঙ্কগুলোতে এলগির চাষ করা হচ্ছে। গ্যাসের চাপে বুদবুদ তৈরি হচ্ছে পানিতে। এই গ্যাস সম্ভবত সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এগুলোতে প্রচুর কার্বনডাইঅক্সাইড আছে, স্থির সিদ্ধান্তে পৌছলেন তিনি।

চৌবাচ্চাগুলোর উপরে উজ্জ্বল গোলাপী আলো জ্বলছে। করিডরের আলো থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল। চিন্তিত সুরে তিনি সেই ব্যাপারে মন্তব্য করলেন।

"অবশ্যই," সিস্টার বলল, "এলগি চাষের জন্য এই রকম আলোই প্রয়োজন।"

"আমার মনে হয়," সেলডন বললেন, "সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়।"

মেয়েটা শুধু কাঁধ নাড়ল, কোনো জবাব দিল না।

"আমি কোনো ব্রাদার বা সিস্টারকে এখানে কাজ করতে দেখছি না," বললেন সেলডন, তথ্য আদায়ের চেষ্টা করছেন।

"আপনি না দেখলেও ওরা যে যার কাজ করে চলেছে। খুঁটিনাটি আপনাকে জানানো যাবে না, কাজেই প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করবেন না।"

"দাঁড়াও। রাগ করো না। আমি আশা করি না যে তুমি রাষ্ট্রের গোপন ব্যাপার আমাকে বলে দেবে। কাম অন, ডিয়ার।" (মুখ ফসকে শব্দটা বেরিয়ে গেলো)

মনে হলো সিস্টার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তাই তিনি তার হাত ধরে ফেললেন, মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেলো মেয়েটা, কিন্তু তিনি তার কাঁপুনি টের পেলেন, বিব্রত হয়ে ছেড়ে দিলেন হাত।

"আসলে আমার মনে হচ্ছে সব স্বয়ংক্রিয়।" তিনি বললেন।

"যা খুশী তাই মনে করতে পারেন। যাই হোক অনেকেই এখানে কাজ করছে। প্রত্যেক ব্রাদার এবং সিস্টারকেই জীবনের একটা সময় এখানে কাজ করতে হয়। কেউ কেউ পরবর্তীকালে এটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেয়।"

সিস্টার এখন স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই কথা বলছে, কিন্তু সেলডন আরো বিব্রত বোধ করলেন যখন লক্ষ্য করলেন যে সিস্টার এর যে হাতটা তিনি ধরেছিলেন সেটা সে পোশাকে ঘষে মুছে নিল। যেন তার হাতে তিনি নোংরা লাগিয়ে দিয়েছেন।

"করিডরগুলো কিলোমিটার এর পর কিলোমিটার বিস্তৃত। তবে এই মোড়ে রয়েছে ফাঙ্গাল সেকশন। আপনার দেখা উচিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন খেয়াল করেছেন যে সবকিছুই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্লাসগুলো চকচক করছে। টাইলস বসানো মেঝে দেখে মনে হয় ভেজা, কিন্তু এক পর্যায়ে থেমে নিচু হয়ে স্পর্শ করে বুঝতে পারলেন যে মেঝে খটখটে শুকনো। এমনকি পিচ্ছিলও না। অবশ্য তিনি এটাও জানেন না যে তার চপ্পলে পিচ্ছিল পথে চলার উপযোগী সোল লাগানো আছে কি না।

একটা কথা সত্যি বলেছে রেইনড্রপ ফরটি থ্রী। এখানে সেখানে ব্রাদার বা সিস্টাররা নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে, কেউ মাপজোক করছে, কেউ যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করছে, কেউবা আবার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করছে। প্রত্যেকেই গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, অন্য কোনো দিকেই তাদের লক্ষ্য নেই।

ওরা কী করছে তা জিজ্ঞেস করলেন না সেলডন। তাতে করে সিস্টার বিপদে পড়তে পারে। একজন বহিরাগতকে বিনা অনুমতিতে এখানে নিয়ে আসার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে হয়তো।

একটা সুইংগিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন দুজন। হঠাৎ করেই সেলডন হালকাভাবে সেই পরিচিত দুর্গন্ধটা পেলেন। সিস্টারের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। তবে সিস্টার মনে হলো এ ব্যাপারে পুরোপুরি অচেতন, তিনি নিজেও কিছুক্ষণ পরে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন।

আলোর ধারাটা পাল্টে গেল হঠাৎ করেই। সোনালী আভা আর উজ্জ্বলতা সরে গিয়েছে। তার জায়গা নিয়েছে গোধূলীর ধূসর আলো। শুধু যন্ত্রপাতিগুলোর উপর স্পট লাইট দিয়ে আলো ফেলা হয়েছে। বেশ কয়েকজন ব্রাদার এবং সিস্টার কাজ করছে এখানে। কারো কারো মাথায় বাতিঅলা হেডব্যান্ড। ওগুলো থেকে মুক্তোর মতো আলো ছড়াচ্ছে। ঠিক মাঝখানে শুধু কতগুলো আলোক বিন্দুর ছুটোছুটি চোখে পড়ল সেলডনের।

AMARBOI.COM

হাঁটার সময় আড়চোখে সিস্টারের দিকে দ্রুত একবার তাকালেন তিনি এবং নতুন করে অনেক কিছুই আবিষ্কার করলেন। অন্য সময় তিনি একবারের জন্যও ন্যাড়া মাথার কথা মন থেকে তাড়াতে পারেননি। এখানকার সমাজ এই মেয়েটার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য কেড়ে নিয়ে তাকে পুরোপুরি অদৃশ্য করে দিয়েছে। কিন্তু খানিকটা ভিন্ন পরিবেশে তিনি নতুন করে অনেক কিছুই দেখতে পেলেন। নাক, চিবুক, নম্রতা, সৌন্দর্য্য। নিষ্প্রভ আলো হঠাৎ করেই যেন মরুভূমিতে প্রাণের সঞ্চার করেছে।

অবাক হয়ে ভাবলেন তিনি : মাথায় চুল গজালে মেয়েটার সৌন্দর্য্য বহুগুণ বেড়ে যাবে। তারপরই মনে পড়ল যে এই মেয়ের মাথায় কোনোদিনই চুল গজাবে না, সারাজীবনই তাকে ন্যাড়া থাকতে হবে।

কেন? সানমাস্টার বলেছিলেন, কারণ একজন মাইকোজেনিয়ান যেন নিজেকে চিনতে পারে এবং সারাজীবন মাইকোজেনিয়ান হিসেবেই থাকতে পারে। কিন্তু নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য এইভাবে কেশহীন হয়ে যাওয়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

তারপর, যেহেতু মনে মনে তিনি দুই দিকেই যুক্তি দাঁড়া করান, ভাবলেন: ঐতিহ্য বা প্রথাই হলো আসলে মানুষের স্বভাব। ন্যাড়া মাথাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু তাই নয় এটা যদি সামাজিক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, তখন মাথায় চুল তাদের কাছে জঘন্য মনে হবে, বমির উদ্রেক করবে। তিনি নিজে প্রতিদিন শেভ করেন, মুখে যদি একটা দাড়িও থেকে যায় তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। অথচ তারপরেও নিজের মুখটাকে তার কাছে এত বেশি কেশহীন বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। ইচ্ছা করলেই তার মুখে দাড়ি গোঁফ গজাবে– কিন্তু সেরকম কোনো ইচ্ছা নেই।

জানেন অনেক গ্রহেই পুরুষরা শেভ করে না। কিছু কিছু গ্রহে তো তারা এমনকি দাড়ি গোঁফ ছাটেও না বরং অবাধে বেড়ে উঠতে দেয়। ওরা যদি তার নিখুঁতভাবে কামানো মুখ দেখে, কী ভাববে তখন।

এইসব ভাবতে ভাবতেই রেইনড্রপ ফরটি থ্রীর সাথে হাঁটছেন তিনি। পথ চলা মনে হলো শেষ হবে না কোনোদিন। মাঝে মাঝে কনুইয়ে খোচা মেরে তাকে পথের ইশারা দিচ্ছে মেয়েটা। পুরুষালী স্পর্শ বোধহয় এখন আর তাকে অস্বস্তিতে ফেলছে না, কারণ বেশ কয়েকবারই মেয়েটা তার কনুই মিনিট খানেক ধরে রাখল।

"এদিকে! এদিকে চলুন।" সিস্টার বলল।

"এটা আবার কী?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

একটা ট্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন। ট্রে ভর্তি গোলাকার বস্তু। প্রত্যেকটাই ডায়ামিটারে দুই সেন্টিমিটার হবে। একজন ব্রাদার সামনে গোলাকার বস্তু বোঝাই ট্রেটা এনে রেখেছে, প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আগন্তুক দুজনের দিকে তাকালো সে।

রেইনড্রপ ফরটি থ্রী পাশ থেকে নিচু গলায় বলল, "কয়েকটা চেয়ে নিন।"

বুঝতে পারলেন সিস্টার অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না। কিছুটা অনিশ্চয়তা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কিছু নিতে পারি, ব-ব্রাদার?"

"যত খুশী নিতে পারেন, ব্রাদার।" দরাজ ভঙ্গীতে অনুমতি দিল লোকটা।

একটা গোল বস্তু তুলে নিলেন সেলডন। রেইনড্রপ ফরটি থ্রিকে দিতে গিয়ে দেখলেন, অনুমতি পেতেই না দেরী, মেয়েটা দুই মুঠোতে যতগুলো পারে ট্রে থেকে তুলে নিচ্ছে।

গোল বস্তুটা চকচকে মসৃণ। কর্তব্যরত ব্রাদারের কাছ থেকে সরে আসতে আসতে সেলডন জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কী খাওয়া যায়?" বস্তুটা সাবধানে নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুকলেন।

"এগুলোর কোনো গন্ধ নেই।" তীক্ষ্ণ গলায় বলল সিস্টার।

"কী এগুলো?"

"এক ধরনের ফল। বাজারে বিক্রয়ের জন্য পরবর্তীকালে কৃত্রিম গন্ধ যোগ করা হয়। কিন্তু মাইকোজেনে আমরা এগুলোকে কাচাই খাই। যেভাবে উৎপন্ন হয় ঠিক সেভাবেই।

একটা ফল মুখে দিয়ে সে বলল, "এই ফল আমি জীবনে খুব বেশি খাইনি।"

সেলডন নিজেও একটা মুখে দিলেন। টের পেলেন জিনিসটা সাথে সাথেই গলে গিয়ে হালকা মিষ্টি রসে মুখ ভরিয়ে তুলল। তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই খাদ্যনালী দিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেটে চলে গেল। খুবই সামান্য একটা তিক্ত স্বাদও টের পেলেন তিনি। কিন্তু মূল স্বাদটা তাকে কেমন নেশাগ্রস্ত করে তুলল।

বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি এক মুহূর্ত।

"আরেকটা দেয়া যাবে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"যত খুশি নিতে পারেন।" হাত বাড়িয়ে বলল রেইনড্রপ ফরটি থ্রি। "একই স্বাদ আপনি দ্বিতীয়বার পাবেন না এবং কোনো ক্যালরি নেই। শুধু স্বাদ।"

ঠিকই বলেছে। একেকটা ফল মুখে দিয়ে তিনি কিছুক্ষণ রাখার চেষ্টা করলেন। দাঁত দিয়ে ফুটো করার চেষ্টা করলেন, ছোট ছোট টুকরা করার চেষ্টা করলেন। ফুটো করার কারণে ফলটা সাথে সাথে গলে গেল। দাঁত দিয়ে কয়েকটা টুকরা করার পর একটা টুকরো ধরে রাখতে পারলেন, বাকীগুলো পেটে চলে গেল। প্রতিটা স্বাদের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব এবং একটার স্বাদ থেকে আরেকটার স্বাদ একেবারেই পৃথক।

"সমস্যা হচ্ছে," তৃপ্তির সাথে বলল সিস্টার, "হঠাৎ হঠাৎ আপনি একটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক স্বাদ পাবেন, কিন্তু জীবনে আর কোনোদিন সেটা পাবেন না। নয় বছর বয়সে আমি সেইরকম একটা স্বাদ পেয়েছিলাম-" হঠাৎ করেই সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। "চমৎকার জিনিস। এটা আপনাকে শিক্ষা দেবে যে এই পার্থিব জগতের সকল বস্তুই নশ্বর।"

এটা একটা সংকেত, ভাবলেন সেলডন। বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ তারা দুজন একসাথে লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। মেয়েটা তার উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তার সাথে নিঃসংকোচে কথা বলছে। আর ঠিক এই মুহূর্তে আলোচনা একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছেছে। এখনই সময়।

AMARBOI.COM

৪৪

সেলডন বললেন, "সিস্টার, আমি এমন এক গ্রহ থেকে এসেছি যে গ্রহ একেবারেই উন্মুক্ত। সব গ্রহই তাই। ট্র্যানটর বাদে। বৃষ্টি হতে পারে, নাও হতে পারে। নদীতে পানি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে। তাপমাত্রা কম বা বেশি। তার মানে ফসল হয় ভালো হবে নয়তো খারাপ। কিন্তু এখানে পরিবেশ খুব নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত। ফসল এখানে ভালো হবেই। অন্য কোনো বিকল্প নেই। মাইকোজেন বেশ ভাগ্যবান।"

অপেক্ষা করছেন তিনি। সিস্টারের জবাবের উপর নির্ভর করছে এরপরে তিনি কী করবেন।

মেয়েটা এখন নির্ভয়ে কথা বলছে এবং সে যে একজন মেয়ে এটা নিয়ে মনে হলো তার কোনো সংকোচ নেই। রেইনড্রপ ফরটি থ্রি বলল, "পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এত সহজ না। ভাইরাস ইনফেকশন হয়, কখনো বা অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত মিউটেশন এর ঘটনা ঘটে। দুএকবার এমনও হয়েছে যে উৎপাদনের পুরো ব্যাচটাই বাতিল হয়ে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবাক করলে। তো তখন কী করো তোমরা?"

"আক্রান্ত ব্যাচগুলো ধ্বংস করে ফেলা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না। যেগুলোতে সংক্রমণ ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হয় সেগুলোও ধ্বংস করে ফেলা হয়। চৌবাচ্চা এবং ট্রেগুলো পুরোপুরি স্টেরিলাইজড বা প্রয়োজন হলে সব ধ্বংস করে ফেলা হয়।

"নিখুঁত সার্জারি," বললেন সেলডন। "রোগাক্রান্ত টিস্যুগুলো কেটে ফেলে দাও।"

"হ্যাঁ।"

"এইধরনের ঘটনা যেন না ঘটে সেটা ঠেকানোর জন্য তোমরা কী করো?"

"কী করতে পারি? সবসময় সতর্ক থাকি। যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের মিউটেশন, ভাইরাস আক্রমণ, রোগ সংক্রমণ বা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে পারে। সতর্ক থাকার কারণে দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটেছে– কিন্তু ছোটখাটো দুএকটা যা ঘটেছে সেটাই আমাদের ডোবানোর জন্য যথেষ্ট। আসলে, নিখুঁত পূর্ব পরিকল্পনা এবং সবচেয়ে দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর সাহায্যেও আমরা সঠিক অনুমান করতে পারি না ভবিষ্যতে কী ঘটবে।"

(সেলডনের পুরো শরীর কেঁপে উঠল। মনে হলো যেন মেয়েটা সাইকোহিস্টোরীর কথাই বলছে। তবে সে শুধু মাইক্রোফার্মের কথা বলছে যা মানবজাতির অতি অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ। আর তিনি সুবিশাল গ্যালাকটিক এম্পায়ার এবং এর যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।)

ভগ্ন হৃদয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বিষয় অনুমান করা যায়। হয়তো কোনো এক শক্তি আমাদের পথ দেখাচ্ছে, আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে।"

সিস্টার মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে গেল। ঘুরে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালো সেলডনের দিকে। কিন্তু মাত্র একটা কথাই বলল, "কী?"

অস্বস্তি বোধ করছেন সেলডন। "ভাইরাস এবং মিউটেশনের কথা শুনে মনে হয়েছে এগুলো সবই প্রকৃতির স্বাভাবিক আইন। এখানে অতিপ্রাকৃত বা সুপার ন্যাচারাল কোনো ব্যাপার নেই, তাই না? অর্থাৎ এমন কোনো শক্তিতে তোমরা বিশ্বাস করনা যা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ঠিক?"

সিস্টার এখনো এক দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তিনি হঠাৎ করেই অচেনা ভাষায় কথা বলা শুরু করেছেন। ফিসফিস করে আবারো বলল, "কী?"

অপরিচিত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবার হোঁচট খেতে লাগলেন। "তোমরা নিশ্চয় এমন এক মহাশক্তিশালী অস্তিত্ব, কোনো গ্রেট স্পিরিট, কোনো... জানি না কী বলা যায়, তার কাছে আত্মনিবেদন করো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেইনড্রপ ফরটি থ্রি কথা বলল নিচু স্বরেই কিন্তু তার কথাগুলো জোরালো এবং স্পষ্ট, "আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম আপনি এই কথা বলবেন, অথচ নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি আমাদেরকে ধর্ম পালনের দায়ে অভিযুক্ত করছেন। এত কথা না বলে সরাসরি বললেই তো হতো।"

জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সে, আর এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দিশেহারা সেলডন আমতা আমতা করে বললেন, "আমি ধর্মের কথা বলিনি। আমি বলেছি সুপারন্যাচারালিজম।"

"যা খুশী তাই বলেন। এটাই ধর্ম এবং আমাদের তা নেই। ধর্ম পালন করে ট্রাইবসম্যানরা। চারপাশে যারা পো– "

দম নেয়ার জন্য থামল সিস্টার, তবে সেলডন নিশ্চিত যে মেয়েটা বলতে চেয়েছিল "পোকামাকড়।"

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রেইনড্রপ ফরটি থ্রি। এবার স্বাভাবিকের চেয়েও নিচু গলায় কথা বলল, "আমরা ধার্মিক নই। আমাদের এই রাজ্য গ্যালাক্সিরই ক্ষুদ্র একটা অংশ ছিল এবং এখনো তাই। যদি আপনাদের কোনো ধর্ম থাকে– "

ফাঁদে পড়ার মতো অনুভূতি হলো সেলডনের, অন্তত এটা তিনি আশা করেননি। আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে হাত তুললেন, "না, না, শোনো। আমি একজন গণিতবিদ এবং আমার রাজ্যও এই গ্যালাক্সিরই অংশ। আসলে তোমাদের সমাজের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম কানুন দেখে আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো বা– "

"কখনোই ভাববেন না, ট্রাইবসম্যান। আমাদের সামাজিক আইন অনেক কঠোর কারণ আমাদের সংখ্যা কম এবং আমাদেরকে চারপাশ থেকে যে ট্রাইবসপিওপিলরা ঘিরে রেখেছে তারা সংখ্যায় অসংখ্য। নিজেদের মূল্যবোধ টিকিয়ে রাখার জন্য কোনো না কোনোভাবে নিজেদেরকে আলাদা করে রাখা দরকার যেন ট্রাইবসম্যানদের জঞ্জালে আমাদের সমাজের মূল্যবান মানুষগুলো হারিয়ে না যায়। আমাদের কেশহীনতা, পোশাক, আচার ব্যবহার, জীবন যাত্রা সবকিছুই আমাদেরকে অন্য সবার কাছ থেকে আলাদা করে তুলেছে। আমরা জানি আমরা কে এবং এটাও নিশ্চিত করি যেন ট্রাইবসপিওপিলরাও জানে আমরা কে। কঠোর পরিশ্রম করে আমরা ফার্মগুলো তৈরি করেছি যেন আপনারা আমাদের গুরুত্ব দেন এবং আমাদেরকে নিজেদের মতো করে থাকতে দেন। এই একটা জিনিসই আপনাদের কাছে চাই আমরা... আমাদেরকে নিজেদের মতো থাকতে দিন।"

"তোমার বা এই সমাজের অন্য কারো কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি শুধু তথ্য চাই, এখান থেকে, সব জায়গা থেকে।"

"তাই ধর্মের কথা বলে আপনি আমাদের অপমান করছেন, যেন আমরা যা করতে পারি না তার জন্য কোনো রহস্যময়, অদৃশ্য কোনো শক্তির সাহায্য কামনা করি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিভিন্ন গ্রহে অনেক মানুষ কোনো না কোনো ধরনের সুপারন্যাচারালিজমে বিশ্বাস করে... ইচ্ছে হলে এটাকেই তুমি ধর্ম বলতে পারো। এই বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস করাটা যেমন ভুল হতে পারে তেমনি ধর্মে অবিশ্বাস করাটাও ভুল হতে পারে। যাই হোক বিশ্বাস করলে কোনো ক্ষতি নেই আর আমিও তোমাদের অপমান করার জন্য প্রশ্নটা করিনি।"

কিন্তু সিস্টার এই কথাতেও শান্ত হলো না। আরো রাগের সাথে বলল "ধর্ম! তার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।"

প্রথম থেকেই সেলডনের আত্মবিশ্বাস কমছিল এবং হতাশা বাড়ছিল। সমস্ত আলোচনা, রেইনড্রপ ফরটি থ্রির সাথে এই ঘুরে বেড়ানো সবটাই ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে মেয়েটা কথা বলে চলেছে। "তার থেকেও ভালো জিনিস আমাদের কাছে আছে। আমাদের আছে ইতিহাস।"

শেষ মন্তব্যটা শুনে হতাশায় ভেঙে পড়া সেলডন নিমেষেই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। সুন্দর এক টুকরো হাসি ফুটল মুখে।

•

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্য বুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যান্ড-অন-থাই স্টোরি... কোনো এক উপলক্ষ্যে হ্যারি সেলডন একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন যে এটাই ছিল সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপমেন্টের পথে একটা টার্নিং পয়েন্ট। দুর্ভাগ্যবশত তার কোনো গ্রন্থেই এটার কোনো উল্লেখ করেননি যে গল্পের মূল বিষয় কী ছিল, এবং মানুষের ধারণা বা অনুমানও (অনেক রকমের ধারণা এবং অনুমান প্রচলিত রয়েছে) অস্পষ্ট। সেলডনের পেশাগত জীবনের অনেক অজানা রহস্যের মতো এই গল্পটাও একটা রহস্য হিসেবেই থেকে যায়।

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৪৫

রেইনড্রপ ফরটি থ্রি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকিয়ে আছে, নিঃশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন।

"এখানে আর থাকা যাবে না," সে বলল।

চারদিকে ভালো করে দেখলেন সেলডন। "কেউ তো আমাদের বিরক্ত করছে না। এমনকি যে ব্রাদারের কাছ থেকে জামাগুলো নিলাম সেও আমাদের স্বাভাবিক জোড়া ভেবেছে।"

"কারণ আমাদের ভেতর অস্বাভাবিক কিছু ছিল না– যতক্ষণ আলো কম থাকবে, আপনি নিচু গলায় কথা বললেন যেন ট্রাইবসম্যান বাচনভঙ্গী কেউ ধরতে না পারে আর আমি যতক্ষণ নিজেকে শান্ত রাখতে পারব কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এখন–" তার কণ্ঠ আরো কর্কশ হয়ে উঠল।

"এখন আবার কী হলো?"

"এখন আমি ভয় পাচ্ছি, অস্থির লাগছে। আমি... "

"কেউ আমাদের খেয়াল করছে না। রিল্যাক্স। শান্ত হও।"

"এখানে আমি শান্ত হতে পারব না, যতক্ষণ কারো চোখে পড়ার ঝুঁকি থাকবে আমার ভয় কাটবে না।"

"কোথায় যাবে তাহলে?"

"বিশ্রামের জন্য ছোট ছোট অনেকগুলো শেড আছে। কিছুদিন এখানে কাজ করেছি। আমি জানি ওগুলো কোথায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুত পায়ে হাঁটা শুরু করল সে, তাকে অনুসরণ করলেন সেলডন। ছোট একটা র‍্যাম্পের উপরে সারি সারি অনেকগুলো দরজা, সিস্টার সাথে না থাকলে গোধূলীর স্বল্প আলোয় সেলডন কোনোদিনও এগুলো খুঁজে পেতেন না।

"একেবারে শেষ মাথারটা," ফিসফিস করে বলল সিস্টার "যদি খালি থাকে।"

খালিই ছিল। দরজার উপরে একটা তিনকোণা বাতির উপরে কিছু লেখা জ্বলজ্বল করছে যার অর্থ ভিতরে কেউ নেই।

দ্রুত চারপাশে তাকালো রেইনড্রপ ফরটি থ্রি, সেলডনকে ভিতরে ঢোকার জন্য ইশারা করল। নিজেও ঢুকে পড়ল চট করে, দরজা বন্ধ করে দিল। একটা স্বয়ংক্রিয় বাতি ছোট কামরার ভিতরটা আলোকিত করে তুলল।

"আমরা যে ভিতরে আছি সেটা দরজার উপরে যে সাইন আছে তা কীভাবে বোঝাবে?"

"দরজা বন্ধ করার পর ভিতরে আলো জ্বলে উঠার সাথে সাথে দরজার সাইন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বদলে যাবে।"

ভিতরে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহের একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ পাচ্ছেন সেলডন। অবশ্য ট্র্যানটরের সব জায়গাতেই এধরনের শব্দ আর আরামদায়ক পরিবেশ উপস্থিত।

কামরাটা আসলেই বেশি বড় নয়, তবে ছোট একটা বিছানা আছে। বিছানাতে যথেষ্ট মজবুত একটা ম্যাট্রেস এবং তার উপর একটা পরিষ্কার চাদর পাতা। একটা চেয়ার, একটা টেবিল, একটা রেফ্রিজারেটর, আর থালার মতো দেখতে একটা যন্ত্র আছে, সম্ভবত জিনিসটা ফুড হিটার।

রেইনড্রপ ফরটি থ্রি পিঠ খাড়া করে চেয়ারে বসল, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা তার চেহারাতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

কী করা উচিত বুঝতে না পেরে সেলডন দাঁড়িয়েই থাকলেন। রেইনড্রপ ফরটি থ্রির অধৈর্য ইশারা পেয়ে চট করে বসে পড়লেন বিছানাতে।

মৃদু সুরে কথা বলল রেইনড্রপ ফরটি থ্রি, যেন নিজের সাথেই কথা বলছে, "যদি কেউ কখনো জানতে পারে যে আমি এখানে একা একজন পুরুষ মানুষের সাথে ছিলাম– একজন ট্রাইবসম্যানের সাথে– তাহলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

চট করে উঠে দাঁড়ালেন সেলডন। "তাহলে এখানে থাকার দরকার নেই।"

"বসুন। এখন আমি বেরোতে পারব না। আপনি ধর্মের কথা বলছেন। আসলে আপনি কী চান?"

সেলডনের মনে হচ্ছে মেয়েটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। অস্থিরতা, অনুগত ভাবটা আর নেই। লজ্জাবোধ, অপরিচিত পুরুষের সামনে সংকোচ তার কিছুই নেই এখন। বরং খানিকটা সরু চোখে তাকিয়ে আছে।

"তোমাকে বলেছি। তথ্য। আমি একজন স্কলার। তথ্য জানাই আমার কাজ। বিশেষ করে আমি মানুষকে বুঝতে চাই, আর সেজন্য আমাকে ইতিহাস জানতে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। সব গ্রহের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক রেকর্ড– সত্যিকারের প্রাচীন রেকর্ড– কালের প্রবাহে যা আজ কিংবদন্তী বা পুরাকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। যা পরিণত হয়েছে কোনো ধরনের ধর্ম বিশ্বাস বা অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসে। কিন্তু মাইকোজেনে যদি কোনো ধর্ম প্রচলিত নাই থাকে, তাহলে– "

"আমি বলেছি আমাদের আছে ইতিহাস।"

"দুবার বলেছ, কত পুরনো।"

"বিশ হাজার বছর পুরনো।"

"সত্যি? সত্যিকারের ইতিহাস নাকি কোনো ধরনের কিংবদন্তী?"

"সত্যিকারের ইতিহাস।"

সে কীভাবে জানে এটা প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন, কিন্তু সামলে নিলেন। এত প্রাচীন ইতিহাস থাকা আসলেই কী সম্ভব, থাকলেও তা কতখানি সঠিক? তিনি নিজে তো আর ইতিহাসবিদ নন কাজেই ডর্সকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

তবে তিনি জানেন যে প্রতিটি গ্রহের প্রাথমিক ইতিহাস ব্যক্তিগত দম্ভ আর বীরপূজায় পরিপূর্ণ। এবং সেগুলোকে সাহিত্য হিসেবে মূল্য দেয়া যায়, ইতিহাস হিসেবে নয়। হ্যালিকনের বেলাতেও কথাটা সত্যি। অথচ এমন কোনো হ্যালিকনিয়ানকে পাওয়া যাবে না যে মনে করে যে ওগুলো প্রকৃত ইতিহাস নয়। এমনকি হ্যালিকনে প্রথম বসতি স্থাপনের ব্যাপারে যে অদ্ভুত গল্পগুলো রয়েছে সেগুলো পর্যন্ত তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। ওই গল্পগুলোতে বলা হয়েছে যে একসময় হ্যালিকনে ভয়ংকর হিংস্র প্রজাতির এক উড়ুক্কু সরীসৃপ ছিল। সেগুলোর সাথে মরণপণ লড়াই করে মানুষকে এখানে সভ্যতা গড়ে তুলতে হয়েছে। যদিও উড়ুক্কু সরীসৃপ থাকার কোনো প্রমাণ কখনো পাওয়া যায়নি।

"তোমাদের এই ইতিহাসের শুরুটা কীভাবে হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কেমন একটা আনমনা ভাব সিস্টারের দৃষ্টিতে, এমন একটা দৃষ্টি যা ঠিক সেলডনের উপরও নিবদ্ধ নয় বা কামরার কোনো বস্তুর উপরও নিবদ্ধ নয়। "শুরু হয়েছে একটা গ্রহ থেকে– আমাদের গ্রহ। একটাই গ্রহ।"

"একটাই গ্রহ?" (সেলডনের মনে পড়ল হামিন একটা কিংবদন্তীর কথা বলেছিল। কোনো এক সময় পুরো গ্যালাক্সিতে মাত্র একটা গ্রহেই মানুষের বসবাস ছিল। সেটাকে বলা হতো মানবসভ্যতার জন্মস্থান। কারণ একমাত্র ঐ গ্রহেই সর্বপ্রথম এবং প্রধানত জীবনের উৎপত্তি এবং বিকাশ ঘটে। গ্যালাক্সির অন্য কোনো গ্রহে মৌলিকভাবে জীবনের উৎপত্তি বা বিবর্তন ঘটেনি। ঐ গ্রহ থেকেই মানুষ ক্রমান্বয়ে পুরো গ্যালাক্সিতে ছড়িয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করে।)

"একটা গ্রহ। পরে আরো অনেক গ্রহেই বসতি স্থাপিত হয়। কিন্তু আমাদেরটাই ছিল প্রথম। বহু হাজার বছর আমরা সেখানে বাস করি। একসময় বেরিয়ে পড়তে হয় সেখান থেকে। যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকি এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে, যতদিন না ট্র্যানটরের এক কোণায় নিজেদের জন্য একটা আশ্রয় খুঁজে পাই। এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খাদ্য উৎপাদন করতে শিখি যা আমাদের কিছুটা স্বাধীনতা এনে দেয়। এখানে এই মাইকোজেনে আমরা আমাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করেছি– ধীরে ধীরে আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছি।"

"আর তোমাদের ইতিহাসে সেই মূল গ্রহ বা সেই একমাত্র গ্রহের বিস্তারিত বর্ণনা আছে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই। একটা পবিত্র গ্রন্থে তা লেখা রয়েছে এবং আমাদের সবার কাছে সেই গ্রন্থের একটা করে কপি সবসময়ই থাকে। তার ফলে আমাদের সবসময়ই মনে থাকে আমরা কে এবং কোনো একদিন আমরা নিজেদের গ্রহে ফিরে যাব।"

"তুমি কী জানো সেই গ্রহটা কোথায় এবং এখন সেখানে কারা বাস করছে?"

রেইনড্রপ ফরটি থ্রি একটু ইতস্তত করল, তারপর মাথা নাড়ল জোরে জোরে। "না, জানিনা, কিন্তু একদিন ঠিকই খুঁজে পাবো।"

"পবিত্র গ্রন্থটা তোমার সাথে আছে এখন?"

"অবশ্যই।"

"আমি দেখতে পারি?"

সিস্টারের মুখে বাঁকা একটা হাসি ফুটল। "আপনি তাহলে এই চান। যখনই শুধু আমাকে নিয়ে মাইক্রোফার্মে আসার কথা বলেছিলেন তখনই বুঝেছিলাম যে আপনি কিছু একটা চান। কিন্তু সেটা যে আমাদের পবিত্র গ্রন্থ হবে তা আমি কল্পনাও করিনি।

"আমি শুধু এটাই চাই," আন্তরিক ভঙ্গীতে বললেন সেলডন। "আমার মনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তুমি যদি এইভেবে আমাকে এখানে নিয়ে– "

সিস্টার তাকে কথা শেষ করতে দিল না। "কিন্তু আমরা এখানে এসেছি। আপনি কী পবিত্র গ্রন্থটা দেখতে চান নাকি চান না?"

"তুমি আমাকে দেখানোর প্রস্তাব দিচ্ছ?"

"একটা শর্তে।"

বিরতি নিলেন সেলডন, বোঝার চেষ্টা করলেন মেয়েটা তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে কী না। "কী শর্ত?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

জিভ সামান্য বের করে দ্রুত একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল রেইনড্রপ ফরটি থ্রি। তারপর বোঝা যায় কী যায় না এমনভাবে কাঁপা কাঁপা সুরে বলল, "আপনার স্কিনক্যাপ খুলতে হবে।"

৪৬

বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন সেলডন। রেইনড্রপ ফরটি থ্রি কী বলছে সেটা বুঝতে বেশ অনেকগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। তিনি যে মাথায় একটা স্কিনক্যাপ পরে রেখেছেন কথাটা বেমালুম ভুলে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর নিজের মাথায় হাত রাখলেন তিনি, এবং এই প্রথমবার সচেতনভাবে স্কিনক্যাপটাকে স্পর্শ করলেন। জিনিসটা মসৃণ, তার নিচে খোঁচা খোঁচা চুলের অস্তিত্ব টের পেলেন, তবে খুবই সামান্য।

মাথায় হাত বুলাতে বুলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"কারণ আমি চাইছি। কারণ পবিত্র গ্রন্থ দেখতে হলে আমার এই শর্ত মানতে হবে।"

"বেশ, তুমি যখন চাও," স্কিনক্যাপের একটা প্রান্ত খুঁজতে লাগলেন তিনি হাত দিয়ে, বিরক্তিকর বস্তুটা মাথা থেকে খোলার জন্য।

কিন্তু রেইনড্রপ ফরটি থ্রি বাধা দিল, "না, আমাকে করতে দিন। আমি নিজের হাতে খুলব।" তার চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

হাত নামিয়ে কোলের উপর রাখলেন সেলডন, "ঠিক আছে।"

দ্রুত উঠে দাঁড়ালো সিস্টার, বিছানায় পাশাপাশি বসল। ধীরে ধীরে এবং সাবধানে সেলডনের কানের পাশে স্কিনক্যাপটা সামান্য একটু সরালো। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো আবার। কপালের কাছে স্কিনক্যাপ খোলার সময় হাঁপাতে শুরু করল। তারপর একটান দিয়ে পুরোটাই খুলে ফেলল। মুক্তির আনন্দে সেলডনের চুলগুলো নেচে উঠল।

অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। বললেন, "স্কিনক্যাপ দিয়ে ঢেকে রাখার কারণে বোধহয় মাথা ঘেমেছে। তাহলে চুলগুলো ভেজা হয়ে থাকবে।"

হাত তুললেন তিনি, ব্যাপারটা আসলেই সত্যি কি না দেখা দরকার, কিন্তু মাঝপথেই সিস্টার তার হাত ধরে ফেলল। "আমি নিজে দেখব।" বলল সে। "এটাও আমার শর্তের অংশ।"

আলতোভাবে এবং দ্বিধাগ্রস্ত আঙুলে চুল স্পর্শ করেই আবার সরিয়ে নিল রেইনড্রপ ফরটি থ্রি। আবার স্পর্শ করল, এবং মোলায়েমভাবে হাত বোলাতে লাগল।

"একেবারেই শুকনো," বলল সে। "স্পর্শটা... চমৎকার।"

"এর আগে কখনো মানুষের স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে উঠা চুল স্পর্শ করেছ?"

"শুধু বাচ্চাদের, তাও দুই একবার হবে। এগুলো... অন্যরকম।"

"কীভাবে?" চরম বিব্রতকর অবস্থাতেও সেলডন কৌতূহল চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না।

"বলতে পারব না। এগুলো শুধুই... অন্যরকম।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "শখ মিটেছে?"

"না, আমাকে বাধা দেবেন না। আপনি আপনার চুল যেভাবে খুশি সেভাবে শোয়াতে পারেন?"

"না, চুলগুলোর মাথাতে পড়ে থাকার একটা স্বাভাবিক ভঙ্গী আছে, এবং তার জন্যও প্রয়োজন একটা চিরুনী, এই মুহূর্তে আমার কাছে তা নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চিরুনী?"

"দাঁতওয়ালা একটা বস্তু... আর, দেখতে ফর্কের মতোই... তবে দাঁতের সংখ্যা অনেক বেশি এবং কিছুটা নরম।"

"আপনি আঙ্গুল দিয়ে করতে পারেন?" নিজের আঙ্গুলগুলো সে সেলডনের চুলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে।

"করা যায়।" তিনি বললেন। "তবে খুব একটা ভালো হবে না।"

"পিছন দিকে কেমন শক্ত?"

"পিছনের চুলগুলো ছোট।"

রেইনড্রপ ফরটি থ্রির বোধহয় কিছু একটা মনে পড়ল, "ভুরু" বলল সে, "তাই তো বলা হয়, নাকি?" চোখের উপরের কোমল লোমের উপর হাত বুলাতে লাগল সে।

"খুব সুন্দর," বলল, তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠল, অনেকটা তার ছোটবোনের মতো। "খুবই সুন্দর।"

"তোমার শর্তে কি আরো কিছু আছে?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

মৃদু আলোয় মনে হলো রেইনড্রপ ফরটি থ্রি বোধহয় নতুন কিছু যোগ করবে। কিন্তু কিছু বলল না। তার বদলে হাত নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুকল।

"কী অদ্ভুত।" বলল সে। "আমি... আমি করতে পারি, অন্য কোনো সময়?"

"যদি ভালোভাবে স্টাডি করার জন্য তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ পর্যাপ্ত সময় আমার কাছে রাখতে দাও, তাহলে হয়তো বা আবার সুযোগ পাবে।"

রেইনড্রপ ফরটি থ্রি তার কার্টলের একটা ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকালো। ওখানে যে একটা ফাঁক আছে সেলডনের চোখেই পড়েনি। ভেতরের কোনো পকেট থেকে শক্ত বস্ত্র দিয়ে বাঁধাই করা একটা বই বের করে আনল সে। জিনিসটা নিলেন সেলডন, প্রাণপণ চেষ্টা করছেন উত্তেজনা দমিয়ে রাখার।

চুল ঢাকার জন্য তিনি যখন স্কিনক্যাপ পরছেন তখন রেইনড্রপ ফরটি থ্রি আবার নাকের কাছে আঙ্গুল তুলল। জিভ বের করে দ্রুত আলতোভাবে আঙ্গুল চাটল।

৪৭

"তোমার চুল ঘাটাঘাটি করেছে?" বলল ডর্স ভেনাবিলি। সেলডনের চুলের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন নিজেও স্পর্শ করবে।

দ্রুত একপাশে সরে গেলেন সেলডন। "রক্ষে করো। তুমিও আবার শুরু করো না। মেয়েটা যা করেছে আমার কাছে পুরোপুরি বিকৃত রুচির মনে হয়েছে।"

"আমার মতে মেয়েটার যে সামাজিক অবস্থান– অতে এটা বিকৃত রুচিই। তুমি কোনো আনন্দ পাওনি?"

"আনন্দ? চরম বিরক্তিকর মনে হয়েছে। মেয়েটা থামার পরেই নিঃশ্বাস নিতে পারি। বারবারই ভাবছি : আর কী শর্ত আরোপ করতে পারে সে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসল ডর্স। "তুমি কি ভয় পেয়েছিলে যে সে তোমাকে দৈহিক মিলনে বাধ্য করবে? নাকি সেটাই আশা করেছিলে?"

"বিশ্বাস করো আমি কিছুই ভাবছিলাম না। শুধু যে কোনো মূল্যে বইটা পেতে চেয়েছিলাম।"

নিজেদের কামরাতে বসে কথা বলছে দুজন। ডর্স তার ফিল্ড ডিজটর্টার চালু করে দিয়েছে যেন আড়ি পেতে তাদের আলোচনা কেউ শুনে ফেলতে না পারে।

রাত নামছে মাইকোজেনে। স্কিনক্যাপ এবং কার্টেল খুলে গোসল করেছেন সেলডন। চুলের উপর বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। সাবান ঘষে দুবার মাথা পরিষ্কার করেছেন। ক্লজেটে হালকা রঙের একটা নাইটগাউন ছিল। সেটা গায়ে চাপিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন এখন।

"হ্যারি, তুমি কী জানো তোমার বুকেও পশম আছে?" চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"আশা করি সিস্টার তা জানে না।"

"আসলে এটাই স্বাভাবিক। কোনো ব্রাদারের সাথে একা থাকলে আমিও একটা বিপদে পড়তাম। বরং আরো খারাপ অবস্থা হতো। যেহেতু ব্রাদারদের দৃঢ় বিশ্বাস– মাইকোজেনিয়ান নীতি অনুযায়ী একজন মেয়েমানুষ পুরুষদের যে কোনো আদেশ বিনা প্রশ্নে এবং সাথে সাথে পালন করতে বাধ্য।"

"না, ডর্স। তোমার কাছে স্বাভাবিক মনে হতে পারে কারণ এই অভিজ্ঞতাটা তোমার হয়নি। সিস্টার ঐ সময় পুরোপুরি যৌন সুখ উপভোগ করছিল। সমস্ত অনুভূতি সে এই কাজে নিয়োগ করেছিল... আঙুলের গন্ধ শুকছিল, জিভ দিয়ে চাটছিল।"

"আমি এটাকেই 'স্বাভাবিক' বলছি। কোনো কিছুর উপর যদি তুমি কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করো তখনই সেটা যৌন উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে। মেয়েদের বুকের ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহ থাকত যদি তুমি এমন কোনো সমাজে বাস করতে যেখানে বুক খোলা রাখাটাই রেওয়াজ?"

"হয়তো বা আগ্রহী হতাম।"

"তুমি কি আরো বেশি আগ্রহী হতে না যদি তা সবসময় গোপন করে রাখা হয়, অধিকাংশ সমাজেই যা স্বাভাবিক নিয়ম?– শোনো, আমার জীবনের একটা ঘটনা বলি। সিনাতে আমি একবার লেক রিসর্টে গিয়েছিলাম... তোমাদের হ্যালিকনে নিশ্চয়ই রিসর্ট আছে, সাগর সৈকত, এই জাতীয় স্থান?"

"নিশ্চয়ই," বিরক্ত সুরে বললেন সেলডন। "তুমি কি মনে করো হ্যালিকন শুধু পাহাড় পর্বত আর পাথরে বোঝাই গ্রহ? খাবার পানির জন্য কূপ খনন করতে হয়?"

"রাগ করো না, হ্যারি। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি যে আমার গল্পের মূল বক্তব্যটা তুমি বুঝতে পারবে। সিনাতে আমাদের সমুদ্র সৈকতে আমরা কি পোশাক পরি বা একেবারেই পরি কিনা সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ন্যুড বিচ?"

"ঠিক তাও না, তবে আমার মনে হয় কেউ যদি তার গায়ের সব কাপড় খুলে ফেলে বাকীরা তা মোটেও খেয়াল করবে না। আসলে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পোশাকই সবাই গায়ে রাখে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সেই ভদ্রতাটাও এত কম যে তুমি কল্পনা করতে পারবে না।"

"হ্যালিকনে আমাদের ভদ্রতা আরো উঁচু মানের।"

"আমার সাথে তোমার ব্যবহারেই সেটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবারই নিজস্ব নিয়ম কানুন থাকে। যাই হোক, লেকের পাশে ছোট সৈকতে আমি বসেছিলাম। এমন সময় এক তরুণ এগিয়ে আসে। আগের দিনই তার সাথে পরিচয় হয়েছিল। চমৎকার ভদ্রলোক, আমি কোনো দোষ পাইনি তার। সে এসে আমার চেয়ারের হাতলে বসে তার একটা হাত আমার উন্মুক্ত ডান উরুর উপর রাখে, অবশ্যই নিজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য।

"দুই একটা টুকটাক কথা বলার পর সে খানিকটা রসিকতার সুরেই বলল : 'তোমার সাথে আমার পরিচয় খুব অল্প সময়ের। এই অল্প সময়ে একজন মানুষের ভালোমন্দ বোঝা অসম্ভব। অথচ কী স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আমি তোমার উরুর উপর হাত রেখে বসে আছি। তার চেয়েও বড় কথা, তোমার কাছেও এটা একেবারেই স্বাভাবিক মনে হয়েছে যেহেতু আমার হাত ওখানে রাখার জন্য তুমি কিছুই বলছ না।'

"শুধু তখনই আমার খেয়াল হয় যে লোকটা আমার উরুতে হাত রেখে বসে আছে। অসংখ্য মানুষের মাঝে এভাবে খালি গায়ে বসে থাকার কারণে হয়তো স্বাভাবিক যৌনাবেদনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলেছিই, দৃষ্টি থেকে গোপন করে রাখাটাই গুরুত্ব তৈরি করে।

"এবং সেই তরুণও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, কারণ এরপর সে বলল, 'এখন যদি স্বাভাবিক কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে তোমার সাথে আমার দেখা হয়, তোমার পরনে থাকে চমৎকার একটা গাউন এটা তুমি স্বপ্নেও আশা করবে না যে আমি তোমার গাউন তুলে এখন ঠিক যেখানে হাত রেখেছি সেখানে হাত রাখব।'

"হেসে ফেললাম আমি। তারপর আরো কিছুক্ষণ কথা হয়। যেহেতু তার হাতের অবস্থানের দিকে আমাদের দুজনেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় সেহেতু ওখানে স্পর্শ করে থাকাটা তরুণের কাছে শোভন মনে হয়নি, হাত সরিয়ে নেয় সে।

"সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারের আগে নিজেকে সাজানোর জন্য স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি যত্ন নেই। আমার গাউন ছিল ডাইনিং রুমের অন্যান্য মহিলাদের চেয়ে আরো বেশি ফর্মাল। তরুণ একটা টেবিলে বসেছিল। সোজা তার কাছে এগিয়ে যাই। টুকটাক কিছু কথার পর আমি তাকে বলি, 'দেখো আমি একটা গাউন পরে এসেছি। তোমাকে অনুমতি দিলাম, আমার গাউন তুলে বিকালে ঠিক যেখানে হাত রেখেছিলে সেখানে হাত রাখতে পারো তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চেষ্টা করেছিল সে এবং সেজন্য তাকে বাহবা দিতেই হবে, কিন্তু ডাইনিং রুমের সবাই তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে। আমি তাকে বাধা দিতাম না এবং কোনো সন্দেহ নেই যে অন্যরাও বাধা দিত না, কিন্তু সে কাজটা করতে পারেনি। সৈকতে যে পরিমাণ মানুষ এবং যে মানুষগুলো ছিল ঠিক তারাই তখন ডাইনিং রুমে উপস্থিত। সবাই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে আমিই শুরু করেছি এবং আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সামাজিক নিয়মটাকে সে ভঙ্গ করতে পারেনি। বিকালে সৈকতে হ্যান্ড-অন-থাই এর যে শর্ত ছিল সন্ধ্যায় হ্যান্ড-অন-থাই এর জন্য শর্ত ছিল অন্যরকম এবং এই সামাজিক ব্যবস্থা তুমি কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে না, অথচ এটাই সত্য।"

"আমি হলে ঠিকই হাত রাখতাম।" সেলডন বললেন।

"তাই?"

"হ্যাঁ।"

"এমনকি তোমার গ্রহে সমুদ্র সৈকতের নিয়ম আমার গ্রহের সমুদ্র সৈকতের চেয়ে অনেক বেশি ভদ্রোচিত হওয়ার পরেও?"

"হ্যাঁ।"

হাতে মাথা রেখে বিছানায় আধশোয়া হলো ডর্স। "তাহলে আমি যে শুধু একটা নাইটগাউন পরে রেখেছি নিচে অন্য কিছু পরিনি তাতে তুমি বিরক্ত বা অস্বস্তি বোধ করছ না।

"সত্যি কথা বলতে কি আমি অবাক হইনি। আর বিরক্ত হওয়ার কথা যদি বল সেটা নির্ভর করছে শব্দটার সংজ্ঞার উপর। তুমি কোন পোশাক পরেছ এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সচেতন।"

"বেশ, আমাদেরকে যদি এখানে একসাথে বেশ কিছুদিন থাকতেই হয় তাহলে এধরনের ছোটখাটো বিষয়গুলো কীভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায় তা শিখতে হবে।"

"অথবা তার সুযোগ নিতে হবে," দন্ত বিকশিত হাসি দিয়ে বললেন সেলডন। "আর তোমার চুলগুলো আমার খুব ভালো লাগে। সারাদিন তোমাকে ন্যাড়া মাথায় দেখার পর আসলেই খুব ভালো লাগে।"

"তবে, ছুঁয়ে দেখার দরকার নেই। আমি এখনো মাথা পরিষ্কার করিনি।" তারপর আধবোজা চোখে সেলডনের দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ অদ্ভুত। তুমি আমাদের মাঝে যে আনুষ্ঠানিক সৌজন্যতা ছিল সেই দেয়ালটা সরিয়ে দিয়েছ। তুমি নিজেই বলেছ হ্যালিকনের মানুষদের সৌজন্যবোধ অত্যন্ত প্রখর, তাই না?"

"আসলে আমি সেই তরুণ যে তোমার থাই এর উপর হাত রেখেছিল এবং আমার নিজের কথা বলছি। সিনিয়ান এবং হ্যালিকনিয়ানদের মাঝে মিল কতখানি আমি বলতে পারব না। তবে একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দুই গ্রহেই নিপাট ভালোমানুষ ভদ্রলোক যেমন আছে তেমনি দুষ্ট প্রকৃতির লোকও আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা কথা বলছি সামাজিক প্রভাব নিয়ে। আমি সেরকম অর্থে গ্যালাকটিক ট্রাভেলার নই কিন্তু সামাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছি। এক সময় ডেরউড গ্রহে বিবাহ পূর্ব অবাধ যৌনতা স্বীকৃত ছিল। বহুগামীতাও স্বীকৃত ছিল। জনসমক্ষে খোলাখুলি যৌনতা দেখে মানুষ শুধু তখনই ভুরু কুঁচকাতো যদি তা ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি করত। অথচ বিবাহের পর বহুগামীতা ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং সামাজিক অপরাধ। তাদের যুক্তি ছিল যে একজন মানুষ তার যাবতীয় শখ এবং স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারলেই জীবনের সিরিয়াস বিষয়গুলোতে মনোযোগ দিতে পারবে।"

"কোনো লাভ হয়েছিল তাতে?"

"প্রায় তিনশ বছর আগে এটা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আমার কয়েকজন সহকর্মীর মতে অন্যান্য গ্রহগুলো এটা বন্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল কারণ ডেরউডের কাছে তাদের পর্যটন ব্যবসা মার খাচ্ছিল অনবরত। তাছাড়া সামগ্রিক গ্যালাকটিক সামাজিক চাপও ছিল।"

"অথবা অর্থনৈতিক চাপ। অন্তত এই ক্ষেত্রে কথাটা সত্যি হতেও পারে।"

"হয়তোবা। যাইহোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সুবাদে সামাজিক চাপ নিয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ আমার হয়েছে। ট্র্যানটরের বিভিন্ন সেক্টরের এবং ট্র্যানটরের বাইরের অন্যান্য গ্রহের বহু মানুষের সাথে কথা বলেছি। সমাজ বিজ্ঞানের সবচেয়ে মজার বিষয়গুলোর একটা হলো সামাজিক চাপসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

"যেমন মাইকোজেনে আমার মনে যৌনতার ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, এমনকি এই বিষয়ে কেউ আলোচনা পর্যন্ত করতে পারে না। স্ট্রিলিং সেক্টরে যৌন বিষয়ে কেউ কথা বলে না কিন্তু জিনিসটা সেখানে দোষেরও না। জেনাট সেক্টরে, গবেষণার কাজে আমাকে ওখানে এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল, সেখানে সবাই সারাদিনই এই বিষয়ে কথা বলে চলেছে এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য অবাধ যৌনতা রহিত করা। আমার ধারনা ট্র্যানটরে এমন দুটো সেক্টর পাওয়া যাবে না– বা গ্যালাক্সিতে এমন দুটো গ্রহ পাওয়া যাবে না– যেখানে যৌনতার ব্যাপারে মানুষের মনোভাব হুবহু এক রকম।"

"তোমার কথা শুনে কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে– "

"আমি বলছি কী মনে হচ্ছে। যৌনতা নিয়ে এই সমস্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার। তোমাকে আমি আর চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না।"

"কী?"

"দুবার আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিয়েছি, প্রথমবার আমার বোকামী আর দ্বিতীয়বার তুমি আমাকে বাধ্য করেছ। প্রথমবার কী ঘটেছিল মনে আছে?"

রেগে গেলেন সেলডন। "হ্যাঁ। কিন্তু দ্বিতীয়বার কিছু ঘটেনি।"

"তুমি ভয়ংকর বিপদে পড়তে। একজন সিস্টারকে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করার সময় ধরা পড়লে কী হতো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখানে যৌনতার কোনো– "

"তুমি নিজেই বলেছ ওই সময় মেয়েটা শারীরিকভাবে চরম উত্তেজিত হয়েছিল।"

"কিন্তু– "

"একটা কথা পরিষ্কারভাবে তোমার মাথায় ঢুকিয়ে নাও, হ্যারি। এই মুহূর্ত থেকে আমাকে সঙ্গে না নিয়ে তুমি কোথাও যাবে না।"

"শোনো," সেলডনের কণ্ঠে বরফের শীতলতা, "আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মাইকোজেনিয়ান ইতিহাস সম্বন্ধে জানা এবং সিস্টারকে তোমার সেই তথাকথিত যৌন সম্পর্কে প্ররোচিত করার ফলশ্রুতিতে আমি একটা বই পেয়েছি– মাইকোজেনের পবিত্র গ্রন্থ।"

"পবিত্র গ্রন্থ! সত্যি, তাহলে ওটা দেখা যাক।"

সেলডন বইটা বের করে দিলেন। উল্টে পাল্টে সেটা দেখতে লাগল ডর্স। চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ।

"বোধহয় কোনো লাভ হবে না, হ্যারি। মনে হয় না এটা আমাদের পরিচিত কোনো প্রজেক্টরে ঢোকানো যাবে। তার মানে একটা মাইকোজেনিয়ান প্রজেক্টর লাগবে। আর ওদের কাছে চাইলেই জানতে চাইবে জিনিসটা তোমার কেন প্রয়োজন। আর তখনই জেনে যাবে যে তোমার কাছে ওদের পবিত্র গ্রন্থ আছে এবং সেটা কেড়ে নেবে।"

মুচকী হাসলেন সেলডন। "তোমার অনুমান সত্যি হলে তোমার বক্তব্য ঠিকই আছে। কিন্তু এই বইটা যেমন ভাবছ সেইরকম কোনো বই নয়। এটা পড়ার জন্য প্রজেক্টর লাগবে না। এই বইয়ে অনেকগুলো পৃষ্ঠা আছে। তথ্যগুলো তাতে ছাপানো। একটা পৃষ্ঠা পড়ার পর পাতা উল্টিয়ে পরের পৃষ্ঠায় যাওয়া যায়। রেইনড্রপ ফরটি থ্রি সব বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে।"

"ছাপানো বই!" বোঝা গেল না ডর্স কি খুশী হয়েছে না বিস্মিত। "এটা তো তাহলে প্রস্তর যুগের জিনিস।"

"প্রি-ইম্পেরিয়াল তাতে কোনো সন্দেহ নেই আবার ঠিক ততো প্রাচীনও বলা যাবে না। ছাপানো বই কখনো দেখেছ তুমি?"

"অবশ্যই। আমি একজন ইতিহাসবিদ, হ্যারি।"

"এটার মতো কোনো বই দেখেছ?"

বইটা আবার তিনি ডর্সের হাতে দিলেন আর ডর্স হাসি মুখে পাতা উল্টাল– তারপর পরের পাতায় গেল– তারপর আবার পাতা উল্টাল। "কিছু নেই, খালি।" বলল সে।

"খালি দেখাচ্ছে। মাইকোজেনিয়ানরা একরোখার মতো অতীত আকড়ে রেখেছে, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই অতীতকে প্রাধান্য দেয়নি। অতীতের নির্যাসটুকু তারা ঠিকই রাখবে কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।"

"পৃষ্ঠাগুলো খালি নয়। ওগুলো মাইক্রোপ্রিন্ট দিয়ে ঢাকা। দাও, আমার হাতে দাও। মলাটের ভেতরে এই যে ছোট চাকতি আছে এটা যদি ঘুরাই– দেখো।"

খোলা পৃষ্ঠায় হঠাৎ করেই ছাপানো লাইন ফুটে উঠল, ধীরে ধীরে সেগুলো উপরে উঠছে।

"তুমি কতো দ্রুত পড়তে পারো তার সাথে সঙ্গতি রেখে লাইনগুলোর উপরে উঠা এ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। প্রথম লাইনটা যখন পৃষ্ঠার মাথায় উঠবে এবং তুমি যখন শেষ লাইনে পৌছবে তখন আবার বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর পরের পৃষ্ঠায় গিয়ে একইভাবে পড়তে হবে।"

"এনার্জি পায় কোথেকে।"

"ভিতরে একটা মাইক্রোফিউশন ব্যাটারী আছে। বইটা যতদিন টিকবে ব্যাটারীও ততোদিন টিকবে।"

"কতদিন টিকবে– "

"বইটা তুমি ফেলে দিতে পারো, ছিড়ে যেতে পারে এবং সেরকম কিছু হলে আরেকটা কপি সংগ্রহ করে নিতে পারবে। কিন্তু ব্যাটারী পাল্টাতে পারবে না কখনোই।"

বইটা আরেকবার হাতে নিয়ে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে দেখল ডর্স। "স্বীকার করতেই হবে এই ধরনের বইএর কথা আমি কখনো শুনিনি।"

"আমিও না। সামগ্রিকভাবে গ্যালাক্সি দ্রুত ভিজুয়াল টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই বইয়ে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা কেউ করেনি।"

"এটা ভিজুয়াল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের পরিচিত কোনো পদ্ধতি এটাতে নেই। এই ধরনের বই এর বড় একটা সুবিধা হচ্ছে এতে প্রচলিত ভিজুয়াল বইগুলোর তুলনায় অনেক বেশি তথ্য ধারণ করা সম্ভব।"

"কীভাবে চালু করে? –দাঁড়াও, দেখি আমি পারি কিনা।" একটা পৃষ্ঠা খুলে লাইনগুলো এ্যাডজাস্ট করল ডর্স। "বোধহয় কোনো লাভ হবে না, হ্যারি। একেবারেই প্রি-গ্যালাকটিক। বই এর কথা বলছি না, যে ভাষায় লেখা আছে সেটার কথা বলছি।"

"তুমি পড়তে পারবে, ডর্স? একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে– "

"একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে আমাকে সুপ্রাচীন অনেক ভাষা নিয়েই কাজ করতে হয়েছে– কিন্তু তাও অনেক সীমিত। এই ভাষা আমার জন্যও অনেক অনেক বেশি প্রচীন। দুই একটা শব্দের অর্থ হয়তো বলতে পারব কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না।"

"চমৎকার," বললেন সেলডন। "যতো প্রাচীন ততো বেশি লাভ।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পড়তে না পারলে কোনো লাভ হবে না।"

"পড়তে পারব। বইটা দুই ভাষায় লেখা। তুমি নিশ্চয়ই আশা করো না যে রেইনড্রপ ফরটি-থ্রি এত প্রাচীন ভাষা পড়তে পারবে।"

"যদি সে সঠিকভাবে শিক্ষিত হয়, তাহলে পারবে না কেন?"

"কারণ, মাইকোজেনের মেয়েরা ঘর সংসারের কাজ ছাড়া অন্য কিছু শেখার সুযোগ পায় বলে মনে হয়না। হয়তো উচ্চ শিক্ষিত দু'একজন পুরুষ এই ভাষা পড়তে পারে। কিন্তু বাকী সবারই গ্যালাকটিক অনুবাদ প্রয়োজন হবে।" আরেকটা চাকতি ঘোরালেন তিনি। "আর এই যে সেটা।"

ছাপানো লাইনগুলো মুহূর্তেই স্ট্যান্ডার্ট গ্যালাকটিকে পাল্টে গেল।

"দারুণ," উৎফুল্ল সুরে বলল ডর্স।

"মাইকোজেনিয়ানদের কাছ থেকে আমরা এটা শিখে নিতে পারতাম কিন্তু তা করা যাবে না।"

"হ্যাঁ, এই বই এর কথা তো আমাদের জানারই কথা না।"

"আমার বেশ অবাক লাগছে। তুমি আর আমি মাত্র এখন জানলাম। ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক কারণে মাইকোজেনে নিশ্চয় অনেক মানুষের যাওয়া আসা আছে। তারা অবশ্যই এক পলকের জন্য হলেও এই বই বা এটা কীভাবে কাজ করে দেখেছে। কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি কারণ এটা মাইকোজেনিয়ান।"

"কিন্তু এটার কি আসলেই কোনো গুরুত্ব আছে?"

"অবশ্যই। সবকিছুরই গুরুত্ব আছে। হামিন সম্ভবত এই সচেতনতার অভাবকেই বলেছিল এম্পায়ার এর অধঃপতন।"

বইটা তুলে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে তিনি বললেন, "কিন্তু আমি কৌতূহলি এবং এই বইটা পড়ে আমি শেষ করব। হয়তো এটাই আমাকে সাইকোহিস্টোরির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

"আমিও তাই আশা করি," ডর্স বলল, "কিন্তু আমার উপদেশ হলো, রাতটা ভালোভাবে ঘুমাও। সকালে তরতাজা মন নিয়ে পড়া শুরু করো।"

ইতস্তত করলেন সেলডন, তারপর বললেন, "তোমার ভেতর মাতৃসুলভ ভাবটা অনেক প্রবল।"

"আমি তোমার দেখাশোনা করছি।"

"কিন্তু আমার মা হ্যালিকনে বেঁচে আছে। তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে চাই।"

"একেবারে প্রথম দেখার পর থেকেই আমি তোমার বন্ধু।"

ডর্স হাসল আর সেলডন অনিশ্চিত বোধ করছেন যে তিনিও হাসিতে যোগ দেবেন কি না। শেষ পর্যন্ত বললেন, "তাহলে তোমার পরামর্শ শুনব আমি– বন্ধু হিসেবে– এবং ঘুমাব।"

দুটো বিছানার মাঝখানের ছোট টেবিলে বইটা রাখতে গিয়েও দ্বিধা করলেন তিনি, ফিরে এসে নিজের বালিশের নিচে রাখলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ করে হাসল ডর্স। "আসলে ভয় পাচ্ছ তুমি ঘুমিয়ে পড়লে রাত জেগে আমি তোমার আগেই বইটা পড়ে ফেলব। ঠিক না?"

"আসলে," লজ্জা লুকনোর চেষ্টা করলেন সেলডন, "হয়তো তাই। এই ব্যাপারে বন্ধুকেও খাতির করব না আমি। এটা আমার বই এবং আমার সাইকোহিস্টোরি।"

"আমি একমত এবং কথা দিচ্ছি এই ব্যাপারে কখনো আমাদের ঝগড়া হবে না, ভালো কথা একটু আগে তুমি যেন আমাকে কী বলতে চেয়েছিলে মনে আছে?"

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সেলডন বললেন, "না।"

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে তিনি শুধু বইটার কথাই ভাবলেন। হ্যান্ড-অন-থাই-স্টোরির কথা মোটেই ভাবলেন না। আসলে গল্পটার কথা তিনি ভুলেই গেছেন, অন্তত সচেতনভাবে কিছুই মনে নেই।

৪৮

ঘুম ভেঙ্গে গেল ভেনাবিলির। টাইমব্যান্ড থেকে বোঝা গেল রাতের মাত্র অর্ধেকটা পার হয়েছে। পাশের বিছানায় হ্যারির নাক ডাকার শব্দ নেই। তার মানে সে বিছানাতেই নেই। এ্যাপার্টমেন্টের বাইরে না গেলে নিশ্চয়ই বাথরুমে গেছে।

ডর্স আস্তে দরজায় টোকা দিল, "হ্যারি।"

"ভিতরে এস," ডাকলেন সেলডন। কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই ভেতরে ঢুকল সে।

টয়লেটের ঢাকনা ফেলে তার উপরে বসে আছেন সেলডন। কোলের উপর মেলানো বই। "পরছিলাম," কথাটা অপ্রয়োজনীয় তবুও বললেন তিনি।

"তাতো দেখছিই। কিন্তু কেন?"

"ঘুম আসছিল না। দুঃখিত।"

"কিন্তু এখানে কেন?"

"ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখলে তোমার ঘুমাতে অসুবিধা হবে।"

"বইটাকে ইলিউমিনেট করার কোনো ব্যবস্থা নেই?"

"না নেই। রেইনড্রপ ফরটি থ্রি যখন সব বুঝিয়ে দিয়েছিল তখন ইলিউমিনেশনের কথা কিছু বলেনি। তাছাড়া আমার মনে হয় ইলিউমিনেশন এর জন্য এত বেশি এনার্জি প্রয়োজন হবে যে বই এর আয়ু ফুরানোর আগেই ব্যাটারী ফুরিয়ে যাবে।" কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট।

"ঠিক আছে তুমি বেরিয়ে এসো এবার। আমাকে বাথরুম ব্যবহার করতে হবে"

হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে ডর্স দেখল পা ভাঁজ করে বিছানায় বসে আছেন সেলডন। এখনো পড়ছেন। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

"তোমাকে বেশ অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। বইটা কোনো কাজে আসছে না।"

শূন্য দৃষ্টিতে ডর্সের দিকে তাকালেন সেলডন। "হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। সামান্য পড়তে পেরেছি। পুরো জিনিসটাই হচ্ছে আসলে একটা এনসাইক্লোপেডিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একগাদা মানুষ আর জায়গার তালিকা। সেগুলো আমার কোনো কাজেই আসবে না। গ্যালাকটিক এম্পায়ার বা প্রি-ইম্পেরিয়াল কিংডম সম্বন্ধে এখানে কিছুই নেই। পুরো বইটাতেই একটামাত্র গ্রহের কথা বলা হয়েছে এবং যতদূর পড়েছি তার সবটাই হচ্ছে ঐ গ্রহের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সীমাহীন দ্বন্দ্ব সংঘাত।"

"তুমি সম্ভবত সময়ের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দাওনি। হয়তো এই বই এ সেই সময়ের কথা বলা হয়েছে যখন মাত্র একটাই গ্রহ ছিল... মাত্র একটাই বাসযোগ্য গ্রহ।"

"হ্যাঁ, জানি। আমি আসলে ঠিক তাই চাইছি যেন নিশ্চিত হতে পারি যে এটা আসলেই সত্যিকারের ইতিহাস– কোনো কীংবদন্তী নয়।"

"সিঙ্গেল ওয়ার্ল্ড অরিজিন বর্তমানে বেশ আলোচিত বিষয়। সকল মানুষ একই প্রজাতির। তারা ছড়িয়ে আছে পুরো গ্যালাক্সিতে, কাজেই নিশ্চয়ই তাদের উৎপত্তি এক জায়গা থেকেই হয়েছে। একই রকম প্রজাতির উদ্ভব নিশ্চয়ই এক সাথে বিভিন্ন গ্রহে হতে পারে না।"

"কিন্তু এই মন্তব্য সত্যি হওয়ার কোনো যুক্তি আমি দেখি না। একাধিক গ্রহে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি হিসেবে মানুষের উদ্ভব ঘটলে, প্রজননের মাধ্যমে তারা শঙ্কর প্রজাতিতে পরিণত হতে পারবে না কেন। হয়তো বর্তমান মানব সমাজ সেই শঙ্কর প্রজাতি।"

"কারণ ভিন্ন রকম দুটো প্রজাতির মাঝে প্রজনন ঘটানো সম্ভব নয়।"

কিছুক্ষণ ভাবলেন সেলডন, তারপর কাঁধ নেড়ে বললেন, "বেশ, ব্যাপারটা বরং বায়োলজিস্টদের হাতেই ছেড়ে দেয়া যাক।"

"ঠিকই বলেছ, ওরাই পৃথিবীর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।"

"পৃথিবী? ওয়ার্ল্ড অফ অরিজিনকে কি এই নামেই ডাকা হতো।"

"এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম, যদিও আসলে কী নামে ডাকা হতো সেটা বলার কোনো উপায় নেই। এবং এই গ্রহের অবস্থানও অজানা। কেউ জানে না।

"পৃথিবী! অদ্ভুত শব্দ। যাই হোক বইটাতে এই গ্রহের কথা থাকলেও আমার চোখে পড়েনি। বানানটা বলতো।"

ডর্সের কাছ থেকে বানান শুনে সেলডন দ্রুত বই এর সূচীপত্রে চোখ বোলালেন। "না, কিছু নেই।"

"সত্যি?"

"আরো অনেক গ্রহের কথা বলা আছে কিন্তু কোনোটারই নাম নেই। সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হলে বোধহয় অন্য গ্রহগুলোকে তারা খুব বেশি গুরুত্ব দিত না... অন্তত আমি যতদূর পড়েছি তাতে সেরকমই ধারনা হয়। এক জায়গায় ওরা বলেছে 'দ্য ফিফটি।' বুঝতে পারছি না কিসের কথা বলছে। পঞ্চাশজন নেতা নাকি পঞ্চাশটা শহর? আমার মনে হয় পঞ্চাশটা গ্রহের কথা বলছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিজেদের গ্রহের নাম লিখেছে ওরা?" জিজ্ঞেস করল ডর্স। "পৃথিবী না হলেও গ্রহটার নিশ্চয়ই একটা নাম ছিল।"

"বেশ কয়েকটা। যেমন 'দ্য ওল্ডেস্ট,' অথবা 'দ্য প্ল্যানেট,' দুই একটা জায়গায় বলেছে 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব দ্য ডন,' বেশ কাব্যিক নাম। পুরো বইটা খুব ভালোভাবে পড়লে হয়তো কিছু কিছু বিষয় পরিষ্কার হবে।" বিরক্তি নিয়ে বইটার দিকে তাকালেন তিনি। "যদিও অনেক সময় লাগবে তারপরেও লাভ হবে কিনা বুঝতে পারছি না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডর্স। "কীভাবে তোমাকে সান্ত্বনা দেব, হ্যারি। বেশ হতাশ দেখাচ্ছে তোমাকে।"

"কারণ আমি আসলেই হতাশ। দোষ আমারই। এত বেশি আশা করা ঠিক হয়নি– এক জায়গায় মনে হয়েছে ওরা নিজেদের গ্রহের নাম লিখেছে 'অরোরা'।"

"অরোরা," ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল ডর্স। "গ্যালাকটিক এম্পায়ার এর ইতিহাস বা এম্পায়ার যখন গড়ে উঠছে সেই সময়ের ইতিহাসে এই নামের কোনো গ্রহ পাইনি। অবশ্য পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের সবগুলোর নাম আমি জানব এমনটা ভাবা ঠিক না। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে খুঁজে দেখা যাবে– যদি কখনো স্ট্রিলিং-এ ফিরে যাই। মাইকোজেনে লাইব্রেরি খুঁজে কোনো লাভ নেই। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে তাদের শিক্ষা দীক্ষা এবং জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই বই। এটাতে যদি কিছু না থাকে ওদেরও জানার কোনো আগ্রহ হবে না।"

হাই তুলতে তুলতে সেলডন বললেন, "আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। যাই হোক, আর পড়ে কী হবে, চোখও খোলা রাখতে পারছি না। বাতি নিভিয়ে দিলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে?"

"বরং খুশী হব, হ্যারি। আমি অনেকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমাব।"

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন সেলডন। তারপর মৃদু গলায় বললেন, "বইটাতে অনেক অদ্ভুত কথা লেখা আছে। যেমন লিখেছে যে ওদের গ্রহে মানুষ তিন থেকে চার শতাব্দী বাঁচত।"

"শতাব্দী?"

"হ্যাঁ, প্রতি দশ বছর সমান এক বছর হতো ওদের হিসাবে। পড়ার সময় একটা অদ্ভুত অনুভূতি হবে তোমার। কারণ দেখবে যে নিজের অজান্তেই তুমি সব বিশ্বাস করে ফেলেছ।"

"আসলে সুপ্রাচীন যুগের কীংবদন্তীতে যেসব নায়কের কথা বলা হয়েছে তাদের সবাই অনেক বছর বেঁচেছিল। তারা যদি সত্যি সেরকম বীরপুরুষ হয়ে থাকে তাহলে তাদের জীবনকালটাও সেইভাবে মানানসই হতে হবে।"

"তাই নাকি?" আবার হাই তুলতে তুলতে সেলডন বললেন।

"হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো হয় এখন তুমি ঘুমাও। সকালে উঠে আবার নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুপ করলেন সেলডন। মনে হয় মানুষের এই গ্যালাক্সি পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য একজন মানুষের এরকম সুদীর্ঘ জীবনকালই প্রয়োজন। ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগে এটাই ছিল তার শেষ ভাবনা।

৪৯

পরেরদিন সকালে যথেষ্ট চাঙ্গা বোধ করলেন সেলডন। আবার বইটা পড়া শুরু করার জন্য মনটা আকুপাকু শুরু করে দিয়েছে। ডর্সকে জিজ্ঞেস করলেন, "দুই রেইনড্রপ বোনদের বয়স যেন কতো?"

"আমি জানি না। বিশ... বাইশ?"

"ধরো ওরা তিনশ থেকে চারশ বছর বাঁচবে– "

"হ্যারি, সেটা অসম্ভব।"

"আমি অনুমান করতে বলছি। গণিতে আমরা সবকিছুই ধরে নেই। তারপর বের করার চেষ্টা করি সেটা সত্যি কি না। জীবনকাল দীর্ঘ হলে তাদের শারীরিক বৃদ্ধিও দীর্ঘায়িত হবে। চেহারা দেখে মনে হবে বিশ-বাইশ বছর কিন্তু আসলে চলছে ষাট বছর।"

"ওদের বয়স কতো সেটা ওদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো?"

"এবং নিশ্চিত থাকো ওরা মিথ্যে কথা বলবে।"

"বার্থ সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে।"

"আমার সবকিছু বাজী রেখে বলতে পারি, ওরা বলবে যে মাইকোজেনে জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড রাখা হয় না বা রাখলেও ট্রাইবসপিওপিলরা সেটা দেখতে পারবে না।"

"বাজী ধরার দরকার নেই। আর কথাটা যদি সত্যিই হয় তাহলে ওদের বয়স নিয়ে মাথা ঘামানোরও দরকার নেই।"

"না, শোনো। মাইকোজেনিয়ানদের জীবনকাল যদি সাধারণ মানুষের জীবনকালের চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি হয় তাহলে ওরা নিজেদের জনসংখ্যা না বাড়িয়েই পর্যাপ্ত সন্তানের জন্ম দিতে পারবে। মনে আছে সানমাস্টার বলেছিল যে তাদের জনসংখ্যা কখনো বিপদজনকভাবে বাড়ে না এবং কথাটা বলার সময় ভীষণ রেগে গিয়েছিল।"

"তুমি আসলে কী বোঝাতে চাইছ?"

"রেইনড্রপ ফরটি থ্রির সাথে থাকার সময় ছোট কোনো বাচ্চা দেখিনি আমি।"

"মাইক্রোফার্মে।"

"হ্যাঁ।"

"ওখানে বাচ্চারা থাকবে এটা তুমি কী করে আশা করো। রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ এর সাথে আমি দোকানে গিয়েছি, আবাসিক লেভেলে গিয়েছি। ওখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন বয়সের অনেক বাচ্চা দেখেছি আমি। এমনকি কোলের শিশু পর্যন্ত, যদিও সংখ্যায় কম।"

"হা হা," উৎফুল্ল দেখালো সেলডনকে। "অর্থাৎ ওরা এত দীর্ঘবছর বেঁচে থাকে না।"

"অবশ্যই না। তুমি কী আসলেই কথাটা বিশ্বাস করো?"

"না, না। কিন্তু একটা বিষয় ভালোভাবে যাচাই না করেই তুমি সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারো না।"

"যাচাই করতে গিয়ে তুমি অনেক সময়ও নষ্ট করতে পারো।"

"প্রথমে দেখে বা শুনে অনেক কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয়। ভালো কথা তুমি তো একজন ইতিহাসবিদ, তাই না? 'রোবট,' শব্দটা কখনো শুনেছ?"

"আহ্! এবার আরেকটা কিংবদন্তীর কথা বলছ এবং এটা যথেষ্ট পরিচিত। অসংখ্য গ্রহ বলা যায় প্রায় সবগুলো গ্রহেই প্রি-হিস্টোরিক যুগে মানুষের আকৃতিতে তৈরি যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করে। এগুলোকেই বলা হতো 'রোবট'।

"রোবট সম্পর্কে যত গল্প প্রচলিত আছে তার সবই সম্ভবত একটাই মূল কিংবদন্তী থেকে ছড়িয়েছে। কারণ প্রতিটা গল্পের মূল বক্তব্য একই। রোবট তৈরি করেছিল মানুষ এবং এক সময় সেগুলোই মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তখন সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। প্রতিটা ক্ষেত্রেই ধ্বংসের ঘটনাগুলো ঘটে ঠিক যে সময় থেকে মানুষ বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রাখতে শুরু করে তারও বহু বহুযুগ আগে। বিশ্লেষকদের মতে গল্পটা প্রতীকী এবং আমাদেরকে গ্যালাক্সিতে বসতি স্থাপনের ঝুঁকি এবং বিপদের কথাই মনে করিয়ে দেয়, যখন মানুষ সেই গ্রহ বা গ্রহগুলো থেকে— যা ছিল তাদের মূল বাসস্থান— বেরিয়ে পড়ে তখন সবসময়ই নিজেদের থেকে উন্নত কোনো বুদ্ধিমত্তার মুখোমুখি হবার ভয় ছিল।"

"হয়তো অন্তত একবারের জন্য হলেও অন্য কোনো বুদ্ধিমত্তার মুখোমুখি হয়েছিল মানুষ এবং সেখান থেকেই এই কিংবদন্তীর জন্ম।"

"কোনো গ্রহেই প্রিহিউম্যান বা ননহিউম্যান ইন্টেলিজেন্স এর কোনো রেকর্ড নেই।"

"কিন্তু 'রোবট' কেন? বিশেষ কোনো অর্থ আছে?"

"আমার জানা নেই, তবে এটা 'অটোমেটা' শব্দের সমার্থক।"

"অটোমেটা! তাহলে এই শব্দটাই ব্যবহার করা হয় না কেন?"

"কারণ প্রাচীন কিংবদন্তী বলার সময় গল্পটাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মানুষ সেরকম প্রাচীন শব্দ ব্যবহার করতে ভালবাসে। এত কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"কারণ মাইকোজেনিয়ানদের এই প্রাচীন বই এ রোবট-এর কথা আছে। ডর্স, তুমি রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ এর সাথে আজকে আবার বেরোচ্ছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যদি ওরা আসে।"

"কিছু প্রশ্নের উত্তর ওর কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি। প্রশ্নগুলো কী?"

"যতটা কৌশলে পারো জানার চেষ্টা করবে যে মাইকোজেনে এমন কোনো স্থাপনা বা ভবন আছে কী না যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যার সাথে অতীতের নিবিড় সম্পর্ক, যা– "

বাধা দিল ডর্স। "তুমি আসলে জানতে চাইছ মাইকোজেনে কোনো উপাসনালয় আছে কি না।"

"উপাসনালয় কী?"

"আরো একটা প্রাগৈতিহাসিক শব্দ। এটারও উৎপত্তি কবে কখন কোথায় কেউ জানে না। উপাসনালয় আছে কী না এই একটা প্রশ্নের উত্তর পেলেই তোমার একগাদা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করব। তবে উত্তর দেবে কি না জানি না। কারণ আমরা তো ট্রাইবসপিওপিল।"

"যাই হোক, চেষ্টা করে দেখা যাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাক্রাটোরিয়াম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরোরা... কিংবদন্তীর এক গ্রহ, ধারণা করা হয়ে থাকে যে প্রাক ঐতিহাসিক যুগে সেখানে বসতি স্থাপন করা হয়, যখন আন্তঃমহাজাগতিক ভ্রমণ মাত্র শুরু হয়েছে। অনেকের মতে এই গ্রহটাই মানব সভ্যতার আদি বাসস্থান, "দ্য ওয়ার্ল্ড অব অরিজিন" যার আরেক নাম "পৃথিবী।" প্রাচীন ট্র্যানটরের মাইকোজেন সেক্টরের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত যে একমাত্র তারাই ছিল অরোরা গ্রহের পরবর্তী বংশধর এবং এই ধারণাটাই ছিল মাইকোজেনিয়ানদের সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। অবশ্য তাদের সামাজিক অবকাঠামোর ব্যাপারে সত্যিকার অর্থে আজ পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৫০

দুই রেইনড্রপ এলো অনেকটা বেলা হওয়ার পর। রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ বরাবরের মতোই উৎফুল্ল, হাসিখুশি, কিন্তু রেইনড্রপ ফরটি থ্রি দরজার কাছে একবার থামল, নিজেকে আরো বেশি করে গুটিয়ে রেখেছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ দৃঢ়ভাবে মেঝেতে, ভুলেও সেলডনের দিকে তাকাচ্ছে না।

অনিশ্চিত বোধ করলেন সেলডন, ডর্সকে ইশারা করলেন তার সাথে আসার জন্য। ডর্স আরো উৎফুল্ল কণ্ঠে দুই বোনকে বলল, "একটু অপেক্ষা করো, সিস্টার। আমার পুরুষমানুষকে বলে না দিলে সে বুঝতেই পারবে না সারাদিন নিজেকে নিয়ে কী করবে।"

দুজন বাথরুমে ঢোকার পর ফিসফিস করে ডর্স জিজ্ঞেস করল, "কিছু হয়েছে?"

"হ্যাঁ। রেইনড্রপ ফরটি থ্রি বোধহয় ভয় পাচ্ছে। ওকে বলে দিও বইটা আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত দেব।"

বিনিময়ে ডর্স বিস্ময় মাখানো সুদীর্ঘ দৃষ্টি উপহার দিল সেলডনকে। তারপর বলল, "হ্যারি, তুমি চমৎকার ভালোমানুষ কিন্তু একটা অ্যামিবার যে স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি আছে তোমার তাও নেই। আরে বোকা, এই কথা বললে মেয়েটা বুঝে নেবে যে গতকালকের ঘটনা পুরোটাই আমাকে জানিয়েছ তুমি। তখন সত্যি সত্যি ভয় পাবে। তার চেয়ে বরং আমি ওর সাথে স্বাভাবিক আচরণ করব। সেটাই ভালো হবে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। মিনমিনে গলায় বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিনারের সময় ফিরে এসে ডর্স দেখল সেলডন তখনো বই পড়ছে। তবে আরো বেশি অস্থির মনে হলো তাকে।

ডর্সকে দেখে চোখমুখ কুঁচকে তিনি বললেন, "এখানে যদি আরো কিছুদিন থাকতেই হয় তাহলে আমাদের দুজনের মাঝে যোগাযোগের জন্য একটা যন্ত্র প্রয়োজন। তোমার দেরি দেখে আমার চিন্তা হচ্ছিল।"

"এই তো ফিরে এসেছি," ডর্স বলল। মাথা থেকে স্কিনক্যাপ খুলে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকালো জঘন্য বস্তুটার দিকে। "আমার জন্য তোমার চিন্তা হচ্ছিল শুনে খুব খুশী হলাম। আমি তো ভেবেছি সারদিনই তুমি বইয়ে ডুবে ছিলে। এমনকি আমি কখন বেরিয়ে যাই সেটাও লক্ষ্য করোনি।"

নাক দিয়ে শব্দ করলেন সেলডন।

"আর আমার মনে হয় না মাইকোজেনে কোনো ধরনের কমিউনিকেশন ডিভাইস পাওয়া যাবে। কারণ এই ধরনের যন্ত্র থাকার মানেই হচ্ছে ট্রাইবসপিওপিলদের সাথে অনবরত যোগাযোগ এবং আমার মনে হয় মাইকোজেনের প্রশাসকরা সেক্টরের বাইরের সুবিশাল জগতের সাথে যোগাযোগ না রাখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

"হ্যাঁ," বইটা এক পাশে সরিয়ে রেখে সেলডন বললেন। "বই-এ যা পড়েছি তাতে আমারও সেরকমই ধারণা তৈরি হচ্ছে। তুমি কি কিছু জানতে পেরেছ, ঐ যে কী যেন বলেছিলে... উপাসনালয়– সেই ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ," বলল ডর্স। ভুরু ঢেকে রাখা প্লাস্টিকের বস্তুগুলো খুলছে। "পুরো সেকটরে ছোট বড় অনেক উপসনালয় আছে। কিন্তু প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয় একটাই। –জানো আমার ভুরু আছে টের পেয়ে এক মহিলা কী বলেছে। আমি যেন কোনো মানুষের সামনে না যাই। বোধহয় রুচিহীন দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য সে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।"

"ওসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। প্রধান উপাসনালয়টা কোথায় তুমি জানতে পেরেছ?"

"পথের হদিশ জেনে নিয়েছি, তবে রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ সতর্ক করে দিয়েছে যে মেয়েরা ওখানে যেতে পারে না বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া এবং কাছাকাছি সময়ে সেই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানও নেই। প্রধান উপাসনালয়টাকে বলা হয় স্যাক্রাটোরিয়াম।"

"কী বলা হয়?"

"স্যাক্রাটোরিয়াম।"

"কী জঘন্য শব্দ। অর্থ?"

মাথা নাড়ল ডর্স। "শব্দটা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। মনে হয় না রেইনড্রপরাও জানে। ওদেরকে স্যাক্রাটোরিয়াম অর্থ জিজ্ঞেস করা আর একটা দেয়ালকে কেন দেয়াল বলা হয় সেটা জিজ্ঞেস করা একই ব্যাপার।"

"ওরা কি কিছুই জানে না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই জানে, হ্যারি। ওরা জানে স্যাক্রাটোরিয়াম কেন তৈরি করা হয়েছে। ওরা জানে যে এই স্যাক্রাটোরিয়াম উৎসর্গ করা হয়েছে এমন কিছুর জন্য যা মাইকোজেনে নেই। এটা উৎসর্গ করা হয়েছে অন্য এক গ্রহের প্রতি যে গ্রহ বহু আগে ছিল এবং ছিল আরো অনেক উন্নত।"

"অর্থাৎ ওরা এক সময় যে গ্রহে বাস করত?"

"ঠিক। রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ সব কথাই বলেছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও শব্দটা মুখে আনতে পারেনি।"

"অরোরা?"

"হ্যা, এই শব্দটাই, কিন্তু আমার মনে হয় মাইকোজেনিয়ানদের সামনে শব্দটা জোরে উচ্চারণ করলে তারা কষ্ট পাবে, ভয় পাবে। 'স্যাক্রাটোরিয়াম উৎসর্গ করা হয়েছে– ' এই পর্যন্ত বলেই থেমে যায় রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ ; তারপর অত্যন্ত সাবধানে এক হাতের আঙুল দিয়ে অপর হাতের তালুতে শব্দটা লিখে দেখায়। সেই সময় তার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল যেন সে জঘন্য কোনো পাপ করছে।"

"অদ্ভুত। বইয়ে যা লেখা আছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে বোঝা যায় অরোরা হচ্ছে ওদের সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে মধুর স্মৃতি। তাহলে এই নাম উচ্চারণ করলে কেন পাপ হবে?– তোমার বুঝতে ভুল হয়নি তো।"

"মোটেই ভুল হয়নি। এবং সম্ভবত এতে কোনো রহস্যও নেই। খুব বেশি আলোচনা হলে তা ট্রাইবসপিওপিলদের কানে যাবে। গোপন রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এই বিষয়ে যাবতীয় আলোচনার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা।

"প্রচীন যুগে কোনো সামাজিক আচরণ প্রতিহত করার জন্য কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো। এখানকার অবস্থা অনেকটা সেইরকমই। আমার মনে হয় এইরকম বিধিনিষেধ এর জন্যই মেয়েরা স্যাক্রাটোরিয়াম-এ যেতে পারে না। যদি কোনো সিস্টারকে বলি যে সে ভুল করে স্যাক্রাটোরিয়াম এর চৌহদ্দির ভেতরে ঢুকে পড়েছে তাহলে ভয়েই মরে যাবে।"

"তুমি আমাকে ভালোভাবে বলে দিতে পারবে তো যেন একাই যেতে পারি?"

"প্রথম কথা, হ্যারি, তুমি একা যাচ্ছ না। আমিও যাচ্ছি। কারণ আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকলে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারব না। এই ব্যাপারটা সম্ভবত আমরা আগেই ফায়সালা করে নিয়েছি। দ্বিতীয় কথা, ওখানে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। মাইকোজেন ছোট সেক্টর ঠিকই কিন্তু অত ছোট না।"

"তাহলে এক্সপ্রেসওয়েতে যাব।"

"মাইকোজেন টেরিটোরির ভেতর দিয়ে কোনো এক্সপ্রেস ওয়ে যায়নি। কারণ তাতে করে মাইকোজেনিয়ান এবং ট্রাইবসপিওপিলদের মাঝে খুব সহজে যোগাযোগ তৈরি হবে। তবে এক ধরনের পাবলিক কনভেন্স আছে। অনুন্নত গ্রহগুলোতে যেমন দেখা যায়। মাইকোজেন আসলেই তাই, অনুন্নত গ্রহের ছোট একটা অংশ কীভাবে যেন ট্র্যানটরের সাথে আটকে গেছে বা অন্যভাবে বলা যায় অতি উন্নত এক গ্রহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে কালো একটা দাগ। –আর হ্যারি, বইটা দ্রুত শেষ করো। বেশি দেরি হলে রেইনড্রপ ফরটি থ্রি বিপদে পড়বে এবং বেশি দেরি হলে আমরাও বাঁচব না।"

"তুমি বলতে চাচ্ছ ট্রাইবসপিওপিলদের এই বই পড়া নিষিদ্ধ।"

"কোনো সন্দেহ নেই।"

"বেশ, বই-এর পচানব্বই ভাগ আমি শেষ করে ফেলেছি। সমস্ত বর্ণনাই পুরোপুরি নীরস। এতে রয়েছে সীমাহীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, কোনো এক ব্যক্তির তৈরি করা নীতি নিয়ে অসংখ্য আলোচনা যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। পরস্পরবিরোধী অসংখ্য নীতিবাক্য।"

"কথা শুনে মনে হচ্ছে বইটা এখন নিয়ে গেলে আমি তোমার একটা উপকার করব।"

"শুধু বই-এর আরো পাঁচ পার্সেন্ট বাকী এবং সেই অংশেই মুখে না উচ্চারিত অরোরার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বারবারই মনে হচ্ছে ঐ অংশে এমন কিছু পাব যা আমার কাজে লাগবে। সেজন্যই স্যাক্রাটোরিয়াম এর ব্যাপারে জানতে চেয়েছি।"

"তুমি আশা করছ বইয়ে অরোরার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তাতে সমর্থন যোগানোর মতো কোনো প্রমাণ স্যাক্রাটোরিয়ামে পাবে।"

"অনেকটা সেইরকমই। এবং আমি জানতে চাই বইটাতে অটোমেটা বা 'রোবট' সম্পর্কে আর কী বলা হয়েছে। এই বিষয়টা আমার বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই এটাকে সত্যি বলে ধরে নাওনি?"

"প্রায় সত্যি বলে ধরে নিয়েছি। বই-এর কিছু কিছু অংশ যদি মেনে নাও, তাহলে এটাও মেনে নিতে হবে যে তখন কিছু কিছু রোবট ছিল পুরোপুরি মানুষের আকৃতির।"

"স্বাভাবিক। তুমি যদি মানুষের প্রতিকৃতি তৈরি করো সেটা দেখতে নিশ্চয়ই বানরের মতো হবে না, অবশ্যই মানুষের মতো হবে।"

"হ্যাঁ, প্রতিকৃতি মানে একই রকম দেখতে। কিন্তু তার মাঝে পার্থক্য থাকতে পারে। শিল্পী কয়েকটা রেখা দিয়ে একটা ছবি আঁকল এবং তুমি তা দেখে বুঝে নিলে যে সে আসলে মানুষের ছবি এঁকেছে। মাথার জন্য একটা বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র দিয়ে পুরো দেহ, আঁকাবাকা কয়েকটা রেখা দিয়ে হাত আর পা। কিন্তু আমি এমন রোবটের কথা বলছি যা দেখতে নিখুঁত মানুষের মতো।"

"অসম্ভব, হ্যারি। চিন্তা করে দেখো মানুষের দেহে মাংসপেশীর মাঝে যেরকম অসংখ্য ভাঁজ এবং মসৃণ বাঁক আছে ধাতু দিয়ে সেরকম নিখুঁত দেহ কাঠামো তৈরি করতে কত সময় লাগতে পারে?"

"ধাতুর তৈরি তোমাকে কে বলল, ডর্স? আমি যতদূর বুঝতে পারছি ওই রোবটগুলো ছিল অর্গানিক বা সিউডো-অর্গানিক। দেহ কাঠামো ঢাকা থাকত চামড়া দিয়ে, রক্তমাংসের মানুষের সাথে ওগুলোর কোনো পার্থক্য তুমি করতে পারতে না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বইটাতে আসলেই এই কথা লেখা আছে?"

"এত বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে লেখা নেই। যাই হোক অনুমান– "

"তোমার অনুমান, হ্যারি। তার উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না।"

"আমাকে চেষ্টা করতে দাও। রোবট সম্বন্ধে বইটাতে চারটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পেয়েছি আমি। প্রথমটা তো আগেই বলেছি যে ওগুলো– বা অন্তত কিছু দেখতে পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষের মতো ; দ্বিতীয়, ওগুলোর বেঁচে থাকার বা জীবনের ব্যাপ্তি ছিল সুদীর্ঘ।"

"বরং বলো 'কার্যক্ষমতা' নইলে ওগুলোকেও মানুষ ভাবা শুরু করবে।"

"তৃতীয়," ডর্সের রসিকতায় পাত্তা না দিয়ে সেলডন বলতে লাগলেন, "কয়েকটা বা অন্তত একটা রোবট– আজও পর্যন্ত টিকে আছে।"

"হ্যারি, এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী। প্রাচীন নায়কদের কেউ কখনো মরে না এবং মানবজাতিকে কোনো ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট এক সময়ে আবার ফিরে আসবে।"

"চতুর্থ," সেলডন এখনো ডর্সের কথা গায়ে মাখছেন না, "বই-এর দুই একটা লাইনে বলা হয়েছে যে প্রধান উপাসনালয়ে– বা স্যাক্রাটোরিয়ামে, যদিও এই শব্দটা বই-এর কোথাও লেখা নেই– একটা রোবট আছে।" কিছুক্ষণ বিরতি নিলেন সেলডন। তারপর আবার বললেন, "বুঝতে পারছ?"

"না, কী বুঝব?" ডর্স বলল।

"চারটা পয়েন্ট থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে কিছু রোবট ছিল দেখতে নিখুঁত মানুষের মতো এবং অন্তত একটা আজো বেঁচে আছে। ধরে নাও ওটার বয়স বিশ হাজার বছর এবং আছে স্যাক্রাটোরিয়ামে।"

"শোনো, হ্যারি, তোমার এই বক্তব্য একেবারেই অবিশ্বাস্য।"

"সত্যি কথা বলতে কী আমি নিজেও বিশ্বাস করি না, কিন্তু এমনি এমনি ছেড়েও দিতে পারি না। যদি সত্যি হয়– অবশ্য সেই সম্ভাবনা দশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র– তারপরেও যদি সেটা সত্যি হয়? তুমি বুঝতে পারছ না রোবটটা আমার কত কাজে আসবে? যে সময়গুলোর কোনো বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আমাদের নেই সেই সময়ে গ্যালাক্সি কেমন ছিল তা সে মনে করতে পারবে। হয়তো সে সাইকোহিস্টোরি সম্ভব করে তুলতে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"যদি তা সত্যিও হয়, তোমার কী মনে হয় মাইকোজেনিয়ারা তোমাকে দেখতে দেবে বা রোবটের সাথে কথা বলতে দেবে।"

"ওদের কাছে অনুমতি চাওয়ার কোনো আগ্রহ নেই। আমি তো স্যাক্রাটোরিয়ামে গিয়ে দেখতে পারি যে ওখানে অন্তত কথা বলার মতো কিছু আছে কি না।"

"এখন না। আগামীকাল সকালে যাব আমরা।"

"তুমি বলেছিলে মেয়েরা ওখানে যেতে পারে না– "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মেয়েরা ভিতরে যেতে পারে না। বাইরে থেকে দেখতে পারে। মনে হয় না তার বেশি সুযোগ আমরা পাব।"

৫১

স্বেচ্ছায় ডর্স এর কাধে পথ দেখানোর দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন সেলডন। সে আগেও মাইকোজেনের রাস্তায় বেড়িয়েছে, পথঘাট কিছুটা চিনে ফেলেছে।

ডর্স ভেনাবিলির কপাল কুঁচকানো বিরক্তিতে। "যে কোনো মুহূর্তে পথ হারাতে পারি, হ্যারি।" বলল সে।

"এই বুকলেটটা থাকার পরেও," বললেন সেলডন।

অধৈর্য ভঙ্গীতে তার দিকে তাকালো ডর্স। "মনটা মাইকোজেনে ফিরিয়ে আনো হ্যারি। আমার দরকার ছিল একটা কম্পিউটার ম্যাপ। আর মাইকোজেনের এই বস্তুটা প্লাস্টিকের ভাজ করা একটা টুকরা ছাড়া আর কিছু না। এটা দেখে বলতে পারব না আমি কোথায় আছি, কোথায় যাবো। কারণ জিনিসটা ছাপানো।"

"তাহলে পড়ো কী লেখা আছে।"

"ঠিক তাই করার চেষ্টা করছি আমি, কিন্তু এটা তৈরি করা হয়েছে তাদের জন্যই যারা এটার সাথে পরিচিত। আমাদের বরং কাউকে জিজ্ঞেস করা উচিত।"

"না, ডর্স। ওটা হবে শেষ চেষ্টা। কারো মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চাই না। বরং নিজেরাই চেষ্টা করি, দুই একবার পথ হারালেও ক্ষতি নেই।"

মনোযোগ সহকারে বুকলেটের পাতা উল্টাতে লাগল ডর্স। তারপর গম্ভীর সুরে বলল, "এখানে স্যাক্রাটোরিয়াম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্বাভাবিক। আমার মনে হয় মাইকোজেনের প্রত্যেকেই দিনের কোনো না কোনো সময় অন্তত একবারের জন্য হলেও ওখানে যায়। তবে সত্যি কথা বলতে কী, এখান থেকে ওখানে যাওয়ার জন্য কোনো কনভেন্স নেই।"

"কী?"

"অস্থির হয়ো না। আমি বলছি সরাসরি কোনো ব্যবস্থা নেই। ওখানে পৌছতে হলে আমাদেরকে বেশ কয়েকবার গাড়ি পাল্টাতে হবে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সেলডন। "মাত্র একটা এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই তুমি ট্র্যানটরের অর্ধেক পেরোতে পারবে না। কোনো এক স্টেশনে নেমে আরেকটাতে চড়তে হবে।"

"আমি জানি। আসলে এই বুকলেটে সবকিছু পরিষ্কারভাবে লেখা নেই। তাই চোখ এড়িয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে। রাগ করো না। এতক্ষণে যদি বোঝা হয়ে থাকে যে কোনদিকে যেতে হবে তাহলে পথ দেখাও। আমি আসছি তোমার পিছন পিছন।"

আক্ষরিক অর্থেই ডর্সের পিছনে থাকলেন সেলডন। কিছুক্ষণ পরেই দুজনে একটা ইন্টারসেকশনে পৌছলেন। দূর থেকেই সাদা কার্টলেট পরা তিনজন পুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ধূসর কার্টলেট পরা দুজন মহিলাকে দেখা গেল। সেলডন নির্দিষ্ট করে কারো দিকে না তাকিয়েই হাসলেন কিন্তু মাইকোজেনিয়ানরা শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তারপর একটা কনভেক্স আসতে দেখা গেল। হ্যালিকনে যাতায়াতের জন্য গ্র্যাভি-বাস ছিল। মাইকোজেনের এই বাহনটা সেটারই অনেক প্রাচীন রূপ। ভিতরে বিশটা বেঞ্চের মতো আসন। প্রতিটা বেঞ্চে চারজন করে যাত্রী বসতে পারবে। উঠা নামার জন্য প্রতিটি বেঞ্চেরই দুদিকে দরজা। যাত্রীরা দুদিক দিয়েই নামতে পারবে। রাস্তার মূল অংশের দিকের দরজা দিয়ে যে সব যাত্রী নামবে তাদের জন্য দুশ্চিন্তা বোধ করলেন সেলডন। কিন্তু খেয়াল করলেন যে বাস যখন থেমে থাকে তখন রাস্তায় চলাচলকারী সকল যানবাহন সেটার কাছাকাছি এসে থেমে যায়।

ডর্সের ধাক্কা খেয়ে বাসে চড়লেন তিনি। পাশাপাশি দুটো খালি আসন পেয়ে সেখানে বসলেন। ডর্স তাকে অনুসরণ করল। (নিয়ম অনুযায়ী পুরুষরা সবসময় আগে উঠে আগে নামে।)

"মানুষ নিয়ে গবেষণা বন্ধ করো। আশেপাশে কী আছে সেদিকে মনোযোগ দাও। ফিসফিস করে কথাগুলো বলল ডর্স।

"চেষ্টা করছি।"

"যেমন," ডর্স সরাসরি তাদের সামনের আসনের পিছন দিকে লাগানো চারকোণা একটা বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করল। বাস চালু হতেই সেখানে পরবর্তী স্টেশন বা কাছাকাছি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা সড়ক আছে সেগুলোর নাম ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

"যেখানে নেমে আমাদের বাস পাল্টাতে হবে এই যন্ত্রটাই আমাদের জানিয়ে দেবে যে সেখানে পৌছে গেছি। সেক্টরটা আসলে পুরোপুরি অনুন্নত নয়।"

"চমৎকার," বললেন সেলডন, তারপর ডর্সের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললেন, "কেউ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। মনে হয় এইরকম কৃত্রিম প্রতিবন্ধক তৈরি হয়েছে যেন অনেক মানুষের মাঝেও নিজেদের প্রাইভেসী বজায় থাকে।"

"আমি অনেক আগেই তা বুঝতে পেরেছি। এটাকে যদি তোমার সাইকোহিস্টোরির কোনো নিয়ম বানাও তাহলে কেউ প্রভাবিত হবে না।"

ডর্সের অনুমান সঠিক। সামনের বক্সে পরবর্তী স্টেশনের নাম ফুটে উঠল। এখানেই তাদের নামতে হবে। নেমে স্যাক্রাটোরিয়ামের সরাসরি বাস ধরতে হবে।

নেমে অপেক্ষা করতে লাগল দুজন। এরই মধ্যে কয়েকটা বাস ইন্টার সেকশন ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আরেকটা গ্র্যাভি-বাস আসছে। আসলে তারা একটা ব্যস্ত মহাসড়কে পৌছেছেন। স্বাভাবিক। স্যাক্রাটোরিয়াম নিঃসন্দেহে মাইকোজেনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।

বাসে চড়ার সময় সেলডন ফিসফিস করে বললেন, "আমরা কোথাও কোনো ভাড়া দিচ্ছি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখানকার পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনগুলো বিনা পয়সায় যাত্রীসেবা দিচ্ছে।"

"কী সভ্য জাতি।" –কিন্তু কথা শেষ হলো না তার।

ডর্স তাকে একটা খোঁচা মেরে বলল, "তোমার নিয়ম আর খাটছে না। ডান পাশের লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।"

৫২

আড়চোখে একবার তাকালেন সেলডন। ডানদিকের লোকটা হালকা পাতলা গড়নের এবং বৃদ্ধ। বাদামী চোখ, গায়ের রং শ্যামবর্ণের। সেলডন নিশ্চিত যে স্থায়ীভাবে চুল ফেলে না দিলে লোকটার মাথায় কালো চুল গজাতো।

আবার সামনে তাকালেন তিনি। ভাবছেন, লোকটা একটু অন্যরকম। যে অল্প কয়েকজন ব্রাদারকে তিনি খুটিয়ে দেখেছেন তাদের সবাই ছিল লম্বা, ফ্যাকাশে চামড়া, নীল বা বাদামী চোখ। যদিও এটাই মাইকোজেনিয়ান পুরুষদের গড়পরতা দৈহিক বৈশিষ্ট্য কিনা তা বুঝার মতো যথেষ্ট সময় তিনি পাননি।

কার্টলের ডানদিকের হাতায় একটা টান অনুভব করলেন তিনি। ঘুরেই চোখের সামনে একটা কার্ড দেখলেন, তাতে লেখা, 'সাবধান, ট্রাইবসম্যান।'

স্বয়ংক্রিয় ভাবেই মাথায় হাত চলে গেল তার। পাশের লোকটা শুধু ঠোঁট নেড়ে নিঃশব্দে বলল, "চুল।"

কানের পাশ দিয়ে কয়েকগোছা কখন বেরিয়ে গেছে তিনি নিজেও জানেন না। দ্রুত স্কিনক্যাপ ঠিক করে নিলেন। তারপর তিনিও নিঃশব্দে বললেন, "ধন্যবাদ।"

তার প্রতিবেশী এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল, "স্যাক্রাটোরিয়ামে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও। এক সাথেই যেতে পারি।" লোকটার মুখে বন্ধুত্বের হাসি।

"আমার সাথে– সাথে– "

"আপনার মেয়েমানুষ আছে। কোনো সমস্যা নেই। তাহলে তিনজন একসাথেই যাব।"

কী করবেন বুঝতে পারলেন না সেলডন। আড়চোখে পাশে তাকিয়ে দেখলেন ডর্স সোজা সামনে তাকিয়ে আছে, পুরুষদের কথাবার্তায় কোনো মনোযোগ নেই– আদর্শ সিস্টারের মতোই আচরণ। তবে বাম হাঁটুতে মৃদু একটা স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। ধরে নিলেন যে বোঝাতে চাইছে, "ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই।"

তাই বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

তারপর আর কোনো কথা হলো না। স্যাক্রাটোরিয়াম আসতেই সেলডনের মাইক্রোজেনিয়ান বন্ধু নামার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

স্যাক্রাটোরিয়ামকে ঘিরে বিশাল এক বৃত্ত রচনা করে গ্র্যাভি বাস থামল। আবার সেই পুরনো দৃশ্য। পুরুষরা নামল আগে, তাদের অনুসরণ করে মেয়েরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সের কারণে মাইকোজেনিয়ানের কণ্ঠস্বর খানিকটা ভাঙ্গা তবে উৎফুল্ল। সে বলল, "লাঞ্চের জন্য সময়টা একটু আগে হয়ে যায়... বন্ধু। তবে কিছুক্ষণের ভেতরেই জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। তখন আপনারা সুবিধা করতে পারবেন না। ইচ্ছে হলে কিছু খাবার কিনে বাইরে বসে খেতে পারি, কী বলেন? এখানে আমার প্রায়ই আসা হয়। ভালো একটা জায়গা চিনি।"

সেলডন বুঝতে পারছেন না এটা ট্রাইবসম্যানদের বিপদে ফেলার কোনো কৌশল কী না। হয়তো তাদের কাছে দামী বা বাজে কোনো পণ্য গছাতে চাইছে। তবে তিনি সুযোগ নিয়ে দেখবেন বলে স্থির করলেন।

"আপনি খুব ভালো মানুষ," বললেন তিনি। "যেহেতু আমরা এখানে কিছুই চিনি না তাই আপনার সাহায্য পেলে খুব খুশী হব।"

লাঞ্চের জন্য স্যান্ডউইচ এবং কোমল পানীয় কিনল সবাই। পানীয়টা দেখতে একেবারে দুধের মতো। দিনটা চমৎকার এবং যেহেতু তারা দর্শনার্থী তাই বৃদ্ধ মাইকোজেনিয়ান পরামর্শ দিল স্যাক্রাটোরিয়াম গ্রাউন্ডে বসেই লাঞ্চ সেরে নিলে ভালো হবে। তাতে আগন্তুকরা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

লাঞ্চের প্যাকেট নিয়ে হাঁটার সময় সেলডন খেয়াল করলেন যে স্যাক্রাটোরিয়ামের সাথে ইম্পেরিয়াল প্যালেসের এবং চারপাশের গ্রাউন্ডের সাথে ইম্পেরিয়াল গ্রাউন্ডের খুব সামান্য মিল রয়েছে।

"চমৎকার, তাই না," জিজ্ঞেস করল মাইকোজেনিয়ান। বলার সুরে গর্ব।

"হ্যাঁ। এইরকম চকচক করছে কেন?"

"গ্রাউন্ডের কারণে। পুরোটাই আমাদের ডন ওয়ার্ল্ডের রাষ্ট্রীয় ভবনের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে– যদিও এটা অনেক ছোট।"

"আপনি ইম্পেরিয়াল গ্রাউন্ড কখনো দেখেছেন?"

সেলডনের কথার অর্থ ঠিকই বুঝতে পারল মাইকোজেনিয়ান। কিন্তু তাতে মোটেই না দমে বলল, "ওরা আমাদের ডন ওয়ার্ল্ডের অনুকরণে তৈরি করার চেষ্টা করেছে, যদিও খুব একটা নিখুঁত হয়নি।"

মনে সন্দেহ জাগলেও কিছু বললেন না সেলডন।

পাথরের তৈরি কিছু অর্ধবৃত্তাকার আসনের কাছে এসে থামলেন তারা। আসনগুলো স্যাক্রাটোরিয়ামের মতোই দিনের আলোয় ঝিকমিক করছে।

"চমৎকার," মাইকোজেনিয়ান বলল, তার গভীর চোখে খুশির ঝিলিক। "আমার জায়গাটা কেউ দখল করেনি। বসার এই জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। কারণ এখান থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে স্যাক্রাটোরিয়ামের পাশের দেয়ালের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। বসুন। ঠাণ্ডা লাগবে না। আপনার সঙ্গিনী। তিনিও বসতে পারেন। আমি জানি তিনি ট্রাইবসওম্যান, তাদের নিয়মকানুন আলাদা। তিনি... ইচ্ছে হলে কথাও বলতে পারবেন।"

তার দিকে একবার রাগ মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ডর্স বসল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারলেন সেলডন যে এই বৃদ্ধ মাইকোজেনিয়ানের সাথে তাদেরকে বেশ কিছুটা সময় কাটাতে হবে। হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি হ্যারি আর আমার সঙ্গিনী ডর্স। আমরা নামের সাথে কোনো সংখ্যা ব্যবহার করি না।"

"আমি মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু। আমরা অনেক বড় গোত্র।"

"মিশেলিয়াম?" খানিকটা দ্বিধান্বিত স্বরে বললেন সেলডন।

"অবাক হয়েছেন বোধহয়। তাহলে ধরে নিচ্ছি এর আগে শুধু প্রাচীন পরিবারগুলোর সাথে দেখা হয়েছে। যেমন ক্লাউড, সানশাইন এবং স্টারলাইন– সবই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল নাম।"

"স্বীকার করছি– " শুরু করলেন সেলডন।

"বেশ, নিচু শ্রেণীর একজনের সাথে এই মাত্র পরিচয় হলো আপনার। আমরা আমাদের নাম বেছে নেই মাটি থেকে, মাইক্রোফার্ম থেকে– এবং আমরাও শ্রদ্ধার পাত্র।"

"তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে আবারো ধন্যবাদ গ্র্যাভি-বাসে আমাকে সাহায্য করার জন্য।"

"শুনুন, আমি আপনাকে বড় একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমার আগে কোনো সিস্টার দেখে ফেললে চিৎকার শুরু করে দিত আর ব্রাদাররা আপনাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিত– তার জন্য এমনকি বাস থামারও অপেক্ষা করত না।"

সামনে ঝুঁকল ডর্স যেন সেলডনের ওপাশে বসা মানুষটাকে দেখতে পারে। জিজ্ঞেস করল, "আপনি সেরকম আচরণ করেননি কেন?"

"আমি? ট্রাইবসপিওপিলদের সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমি একজন স্কলার।"

"স্কলার?"

"আমার গোত্রের মধ্যে প্রথম। স্যাক্রাটোরিয়াম বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু হয় আমার। যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট করি। সব ধরনের প্রাচীন শিল্পকলার বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ। ট্রাইবাল লাইব্রেরিতে ঢোকার লাইসেন্স আছে আমার, ওখানে ট্রাইবসপিওপিলদের লেখা বই এবং বুক-ফিল্ম আছে। আমি আমার ইচ্ছেমতো বই পড়তে পারি বা বুক ফিল্ম দেখতে পারি। এমনকি আমাদের একটা কম্পিউটারাইজড রেফারেন্স লাইব্রেরিও আছে। আমি তা ব্যবহার করতে পারি। এগুলো আসলে মানুষের মনকে আরো খোলামেলা করে তুলে। তাই সামান্য একটু চুল দেখলে আমার তেমন কিছু যায় আসে না। মাথায় চুল ভর্তি অনেক ট্রাইবসম্যানের ছবি দেখেছি। এমনকি মেয়েদেরও।" বলেই আড়চোখে ডর্সের দিকে তাকালো।

নীরবে কিছুক্ষণ খাওয়াদাওয়া করল সবাই। তারপর সেলডন জিজ্ঞেস করলেন, "স্যাক্রাটোরিয়ামে যে ব্রাদাররা ঢুকছে বা বেরুচ্ছে তাদের সবাই স্যাশ পড়ে রেখেছে?"

"ও, হ্যাঁ," বলল মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু। "বাম কাধ দিয়ে পেচিয়ে ডান কাধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। তাতে চমৎকার কারুকার্য করা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"এটাকে বলা হয় 'ওবিয়াহ্'। এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় স্যাক্রাটোরিয়ামে প্রবেশ করে একজন মাইকোজেনিয়ান কী পরিমাণ আনন্দ পায় এবং এটাকে রক্ষা করার জন্য সে শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করবে না।"

"রক্তপাত?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"প্রতীকী। আমি কখনো রক্তপাত ঘটাতে শুনিনি। কারণ তাতে কোনো আনন্দ নেই। আসলে ভিতরে সবাই লস্ট ওয়ার্ল্ডের জন্য দুঃখ করে, বিলাপ করে আর নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তার কাছে নিবেদন করে।" তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, "অর্থহীন।"

"আপনি আসলে... এইসব বিশ্বাস করেন না।" ডর্স বলল।

"আমি একজন স্কলার।" বলল সে। কণ্ঠে পরিষ্কার গর্ব প্রকাশ পেল। মুখে অসংখ্য ভাঁজ ফেলে হাসল। আবারো প্রমাণ করে দিল সে আসলে বৃদ্ধ। কত হতে পারে লোকটার বয়স– অবাক হয়ে ভাবলেন সেলডন। কয়েক শতাব্দী? না, সেটা অসম্ভব। তিনি আর ডর্স আগেই বুঝতে পেরেছেন।

"আপনার বয়স কত?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্নটা করে ফেললেন তিনি।

মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু প্রশ্নটা শুনে রেগে উঠল না বা জবাব দেয়ার সময় ইতস্ততও করল না, "সাতাত্তর।"

"আমি শুনেছি যে আপনাদের পূর্বপুরুষরা একসময় বহু শতাব্দী বেঁচে থাকত।"

"আপনি কীভাবে জানলেন। বুঝেছি, কেউ হয়তো বলে দিয়েছে... তবে কথাটা সত্যি। এধরনের একটা বিশ্বাস মাইকোজেনে প্রচলিত। শুধু অশিক্ষিতরাই তা বিশ্বাস করে এবং এল্ডার্সরা তাতে ইন্ধন যোগায়। কারণ তাতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। আসলে অন্যদের তুলনায় আমরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারি কারণ আমরা নিখুঁত পুষ্টিকর খাদ্য খাই। কিন্তু তারপরেও এমনকি একশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার ঘটনাও খুব কম।"

"ধরে নিচ্ছি মাইকোজেনিয়ানরা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এটা আপনি মানেন না।"

"মাইকোজেনিয়ানদের কোনো দোষ নেই। নিঃসন্দেহে তারা অন্যদের থেকে নীচু শ্রেণীর নয়। কিন্তু আমার মতে সব মানুষই সমান। –এমনকি মেয়েরাও।" ডর্সের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কথাগুলো বলল সে।

"আমার মনে হয় না এই সমাজের কেউ আপনার সাথে একমত হবে।"

"আপনার সমাজের কেউও হবে না।" তিক্ত স্বরে বলল মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু। "যদিও আমি বিশ্বাস করি। প্রত্যেক স্কলারেরই তা করা উচিত। বলতে গেলে ট্রাইবসপিওপিলদের সব বিখ্যাত সাহিত্যই আমি পড়েছি। আপনাদের সংস্কৃতি আমি বুঝতে পারি। এই বিষয়ে অনেক আর্টিকেলও লিখেছি। আপনারা আমাদের সাথে যেরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমিও ট্রাইবসপিওপিলদের সাথে সেইরকম স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারালো গলায় ডর্স জিজ্ঞেস করল, "ট্রাইবসপিওপিলদের জীবনযাত্রা বুঝতে পারেন দেখে আপনি বোধহয় বেশ গর্বিত। কখনো মাইকোজেনের বাইরে গিয়েছেন?"

মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে নিল। "না"।

"কেন? তাহলে আপনি আরো ভালোভাবে আমাদের বুঝতে পারতেন।"

"সেটা ঠিক হতো না। সবসময় উইগ পরে থাকতে হবে। প্রতিনিয়ত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পরতাম।"

"উইগ কেন? আপনি এমন টাক মাথাতেই থাকতে পারবেন।"

"না, আমি অত বোকা না। চুলওয়ালা মানুষগুলো তখন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করত।"

"খারাপ ব্যবহার? কেন? ট্র্যানটর বা অন্যান্য গ্রহে প্রচুর মানুষ আছে যাদের মাথায় প্রাকৃতিক নিয়মেই টাক পড়ে।"

"আমার বাবার মাথায় টাক ছিল," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সেলডন। "আগামী দশ বছরে আমার মাথাতেও টাক পড়বে। চুল এখনই পাতলা হতে শুরু করেছে।"

"এটাকে টাক বলে না। কারণ আপনাদের শরীরে চুল থাকবে। টাক বলতে আমি বোঝাতে চাইছি শরীরের কোথাও কোনো চুল নেই।"

"আপনাদের শরীরের কোথাও কোনো চুল নেই?" আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু এবার রেগে গেল। কিছু বলল না।

সেলডন ভয় পেলেন আলোচনা না থেমে যায়। দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন; "ট্রাইবসপিওপিলরা কী দর্শনার্থী হিসেবে স্যাক্রাটোরিয়ামের ভিতরে ঢুকতে পারে?"

জোরে জোরে মাথা নাড়ল মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু। "কখনোই না। ওটা শুধু ডন ওয়ার্ল্ড এর পুত্রদের জন্য।"

"শুধু পুত্রদের জন্য?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

মনে কষ্ট পেল মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু। ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, "বেশ, আপনারা ট্রাইবসপিওপিল। না জানাই স্বাভাবিক। ডন ওয়ার্ল্ডের কন্যারা শুধু নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ভিতরে যেতে পারে। এটাই নিয়ম। বলছি না যে এই নিয়ম আমি সমর্থন করি। আমার হাতে দায়িত্ব থাকলে বলতাম 'যাও যত খুশী উপভোগ করো।' হয়তো কিছুদিনের ভেতরেই আমার সাথে অনেকেই যোগ দেবে।"

"আপনি কখনো ভেতরে যাননি?"

"ছোটবেলায় বাবা মার সাথে একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু–" মাথা নাড়ল সে– "ভিতরে যারা যায় তারা শুধু পবিত্র গ্রন্থের দিকে তাকিয়ে থাকে, বিড়বিড় করে সেটা পড়ে, পুরনো দিনের জন্য দীর্ঘশ্বাস আর চোখের পানি ফেলে। আপনি কারো সাথে কথা বলতে পারবেন না, হাসতে পারবেন না। এমনকি কারো দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারবেন না। আপনার সমস্ত সত্তাকে পুরোপুরি নিবদ্ধ করতে হবে লস্ট ওয়ার্ল্ডের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর। পুরোপুরি।" বাতিল করে দেয়ার ভঙ্গীতে হাত নাড়ল সে। "এসব আমার জন্য না। আমি একজন স্কলার এবং আমি চাই পুরো বিশ্বটাই আমার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।"

"ঠিকই বলেছেন," বললেন সেলডন, একটা পথ পাওয়া গেছে বলে মনে হলো তার। "আমরা আপনার সাথে একমত। ডর্স আর আমি, আমরা দুজনও স্কলার।"

"জানি।"

"জানেন? কীভাবে?"

"হতেই হবে। শুধু ইম্পেরিয়াল অফিসার আর কূটনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী এবং স্কলারদের মাইকোজেনে আসার অনুমতি দেয়া হয়। আর আপনাদের চোখ দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি। সেজন্যই তো আগ বাড়িয়ে পরিচিত হলাম।" উৎফুল্ল ভঙ্গীতে হাসল সে।

"ঠিকই ধরেছেন। আমি গণিতবিদ, ডর্স ইতিহাসবিদ। আপনি?"

"আমি... শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির উপর বিশেষজ্ঞ। ট্রাইবসপিওপিলদের বিখ্যাত সব সাহিত্যকর্মই আমি পড়েছি : লীসার, মিনটোল, নোভিগর।"

"আর আমরা আপনাদের বিখ্যাত বইটি পড়েছি– লস্ট ওয়ার্ল্ড নিয়ে লেখা পবিত্র গ্রন্থ।"

"আপনারা পড়েছেন? কোথায়? কীভাবে?"

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কপি আছে।"

"ভাবছি এল্ডার্সরা কথাটা জানে কী না।"

"এবং আমি রোবটের কথাও পড়েছি।"

"রোবট?"

"হ্যাঁ। সেজন্যই স্যাক্রাটোরিয়ামে ঢুকতে চাইছি। রোবটটাকে দেখতে চাই।" (ডর্স সেলডনের গোড়ালীতে হালকা লাথি দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি পাত্তা দিলেন না।)

"আমি এগুলো বিশ্বাস করি না। কোনো শিক্ষিত মানুষই করবে না।" অস্বস্তি নিয়ে বলল মির্শেলিয়াম সেভেন্টি টু। এমনভাবে চারদিকে তাকালো যেন ভয় পাচ্ছে তাদের কথা কেউ শুনে ফেলবে।

"আমি পড়েছি যে স্যাক্রাটোরিয়ামের ভেতরে এখনো একটা রোবট আছে।"

"আমি এমন বাজে বিষয়ে কোনো কথাই বলতে চাইনা।"

"স্যাক্রাটোরিয়ামের ভিতরে ঠিক কোন জায়গাটায় আছে?" কথা বের করার চেষ্টা করলেন সেলডন।

"থাকলেও আমি আপনাকে বলতে পারব না। কারণ খুব ছোট বেলায় মাত্র একবার ঢুকেছিলাম। তারপর আর কখনো যাইনি।"

"ভিতরে কী বিশেষ কোনো জায়গা আছে, গোপন কোনো স্থান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এন্ডারদের জন্য সারি সারি খুপড়ি আছে। শুধু এল্ডাররাই ওখানে উঠতে পারে। কিন্তু ওখানে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই।"

"আপনি কখনো গিয়েছিলেন ওদিকটাতে?"

"না, অবশ্যই না।"

"তাহলে আপনি কীভাবে জানেন?"

"আমি জানি না ভিতরে কোনো গাছ আছে কী না। জানি না ওখানে কোনো লেজার-অর্গান আছে কী না, জানি না আরো কোটি কোটি বস্তুর কোনোটা আছে কী না। কিন্তু আমার না জানাতে কি প্রমাণ হয় যে ওগুলো সেখানে আছে।"

কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না সেলডন।

ভূতুড়ে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু-র মুখে। "স্কলাররা এভাবেই যুক্তি দাঁড় করায়। অর্থাৎ আমিও ফেলনার পাত্র নেই। যাই হোক এল্ডার্সদের প্রকোষ্ঠে উঠার পরামর্শ আমি দেব না। কারণ জানি ধরা পড়লে যা ঘটবে সেটা আপনার পছন্দ হবে না। –ডন ওয়ার্ল্ড এর আশীর্বাদ সর্বদা আপনাদের সাথে থাকুক।" তারপর সে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালো– দ্রুত চলে গেল– কিছু না বলেই।

তার চলে যাওয়া দেখে অবাক হলেন সেলডন। "লোকটা হঠাৎ এভাবে চলে গেল কেন?"

"আমার মনে হয়," ডর্স বলল, "কেউ আসছে।"

সঠিক অনুমান। লোকটা যথেষ্ট লম্বা এবং অনেক বড় একটা কার্টলেট পড়ে রেখেছে। কাঁধের স্যাশটা অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং অবশ্যই লাল রং এর। গম্ভীরভাবে সে তাদের দিকে হেঁটে আসছে। লোকটার চোখ মুখ এবং আচরণে ফুটে বেরুনো কর্তৃত্বের আভা চিনতে ভুল করলেন না সেলডন। এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে লোকটা কোনো কারণে ভীষণ রেগে আছে।

৫৩

নতুন মাইকোজেনিয়ান কাছে আসতেই উঠে দাঁড়ালেন হ্যারি সেলডন। সেটা ঠিক হলো কী না তিনি বলতে পারবেন না তবে ধরে নিলেন এতে কোনো ক্ষতিও হবে না। ডর্স ভেনাবিলিও উঠে দাঁড়িয়েছে তার সাথে। সাবধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে মাটির দিকে।

এই লোকটাও বৃদ্ধ, তবে মিশেলিয়াম সেভেন্টি টুর মতো বয়সের ছাপ ততটা প্রকট নয়। গোলাকার টাক মাথা, উজ্জ্বল নীল চোখ। লাল স্যাশের সাথে মিশে আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে সুদর্শন মুখে।

"আপনারা ট্রাইবসপিওপিল," আগন্তুক বলল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। সেলডন এতটা আশা করেন নি। কিন্তু কথা বললেন অত্যন্ত ধীরে যেন তার কর্তৃত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ না জাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক ধরেছেন," মার্জিত কিন্তু দৃঢ় গলায় বললেন সেলডন। মাইকোজেনিয়ানকে খাটো করে দেখার কোনো ইচ্ছা তার নেই আবার তার নিজের মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ন করুক সেটাও তিনি চান না।

"আপনাদের নাম?"

"আমি হ্যালিকনের হ্যারি সেলডন। আমার সঙ্গিনী সিনার ডর্স ভেনাবিলি। আপনার নাম?"

রাগে ভুরু কুঁচকালো মাইকোজেনিয়ান, কিন্তু সে নিজেও বুঝতে পারছে সেলডন যথেষ্ট ক্ষমতাশালী।

"আমি স্কাইস্ট্রিপ টু, " মাথা উঁচু করে বলল সে। "স্যাক্রাটোরিয়াম এর একজন এল্ডার। আপনি ট্রাইবসম্যান?"

"আমরা," সর্বনামটার উপর জোর দিলেন সেলডন। "স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার। এখানে এসেছি মাইকোজেনের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে।"

"কার নির্দেশে?"

"সানমাস্টার ফোরটিন। তিনি নিজে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।"

স্কাইস্ট্রিপ টু একটু থামল। মৃদু হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। তারপর আগের চেয়ে মোলায়েম সুরে বলল, "হাই এল্ডার। আমি তাকে ভালোভাবেই চিনি।"

"চিনলেই ভালো," কাঠখোট্টা ভঙ্গীতে বললেন সেলডন। "আর কিছু, এল্ডার?"

"হ্যাঁ," এল্ডার তার মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করল, "আপনাদের সাথে যে লোকটা ছিল এবং আমাকে দেখেই যে লোকটা পালিয়ে যায় সে কে?"

মাথা নাড়লেন সেলডন, "আমরা তাকে আগে কখনো দেখিনি, এল্ডার। অনেকটা দুর্ঘটনাক্রমেই তার সাথে পরিচয় হয়। আমরা স্যাক্রাটোরিয়াম এর বিষয়ে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করি তাকে।"

"কী জিজ্ঞেস করেছিলেন?"

"মাত্র দুটো প্রশ্ন, এল্ডার। জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ভবনটাই কী স্যাক্রাটোরিয়াম এবং ট্রাইবসপিওপিলরা কী ওখানে ঢুকতে পারে। প্রথম প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে না বলে।"

"ঠিক জবাব দিয়েছে। আর স্যাক্রাটোরিয়ামের ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?"

"আমরা এখানে মাইকোজেন-এর সমাজ ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছি আর স্যাক্রাটোরিয়াম হলো মাইকোজেন এর হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক, তাই নয় কী?"

"এটা আমাদের এবং শুধু আমরাই ওখানে যেতে পারি।"

"এমনকি একজন এল্ডার– হাই এল্ডার– নির্দোষ জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে অনুমতি দেয় তারপরেও আমরা ঢুকতে পারব না।"

"আপনাদের কাছে কী হাই এল্ডারের অনুমতি আছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতস্তত করতে লাগলেন সেলডন। ডর্স একবার আড়চোখে তাকালো। সিদ্ধান্ত নিলেন বেশি ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না. "না, এখনো পাইনি।" বললেন তিনি।

"কখনো পাবেনও না," এন্ডার বলল, "যদিও অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছেন কিন্তু এমনকি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও পাবলিক সেন্টিমেন্ট সামলাতে পারবে না। স্যাক্রাটোরিয়াম আমাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। আমাদের জনগণ কোনো ট্রাইবসপিওপিলকে মাইকোজেনে দেখলে ক্ষেপে উঠতে পারে বিশেষ করে স্যাক্রাটোরিয়ামের সীমানার ভেতরে। শুধু যদি একজন মুখ ফসকেও বলে ফেলে যে আপনারা অনুপ্রবেশকারী তাহলে মুহূর্তের মধ্যে এই শান্তশিষ্ট মানুষগুলো হিংস্র উন্মাদ হয়ে উঠবে। আপনাদের আক্ষরিক অর্থেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। হাই এল্ডার যদিও আপনাদের যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন কিন্তু নিজেদের ভালোর জন্যই চলে যান এখান থেকে, এই মুহূর্তে।"

"কিন্তু স্যাক্রাটোরিয়াম– " একরোখার মতো বললেন সেলডন, ডর্স তাকে থামানোর জন্য কার্টলের হাতা ধরে হালকা টান দিল।

"স্যাক্রাটোরিয়ামে এমন কী আছে যা আপনাকে আগ্রহী করে তুলেছে। বাইরে থেকে দেখেছেন। এবার চলে যান। ভেতরে আপনার দেখার কিছু নেই।"

"ভিতরে একটা রোবট আছে।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এন্ডার, তারপর ঝুঁকে সেলডনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "চলে যান এখনই নয়তো আমি নিজেই চিৎকার করে বলব আপনারা অনুপ্রবেশকারী। হাই এল্ডার সম্মান করেছেন বলেই আপনাদের আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি।"

আর ডর্স বিস্ময়কর শক্তিতে সেলডনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। হ্যাচকা টানে সেলডন একটা হোঁচট খেলেন, তারপর দ্রুত পায়ে ডর্সের পিছু পিছু হাঁটতে বাধ্য হলেন।

AMARBOI.COM

৫৪

পরেরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে গতদিনের ঘটনার কথা তুলল ডর্স– এবং তার বলার ভঙ্গীতে মনে আঘাত পেলেন সেলডন।

"তো, পুরো দিনটাই মাটি হলো।"

সেলডনের মতে এই বিষয়ে কথা না তুললেই ভালো হতো। বিরক্ত সুরে বললেন, "মাটি হলো কীভাবে?"

"আমাদেরকে একরকম ঘাড় ধাক্কা দিয়েই বের করে দেয়া হয়েছে। কেন? কী পেয়েছি আমরা?"

"শুধু এইটুকু জানতে পেরেছি যে ওখানে একটা রোবট আছে।"

"মিশেলিয়াম সেভেন্টি টুর মতে নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সে তো এই কথা বলবেই। সে একজন স্কলার– অন্তত নিজেকে তাই মনে করে– এবং স্যাক্রাটোরিয়ামের ব্যাপারে কিছু না জানলে তা সে লাইব্রেরি থেকে জেনে নেয়। আমার কথা শুনে এল্ডার এর চেহারা কেমন হয়েছিল তোমার মনে আছে?"

"অবশ্যই মনে আছে।"

"ভেতরে রোবট না থাকলে সে এত ভয় পেত না।"

"তোমার অনুমান হ্যারি। আর থাকলেও আমরা ভেতরে ঢুকতে পারছি না।"

"চেষ্টা করতে হবে। নাস্তা খেয়ে বেরুবো। দোকান থেকে একটা লাল স্যাশ কিনব, ওরা যেটাকে 'ওবিয়াহ' বলে। সেটা গায়ে চাপিয়ে হেঁটে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ব। চোখ অবশ্যই একান্ত অনুগতের মতো মাটির দিকে থাকবে।"

"চুল ঢাকার জন্য স্কিনক্যাপ আর যা পরেছ ওগুলো। এক মাইক্রো সেকেন্ডেরও কম সময়ে তুমি ধরা পড়ে যাবে।"

"না, ধরা পড়ব না। প্রথমে যাব লাইব্রেরিতে, যেখানে ট্রাইবসপিওপিলদের সম্পর্কে সকল তথ্য রেখেছে ওরা। ওগুলোও আমার দেখার ইচ্ছে আছে। লাইব্রেরিটা বোধহয় স্যাক্রাটোরিয়াম এর বাড়তি অংশ এবং ওখান থেকে ভিতরে ঢোকার নিশ্চয় কোনো পথ আছে।"

"ঢোকার সাথে সাথেই তুমি ধরা পড়বে।"

"মোটেই না। মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু কী বলেছে তুমি শুনেছ। ভেতরে সবাই চোখ নামিয়ে রাখে, একমনে শুধু তাদের মহান লস্ট ওয়ার্ল্ড অরোরার কথা চিন্তা করে। কেউ কারো দিকে তাকায় না। তাকানোটা বোধহয় পাপ। তারপর আমি এল্ডারদের থাকার জায়গাগুলো খুঁজে বের করব– "

"এতই সোজা?"

"মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু বলেছিল যে সে আমাকে এল্ডারদের বাসস্থানগুলোতে উঠার পরামর্শ দেবে না। তার মানে উপরে উঠার কথা বলছিল। কাজেই আমার ধারণা এল্ডাররা টাওয়ারগুলোর উপরে থাকে, সম্ভবত কেন্দ্রীয় টাওয়ারে।"

মাথা নাড়ল ডর্স, "লোকটা কী বলেছিল তা হুবহু আমার মনে নেই। তবে– দাঁড়াও।" মাঝখানে কথা থামিয়ে ভুরু কুঁচকালো সে।

"হ্যাঁ, বলো।"

"সে যে শব্দটা ব্যবহার করেছিল সেটা অনেক প্রাচীন একটা শব্দ যার অর্থ উঁচু জায়গায় নির্মিত বাসস্থান।"

"এই তো বের করে ফেলেছ। দেখলে তো তুমি যাকে ব্যর্থ বলছ সেখান থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেলাম। এখন যদি একটা রোবট পেয়ে যাই যা বিশ হাজার বছরের পুরনো এবং যা এখনো কাজ করে চলেছে এবং সেটা যদি আমাকে বলতে পারে– "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবিশ্বাস্য হলেও ধরে নেয়া যাক রোবট একটা পেলে। তখন নিজে ধরা না পড়ে ওটার সাথে কতক্ষণ কথা বলতে পারবে?"

"জানিনা। যদি প্রমাণ হয় যে ওটা আছে তাহলে কথা বলার জন্য কোনো না কোনো পথ বের করে নেব। পিছিয়ে আসার জন্য এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখন বলেছিলাম যে সাইকোহিস্টোরি তৈরি করা সম্ভব নয় হামিনের উচিত ছিল তখনই আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হয়তো সম্ভব। কাজেই কোনো বাধাই আমাকে আর দমিয়ে রাখতে পারবে না– শুধু মৃত্যু ছাড়া।"

"মাইকোজেনিয়ানরা ভীষণ ক্ষেপে উঠবে, হ্যারি। এত বড় ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।"

"আর কোনো উপায় নেই।"

"না, হ্যারি। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। কাজেই এই কাজ আমি তোমাকে করতে দেব না।"

"না দিয়ে উপায় নেই। আমার নিরাপত্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাইকোহিস্টোরিকে কার্যকরী করে তোলার একটা পথ খুঁজে বের করা। আমার নিরাপত্তা শুধু একটা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে আমি হয়তোবা সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপ করতে পারব। আর সেটা করতে আমাকে বাধা দেয়ার অর্থ হচ্ছে তোমার দায়িত্বটা অর্থহীন হয়ে পড়া– চিন্তা করে দেখো।"

নিজের ভেতরে এক নতুন উদ্যম আর বিশ্বাস অনুভব করছেন হ্যারি। সাইকোহিস্টোরি– তার যুগান্তকারী থিওরী। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি নিজের মুখেই বলেছেন যে শুধু তাত্ত্বিকভাবেই সম্ভব কোনোদিন বাস্তবসম্মত হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সম্ভব। অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি তা অনুভব করছেন। ছেঁড়া সুতোগুলো ধীরে ধীরে জোড়া লাগছে যদিও পুরো প্যাটার্নটা তার কাছে এখনো পরিষ্কার হয়নি এবং তিনি নিশ্চিত যে স্যাক্রাটোরিয়ামে অনেকগুলো ধাঁধার অন্তত একটার জবাব তিনি পাবেন।

"তাহলে আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে, ইডিয়ট, যেন বিপদে পড়লে তোমাকে বের করে আনতে পারি।"

"মেয়েরা ভিতরে ঢুকতে পারে না।"

"আমি যে মেয়ে সেটা কীভাবে বুঝবে। এই ধূসর কার্টলেট দেখেই তো। এটার নিচে আমার বুক তুমি দেখছ। স্কিন ক্যাপ দিয়ে আমার লম্বা চুল ঢাকা পড়ে গেছে। পুরুষদের মতোই আমার মুখও প্রসাধনহীন। এখানকার পুরুষদের দাড়ি গোঁফ নেই। আমার শুধু দরকার একটা সাদা কার্টল আর লাল স্যাশ। তাহলেই ঢুকতে আর কোনো সমস্যা হবে না। যে কোনো সিস্টারই এভাবে ঢুকতে পারত যদি না সামাজিক নিষেধাজ্ঞা অন্ধের মতো মেনে চলত। আমি কোনো সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ নই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি আমার নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। আমি তোমাকে এই ভয়ংকর বিপজ্জনক কাজ করতে দেব না কোনো অবস্থাতেই।"

"তোমার বিপদের চেয়ে বেশি না।"

"কিন্তু আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে।"

"তাহলে আমাকেও নিতে হবে। তোমার কাজ আমার কাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে কেন?"

"কারণ," চিন্তা করার জন্য থামলেন সেলডন।

"কারণটা নিজেকেই শুনিও," দৃঢ় পাথুরে গলায় বলল ডর্স। "আমাকে ছাড়া তুমি ওখানে যেতে পারবে না। যদি সেইরকম চেষ্টা করো ঘুষি মেরে তোমাকে অজ্ঞান করে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখব। ব্যাপারটা তোমার পছন্দ না হলে ওখানে একা যাওয়ার পক্ষে ভালো কোনো যুক্তি দেখাও।"

মুখ কালো করে মেনে নিলেন সেলডন। অন্তত এবারের মতো।

৫৫.

মেঘহীন আকাশের রং ফ্যাকাশে নীল, যেন চাদরের মতো কুয়াশা মুড়ে রেখেছে। শুভ লক্ষণ ধরে নিলেন সেলডন, কিন্তু হঠাৎ করেই নির্খাদ সূর্যের আলো গায়ে মাখার ভীষণ একটা ইচ্ছা হলো তার। ট্র্যানটরের কেউই গ্রহের আসল সূর্য দেখেনি যদি না সে কখনো আপারসাইডে যায় এবং সেই সময় যদি আকাশে মেঘ না থাকে।

ট্র্যানটরের স্থানীয় বাসিন্দারা কী কখনো সূর্যের অভাব বোধ করে? ওরা কী কখনো এটা নিয়ে ভাবে? তাদের কেউ যদি কখনো অন্য গ্রহে বেড়াতে যায় যেখানে আসল সূর্য সবসময় আকাশে দেখা যায়, তখন কী তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ প্রায় অন্ধ করে ফেলে?

কেন, ভাবলেন তিনি অধিকাংশ মানুষ প্রশ্নের জবাব না খুঁজেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়– এমনকি প্রশ্নটা কী হতে পারে তাও ভাবে না? জটিল সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে জীবনে?

গ্রাউন্ড লেভেলে দৃষ্টি নামিয়ে আনলেন তিনি। প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে সারি সারি নিচু ভবন, বেশিরভাগই দোকান। অসংখ্য ব্যক্তিগত গ্রাউন্ড-কার রাস্তার দুদিকেই চলাচল করছে। জিনিসগুলোকে দেখে মনে হয় 'অ্যান্টিকস,' কিন্তু সেগুলো চলে বিদ্যুতের সাহায্যে এবং শব্দহীন। 'অ্যান্টিকস' শুনে সবসময়ই নাক কুঁচকানো ঠিক নয়, ভাবলেন সেলডন। এটাও তো হতে পারে যে ধীরে চলছে বলেই কোনো শব্দ হচ্ছে না? জীবনে কী আসলে তাড়াহুড়োর কিছু আছে?

ফুটপাথে প্রচুর শিশু দেখা গেল এবং সেলডন বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মাইকোজেনিয়ানদের বেঁচে থাকার মেয়াদ অস্বাভাবিক দীর্ঘ নয়। তা হলে এত শিশু দেখা যেত না। ছেলে এবং মেয়ে দু লিঙ্গের (যদিও বলা কঠিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে) শিশুই চোখে পড়ল। তাদের কার্টল হাঁটুর মাত্র কয়েক ইঞ্চি নিচে নেমেছে। ফলে শৈশবের দুরন্তপনা করে বেড়াতে কোনো সমস্যাই হচ্ছে না।

বাচ্চাদের সবার মাথাতেই চুল আছে তবে দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির বেশি হবে না। তারপরও এদের মধ্যে যারা বয়সে খানিকটা বড় তাদের কার্টলের সাথে হুড লাগানো। হুড দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। যেন তারা যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, এখন চুল দেখানোটা অশোভন।

হঠাৎ একটা চিন্তা ঢুকল সেলডনের মাথায়। জিজ্ঞেস করলেন, "ডর্স, তুমি যখন কেনাকাটা করেছ তখন দাম দিয়েছে কে?"

"আমি দিয়েছি। রেইনড্রপদের ক্রেডিট টাইল নেই। তাছাড়া যা কিনেছি সে তো আমার জন্য। ওরা দাম দেবে কেন?"

"কিন্তু তোমার কাছে তো ট্র্যানটরিয়ান ক্রেডিট টাইল– যা ট্রাইবস পিওপিলরা ব্যবহার করে।"

"নিশ্চয়ই, হ্যারি, কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি। মাইকোজেনিয়ানরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলতে পারে, কিছু আসে যায় না। তারা তাদের স্বাভাবিক চুল ধ্বংস করে ফেলতে পারে। কার্টল পরতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রেডিট নিতে তারা বাধ্য। যদি না নেয় তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোনো সচেতন মানুষই তা করবে না। ক্রেডিট হচ্ছে সবকিছুর মেরুদণ্ড, হ্যারি," এবং সে এমনভাবে হাত তুলল যেন একটা অদৃশ্য ক্রেডিট ধরে রেখেছে।

'ওরা তোমার ক্রেডিট টাইল নিয়েছে?"

"কোনো উচ্চবাচ্য না করেই। এবং আমার স্কিনক্যাপ নিয়েও কথা তুলেনি। ক্রেডিট দেখেই সব ভুলে গিয়েছে।"

"ভালো। তাহলে আমিও কিছু কিনতে– "

"না, কেনাকাটার কাজটা আমি করব। হয়তো ক্রেডিট সব কিছু ভুলিয়ে দেয় কিন্তু ওরা একজন ট্রাইবসওম্যানের কথা আরো দ্রুত ভুলে যাবে। মেয়েদেরকে মানুষ বলে গণ্য না করার ব্যাপারে ওরা এত বেশি অভ্যস্ত যে আমার সাথেও ঠিক একইরকম ব্যবহার করবে। –ঐ যে, ঐ দোকানটা থেকেই আমি কাপড় কিনেছিলাম।"

"ঠিক আছে, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। আমার জন্য চমৎকার একটা স্যাশ নিয়ে আসবে।"

"ভান করো না যে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা তুমি ভুলে গেছ। দুটো কিনব আমি। এবং আরেকটা সাদা কার্টল– আমার মাপের।"

"একজন মেয়ে সাদা কার্টল কিনছে এটা দেখে ওরা অবাক হবে না?"

"মোটেই না। ধরে নেবে যে পুরুষ সঙ্গীর জন্য কিনছি। সত্যি কথা বলতে কী যতক্ষণ ক্রেডিট আছে ততক্ষণ আর অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেক্ষা করছেন সেলডন, মনে খানিকটা আশা কেউ একজন এগিয়ে এসে তাকে ট্রাইবসম্যান বলে চিনতে পারবে, তার সাথে কথা বলবে। সেইরকম কিছু হলো না। সবাই নিরাসক্ত ভঙ্গীতে যার যার গন্তব্যে চলেছে। তিনি বেশি ভয় পাচ্ছেন ধূসর কার্টল– মেয়েদের– ব্যাপারে। মেয়েগুলো যেন থেকেও নেই, একেবারে অস্তিত্বহীন। জোড়া বেঁধে বা কোনো পুরুষের সাথে হাঁটছে। তাকে দেখে চিৎকার করে উঠলে অন্তত একবারের জন্য হলেও নিজেদের অস্তিত্বটাকে জানান দিতে পারত। কিন্তু মেয়েরাও তাকে খেয়াল করল না।

আসলে ভাবলেন সেলডন, ওরা কোনো ট্রাইবসম্যানকে দেখার আশা করছে না, তাই চোখে পড়ছে না।

এটা হয়তো তাদের আসন্ন স্যাক্রাটোরিয়াম অভিযানে সহায়ক হবে। ওরা একজন ট্রাইবসম্যানকে স্যাক্রাটোরিয়ামের ভিতরে দেখার কথা মোটেও ভাববে না। তাই ধরা পড়ার সম্ভাবনাও কমবে।

ডর্স যখন ফিরে এলো তখন তিনি যথেষ্ট খোশমেজাজে।

"পেয়েছ সব?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে রুমে চলো। তুমি কাপড় পালটে নিতে পারবে।"

সাদা কার্টলটা ডর্সের গায়ে ধূসর কার্টলের মতো ফিট হলো না। দোকানে সে পড়ে দেখেনি, তাহলে হয়তো দোকানদার বুঝে ফেলত।

"কেমন দেখাচ্ছে, হ্যারি?" জিজ্ঞেস করল সে।

"ছোট বালকের মতো।" সেলডন বললেন। "এবার স্যাশ... নাকি ওবিয়াহ্ বলব– পড়ে দেখি। মাইকোজেনিয়ানদের মতো বলার অভ্যাস করা উচিত।"

"এখন পড়ার দরকার নেই। ওটা পরে বেরুলে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।"

"না, না। আমি শুধু কীভাবে পড়তে হয় সেটা দেখতে চাইছি।"

"ঠিক আছে। ওটা না। এটা অনেক বেশি সুন্দর।"

"ঠিকই করেছ, ডর্স। আমার দিকে ওদের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক আপত্তি নেই। কিন্তু আমি চাইনা ওরা তোমাকে মেয়েমানুষ বলে চিনে ফেলে।"

একসাথে দুজন ওবিয়াহ্ পরার অনুশীলন শুরু করল। করেই চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে মাইকোজেনিয়ানদের মতো অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর দুজন দুজনকে খুঁটিয়ে দেখল কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কী না।

"এবার," বললেন সেলডন। "ওবিয়াহ্ ভাঁজ করে রাখলাম ভিতরের পকেটে। এই পকেটে রাখলাম আমার ক্রেডিট টাইল– আসলে হামিনের– আর এই ঘরের চাবি। অন্য পকেটটাতে পবিত্র গ্রন্থ।"

"পবিত্র গ্রন্থ। ওটাও তুমি সাথে নেবে নাকি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই। আমার ধারণা স্যাক্রাটোরিয়ামে সবাই বইটা পড়বে। প্রয়োজন হলে তুমি আর আমি একসাথে পড়ব। কেউ খেয়াল করবে না, প্রস্তুত।"

"পুরোপুরি প্রস্তুত কখনোই হতে পারব না, তবে আমি তোমার সাথে যাব।"

"বিপজ্জনক অভিযান। তুমি আমার স্কিনক্যাপ পরীক্ষা করে দেখে বলো কোথাও চুল বেরিয়ে আছে কি না। আর তুমি মাথা চুলকাবে না।"

"চুলকাবো না। সব ঠিক আছে।"

"তোমারও সব ঠিক আছে।"

"তোমাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।"

এবং সেলডন ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "অনুমান করো, কেন?"

হ্যারির হাতে হাত বুলালো ডর্স তারপর যেন নিজের আচরণে অবাক হয়ে হাতটা ফিরিয়ে নিল। চোখ নামিয়ে কার্টলের ভাঁজ ঠিক করতে লাগল। হ্যারি নিজেও অবাক হয়েছেন সেই সাথে খুশি। গলা পরিষ্কার করে বললেন, "চলো, যাওয়া যাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন্ডারদের বাসস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোবট... একাধিক গ্রহের প্রাচীন কিংবদন্তীতে ব্যবহৃত একটি শব্দ যা "অটোম্যাটা" হিসেবে অধিক পরিচিত। রোবট হলো মূলত মানুষের আকৃতিতে ধাতুর তৈরি যন্ত্র বিশেষ, যদিও ধারণা করা হয় যে কিছু কিছু ছিল সিউডো-অর্গানিক। পালিয়ে বেড়ানোর সময় হ্যারি সেলডন সম্ভবত একটা সত্যিকার রোবট দেখেছিলেন। এই ধারণাটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও তার সপক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ নেই। সেলডনের সুবিশাল রচনাবলীতে কোথাও রোবটের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যদিও...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৫৬.

রাস্তায় চলাচলকারী মানুষগুলো তাদের দিকে কোনো মনোযোগই দিল না।

হ্যারি সেলডন এবং ডর্স ভেনাবিলি গতদিনের পথ ধরেই স্যাক্রাটোরিয়ামে যাচ্ছে। কেউ দ্বিতীয়বার তাদের দিকে তাকালো না। সত্যি কথা বলতে কী প্রথমবার তাকিয়েছে কী না তাও সন্দেহ। বারবারই সিট সরিয়ে অন্যান্য যাত্রীদেরকে জায়গা করে দিতে হচ্ছে যেন তারা ভিতরের আসন থেকে সহজে নামতে পারে বা উঠে ভিতরের আসনে বসতে পারে। বারবারই ভাবলেন যে ভিতরের দিকে কোনো আসন খালি পেলেই সেখানে গিয়ে বসবেন।

কার্টলের গন্ধ অসহ্য লাগছে। কারণ কেনার পর ওগুলো ধোয়ার সময় ছিল না।

যাই হোক নির্বিঘ্নেই গন্তব্যে পৌঁছলেন।

"ওটাই বোধহয় লাইব্রেরি," নিচু গলায় বললেন সেলডন।

"বোধহয়," ডর্স বলল। "মিশেলিয়াম সেভেন্টি টু ঐ বিল্ডিংটার কথাই বলেছিল।

অলস ভঙ্গীতে সেদিকে এগোল দুজন।

"লম্বা করে শ্বাস নাও," বললেন সেলডন। "এটাই আমাদের প্রথম বাধা।"

সামনের দরজাটা খোলা, ভিতরে অনুজ্জ্বল আলো। প্রশস্ত পাঁচ ধাপ সিঁড়ি চলে গেছে দরজা পর্যন্ত। সবচেয়ে নিচের ধাপে পা দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুজন। বেশ অনেকটা মুহূর্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারল যে নিজেদেরকেই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে। সিঁড়িগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদেরকে নিয়ে যাবে না। পাতলা এক চিলতে হাসি ফুটল ডর্সের মুখে। সেলডনকে ইশারা করে নিজেও উপরে উঠতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়ি ভাঙার সময় মাইকোজেনের এই দিনহীন অবস্থার কারণে নিজেরাই বিব্রত বোধ করতে লাগল।

দরজার ঠিক পাশেই একটা ডেস্ক। একটা লোক মাথা নিচু করে কী যেন করছে। ডেস্কের উপর একটা কম্পিউটার। এত প্রাচীন মডেলের এবং সরল কম্পিউটার সেলডন জীবনেও দেখেননি।

লোকটা ওদের দিকে তাকালো না। দরকারও নেই, ভাবলেন সেলডন। সাদা কার্টল, টাক মাথা– সারাদিন মাইকোজেনিয়ানরা এই ছবিই দেখছে। কাজেই তাদের দিকে ভালোভাবে তাকানোরও প্রয়োজন নেই। আর এটা ট্রাইবসপিওপিলদের জন্য বিশাল এক সুবিধা।

লোকটা সম্ভবত কিছু পড়ছিল। মাথা না তুলেই বলল, "স্কলারস?"

"স্কলারস," বললেন সেলডন।

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা দরজা দেখালো লোকটা, "ভেতরে যান। সময়টা উপভোগ করুন।"

ভিতরে ঢুকেই দুজন ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেল। লাইব্রেরির এই অংশে মানুষ বলতে শুধু তারা দুজন, আর কারো ছায়া পর্যন্ত নেই। হয় লাইব্রেরি এখানে জনপ্রিয় না অথবা স্কলারের সংখ্যা অতি নগণ্য– সম্ভবত দুটোই।

সেলডন ফিসফিস করে বললেন, "আমি ভেবেছিলাম হয়তো বা কোনো ধরনের লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র দেখাতে হবে এবং আমাকে ভান করতে হবে যে সেটা ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছি।"

"লোকটা খুশি হয়েই আমাদের অনুমতি দিত।" ডর্স বলল। "এইরকম পাঠকহীন লাইব্রেরি দেখেছ কখনো?"

অধিকাংশই ছাপানো বই। শেলফগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছে ডর্স। বই দেখতে দেখতে বলল, "প্রায় সবই পুরনো বই। কিছু ক্লাসিক। বাকীগুলো কোনো কাজেরই না।"

"বাইরের বই? মানে আমি বলছি নন-মাইকোজেনিয়ান বই?"

"হ্যাঁ। নিজেদের লেখা বই থাকলে ওগুলো নিশ্চয় অন্য দিকে রাখা আছে। এই সেকশনটা হচ্ছে গতকালকের অহংকারী স্বশিক্ষিত স্কলারদের জন্য। –এটা রেফারেন্স ডিপার্টমেন্ট। এই যে একটা ইম্পেরিয়াল এনসাইক্লোপেডিয়া... সম্ভবত পঞ্চাশ বছরের পুরনো।"

একটা বই নামানোর জন্য হাত বাড়ালো ডর্স কিন্তু সেলডন বাধা দিলেন। "এখানে দেরি করে লাভ নেই।"

একটা পুরনো সাইন বোর্ডের দিকে ইশারা করলেন তিনি। উজ্জ্বল আলোতে লেখা স্যাক্রাটোরিয়াম। দ্বিতীয় বর্ণটার অবশ্য আলো জ্বলছে না। খুব সম্ভবত কিছুদিন আগেই নষ্ট হয়েছে অথবা কেউ এটা নিয়ে মাথাই ঘামায় না। (এম্পায়ারের মৃত্যু ঘটছে, ভাবলেন সেলডন। পচন ধরেছে তার সারা দেহে। এমনকি মাইকোজেনেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারপাশে তাকালেন তিনি। এই লাইব্রেরিটা সম্ভবত মাইকোজেনিয়ানদের গর্বের ধন। এল্ডাররা সম্ভবত এখান থেকেই তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। অথচ জায়গাটা পুরোপুরি ফাঁকা। তাদের দুইজনের পরে কেউ আসেনি।

"এদিকে সরে এসো," বললেন সেলডন। "ডেস্কের লোকটা যেন আমাদের দেখতে না পায়। তারপর স্যাশ পড়ে নাও।"

স্যাক্রাটোরিয়ামে ঢোকার দরজার ঠিক সামনে থামলেন সেলডন। এটা দুই নম্বর বাধা এবং সবচেয়ে কঠিন। এক পা এগোলেই ফিরে আসার আর কোনো পথ থাকবে না। তাই বললেন, "ডর্স, তুমি এসো না। থাকো এখানে।"

ভুরু কুঁচকালো ডর্স। "কেন?"

"বিপদ হতে পারে। আমি চাই না তুমি ঝুঁকি নাও।"

"আমি এখানে আছি তোমাকে রক্ষা করার জন্য।" ডর্সের গলা মোলায়েম কিন্তু দৃঢ়।

"তুমি কী নিরাপত্তা দেবে। বিশ্বাস করো আর নাই করো, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব। বরং তোমার উপর নির্ভর করতে হলে আমার হাত পা আরো বাঁধা পড়ে যাবে। বুঝতে পারছ না।"

"আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না, ওটা আমার দায়িত্ব।"

"কেন ঝুঁকি নিচ্ছ, হামিন বলেছে সেই জন্যই তো?"

"কারণ এটা আমার দায়িত্ব।"

কনুইয়ের সামান্য একটু উপরে ধরল ডর্স এবং বরাবরের মতোই তার গায়ের শক্তি অনুভব করে অবাক হলেন। "যদিও আমার পছন্দ হচ্ছে না হ্যারি। কিন্তু যেহেতু তুমি যাচ্ছ তাই আমাকেও যেতে হবে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু যদি এমন কিছু ঘটে যা তুমি সামলাতে পারবে না, তখন আমার জন্য চিন্তা না করেই তুমি দৌড়ে পালাবে।"

"তুমি সময় নষ্ট করছ, হ্যারি এবং তুমি আমাকে অপমান করছ।"

মৃদু একটা ধাক্কা দিলেন সেলডন, আস্তে করে দরজা খুলে গেল। এক সাথে দুটো শরীর মিলেমিশে একটা শরীরের মতো হয়ে গেল– হেঁটে ভেতরে প্রবেশ করল দুইজন।

৫৭.

লম্বা একটা ঘর। বেশি লম্বা মনে হচ্ছে কারণ কোনো আসবাবপত্র নেই। চেয়ার টেবিল বা একটা বেঞ্চ পর্যন্ত নেই।

হালকা অনুজ্জ্বল এক ধরনের আলো ছড়িয়ে আছে পুরো ঘর জুড়ে। দেয়ালগুলোতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বিভিন্ন উচ্চতায় অনেকগুলো দ্বিমাত্রিক টেলিভিশন। সবগুলোই চলছে।

মানুষও আছে। সংখ্যায় অতি নগণ্য। প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে আছে একা এবং এলোমেলো দূরত্বে। প্রত্যেকের পরিধানে সাদা কার্টল আর লাল স্যাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো শব্দ নেই। কেউ কোনো কথা বলছে না। দুএকজনের ঠোঁট নড়ছে। যারা হাঁটছে তারাও পা ফেলছে ধীরে, কোনো শব্দ না করে, চোখ মাটির দিকে নামানো।

পরিবেশটা পুরোপুরি শবযাত্রার মতো।

ডর্সের দিকে ঝুঁকলেন সেলডন। কিন্তু ডর্স ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে নিষেধ করল, তারপর একটা টেলিভিশনের দিকে ইশারা করল। মনিটরে চমৎকার ফুলে ফুলে সাজানো এক বাগানের দৃশ্য ফুটে উঠেছে।

অন্যদের ভঙ্গী নকল করে তারা মনিটরের কাছে এগিয়ে গেল। আধামিটার দূরে থাকতেই মনকে প্রশান্ত করে তোলার মতো কণ্ঠস্বর শুনতে পেল : "এ্যানটেনিন এর বাগান, প্রাচীন ছবি এবং বই থেকে সাহায্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। ইওস এর শেষ প্রান্তে এই বাগান অবস্থিত। স্মরণ রাখতে হবে যে– "

ডর্স ফিস-ফিস করে কথা বলল। মনিটরের থেকে ভেসে আসা শব্দের কারণে শুনতে বেশ বেগ পেতে হলো সেলডনকে। "মনিটরের কাছে আসলে এটা চালু হয়ে যায় দূরে গেলে বন্ধ হয়ে যায়। তাই কাছাকাছি থাকলে আমরা কথা বলতে পারব, তবে আমার দিকে তাকাবে না আর কাউকে আসতে দেখলে কথা বন্ধ করে দেবে।"

মাথা নিচু করে রেখেছেন সেলডন, হাত সামনের দিকে এনে বেঁধে রেখেছেন (অন্যদেরকেও তাই করতে দেখেছেন) বললেন, "ভয় পাচ্ছি যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করবে।"

"অসম্ভব কিছু না। ওরা লস্ট ওয়ার্ল্ডের জন্য শোক প্রকাশ করছে।"

"আশা করি মাঝে মাঝেই ওরা ফিল্মগুলো পরিবর্তন করে। প্রতিদিন একই জিনিস দেখা চরম বিরক্তিকর।"

"সবগুলোই আলাদা" ডর্সের দৃষ্টি এক মনিটর থেকে আরেক মনিটরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "হয়তো পরিবর্তন করে। আমি জানি না।"

"দাঁড়াও," কণ্ঠস্বর চুল পরিমাণ উঁচু করলেন সেলডন, তারপরই আবার নামিয়ে ফেললেন," এদিকে এসো।"

ভুরু কুঁচকালো ডর্স, শুনতে পায়নি, কিন্তু সেলডন আস্তে করে মাথা নেড়ে ইশারা করলেন। আবার সেই ধিরস্থির শব্দহীন পদক্ষেপ। কিন্তু সেলডনের এবারের পদক্ষেপ দীর্ঘ। ডর্স হাত বাড়িয়ে তার কার্টলের কোণা ধরে খুবই মৃদু একটা টান দিল। গতি কমালেন তিনি।

"রোবট," মনিটরের শব্দ শুরু হতেই বললেন তিনি।

ছবিতে একটা বাসস্থান দেখা যাচ্ছে। বিশাল এক লন, চারপাশে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট গাছ। এবং তিনটা রোবট। চেনা যাচ্ছে কারণ ওগুলো নিঃসন্দেহে ধাতুর তৈরি এবং মানুষের আকৃতির সাথে কোনো মিল নেই।

মনিটরে শোনা যাচ্ছে, "এই দৃশ্যটি কিছুদিন আগেই তৈরি করা হয়েছে। এটা হলো তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ওয়েনডন এস্টেট। ঠিক মাঝখানে যে রোবটটি দেখছেন, প্রচলিত ধারণা মতে তার নাম ব্যান্ডার। এবং রিপ্লেস করার আগে প্রায় বাইশ বছর সেবা প্রদান করে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিছুদিন আগে তৈরি করা হয়েছে। তার মানে ওরা ফিল্ম পাল্টায়।" ডর্স বলল।

"যদি না ওদের কিছুদিন আগে বলতে একহাজার বছর আগে বুঝিয়ে থাকে।"

আরেকজন মাইকোজেনিয়ান তাদের মনিটরের কাছে এসে দাঁড়ালো। বলল "অভিনন্দন, ব্রাদারস।" যদিও ডর্স এবং সেলডনের মতো অতটা ফিসফিস করে বলেনি।

কথা বলার সময় লোকটা তাদের দিকে একবারও তাকায়নি। সেলডন দ্রুত একবার আড়চোখে তাকালেন। ডর্স পাত্তাই দিল না।

ইতস্তত করছেন সেলডন। মির্শেলিয়াম সেভেন্টি টু বলেছিল যে ভেতরে কেউ কারো সাথে কথা বলে না। হয়তো বাড়িয়ে বলেছিল। সে তো শৈশবের পর আর কখনো স্যাক্রাটোরিয়ামে আসেনি।

সিদ্ধান্ত নিলেন যে তারও জবাব দেয়া উচিত। ফিসফিস করে বললেন, "আপনাকেও অভিনন্দন ব্রাদার।"

এটাই সঠিক নিয়ম কিনা তিনি জানেন না, তবে ব্রাদারকে দেখে মনে হলো সব ঠিক আছে।

"অরোরার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক আপনার উপর।" বলল সে।

"এবং আপনার উপরেও বর্ষিত হোক," মনে হলো লোকটা আরো কিছু আশা করছে। তাই বললেন, "অরোরার আশীর্বাদ।" সেলডন টের পেলেন তার কপাল ঘামছে।

"চমৎকার! আমি এটা আগে দেখিনি।" মাইকোজেনিয়ান বলল।

"বেশ কৌশলে করা হয়েছে," বললেন সেলডন, তারপর কিছুটা বেপরোয়া হয়ে আবার বললেন, "এমন একটা ক্ষতি কখনোই ভোলা সম্ভব নয়।"

মাইকোজেনিয়ানের দেহ খানিকটা কেঁপে উঠল। "অবশ্যই, অবশ্যই।" বলেই চলে গেল সে।

হিস-হিস করে ডর্স বলল, "উল্টাপাল্টা কিছু বলে বিপদ বাড়িও না।"

"যা স্বাভাবিক মনে হয়েছে সেটাই বলেছি। যাই হোক, এই ছবিগুলো নতুন। রোবটগুলো আমাকে হতাশ করেছে। যেমন কল্পনা করেছিলাম এগুলো ঠিক তেমনই অটোম্যাটা। কিন্তু আমি খুঁজছি একটা অর্গানিক– হিউমেনয়েড রোবট।"

"যদি থাকে।" খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বলল ডর্স। "আমার ধারণা সেইধরনের রোবট বাগানের কাজ করত না।"

"ঠিকই বলেছ। আমাদেরকে এল্ডারসদের বাসস্থান খুঁজে বের করতে হবে।"

"তাও যদি থাকে। আমার তো মনে হয় এই অন্ধকার গুহার ভেতর আরো অনেকগুলো গুহাই আছে।"

"চলো দেখা যাক।"

দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল দুজন। মাঝে মাঝে দুই একটা স্ক্রীনের সামনে থামছে। ডর্স হঠাৎ সেলডনের বাহুতে খোঁচা মারল। দুটো স্ক্রীনের মাঝখানে বেশ হালকা ত্রিভুজ আকৃতির রেখা দেখালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটা দরজা।" বলল সে। "তোমার কী মনে হয়?"

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন সেলডন। বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ নিয়ম অনুযায়ী কেউ যদি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে না থাকে তাহলে বিষণ্ণ চিত্তে মাথা নিচু করে রাখে।

"দরজা খুলবে কীভাবে?" বললেন সেলডন।

"কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে।"

"দেখছি না তো।"

"চোখে পড়বে এমনভাবে হয়তো তৈরি হয়নি। কিন্তু এক জায়গায় রং যথেষ্ট হালকা। দেখেছ? বহুদিন ধরে বহু হাতের স্পর্শে নিশ্চয়ই ঐ জায়গার রং চটে গেছে।"

"আমি চেষ্টা করে দেখি। তুমি চারপাশে খেয়াল রাখো। যদি দেখো যে কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে তখন লাথি মেরে সতর্ক করে দিও।"

স্বাভাবিকভাবে দম নিলেন তিনি। রং চটে যাওয়া জায়গাটায় হাত রাখলেন, কিছু হলো না। এবার আঙ্গুলগুলো পুরো ছড়িয়ে মৃদু ধাক্কা দিলেন।

নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল– সামান্য শব্দও হলো না। দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লেন সেলডন। ডর্স অনুসরণ করল।

"কথা হচ্ছে," ডর্স বলল, "কেউ আমাদের দেখেনি তো?"

সেলডন বললেন, "এল্ডার্সরা প্রতিনিয়ত এই দরজা দিয়ে যাওয়া আসা করে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কেউ কী আমাদের এল্ডার মনে করবে?"

খানিকক্ষণ ভাবলেন সেলডন, তারপর বললেন, "কেউ যদি আমাদের দেখেই ফেলে এবং সে যদি মনে করে এখানে কোনো ঘাপলা আছে তাহলে পনের সেকেন্ডের ভেতর দরজাটা আবার খুলে যাবে।"

"সম্ভবত। অথবা দরজার এই পাশে আসলে দেখার কিছু নেই। তাই আমরা ঢুকলাম না বেরোলাম তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই।"

"সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।"

কামরাটা তুলনামূলকভাবে ছোট এবং অন্ধকার। তবে আরেকটু সামনে বাড়তেই উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল।

ভেতরে বেশ কয়েকটা চেয়ার। প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। ছোট টেবিল, ছোট একটা রেফ্রিজারেটর।

"এটা যদি কোনো এল্ডারের ঘর হয়," বললেন সেলডন, "তাহলে বলতেই হচ্ছে যে স্যাক্রাটোরিয়ামের নিয়ম যাই হোক না কেন তারা বেশ আরামেই থাকে।"

"স্বাভাবিক," বলল ডর্স। "শাসকগোষ্ঠীর কৃচ্ছতা সাধন– দুর্লভ ঘটনা। যতটুকু করে তার সবটাই লোক দেখানো। সাইকোহিস্টোরির একটা নিয়ম হিসেবে পয়েন্টটা তুমি তোমার নোট বইয়ে টুকে রাখতে পারো।" চারপাশে তাকালো। "কোনো রোবট চোখে পড়ছে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মনে আছে, শব্দটার অর্থ ছিল উঁচু স্থানে নির্মিত বাসস্থান। তার মানে আমাদেরকে আরো উপরে উঠতে হবে। এবং সম্ভবত এদিক দিয়ে যেতে হবে।" কার্পেট দিয়ে মোড়ানো একপ্রস্থ সিঁড়ি দেখালেন তিনি। তবে সেদিকে না গিয়ে চারপাশে দেখতে লাগলেন।

তিনি কী খুঁজছেন ডর্স অনুমান করতে পারল। বলল, "অ্যালিভেটরের কথা ভুলে যাও। অতীতে পড়ে থাকাটা মাইকোজেনিয়ানদের কাছে ধর্মের মতো। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। অ্যালিভেটর নেই এবং এটাও চলমান সিঁড়ি নয়। আমাদেরকেই ধাপগুলো টপকে উঠতে হবে। অনেকগুলো ধাপ।"

"টপকে উঠব?"

"এছাড়া আর কী করবে? তুমি এল্ডারদের বাসস্থান দেখতে চাও নাকি চাও না?"

দুজন একসাথেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। কয়েক ধাপ পর পর একটা করে ল্যান্ডিং, উপরে উঠছেন আর আলো কমে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সেলডন বললেন, "ভেবেছিলাম আমার স্বাস্থ্যটা ভালো, কিন্তু এখন দেখছি সেটা ঠিক নয়।"

"তুমি আসলে এইধরনের শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নও।" ডর্স বলল। সে মোটেও ক্লান্ত হয়নি।

তৃতীয় ল্যান্ডিং-এ এসে সিঁড়ি শেষ হলো। সামনে আরেকটা দরজা।

"যদি এটা বন্ধ হয়," অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন সেলডন। "তখন কী ভেঙে ফেলার চেষ্টা করব?"

কিন্তু ডর্স বলল, "নিচের দরজাটা যখন খোলা ছিল তখন এই দরজাটা বন্ধ হবে কেন? এটা এল্ডারদের থাকার জায়গা হলে আমার ধারণা বাকী সবাই বিশ্বাস করে যে এখানে এল্ডাররা ছাড়া আর কেউ আসতে পারবে না। কারণ সামাজিক বিধিনিষেধ এবং সামাজিক বিধিনিষেধ তালাচাবির চেয়েও শক্তিশালী।"

"শুধু যারা এই বিধিনিষেধ মেনে চলে," বললেন সেলডন, কিন্তু ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেন না।

"এখনো ফিরে যাওয়ার সময় আছে। সত্যি কথা বলতে কী আমি ফিরে যাওয়ারই পরামর্শ দেব।"

"না, শুধু ভাবছি দরজার ওপাশে গিয়ে কী দেখব। যদি খালি হয়– "

তারপর জোর গলাতে বললেন, "খালি হলে হবে," এবং দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ভিতরের তীব্র আলোয় এক পা পিছিয়ে গেলেন সেলডন।

বস্তুটা তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখের জায়গায় আলো, হাতদুটো সামান্য উপরে উঠানো, একটা পা অন্যটার চেয়ে খানিকটা সামনে বাড়ানো, হলুদাভ ধাতুর তৈরি চকচকে দেহ– কাঠামোটা মানুষের। প্রথমে মনে হলো বোধহয় আঁটোসাঁটো টিউনিক পরে রেখেছে। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য করতে বোঝা গেল টিউনিকটা বস্তুর কাঠামোরই অংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটাই সেই রোবট।" বিস্ময়ে হতবাক গলায় বললেন সেলডন। "কিন্তু ধাতব।"

"তারচেয়েও খারাপ কথা," ডর্স বলল। সে দ্রুত এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে গেল। "ওটার দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছে না, হাত নড়ছে না। এটা বেঁচে নেই। –যদিও আমি জানিনা রোবটের বেলায় বেঁচে থাকা বলাটা ঠিক হবে কী না।"

এবং একজন মানুষ– সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে সে মানুষ– রোবটের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "হয়তো বা, কিন্তু আমি জীবিত।"

ডর্স চট করে এগিয়ে এসে সেলডন এবং লোকটার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

৫৮.

ডর্সকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন সেলডন। বললেন, "আমার প্রটেকশনের দরকার নেই। আর ইনি আমাদের পুরনো বন্ধু সানমাস্টার ফোরটিন।"

মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটা একসাথে দুটো স্যাশ পড়েছে। সম্ভবত হাই এল্ডার বলেই। বললেন, "আর আপনি ট্রাইবসম্যান সেলডন।"

"ঠিকই ধরেছেন।"

"আর এই ব্যক্তি যদিও পুরুষের পোশাক পরিহিত কোনো সন্দেহ নেই যে উনি ট্রাইবসওমেন ভেনাবিলি।"

ডর্স কোনো জবাব দিল না।

"আপনি ঠিকই ধরেছেন, ট্রাইবসম্যান। শারীরিক বিপদের কোনো ভয় অন্তত আমার কাছ থেকে নেই। বসুন দয়া করে। আপনিও ট্রাইবসওমেন। যেহেতু আপনি সিস্টার নন সেহেতু আপনার বেলায় আমাদের সব নিয়ম খাটে না। বসুন ঐ চেয়ারটায়। আপনিই প্রথম মহিলা যে ওখানে বসার সম্মান পেয়েছে।"

"এইধরনের সম্মানের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে," প্রতিটি শব্দের উপর আলাদা জোর দিল ডর্স।

"আপনার ইচ্ছে। তবে আমি বসব। কারণ আপনাদের কিছু প্রশ্ন করতে চাই দাঁড়িয়ে সেটা করা যাবে না।"

বসার পরও রোবটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেলডন।

"রোবট!" সানমাস্টার ফোরটিন বললেন।

"জানি।" সেলডনের সংক্ষিপ্ত জবাব।

"সন্দেহ নেই," সানমাস্টারও একই সুরে বললেন, "এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক। আপনারা এখানে কেন?"

সানমাস্টারের চোখে চোখ রেখে সেলডন বললেন, "রোবটটাকে দেখতে চেয়েছিলাম।"

"আপনি কী জানেন যে এল্ডার ছাড়া অন্য কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানতাম না, তবে সন্দেহ করেছিলাম।"

"আপনি কী জানেন ট্রাইবসপিওপিলদের স্যাক্রাটোরিয়ামের ত্রিসীমানায় ঘেঁষা নিষেধ।"

"শুনেছি।"

"কিন্তু গুরুত্ব দেননি, তাই না?"

"বললাম তো রোবটটাকে দেখতে চেয়েছিলাম।"

জানেন কোনো মহিলা এমনকি একজন সিস্টারও শুধু নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানের জন্য স্যাক্রাটোরিয়ামে প্রবেশের অনুমতি পায়। সেই ধরনের অনুষ্ঠানের সংখ্যাও হাতে গোনা।"

"শুনেছি।"

"এবং আপনি কী জানেন কোনো মহিলা কখনোই কোনো কারণেই পুরুষদের পোশাক পরতে পারবে না? নিয়মটা শুধু সিস্টারদের জন্যই নয় মাইকোজেনে আসা প্রতিটা মহিলার জন্যও প্রযোজ্য।"

"না, এই কথা কেউ বলেনি, তবে আমি অবাক হইনি।"

"ভালো, আমি চাইছি আপনার মনে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে। এবার বলুন রোবটটাকে দেখতে চেয়েছেন কেন?"

সেলডন কাঁধ নেড়ে বললেন, "কৌতূহল। আমি কখনো রোবট দেখিনি। জানতামও না এইরকম কোনো বস্তু আছে।"

"আপনি কীভাবে জানলেন আছে এবং বিশেষ করে ঠিক এখানেই আছে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সেলডন, তারপর বললেন, "আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেব না।"

"ট্রাইবসম্যান হামিন এই জন্যই আপনাকে মাইকোজেনে নিয়ে এসেছে। রোবটের বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য?"

"না, ট্রাইবসম্যান হামিন আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু আমরা স্কলার, ড. ভেনাবিলি এবং আমি। জ্ঞান অন্বেষণই আমাদের কাজ। মাইকোজেন সম্বন্ধে গ্যালাক্সির মানুষ কিছুই জানে না। তাই আমরা আপনাদের জীবনযাত্রা এবং ধ্যান-ধারণা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে চেয়েছিলাম। এইরকম ইচ্ছে হওয়াটা স্বাভাবিক এবং আমাদের মতে ক্ষতিকর তো নয়ই বরং– প্রশংসার যোগ্য।"

"তাই? কিন্তু আমরা চাইনা অন্য সেক্টরের ট্রাইবস্‌দের মাঝে বা অন্যান্য গ্রহের মাঝে নিজেদের প্রচার করতে। আমাদের এই ইচ্ছাটাও অতি স্বাভাবিক এবং কোনটা ক্ষতিকর কোনটা ক্ষতিকর নয় তার বিচার করব আমরা নিজেরা। তাই আবার জিজ্ঞেস করছি ট্রাইবসম্যান : আপনি কীভাবে জানলেন যে মাইকোজেনে একটা রোবট আছে এবং সেটা আছে এই কামরাতেই।"

"গুজব," সেলডন বললেন।

"আপনি এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

সানমাস্টার ফোরটিন এর নীল চোখে বরফের শীতলতা ফুটে উঠল, কিন্তু কণ্ঠস্বর না চড়িয়েই বললেন, "ট্রাইবসম্যান সেলডন, দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের সাথে ট্রাইবসম্যান হামিনের ভালো সম্পর্ক। ট্রাইবসম্যান হলেও সে একটু অন্যরকম। যখন সে আপনাদের আমাদের কাছে নিয়ে এসে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতে বলে আমরা বন্ধুত্বের খাতিরে রাজি হই। কিন্তু ট্রাইবসম্যান হামিনের যতই ভালো গুণ থাকুক না কেন সে একজন ট্রাইবসম্যান। ফলে আমরা সন্দেহে পড়ে যাই তার আসল উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে?"

"আমাদের উদ্দেশ্য জ্ঞান অন্বেষণ," বললেন সেলডন। "ট্রাইবসম্যান ভেনাবিলি একজন ইতিহাসবিদ। আমারও খানিকটা আগ্রহ আছে এই বিষয়ে। তাহলে মাইকোজেনের ইতিহাস জানার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী?"

"প্রথম কারণ আমরা তা চাই না– যাই হোক, আমাদের দুজন বিশ্বাসী সিস্টারকে আপনাদের কাছে পাঠানো হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল আপনাদের সবরকম সহযোগিতা করা এবং কৌশলে আপনাদের উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করা, এবং– ট্রাইবসম্যানরা বোধহয় একটা শব্দ ব্যবহার করেন– ছলনা করা। তবে এমনভাবে যেন আপনারা তা বুঝতে না পারেন।" সানমাস্টার ফোরটিন হাসলেন, খানিকটা বিষণ্ন হাসি।

"রেইনড্রপ ফরটি ফাইভ," সানমাস্টার ফোরটিন বলেই চলেছেন, "ট্রাইবসওম্যান ভেনাবিলিকে নিয়ে কেনাকাটা করতে যায়। সেই সময় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। সব রিপোর্টই আমরা নিয়মিত পেয়েছি। ট্রাইবসম্যান সেলডন, আরেক সিস্টার রেইনড্রপ ফরটি থ্রি আপনাকে আমাদের মাইক্রোফার্ম দেখাতে নিয়ে যায়। চট করে আপনার সাথে একা যাওয়ার জন্য রাজী হলে আপনার সন্দেহ হতো। আমরা তা চাইনি, কিন্তু আপনি নিজেই আমাদের কাজটা সহজ করে দেন। যুক্তি দিয়ে তাকে রাজী করিয়েছেন। আপনার সাথে যেতে সে রাজী হয় অনেক ত্যাগের বিনিময়ে। এবং আপনি পবিত্র গ্রন্থ দেখতে চাইলেন। এখানেও সিস্টারকে একজন বিকৃত রুচির মানুষের অভিনয় করতে হয় যেন আপনার মনে কোনো সন্দেহ না ঢোকে। তার এই আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না– ধরে নিচ্ছি ট্রাইবসম্যান, পবিত্র গ্রন্থ এখনো আপনার সাথে আছে। আমি কী ওটা ফেরত পেতে পারি?"

চুপ করে বসে আছেন সেলডন।

সানমাস্টার ফোরটিন তার লোলচর্মসর্বস্ব বয়সী হাতখানা বাড়িয়ে বললেন, "আমার মনে হয় বল প্রয়োগ করার আগেই বইটা ফেরত দিলে ভালো হবে।"

ফেরত দিলেন সেলডন। সানমাস্টার ফোরটিন চট করে পাতা উল্টিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে বইটার কোনো ক্ষতি হয়নি।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সময়মতো যথাযথ নিয়মে বইটাকে নষ্ট করে ফেলা হবে। বিরাট অপচয়! যাইহোক, যেহেতু আপনি এই বই পড়েছেন তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাক্রাটোরিয়ামে আসলেন। আমরা অবাক হইনি। সবসময় চোখে চোখে রাখা হয়েছিল আপনাদের, যদিও টের পাননি। ব্রাদার এবং সিস্টাররা ট্রাইবসম্যান দেখলেই চিনতে পারে। স্কিন ক্যাপ দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। এই মুহূর্তে প্রায় সত্তর জন ট্রাইবসপিওপিল মাইকোজেনে আছে। সবাই ব্যবসায়িক বা সরকারী কোনো কাজে এসেছে এবং অফিসিয়াল গ্রাউণ্ডের বাইরে যাওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাই আপনারা যখন রাস্তায় বেরোন সবাই যে শুধু বুঝেছে তাই নয় বরং চিনতেও পেরেছে যে আপনারা কারা।

"যে বয়স্ক ব্রাদারের সাথে দেখা হয় সে কৌশলে আপনাদের কাছে স্যাক্রাটোরিয়াম এবং লাইব্রেরির কথা বলে, সেই সাথে ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। কারণ আমরা আপনাদের ফাঁদে ফেলতে চাইনি। কিন্তু আপনারা শোনেন নি।

"যে দোকান থেকে সাদা কার্টল এবং স্যাশ কেনেন সেই দোকানদার তৎক্ষণাৎ আমাদের খবর দেয়। তখন থেকেই আপনাদের উদ্দেশ্যের কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। লাইব্রেরিটা সেদিন খালি রাখা হয়। লাইব্রেরিয়ানকে বলে দেয়া হয় যেন আপনাদের দিকে না তাকায়। স্যাক্রাটোরিয়াম খালি রাখা সম্ভব ছিল না তবে সবাইকে জানিয়ে রাখা হয়। যে ব্রাদার আপনাদের সাথে কথা বলছিল সে যখন বুঝতে পারে যে আপনারা কে তখনই সরে পড়ে। তারপর আপনারা এখানে এই কামরায় চলে এলেন।

"আপনাদের উদ্দেশ্যই ছিল এখানে আসা, আমরা যথাসাধ্য বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে এসেছেন নিজের দায়িত্বে, নিজের ইচ্ছায় এবং আমি যা জিজ্ঞেস করতে চাই– আরেকবার– সেটা হলো কেন?"

জবাব দিল ডর্স, দৃঢ় কণ্ঠে, চোখে কঠিন দৃষ্টি। "আমরাও আরেকবার জবাব দিচ্ছি, মাইকোজেনিয়ান। আমরা স্কলার, যাদের কাছে জ্ঞান অত্যন্ত পবিত্র এবং জ্ঞানের অন্বেষণই জীবনের একমাত্র ব্রত। আপনি আমাদেরকে এখানে আসতে বলেন নি কিন্তু বাধাও দেননি। এই বিল্ডিং এর আশেপাশে পৌছার আগেই আপনি সেটা করতে পারতেন। বরং আমাদের আসাটাকে আরো সহজ করে দিয়েছেন এবং এইভাবেই আপনি আমাদের প্রলুব্ধ করেছেন। আর আমরা কী ক্ষতি করেছি? আমরা কাউকে বিরক্ত করিনি। এই ভবন বা আপনার বা অন্য কিছুর কোনো ক্ষতি করিনি।"

রোবটের দিকে আঙুল উচিয়ে বলল, "ওটা একটুকরা ধাতু ছাড়া আর কিছুই না, অথচ এটাকেই আপনি এখানে লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদের যা জানার দরকার ছিল জেনেছি। এখন আমরা জানি ওটা মৃত, কোনো কাজ করে না। ভেবেছিলাম গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাবো। কিন্তু হতাশ হয়েছি। যাই হোক, এখন আমাদের চলে যেতে কোনো আপত্তি নেই– আপনি যদি চান তাহলে একবারে মাইকোজেন ছেড়েই চলে যাবো।"

নির্বিকার ভঙ্গীতে কথাগুলো শুনলেন সানমাস্টার ফোরটিন। ডর্সের কথা শেষ হওয়ার পর তিনি শুধু সেলডনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "এই রোবট, যাই হোকনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন, একটা প্রতীক, আমরা যা হারিয়েছি যা আমাদের কাছে এখন আর নেই তার প্রতীক। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা সেই হারানো দিনের কথা স্মরণ করেছি এবং বিশ্বাস করি একদিন সেই সব ফিরে পাব। শুধু এই একটা জিনিসই আমাদের কাছে আছে এবং এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়– অথচ আপনার মেয়েমানুষের কাছে এটা শুধু 'এক টুকরা ইস্পাত।' আপনিও কী তাই মনে করেন, ট্রাইবসম্যান সেলডন?"

"আমরা এমন এক সমাজে বাস করি," বললেন সেলডন, "সেই সমাজ হাজার বছরের পুরনো অতীত নিয়ে মাথা ঘামায় না। অতীতে যা ছিল সেটা ভালো হোক মন্দ হোক তার সাথে আমরা নিজেদের জীবন যাত্রাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলি না। আমরা সবসময় বর্তমানকে নিয়ে বাঁচি। আমরা বুঝতে পেরেছি এই রোবট আপনাদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনাদের ধ্যান-ধারণাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা বিচার করি আমাদের দৃষ্টিতে যেমন আপনারা বিচার করেন আপনাদের দৃষ্টিতে। আমাদের কাছে এটা এক টুকরা ইস্পাত ছাড়া আর কিছুই না।"

"এবং এখন," ডর্স বলল, "আমরা যাবো।"

"না, আপনারা যাচ্ছেন না। এখানে এসে আপনারা অপরাধ করেছেন। আপনার কথামতো, শুধু আমাদের দৃষ্টিতেই তা অপরাধ" ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলেন সান মাস্টার ফোরটিন– "কিন্তু এটা আমাদের টেরিটোরি এবং এর ভিতরে আমরাই নিয়ম তৈরি করব। আপনারা যে অপরাধ করেছেন তার শাস্তি মৃত্যু।"

"আপনি আমাদের হত্যা করবেন?" রাগের সাথে বলল ডর্স।

সানমাস্টার ফোরটিন এর চেহারাতেও রাগের আভাস ফুটল এবং এখনো তিনি শুধু সেলডনকে উদ্দেশ্য করেই কথা বললেন, "আমাদেরকে আপনি কী মনে করেন ট্রাইবসম্যান সেলডন? আমাদের ঐতিহ্য আপনাদের ঐতিহ্যের মতোই প্রাচীন, মানবসভ্যতার মতোই উন্নত এবং জটিল। আমি নিরস্ত্র। আর আপনারা যেহেতু অপরাধী তাই আইনের মাধ্যমেই বিচার করা হবে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে দ্রুত এবং যন্ত্রণাহীন পদ্ধতিতে।

"আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমি বাধা দেব না, কিন্তু নিচে অসংখ্য ব্রাদার জমায়েত হয়েছে, যখন ঢুকেছিলেন তখনকার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। আপনারা যা করেছেন তার জন্য ভীষণ ক্ষিপ্ত। একা পেলে হয়তো একযোগে আপনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। মাইকোজেনের ইতিহাসে এইরকম জনরোষের মুখে অনেক ট্রাইবসম্যানের মৃত্যু হয়েছে এবং তা যন্ত্রণাহীন নয় মোটেই।"

"আপনাদের অতি উন্নত সমাজের এই নিয়মের কথা স্কাইস্ট্রিপ টু আমাদের জানিয়েছিল।" ডর্স বলল।

"মানুষ যে কোনো মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।" শান্ত গলায় বললেন সানমাস্টার ফোরটিন। "কথাটা যে কোনো সমাজের জন্যই প্রযোজ্য। আপনার মেয়েমানুষ নিশ্চয়ই তা জানে, যেহেতু তিনি একজন ইতিহাসবিদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা বরং যুক্তি দিয়ে ফায়সালা করার চেষ্টা করি, সানমাস্টার ফোরটিন।" সেলডন বললেন। "হয়তো মাইকোজেনের স্থানীয় বিষয়ে আপনিই আইন। কিন্তু আমাদের উপর তা খাটবে না। আমরা দুজন নন-মাইকোজেনিয়ান এবং এম্পায়ারের নাগরিক। শুধু সম্রাট বা তার নিয়োজিত কোনো অফিসার ক্যাপিটাল অফেন্সের বিচার করার অধিকার রাখে।

"হয়তো কাগজে কলমে বা হলোভিশনের স্ক্রীনে তা সত্যি, কিন্তু আমরা এখন তাত্ত্বিকতা নিয়ে আলোচনা করছি না। বহুদিন থেকেই হাই এল্ডাররা রাজশক্তির কোনোরকম বাধা ছাড়াই যে কোনো ধরনের ভ্রষ্টাচারের বিচার করার অধিকার ভোগ করে আসছে।"

"যদি অপরাধী আপনার নিজের সমাজের লোক হয়," বললেন সেলডন। "কিন্তু তারা যদি বাইরের লোক হয় তখন আর সেই নিয়ম খাটবে না।"

"এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। ট্রাইবসম্যান হামিন আপনাদেরকে উদ্বাস্তু হিসেবে এখানে নিয়ে আসে। আমরা তো এত বোকা নই যে বুঝতে পারব না আপনারা আসলে সম্রাটের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমরা যদি তার বোঝা সরিয়ে দেই তিনি আপত্তি করবেন কেন?"

"কারণ, তিনি আপত্তি করবেন। হয়তো আমরা তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, হয়তো তিনি আমাদের ধরে শাস্তি দেবেন, কিন্তু তিনি সেটা নিজের হাতে করতে চান। কোনো মাইকোজেনিয়ান নিজস্ব আইনে আমাদের বিচার করলে তার অর্থ হবে সম্রাটের কর্তৃত্বকে বুড়ো আঙুল দেখানো এবং কোনো অবস্থাতেই তিনি তা ঘটতে দেবেন না। মাইক্রোফুডের প্রতি যতই লোভ থাকুক না কেন সবার আগে তিনি ইম্পেরিয়াল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন। আপনি কী চান যে আমাদের মেরে ফেলার পর এক ডিভিশন ইম্পেরিয়াল সৈন্য এসে আপনাদের ফার্ম বাসস্থানে লুট পাট চালাবে, স্যাক্রাটোরিয়ামের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবে? ভেবে দেখুন?"

সানমাস্টার ফোরটিন হাসলেন, কিন্তু তার মুখের ভাবে কোনো নমনীয়তা নেই। "আসলে এগুলো আমি সবই ভেবেছি এবং একটা বিকল্প পথও তৈরি করে রেখেছি। বিচারের পর আপনাদের রায় কার্যকর করতে দেরি করব। সেই ফাঁকে আপনারা সম্রাটের কাছে আপীল করবেন। এতে সম্রাট বুঝতে পারবেন যে আমরা সবসময়ই তার অনুগত এবং আপনাদের পেয়ে তিনি খুশী হবেন– মাইকোজেন লাভবান হবে। আপনারা তাহলে এটাই চান, সম্রাটের কাছেই বন্দী হবেন?"

সেলডন এবং ডর্স আঁড়চোখে পরস্পরের দিকে তাকালেন, কিছু বললেন না।

সানমাস্টার ফোরটিন বললেন, "মৃত্যু অবধারিত, আপনাদের শুধু বেছে নিতে হবে কোথায় মরবেন।"

"সত্যি কথা বলতে কী," নতুন একটা কণ্ঠস্বর বলল, "আমার মতে দুটো বিকল্পের কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয় বরং তৃতীয় কোনো বিকল্প দেখতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৯.

ডর্সই প্রথম চিনতে পারল কারণ সে সম্ভবত আগন্তুককে আশা করছিল।

"হামিন," বলল সে, "খুঁজে পেলে তাহলে আমাদের। তোমার সাথে দেরী না করেই যোগাযোগ করি যখন বুঝতে পারি যে আমি হ্যারিকে এর," হাত দুপাশে ছড়িয়ে পরিস্থিতি বোঝালো সে– "এর থেকে বিরত রাখতে পারব না।"

সামান্য একটু হাসল হামিন এবং তাতে তার মুখের চিরস্থায়ী গাম্ভীর্য অটুটই থাকল। তার দেহ থেকে অতি সূক্ষ্ম ক্লান্তির আভা ফুটে বেরুচ্ছে।

"ডর্স," বলল সে, "আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সব সময়ই তো আর মুহূর্তের নোটিশে চলে আসতে পারি না। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে তোমাদের কাছ থেকেই সাদা কার্টল আর স্যাশ যোগাড় করে নেব। স্কিনক্যাপের কথা অবশ্য তখন জানতাম না। আরো আগে আসলে হয়তো থামাতে পারতাম, তবে খুব বেশি দেরী নিশ্চয়ই হয়নি।"

সানমাস্টারকে দেখে মনে হলো তার চোয়ালে কেউ বেমক্কা ঘুষি মেরেছে, তবে হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠলেন তিনি। কথা বলার সময় অবশ্য কণ্ঠস্বরে সেই বহুচর্চিত গাম্ভীর্য আর ফুটে উঠল না। "আপনি এখানে কীভাবে এসেছেন, ট্রাইবসম্যান হামিন?"

"খুব একটা সহজ হয়নি, হাই এল্ডার, কিন্তু এখানেরই কয়েকজন আমাকে চিনতে পেরেছে। মনে রেখেছে মাইকোজেনের জন্য আমি কী করেছি এবং যার জন্য আমাকে একজন অনারারী ব্রাদারের সম্মান দেয়া হয়েছে। আপনি সব ভুলে গেছেন, সানমাস্টার ফোরটিন।"

"আমি কিছুই ভুলিনি," হাই এল্ডার জবাব দিলেন, "কিন্তু তাতেও সব অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। একজন ট্রাইবসম্যান এবং ট্রাইবসওম্যান এখানে এসেছে। আপনি যত উপকার করেছেন তার সব মিলিয়েও এটা মেনে নেয়া যায় না। আমার জনগণ অকৃতজ্ঞ নয়। অন্য কোনো উপায়ে আপনাকে প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু এই দুজনকে এখানেই মরতে হবে অথবা সম্রাটের কাছে হস্তান্তর করা হবে।"

"আমিও তো এখানে এসেছি," শান্ত সুরে বলল হামিন। "তাতে কোনো অপরাধ হয়নি?"

"আপনার জন্য... যেহেতু আপনি একজন অনারারি ব্রাদার, আমি অন্তত একবারের জন্য... এই অপরাধ দেখেও না দেখার ভান করতে পারি। কিন্তু এই দুজনের বেলায় তা সম্ভব নয়।"

"কারণ সম্রাটের কাছ থেকে আপনি একটা প্রতিদান বা সম্রাটের কৃপা বা অনুগ্রহ পাবেন বলে আশা করছেন। নিশ্চয়ই এরই মধ্যে তার সাথে বা বলা ভালো যে তার চীফ অফ স্টাফ ইটো ডেমারজেলের সাথে যোগাযোগ করেছেন?"

"এই বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার মানে সত্যি। শুনুন, সম্রাট কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেটা আমি জিজ্ঞেস করব না। তবে এই বিশৃঙ্খল সময়ে বেশি কিছু দিতে পারবেন না তিনি। বরং আমি একটা প্রস্তাব দেই। এই দুজন নিশ্চয়ই বলেছে যে তারা স্কলার?"

"অনেকবার।"

"ঠিকই বলেছে। ট্রাইবসওম্যান ইতিহাসবিদ আর ট্রাইবসম্যান গণিতবিদ। নিজেদের মেধা একত্র করে ওরা ম্যাথমেটিক্স অফ হিস্টোরি তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং এই সম্মিলিত বিষয়ের নাম দিয়েছে 'সাইকোহিস্টোরি'।"

"সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, জানার আগ্রহও নেই। ট্রাইবাল জ্ঞান ভাণ্ডারের কোনোকিছুই আমি জানতে চাই না।"

"আমার কথা শুনলে আপনারই লাভ হবে।"

মাত্র পনের মিনিটে হামিন ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে সমাজের স্বাভাবিক নিয়মগুলোকে এমনভাবে সমন্বিত করা যায় যার ফলে অসংখ্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অনুমান করে নেয়া যাবে।"

ভাবলেশহীন মুখে সব শুনলেন সানমাস্টার ফোরটিন। হামিনের কথা শেষ হওয়ার পর বললেন, "আমার মতে পুরোটাই অস্বাভাবিক হিসাব নিকাশ।"

সেলডন তার সাথে একমত হওয়ার জন্য কথা বলতে গেলেন কিন্তু হামিন হাঁটুতে চাপ দিয়ে নিষেধ করল।

"সম্ভবত, হাই এল্ডার" হামিন বলল। "কিন্তু সম্রাট তা মনে করেন না। আসলে আমি বলতে চাইছি যে ডেমারজেল তা মনে করে না। এবং তার ব্যাপারে আপনাকে নতুন করে কিছু বলার নেই। সম্রাট এই দুই স্কলারকে নিজের স্বার্থ হাসিল করার কাজে ব্যবহার করতে চায়। সেজন্যই তাদের নিরাপত্তার জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আমি এটা মোটেই আশা করিনা যে স্কলারদের ধরিয়ে দিয়ে আপনি ডেমারজেলের উপকার করবেন।"

"ওরা এমন এক অপরাধ করেছে– "

"জানি আমি। কিন্তু আপনি বলছেন বলেই তা অপরাধ। সত্যিকার কোনো ক্ষতি তো করেনি।"

"ওরা আমাদের বিশ্বাস, আমাদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে– "

"কিন্তু চিন্তা করে দেখুন সাইকোহিস্টোরি যদি ডেমারজেলের হাতে চলে যায় তাহলে কী ভীষণ ক্ষতি হবে। হ্যাঁ, স্বীকার করছি যে সাইকোহিস্টোরি সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু অন্তত একবারের জন্য ধরে নিন যে সম্ভব হবে এবং ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট সেটা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে, ভবিষ্যতে কী হবে জানতে পারবে, তার ভিত্তিতে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে– যা অন্য কেউ করতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কী তারা নিজেদের পছন্দনীয় বিকল্প ভবিষ্যৎ তৈরি করে নেবে।"

"তো?"

"এই বিষয়ে কী কোনো সন্দেহ আছে, হাই এল্ডার, যে ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্টের পছন্দনীয় ভবিষ্যৎ হবে অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত। আপনি ভালো করেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেন যে কয়েক শতাব্দী ধরেই এম্পায়ারে একটা ভাঙ্গন চলছে। অনেক গ্রহই শুধু মুখে মুখে সম্রাটের অনুগত কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেরাই নিজেদের শাসন করছে। এমনকি ট্র্যানটরের ভিতরেও ভাঙতে শুরু করেছে। মাইকোজেন তো শুধু একটা উদাহরণ। এরকম অসংখ্য আছে। মাইকোজেনের উপর কোনো ধরনের ইম্পেরিয়াল কর্তৃত্ব নেই। আপনি হাই এল্ডার হিসেবে এই সেক্টর শাসন করছেন অথচ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখানে কোনো ইম্পেরিয়াল অফিসার নেই। ডেমারজেল যখন ভবিষ্যৎ নিজের ইচ্ছামতো নির্ধারিত করে দিতে পারবে তখন এই সুবিধা আপনি কতদিন ভোগ করতে পারবেন?"

"এখনো সব অবিশ্বাস্য হিসাব নিকাশ" সানমাস্টার ফোরটিন বললেন, "তবে এবার কিছুটা ভাবনায় পড়ে গেছি, স্বীকার না করে উপায় নেই।"

"অন্যদিকে এই দুই স্কলার যদি তাদের কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে, আপনি হয়তো বলবেন যে অসম্ভব, কিন্তু যদি পারে– তখন নিশ্চয়ই মনে পড়বে যে আপনি তাদের জীবন দান করেছিলেন, আপনার দৃষ্টিতে ভয়ংকর অপরাধ করার পরেও এবং কঠিন শাস্তি দেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এবং যেহেতু ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার হাতিয়ার ওদের কাছে থাকবে হয়তো মাইকোজেনকে নিজের মতো থাকার সুযোগ তৈরি করে দেবে যেন ধীরে ধীরে লস্ট ওয়ার্ল্ডের হুবহু না হলেও কাছাকাছি প্রতিকৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ওদের মনে না থাকলেও আমি ওদের মনে করিয়ে দেব।"

"আসলে– "

"শুনুন, আপনি কী ভাবছেন সেটা অনুমান করা কঠিন কিছু না। ট্রাইবসপিওপিলদের মাঝে আপনি ডেমারজেলকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন। যদিও সাইকোহিস্টোরির সম্ভাবনা অনেক কম কিন্তু শূন্য নয়; যদি এটা আপনাকে লস্ট ওয়ার্ল্ড পুনর্গঠনে সাহায্য করে তাহলে জীবনে আর কী আশা করার আছে? সম্ভাবনা যত ক্ষুদ্রই হোক আপনি সুযোগ নেবেন না কেন?– আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং আমি সবসময়ই তা রক্ষা করি। ছেড়ে দিন এই দুজনকে আর বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে পূরণের একটা সুযোগ নিয়ে দেখুন।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সানমাস্টার ফোরটিন বললেন, "জানি না কীভাবে, ট্রাইবসম্যান হামিন, প্রতিবারই আমি যা করতে চাই না সেটা করতে আপনি আমাকে রাজী করিয়ে ফেলেন।"

"আমি কী আপনাকে কখনো ভুল পরামর্শ দিয়েছি, হাই এল্ডার?"

"আপনি কখনো এত ক্ষুদ্র সম্ভাবনার পরামর্শ দেননি।"

"কিন্তু তার সম্ভাব্য প্রতিদান অনেক বড়। ফলে কাটাকাটি।"

সানমাস্টার ফোরটিন মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিকই বলেছেন। এই দুজনকে নিয়ে মাইকোজেন ছেড়ে চলে যান। আমি আর ওদের চেহারা দেখতে চাই না। অন্তত সেই সময় পর্যন্ত– কোনো সন্দেহ নেই যে আমি বেঁচে থাকতে সেই সময় আসবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সম্ভবত আসবে না, হাই এল্ডার। কিন্তু আপনার জনগণ প্রায় বিশ হাজার বছর অপেক্ষা করেছে। আর মাত্র– ধরা যাক– দুইশ বছর অপেক্ষা করলে কী আপনি আপত্তি করবেন?"

"আমি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে চাই না। কিন্তু আমার জনগণ যতদিন প্রয়োজন অপেক্ষা করবে।"

এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি পথ করে দিচ্ছি। ওদেরকে নিয়ে চলে যান।"

৬০.

নতুন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে টানেল দিয়ে পথ চলা শুরু হল আবার। হামিন আর সেলডন ইম্পেরিয়াল সেক্টর থেকে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় এয়ার ট্যাক্সিতে চড়ে এমনই একটা টানেলের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন। আর এখন যাচ্ছেন... সেলডন জানেন না কোথায়। হামিনের মুখ দেখে মনে হচ্ছে গ্রানাইট পাথরের তৈরি এবং কথা বলার কোনো ইচ্ছেই নেই। তাই জিজ্ঞেস করারও সাহস হচ্ছে না।

সামনে পিছনে দুটো করে মোট চারটি আসন। হামিন সামনে বসেছে একা। ডর্স আর সেলডন পিছনে।

ডর্স ভীষণ মনমরা হয়ে বসে আছে। তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন সেলডন। নিজেদের পোশাক পড়ে বেশ আরাম লাগছে, তাই না?"

"আমি কখনোই," যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো বলল ডর্স, "কার্টলের মতো দেখতে কোনো পোশাক পরবও না দেখবও না। আর এখন কোনো স্বাভাবিক টেকো লোককে দেখলেও আমার অস্বস্তি হবে।"

এবং ডর্সই সেলডনের মনের প্রশ্নটা হামিনকে জিজ্ঞেস করল। "চ্যাটার," খানিকটা বিরক্ত সুরে বলল সে, "কোথায় যাচ্ছি বলছ না কেন?"

একটু কাত হয়ে বসল হামিন। গম্ভীরভাবে তাকালো ডর্স আর সেলডনের দিকে। "যাচ্ছি এমন জায়গায়," সে বলল, "যেখানে তোমরা সহজে কোনো সমস্যায় পড়বে না– যদিও সেইরকম কোনো জায়গার কথা আমার জানা নেই।"

ডর্স সাথে সাথেই হড়বড় করে বলতে লাগল, "আসলে দোষটা আমার, চ্যাটার। স্ট্রিলিং এ আমি হ্যারিকে একা আপারসাইডে যেতে দিয়েছিলাম। মাইকোজেনে সাথে ছিলাম ঠিকই কিন্তু স্যাক্রাটোরিয়ামে ঢুকতে বাধা দিতে পারিনি।"

"আমি নিজেই যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।" রাগের সাথে বললেন সেলডন। "ডর্সের কোনো দোষ নেই।"

এসব কথায় কান দিল না হামিন, শুধু বলল, "আপনি রোবটটাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কোনো কারণ ছিল? আমাকে বলা যাবে?"

সেলডনের চেহারা খানিকটা লাল হলো। "এই ক্ষেত্রে আমার ভুল হয়েছে, হামিন। যা দেখেছি তা আমি আশা করিনি। যদি জানতাম এল্ডারদের বাসস্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে কী আছে তাহলে কখনোই যেতাম না। এটাকে চরম বোকামী বলতে পারেন।

"কিন্তু, সেলডন, আপনি আসলে কী দেখবেন বলে আশা করেছিলেন সেটাই বলুন। আমাদেরকে অনেকটা পথ যেতে হবে। কাজেই সময় লাগলেও অসুবিধা নেই আর আমি শুনতে আগ্রহী।"

"আসলে হামিন, আমার ধারণা হয়েছিল যে এক সময় হিউম্যানিফর্ম রোবট ছিল, ওগুলো বাঁচত অনেকদিন, অন্তত একটা এখনো বেঁচে আছে এবং আছে এল্ডারদের বাসস্থানে। রোবট একটা ঠিকই ছিল কিন্তু সেটা ধাতব এবং মৃত। যদি জানতাম– "

"হ্যাঁ, যদি আমরা সবাই জানতাম। তাহলে আর এত প্রশ্নের জন্ম হতো না, এত অনুসন্ধান চলত না। হিউম্যানিফর্ম রোবট সম্বন্ধে আপনি কীভাবে জানলেন? যেহেতু কোনো মাইকোজেনিয়ানই এই বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করত না তাই একটা উৎসের কথাই আমার মাথায় আসছে– মাইকোজেনিয়ানদের পবিত্র গ্রন্থ– একটা পাওয়ারড প্রিন্ট বই– প্রাচীন অরোরান এবং আধুনিক গ্যালাকটিক ভাষায় লেখা। ঠিক বলেছি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি সেই বই কীভাবে পেলেন?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন সেলডন, তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "ঘটনাটা অত্যন্ত বিব্রতকর।"

"আমি সহজে বিব্রত হই না, সেলডন।"

শোনার সময় মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠতে দিল হামিন। বলল, "আপনার কাছে কী একবারও মনে হয়নি যে ঘটনাটা সাজানো। কোনো সিস্টারই নির্দেশ ছাড়া এবং যথার্থ কারণ ছাড়া এই কাজ করবে না।"

AMARBOI.COM

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন এবং বিরক্ত সুরে বললেন, "মোটেই না। মানুষের রুচি যখন তখন বিকৃত হয়ে যেতে পারে। আপনার মুখে তো হাসি আসবেই। আপনার বা ডর্সের কাছে যে তথ্য আছে আমার কাছে তা নেই। আমাকে ফাঁদে ফেলার ইচ্ছে না থাকলে আগেই সতর্ক করে দিতে পারতেন।"

"ভুল হয়েছে। আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিলাম। যাই হোক, বইটা আপনার কাছে নেই, তাই না?"

"না, সানমাস্টার ফোরটিন নিয়ে গেছে।"

"আপনি কতখানি পড়েছিলেন।"

"সামান্য অংশ। আমার হাতে সময় ছিল না। যথেষ্ট বড় বই এবং জঘন্য রকম নীরস।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। কারণ আমি আরো বেশি পড়েছি। এটা শুধু নীরসই নয় বরং ভিত্তিহীন। পুরোটাই হচ্ছে মাইকোজেনিয়ানদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুএকটা জায়গায় ইচ্ছে করেই অস্পষ্টতা তৈরি করা হয়েছে যেন বাইরের কেউ যদি এই বই হাতে পেয়েই যায় তাহলে যেন বুঝতে না পারে সে কী পড়ছে। আপনি কী পড়ে রোবটের বিষয়ে আগ্রহী হলেন?"

"বইতে হিউম্যানিফর্ম রোবটের কথা লেখা ছিল। এমন রোবট বাইরে থেকে দেখে মানুষের সাথে কোনো পার্থক্য করা যেত না।"

"কতগুলো ছিল?"

"সংখ্যাটা বলেনি– অন্তত আমি সেইরকম কিছু পড়িনি। হয়তো অল্প কয়েকটাই ছিল, কিন্তু সেগুলোর একটা, বইতে সেটার নাম বলেছে 'রেনিগেড।' এই রোবটটা বোধহয় ভীষণ কোনো ক্ষতি করেছিল। তবে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারিনি।"

"এটাতো আমাকে আগে বলনি," মাঝখানে বলল ডর্স। "আসলে এটা কোনো নাম না, প্রাচীন একটা শব্দ যার অর্থ এমন এক ব্যক্তি যে স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিরোধীপক্ষকে সাহায্য করে।"

"প্রাচীন ভাষার বিষয়টা আমি তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম, ডর্স, কিন্তু যদি এই রেনিগেডের অস্তিত্ব সত্যি সত্যি থাকত তাহলে বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রু হিসেবে তাকে এল্ডারদের বাসস্থানে সংরক্ষণ করা হতো না।"

"অর্থটা তো আমি প্রথমে জানতাম না," সেলডন বললেন। "কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে সে শত্রু এবং তাকে পরাজিত করা হয়। মাইকোজেনিয়ানদের বিজয় চিহ্ন হিসেবে এটাকে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকতে পারে।"

"রেনিগেড পরাজিত হয়েছিল সেরকম কোনো আভাস বইতে আছে?"

"না, কিন্তু সেটা হয়তো আমার চোখ এড়িয়ে গেছে– "

"না, বোধহয়। মাইকোজেনিয়ানদের যে কোনো বিজয়ের কথা বইতে পরিষ্কার উল্লেখ থাকত এবং বার বার তার পুনরাবৃত্তি ঘটত।"

"রেনিগেড সম্বন্ধে বইতে আরেকটা কথা বলা আছে।" আমতা আমতা করে বললেন সেলডন। "আমি বোধহয় ঠিকমতো বুঝতে পারিনি।"

"আপনাকে তো বলেছি... " হামিন বলল, "কিছু কিছু জায়গায় ইচ্ছে করেই অস্পষ্টতা তৈরি করা হয়েছে।"

"আমার মনে হয়েছে ওরা বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে রেনিগেড কোনোভাবে মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারত... ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারত।"

"যে কোনো রাজনীতিবিদই তা পারে। যখন সেটাতে কাজ হয় তখন তাকে বলা হয় ক্যারিশমা।"

"বেশ। বইতে এত কথা বলা হয়েছে যার দরুন আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে একসময় হিউম্যানিফর্ম রোবট ছিল এবং ওগুলোর একটা এখনো বেঁচে আছে। আমি সেটাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারতাম।"

"কী লাভ হতো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"প্রাগৈতিহাসিক গ্যালাকটিক সমাজের অনেক কিছুই জানতে পারতাম যখন মাত্র গুটিকয়েক গ্রহে মানুষ বাস করত। ফলে সাইকোহিস্টোরি তৈরি করা অনেক সহজ হতো।"

"যা শুনতেন তা কী বিশ্বাস করতে পারতেন? বহু হাজার বছর পরে আপনি একটা রোবটের প্রথম জীবনের স্মৃতির উপর নির্ভর করতে পারতেন? রোবটও তো যন্ত্র। তার স্মৃতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

"ঠিকই বলেছে," ডর্স বলল। "কম্পিউটারাইজড রেকর্ডের মতোই রোবটের মেমোরির তথ্যগুলো ধীরে ধীরে এলোমেলো হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, মুছে যাবে। যত চেষ্টাই করো না কেন খুব বেশি উদ্ধার করতে পারতে না।"

মাথা নাড়ল হামিন, "আমি শুনেছি এটাকে বলা হয় তথ্যের অনিশ্চয়তার নীতি।"

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে," সেলডন বললেন, "বিশেষ কোনো তথ্য বিশেষ কোনো কারণে দীর্ঘস্থায়ী উপায়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।"

"মূল কথাটা হচ্ছে বিশেষ তথ্য। বইতে যে তথ্যটা বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে হয়তো আপনার কাছে সেটা মূল্যহীন। রোবট যে তথ্যটা খুব ভালো ভাবে মনে রেখেছে সেটা হয়তো আপনার কোনো প্রয়োজনই নেই।"

সেলডন হতাশ সুরে বললেন, "আমি যেদিকে দিয়েই চেষ্টা করছি সেদিকেই পরিস্থিতি এমনভাবে গুলিয়ে যাচ্ছে যার ফলে আমি নিশ্চিত যে সাইকোহিস্টোরি বাস্তব-সম্মত করে তোলা অসম্ভব। তাহলে আর চেষ্টা করে লাভ কী?"

"হয়তো এই মুহূর্তে অর্থহীন মনে হচ্ছে," নিরাবেগ সুরে হামিন বলল, "তবে যথাযথ প্রতিভাবান ব্যক্তির হাতে পড়লে হয়তো সাইকোহিস্টোরির একটা পথ তৈরি হবে। নিজেকে আরো সময় দিন। —আমরা একটা রেস্ট এরিয়ায় পৌঁছেছি। ডিনারটা এখানেই সেরে নেয়া যাক।"

ভেড়ার রান আর বিস্বাদ রুটি (অন্তত মাইকোজেনের অতি সুস্বাদু খাবারের পর এগুলোকে বিস্বাদ মনে হতেই পারে) খাওয়ার ফাঁকে সেলডন জিজ্ঞেস করলেন, "হামিন, আপনি ধরে নিয়েছেন আমার মাঝে যথেষ্ট প্রতিভা আছে। আমি তো প্রতিভাবান নাও হতে পারি।"

"সত্যি কথা। হয়তো আপনার সেই প্রতিভা নেই। কিন্তু এই পদের জন্য বিকল্প কোনো প্রার্থীও আমার হাতে নেই। কাজেই আপনাকেই আমার ধরে রাখতে হবে।"

সেলডন বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বেশ করব। কিন্তু আমি তো আশার আলো দেখছি না। সম্ভব কিন্তু অবাস্তব, শুরু থেকেই এই কথা বলছি এবং এখন সেই বিশ্বাস আরো জোরালো হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিটসিঙ্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমারিল, ইউগো–... গণিতবিদ। সাইকোহিস্টোরিতে হ্যারি সেলডনের ঠিক পরেই তার অবস্থান। তিনি...

যে অবস্থাতে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন সেটা তার গাণিতিক অবদানের চাইতেও অনেক বেশি নাটকীয়। প্রাচীন ট্র্যানটরের ডাহ্‌ল প্রদেশের সীমাহীন দারিদ্র্যের মাঝে তার জন্ম। হয়তো জীবনটা একজন সাধারণ মানুষের মতোই কেটে যেত, যদি না সেই সময় দুর্ঘটনাক্রমে হ্যারি সেলডনের সাথে তার দেখা হতো...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৬১.

পুরো গ্যালাক্সির সম্রাট ক্লান্ত বোধ করছেন– শারীরিকভাবে ক্লান্ত। নিয়মিত ব্যবধানে বারবার মুখে রাজকীয় হাসি ফুটিয়ে তোলার কারণে ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেছে। বারবার মাথা নাড়ানোর কারণে ঘাড় শক্ত হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ানো, আবার বসা, শরীর ঘুরানো, হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়ানো এগুলো করতে করতে তার পুরো শরীরটাই যেন অবশ হয়ে গেছে।

এটা একটা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান। এখানে তাকে ট্র্যানটরের এদিক সেদিক থেকে আসা এবং সবচেয়ে যা খারাপ তা হলো অন্যান্য গ্রহ থেকে আসা মেয়র, ভাইসরয়, মন্ত্রী এবং তাদের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে দেখা করতে হয়।

অতিথির সংখ্যা মোটামুটি এক হাজার হবে। প্রত্যেকের পরিধানে তাদের নিজস্ব ঢং এর পোশাক। মুখে হাজারো ধরনের গ্যালাকটিক বাচনভঙ্গী। সেটা আরো খারাপ হয়ে উঠে যখন তারা সম্রাটের বাচনভঙ্গী নকল করার চেষ্টা করে। সবচেয়ে খারাপ সম্রাটকে সবসময় মনে রাখতে হচ্ছে যে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া যাবে না কাউকে।

পুরো অনুষ্ঠানটাই শব্দ এবং দৃশ্য সহকারে রেকর্ড করা হচ্ছে। এবং ইটো ডেমারজেল লক্ষ্য রাখছে সম্রাট যথাযথ আচরণ করতে পারছেন কী না।

ডেমারজেল আসলে ভাগ্যবান!

সম্রাট এই প্রাসাদ এবং এর সংলগ্ন এলাকা ছেড়ে বাইরে বেরুতে পারেন না কিন্তু ডেমারজেল ইচ্ছে করলেই পুরো গ্যালাক্সি চষে বেড়াতে পারে। সম্রাট সর্বদাই সামনে থাকেন, সবসময়ই বাধ্য হন গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বহীন সকলকে দেখা দিতে। ডেমারজেল সবসময় আড়ালে থাকে, প্যালেস গ্রাউন্ডে তাকে কখনো দেখা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু তার নামটাই সবার মনে ভীতির সঞ্চার করে এবং সে অনেকটা অদৃশ্য মানুষের মতো আর এটাই সবচেয়ে ভীতিজনক।

সম্রাট ভেতরের মানুষ, ক্ষমতার বেড়াজালে বন্দী এবং ক্ষমতার নির্যাসটুকু উপভোগ করছেন। ডেমারজেল বাইরের মানুষ, তার কোনো উপাধি নেই, প্রতিদানের আশা না করেই শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু একটা জিনিসই চায়– পরিপূর্ণ ক্ষমতা।

একটা কথা ভেবে সম্রাট প্রায়ই বেশ মজা পান। তিনি যে কোনো মুহূর্তে বানোয়াট কোনো অভিযোগে বা কোনো অভিযোগ ছাড়াই ডেমারজেলকে গ্রেফতার করতে পারেন, বন্দী করে রাখতে পারেন, নির্বাসন দিতে পারেন, নির্যাতন করতে পারেন, মেরে ফেলতে পারেন। যে কঠিন বিশৃঙ্খল সময় চলছে তাতে করে এম্পায়ারের বিভিন্ন গ্রহ এমনকি ট্র্যানটরের সেক্টরগুলোর উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব খাটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে– কিন্তু অন্তত প্রাসাদ চত্বরে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; প্রশ্ন করার কেউ নেই।"

অবশ্য ক্লীয়ন জানেন যে এটা তার দিবাস্বপ্ন। ডেমারজেল তার বাবার আমলেও একই পদে বহাল ছিল এবং তিনি এমন কোনো সময়ের কথা বলতে পারেন না যে সময় তাকে পরামর্শের জন্য ডেমারজেলের কাছে যেতে হয়নি। ডেমারজেল সব জানে, সব পরিকল্পনা করে, সব বাস্তবায়িত করে। সবচেয়ে বড় কথা কোনো ভুল হলে ডেমারজেলকেই অভিযুক্ত করা হয়, সম্রাট থাকেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। –অবশ্য প্রাসাদ বিদ্রোহ বা ঘনিষ্ঠ জনের হাতে নিহত হওয়ার ভয় সবসময়ই থাকবে। কারণেই প্রমাণ হয় যে তিনি ডেমারজেলের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

ডেমারজেলকে ছাড়া কীভাবে চলবেন সেটা বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে সম্রাট ক্লীয়ন একটু কেঁপে উঠলেন। অনেক সম্রাটই একা একা শাসন করেছেন, অনেকেই আবার বার বার চীফ অফ স্টাফ বদলিয়েছেন। তাদের সবাই অযোগ্য ছিল না এবং কিছুটা সফলও হয়েছে।

কিন্তু তিনি পারবেন না। ডেমারজেলকে তার প্রয়োজন। এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে ডেমারজেলের হাত থেকে তিনি ছাড়া পাবেন না। যত কৌশল প্রয়োগ করেন, ডেমারজেল আগে থেকেই সব বুঝে ফেলবে। তখন আরো বেশি কৌশল খাটিয়ে একটা প্রাসাদ বিদ্রোহ ঘটাবে। তিনি মারা যাবেন আর ডেমারজেল পরবর্তী সম্রাটকে একইভাবে সেবা করে যাবে– নিয়ন্ত্রণ করবে।

নাকি ডেমারজেল একই খেলা খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন সে নিজেই সম্রাট হতে চায়।

কখনোই না! নিজেকে আড়ালে রাখার অভ্যাসটা তার ভেতর অত্যন্ত প্রবল। সকলের সামনে নিজেকে প্রকাশ করলে তার ক্ষমতা, বুদ্ধি, দক্ষতা সব শেষ হয়ে যাবে। ক্লীয়ন মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই ডেমারজেলকে যতক্ষণ তার মতো থাকতে দেয়া হবে তিনি নিরাপদ। নিজের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়াই ডেমারজেল বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখে তার সেবা করে যাবে।

ঐ তো ডেমারজেল, সাধাসিধে পোশাক পরিধানে, নিজের মূল্যবান পাথর খচিত জৌলুসপূর্ণ রাজকীয় পোশাকের পাশে কত সাধারণ এটা ভেবে ক্লীয়ন খানিকটা লজ্জা পেলেন। দুজন ভৃত্য তার পোশাক খুলতে সাহায্য করল। পুরোপুরি একা হওয়ার পরই ডেমারজেল সামনে এসে দাঁড়ালো।

"ডেমারজেল," সমগ্র গ্যালাক্সির সম্রাট বললেন, "আমি ভীষণ ক্লান্ত।"

"রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো সবসময়ই ক্লান্তিকর, সায়ার।" বিড়বিড় করে বলল ডেমারজেল।

"তাহলে প্রতিদিনই সেগুলোতে যোগ দেয়ার কোনো দরকার আছে?"

"প্রতিদিন না হলেও চলবে তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ওরা আপনাকে দেখতে পারে, আপনার কথা শুনতে পারে। এগুলো এম্পায়ারকে মসৃণভাবে চালাতে সাহায্য করে।"

"সাধারণত এম্পায়ার ভালোভাবে চালানোর জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে হতো।" গম্ভীর গলায় বললেন সম্রাট। "কিন্তু এখন চালাতে হবে মিষ্টি হাসি, মধুর কথা আর আপ্যায়নের মাধ্যমে।"

"যদি শান্তি বজায় থাকে, সায়ার, তাহলে এগুলো অবশ্যই করতে হবে। আর আপনি যথেষ্ট ভালোভাবে শাসন করছেন।"

"কেন জানো– কারণ তুমি আছো আমার পাশে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো যে আমি তোমার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি।" ধূর্ত চোখে ডেমারজেলের দিকে তাকালেন তিনি। "আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। তাকে আমার উত্তরাধিকার নির্বাচন না করলেও চলে। কারণ তার তেমন কোনো যোগ্যতা নেই। কেমন হয় যদি তোমাকে আমার উত্তরাধিকার নির্বাচন করি।"

শীতল গলায় জবাব দিল ডেমারজেল, "সায়ার, সেটা অসম্ভব। আমি সিংহাসনে বসতে চাই না। আপনার বৈধ উত্তরাধিকারের কাছ থেকে তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। আমার কোনো কাজ যদি আপনাকে অসন্তুষ্ট করে তাহলে শাস্তি দিন আমাকে। অবশ্য আমি এমন কিছু করিনি বা করব না যাতে করে সম্রাট অসন্তুষ্ট হয়ে শাস্তি দেবেন।"

হাসলেন ক্লীয়ন। "সিংহাসনে বসার আসল মজাটা বুঝতে পেরেছ বলে তোমাকে শাস্তি দেয়ার চিন্তা আপাতত বাদ দিলাম। এসো, বরং কোনো বিষয়ে কথা বলা যাক। ঘুমাব, তবে বিছানায় শোয়ার আগে যে আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় তার জন্য এখনো প্রস্তুত নই। কথা বলা যাক।"

"কোন বিষয়ে সায়ার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যে কোনো বিষয়ে। –তোমার সেই গণিতবিদ আর তার সাইকোহিস্টোরি নিয়েই কথা বলা যাক। তার কথা আমি সবসময়ই ভাবি। আজকে ডিনারের সময়ও মনে হয়েছে। যদি তার সাইকোহিস্টোরিক্যাল বিশ্লেষণ এমন কোনো পথ বাৎলে দিতে পারত যাতে করে সীমাহীন আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়েই সম্রাট হওয়া যেত।"

"আমার মতে, সায়ার, সবচেয়ে চতুর সাইকোহিস্টোরিয়ানও সেটা করতে পারবে না।"

"বাদ দাও, সর্বশেষ খবর কী বল। এখনো কী সে মাইকোজেনের টাকমাথা লোকগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে? তুমি কথা দিয়েছিলে যে ওখান থেকে তাকে বের করে আনবে।"

"জ্বি, সায়ার সব ব্যবস্থাই আমি করেছি, তারপরেও বলতে হচ্ছে যে আমি ব্যর্থ।"

"ব্যর্থ?" ভুরু কুঁচকালেন সম্রাট। "শব্দটা শুনতে আমার ভালো লাগে না।"

"আমারও লাগে না, সায়ার। আমার পরিকল্পনা ছিল কোনো একটা উপায়ে গণিতবিদকে ধর্মবিরোধী অপরাধ করতে উৎসাহিত করা যার জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। একজন বহিরাগত মাইকোজেনে সেই ধরনের অপরাধ খুব সহজেই করে ফেলতে পারে। গণিতবিদ তখন সম্রাটের কাছে আপিল করতে বাধ্য হত। আমরা তাকে নিজেদের কজায় নিয়ে আসতে পারতাম। এমনভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম যাতে আমরা যে জড়িত কেউ বুঝতে পারত না। আমি নিজেও সরাসরি জড়িত ছিলাম না।"

"তারপরেও ব্যর্থ হয়েছ," বললেন ক্লীয়ন। "মাইকোজেনের মেয়র– "

"হাই এল্ডার, সায়ার।"

"উপাধি নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই। হাই এল্ডার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে?"

"বরং উল্টোটা, সায়ার, সে রাজী হয় এবং সেলডন সহজেই ফাঁদে পা দেয়।"

"তাহলে?"

"তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেয়া হয়।"

"কেন?" রাগে বিস্ফোরিত হলেন ক্লীয়ন।

"আমি জানি না, সায়ার, তবে সন্দেহ করছি আমাদেরই কোনো প্রতিপক্ষ আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে তাকে নিয়ে গেছে।"

"কে? ওয়ির মেয়র?"

"হতে পারে, সায়ার, তবে নিশ্চিত নই। ওয়ির উপর আমি সর্বক্ষণ নজর রাখার ব্যবস্থা করেছি। গণিতবিদ যদি ওদের হাতে ধরা পড়ত তাহলে এতক্ষণে আমার কাছে খবর চলে আসত।"

এখন সম্রাটের শুধু ভুরু কুঁচকানোই নয় বরং রাগে চেহারা প্রচণ্ড লাল হয়ে উঠেছে। "ডেমারজেল, আমি ভীষণ অখুশি হয়েছি। এভাবে আরেকবার ব্যর্থ হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভাবতে বাধ্য হব তুমি কী সেই পুরনো ডেমারজেল যে কী না কোনো কাজে ব্যর্থ হয়নি। সম্রাটের সরাসরি বিরোধিতা করার জন্য মাইকোজেনের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?"

প্রচণ্ড তোপের মুখে ডেমারজেল মাথা নিচু করল, কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, "এই মুহূর্তে মাইকোজেনের বিরুদ্ধে কিছু করা ভুল হবে, সায়ার। ওয়ি তখন সুযোগ পেয়ে যাবে।"

"কিন্তু আমাদের কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে।"

"বোধহয় না, সায়ার। পরিস্থিতি যত খারাপ হওয়ার কথা তত খারাপ হয়নি।"

"তার মানে?"

"নিশ্চয়ই মনে আছে, সায়ার, এই গণিতবিদ বিশ্বাস করে যে সাইকোহিস্টোরি কখনো বাস্তব হতে পারে না।"

"অবশ্যই মনে আছে, কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার না, ঠিক? অন্তত আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য?"

"হয়তো না। কিন্তু তার এই কৌশলটাকে যদি বাস্তবে পরিণত করা যায় তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে পূরণ হবে, সায়ার। আর আমি জানতে পেরেছি যে গণিতবিদ এখন সাইকোহিস্টোরি বাস্তব করে তোলার জন্য চেষ্টা শুরু করেছে। মাইকোজেনে সে যে অপরাধ করেছে তা সাইকোহিস্টোরির সমস্যা সমাধানের একটা প্রচেষ্টা। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে নিজের মতো কাজ করতে দিলে আমরাই লাভবান হব। যখন সে তার লক্ষ্যে পৌছবে বা লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌছবে তখনই তাকে ধরে আনাটা ভালো।"

"যদি না ওয়ি আমাদের আগেই তাকে ধরে নিয়ে যায়।"

"আমি দেখব যেন সেরকম কিছু না ঘটে।"

"ঠিক একইভাবে যেভাবে তুমি গণিতবিদকে মাইকোজেন থেকে বিতাড়িত করেছ?"

"আমি দ্বিতীয়বার একই ভুল করব না, সায়ার।" শীতল গলায় বলল ডেমারজেল।

সম্রাট বললেন, "না করলেই ভালো করবে, ডেমারজেল। আর কোনো ভুল আমি সহ্য করব না।" তারপর কিছুটা বিরক্ত সুরে যোগ করলেন, "রাতের ঘুম হারাম করে দিলে তুমি।"

৬২.

ডাহ্‌ল সেক্টরের জর্ড টিসালভার বেটে মানুষ। তার মাথার সর্বোচ্চ চূড়া টেনেটুনে সেলডনের নাক পর্যন্ত পৌছবে। এটা নিয়ে সুদর্শন হাসিখুশি লোকটার অবশ্য কোনো মাথা ব্যথা নেই। ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী এবং কোলের মেয়েকে নিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। অ্যাপার্টমেন্টে সাতটা ছোট কামরা। প্রতিটি কামরাই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই।

"আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মাস্টার সেলডন এবং মিসট্রেস ভেনাবিলি," টিসালভার বলল, "আপনারা যে ধরনের আরাম আয়েশে অভ্যস্ত আমি তার কোনো ব্যবস্থাই করতে পারিনি। ডাহ্ল অত্যন্ত দরিদ্র সেক্টর, আর আমি তার ভেতর আরো দরিদ্র মানুষ।"

"আর ঠিক এই কারণেই," জবাব দিলেন সেলডন। "আমাদেরই ক্ষমা চাওয়া উচিত, কারণ আমরা এসে আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি।"

"কোনো ঝামেলা না, মাস্টার সেলডন। আমাদের কোয়ার্টারের ভাড়া হিসেবে মাস্টার হামিন যথেষ্ট ক্রেডিট এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনারা যদি নাও থাকেন তারপরেও আমরা ক্রেডিটগুলো নেব।"

ডাহ্লে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবার সময় হামিন যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো মনে পড়ল সেলডনের।

"সেলডন," সে বলেছিল, "এটা হচ্ছে তিন নম্বর জায়গা যেখানে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম। প্রথম দুটো ছিল ইমপেরিয়াম এর ধরাছোঁয়ার বাইরে হয়তো সেই কারণেই তাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে ; অন্তত আপনার পালিয়ে থাকার জন্য ওগুলোই ছিল উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু এই জায়গাটা অন্যরকম। দরিদ্র, অখ্যাত, গুরুত্বহীন এবং নিরাপত্তাহীন। আপনি এখানে লুকিয়ে থাকবেন এটা সহজে কেউ ভাবতে পারবে না, তার ফলে সম্রাট এবং তার চীফ অফ স্টাফ হয়তো এদিকে নজর দেবে না। আশা করি এবার আপনি নিজেকে ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন।"

"চেষ্টা করব, হামিন," আত্মরক্ষার সুরে জবাব দিয়েছিলেন সেলডন। "দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন যে আমি ঝামেলা খুঁজে বেড়াই না। আমি শুধু তাই পাবার চেষ্টা করছি যা সাইকোহিস্টোরি সমন্বিত করতে সাহায্য করবে। নইলে হয়তো ত্রিশ জনম সাধনা করেও সফল হতে পারব না।"

"বুঝতে পেরেছি। শেখার প্রচেষ্টা স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাকে নিয়ে গিয়েছিল আপারসাইডে, মাইকোজেনে এল্ডারদের বাসস্থানে, আর ডাহ্লে কোথায় যাবেন কে জানে। আর ড. ভেনাবিলি, আমি জানি তুমি চেষ্টার কোনো ক্রটি রাখনি, কিন্তু তোমাকে আরো চেষ্টা করতে হবে। একটা কথা সবসময় মনে রাখবে যে সেলডন ট্র্যানটরের সবচেয়ে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি– সত্যি কথা বলতে কী পুরো গ্যালাক্সির। আর তাই যে কোনো মূল্যে তাকে নিরাপদ রাখতে হবে।"

"আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব।" কাষ্ঠ গলায় জবাব দিয়েছিল ডর্স।

"আর আপনারা যাদের সাথে থাকবেন একটু অদ্ভুত হলেও অত্যন্ত ভালো মানুষ, দেখবেন ওদের যেন কোনো বিপদ না হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু টিসালভার তার নতুন ভাড়াটেদের কাছ থেকে কোনো ঝামেলাই আশা করছে না। বরং তাদের সঙ্গ পেয়ে ভীষণ খুশি। বাড়ি ভাড়ার পাশাপাশি এটাকে সে বাড়তি পাওনা হিসাবে ধরে নিয়েছে।

জীবনে কখনো ডাহ্‌ল ছেড়ে বাইরে যায়নি সে। তাই বোধহয় দেশ বিদেশের গল্প শুনতে ভীষণ পছন্দ করে। তার স্ত্রীও হাসিমুখে আসরে যোগ দেয়। এমনকি তাদের বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত মুখে বুড়ো আঙ্গুল পুরে গল্প শোনার অনুমতি পেয়ে গেছে।

সাধারণত ডিনারের পরে পুরো পরিবার জমায়েত হয়, সেখানে সেলডন বা ডর্সের কাছ থেকে প্রতিদিন নতুন নতুন গল্প আশা করে। খাবারের পরিমাণ যথেষ্ট হলেও সেগুলোতে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। অবশ্য মাইকোজেনের অতি সুস্বাদু খাদ্যের পর যেকোনো খাবারই বিস্বাদ লাগবে। খাবারের 'টেবিল' বলতে দেয়ালের সাথে লাগানো একটা তাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়।

সেলডনের দু'একটা শিষ্টাচারপূর্ণ প্রশ্নে প্রকাশ পেল যে ডাহ্‌লাইটরা এতেই অভ্যস্ত। যদিও এখানে দারিদ্র্যের কোনো হাত নেই। মিসট্রেস টিসালভার অবশ্য জানালো যে সরকারের উঁচুপদে যারা কাজ করে তারা বিলাসী বস্তু যেমন চেয়ার– মহিলা অবশ্য বলল, 'বডি শেলভস'– ব্যবহার করে, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্তরা তা পছন্দ করে না।

অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা পছন্দ না করলেও টিসালভাররা তার গল্প শুনতে ভালোবাসে। চমৎকার পোশাক, গহনা, চাদর, টেবিল ক্লথের কথা শুনতে শুনতে তাদের চোখ বড় হয়ে যায়।

মাইকোজেনের নিয়ম কানুন শুনল তারা, জর্ড টিসালভার আনমনে নিজের চুলে হাত বুলাল, ভাবখানা এমন যেন পৌরুষ দেখানোর জন্য খুব শিগগিরই মাথার সব চুল ফেলে দেবে। মেয়েদের অবমাননার কথা শুনে মিসট্রেস টিসালভার প্রচণ্ড রেগে উঠল এবং বিশ্বাসই করতে চাইল না যে মাইকোজেনের মেয়েরা স্বেচ্ছায় এই দাসত্ব মেনে নিয়েছে।

সেলডন যখন অতি স্বাভাবিক ভঙ্গীতে ইম্পেরিয়াল গ্রাউন্ডের কথা বললেন ওরা সত্যিকার অর্থেই অবাক হয়ে গেল। আর সম্রাটের সাথে দেখা করেছেন শুনে তো পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেল। কথাই বলতে পারল না অনেকক্ষণ। তারপর শুরু হলো প্রশ্নবান এবং সেলডন বুঝতে পারলেন যে টিসালভার পরিবারকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। কারণ তিনি নিজেই ভালোমতো দেখতে পারেন নি।

সেলডন সম্রাটের সাথে দেখা করেছেন কিন্তু ডর্স কখনো ইম্পেরিয়াল গ্রাউন্ডের ধারে কাছেও যায়নি সেটা তাদের বিশ্বাসই হতে চাইল না। আর মুখের উপর তো বলেই দিল যে সম্রাট তার সাথে একজন সাধারণ মানুষের মতোই কথা বলেছেন সেটা একেবারেই অসম্ভব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনটা দিন এভাবেই পার হল। তারপর থেকে ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন সেলডন। ঠিক করলেন যে ডর্সের বাছাই করে দেয়া কয়েকটা ইতিহাসের বুক-ফিল্ম দেখা ছাড়া আর কিছু করবেন না (অন্তত দিনের বেলাটা)। টিসালভাররা খুশি মনেই তার বুক ভিউয়ার ব্যবহার করতে দিল। বাচ্চা মেয়েটা অবশ্য খুশি হলো না। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হল প্রতিবেশীর অ্যাপার্টমেন্টে। তাদের ভিউয়ার ব্যবহার করে স্কুলের বাড়ির কাজ করবে সে।

"কোনো লাভ হচ্ছে না," নিজের ঘরে বসে কথাগুলো বললেন সেলডন। প্রথমে অবশ্য হালকা মিউজিক ছেড়ে দিয়েছেন যেন দরজায় কান পেতে রাখলেও কেউ কিছু শুনতে না পারে। "বুঝতে পারছি কেন তুমি ইতিহাস পছন্দ করো, কিন্তু এগুলো সবই সীমাহীন বর্ণনা। এগুলো হচ্ছে পাহাড় প্রমাণ– না, গ্যালাক্সি প্রমাণ– তথ্যের সমাহার অথচ আমি এই তথ্যগুলোর ভেতর কোনো সমন্বয় খুঁজে পাচ্ছি না।"

"মানবজাতি প্রথমে নক্ষত্রগুলোর মাঝে কোনো সমন্বয় পায়নি," ডর্স বলল, "কিন্তু পরবর্তীকালে গ্যালাক্সির কাঠামো ঠিকই বের করে নিয়েছিল।"

"এবং আমি নিশ্চিত যে সেটা এক দুই সপ্তাহে হয়নি। তার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্মকে শ্রম দিতে হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলো আবিষ্কারের আগে পদার্থ বিজ্ঞান ছিল শুধু কতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের সমাহার। এবং তার জন্যও অনেকগুলো প্রজন্মকে শ্রম দিতে হয়েছে– টিসালভারদের ব্যাপারটা কী?"

"কী আবার হবে? আমার কাছে তো বেশ ভালোমানুষ মনে হয়েছে?"

"ওরা ভীষণ কৌতূহলী।"

"হ্যাঁ অবশ্যই। ওদের জায়গায় থাকলে তুমিও কৌতূহলী হতে।"

"কিন্তু শুধুই কী কৌতূহলী? সম্রাটের সাথে আমার সাক্ষাৎকারের বিষয়টি নিয়ে ওরা অস্বাভাবিকরকম আগ্রহী।"

ডর্সকে অধৈর্য মনে হলো। "আবারো... এটাই তো স্বাভাবিক। তুমি হলেও একই রকম আচরণ করতে।"

"আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

"হামিন আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে তো আর সবজান্তা না। প্রথমে আমাকে নিয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে কৌশলে আমাকে আপারসাইডে টেনে নিয়ে গেল অদৃশ্য কোনো প্রতিপক্ষ। সানমাস্টার ফোরটিন এর কাছে নিয়ে গেল, সেই লোক আমাদের ফাঁদে আটকে ফেলল। আমার আসলে আর এগুলো ভালো লাগছে না।"

"তুমি কী তাহলে ডাহ্‌ল এর ব্যাপারে আগ্রহী নও?"

"অবশ্যই আগ্রহী। প্রথমে বলো ডাহ্‌ল সম্বন্ধে তুমি কী জানো?"

"কিছুই না। এটা ট্র্যানটরের আট শতাধিক সেক্টরের একটা। তাছাড়া আমি ট্র্যানটরে বাস করছি বড়জোর দু'বছর হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক। গ্যালাক্সিতে পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহ আছে আর আমি এই সমস্যা নিয়ে কাজ করছি দুবছরও হবে না। আমার কী ইচ্ছে জানো? ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে হ্যালিকনে ফিরে গিয়ে ম্যাথমেটিক্স অফ টার্বুলেন্স নিয়ে গবেষণা করি, ওটা ছিল আমার পি.এইচ.ডি.-র মূল সমস্যা- কখনো ভাবিনি যে টার্বুলেন্স মানব সমাজের জটিলতাকে তুলে ধরবে।"

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় টিসালভারকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মাস্টার টিসালভার, আমি এখনো জানি না আপনি কী কাজ করেন?"

টিসালভারের পরিধানে ছোট হাতার পাতলা একটা টি-শার্ট। নিজের বুকে আঙ্গুল রেখে বলল, "আমি? তেমন কিছুই না। হলোভিশন স্টেশনে কাজ করি। নীরস কাজ হলেও পেট চলে।"

"তবে সম্মানজনক কাজ।" মিসট্রেস টিসালভার বলল। "এর অর্থ আমার স্বামীকে হিটসিঙ্ক এ কাজ করতে হবে না।"

"হিট সিঙ্ক?" একটা ভুরু সামান্য উঁচু করে বলল ডর্স, সেই সাথে মুখে একটা মুগ্ধতার ভাব ফুটিয়ে তুলল।

"হ্যাঁ," টিসালভার বলল। "এটার জন্যই ডাহ্ল বিখ্যাত। হয়তো বেশি না, কিন্তু ট্র্যানটরের চল্লিশ বিলিয়ন মানুষের যে পরিমাণ এনার্জি প্রয়োজন হয় আমরা তার বড় একটা অংশ সরবরাহ করি। আমাদের এই কাজের যথাযথ মূল্য কখনো পাইনি, কিন্তু আমাদের সরবরাহকৃত এনার্জি ছাড়া বড় লোকদের বেশ কয়েকটা সেক্টর পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়বে।"

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলেন সেলডন। জিজ্ঞেস করলেন "কক্ষপথে স্থাপিত সৌর শক্তি কেন্দ্র থেকে ট্র্যানটর তার এনার্জি সংগ্রহ করে, তাই না?"

"সামান্য কিছু। এছাড়াও রয়েছে নিউক্লিয়ার ফিউশন স্টেশন, মাইক্রোফিউশন স্টেশন, আপারসাইডে বসানো উইন্ড স্টেশন, কিন্তু অর্ধেক- " বক্তব্যের উপর জোর দেয়ার জন্য একটা আঙ্গুল তুলল টিসালভার, তার চেহারা অত্যন্ত গম্ভীর- "অর্ধেক এনার্জি আসে হিট সিঙ্ক থেকে। অনেক সেক্টরেই হিটসিঙ্ক আছে, কিন্তু- কোনোটাই- ডাহ্ল এর সমকক্ষ নয়। আপনারা কী আসলেই এটা জানতেন না?"

দ্রুত জবাব দিল ডর্স, "আপনি তো জানেন, আমরা আউটওয়ার্ল্ডার।" (তার মুখে প্রায় চলে এসেছিল, "ট্রাইবসপিওপিল" কিন্তু ঠিক সময়ে সামলে নিল।) বিশেষ করে ড. সেলডন। তিনি ট্র্যানটরে এসেছেন মাত্র দুই মাস।"

"সত্যি?" মিসট্রেস টিসালভার বলল। মহিলা স্বামীর চেয়েও খাটো। গোলগাল কিন্তু শরীরে চর্বি নেই। কালো চুলগুলো মাথার পেছনে শক্ত করে বাঁধা। অসম্ভব সুন্দর কালো চোখ। স্বামীর মতই তার বয়সও ত্রিশের কোঠায়।

(মাইকোজেনে যদিও অল্প কয়েকদিন ছিল, তারপরেও কোনো মহিলাকে অনুমতি ছাড়া কথা বলতে দেখলে ডর্সের কাছে এখন অদ্ভুত লাগে। স্থানীয় আচার ব্যবহার কত দ্রুত মানুষের মনে গেড়ে বসে, ভাবল সে এবং মনে মনে ঠিক করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখল কথাটা সেলডনকে জানাতে হবে– সাইকোহিস্টোরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে এটা।)

"হ্যাঁ," সে বলল, "ড. সেলডন হ্যালিকন থেকে এসেছেন।"

মিসট্রেস টিসালভার নির্দোষ ভঙ্গীতে জানতে চাইল, "কোথায় সেটা?"

"কেন সেটা– " শুরু করল ডর্স, তারপর সেলডনের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় হ্যারি।"

লজ্জা পেলেন সেলডন। "সত্যি কথা বলতে কী কো-অর্ডিনেটস ছাড়া আমিও গ্যালাকটিক মডেলে গ্রহটা খুঁজে বের করতে পারব না। যতদূর জানি ট্র্যানটর থেকে একটু দূরে যে সেন্ট্রাল ব্ল্যাক হোল আছে তার উল্টোপাশে অবস্থিত। হাইপারশিপে গেলেও অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়।"

"আমরা জীবনে কখনো হাইপারশিপে চড়তে পারব না।"

"একদিন, ক্যাসিলিয়া," টিসালভার তার স্ত্রীকে হাসি মুখে বলল, "আমাদেরও সুযোগ হবে।"

আপনি আমাদেরকে হ্যালিকনের গল্প শোনান, মাস্টার সেলডন।"

"বলার মতো তেমন কিছু নেই। অন্যান্য গ্রহের মতোই হ্যালিকনে হিটসিঙ্ক নেই– বোধ হয় কোনো গ্রহেই নেই– ট্র্যানটর ছাড়া। আমাকে ওগুলোর কথা বলুন।"

("শুধু ট্র্যানটর বাকী সবগুলো থেকে আলাদা," সেলডনের মাথার ভেতর কথাটা বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। হঠাৎ কেন জানি ডর্সের হ্যান্ড-অন-থাই স্টোরির কথা মনে পড়ল তার। কিন্তু চিন্তাটা যেমন চট করে এসেছিল তেমনি চট করেই চলে গেল। কারণ তার মেজবান কথা শুরু করেছে। সেদিকে মনোযোগ দিলেন তিনি।)

টিসালভার বলছে, "আপনি যদি হিটসিঙ্ক সম্বন্ধে জানতেই চান, তাহলে আমি আপনাকে দেখাতে পারি।" তারপর স্ত্রীর দিকে ঘুরে বলল, "ক্যাসিলিয়া, আগামীকাল বিকেলে মাস্টার সেলডনকে নিয়ে আমি হিটসিঙ্কে যাই?"

"এবং আমাকে," দ্রুত বলল ডর্স।

"এবং মিসট্রেস ভেনাবিলিকে নিয়ে?"

ভুরু কুঁচকালো মিসট্রেস টিসালভার, তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "আমার মনে হয় না সেটা উচিত হবে। অতিথিরা কষ্ট পাবেন।"

"আমার তা মনে হয় না, মিসট্রেস টিসালভার," উৎসাহের সাথে বললেন সেলডন। "আমরা হিটসিঙ্ক দেখতে আগ্রহী। আপনি সাথে গেলে ভীষণ খুশি হব... এবং আপনাদের মেয়েও যেতে পারে– যদি সে চায়।"

মিসট্রেস টিসালভার নাক কুঁচকে বলল, "হিটসিঙ্কে যাব! কোনো ভদ্রমহিলা ওখানে যায় না।"

বিব্রত বোধ করলেন সেলডন। "আমি আপনাকে অপমান করতে চাইনি।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, না। অপমানের কিছু নেই।" টিসালভার বলল। "ক্যাসিলিয়া মনে করে জায়গাটা আমাদের মতো ভদ্রলোকদের জন্য উপযুক্ত নয়। আসলেই তাই। তবে যেহেতু ওখানে আমি কাজ করি না তাই অতিথি নিয়ে বেড়াতে গেলে কোনো দোষ নেই। তবে জায়গাটা ভীষণ অস্বস্তিকর।"

গুটিসুটি মেরে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালো সবাই। ডাহ্‌লাইটদের 'চেয়ার' প্লাস্টিক গলিয়ে তৈরি করা কাঠামো, ছোট চাকার উপর বসানো, সেগুলো সেলডনের হাঁটু দুটো সাড়াশির মতো আটকে রেখেছে আর মনে হচ্ছে যেন দেহের ভারে ভেঙে পড়বে। টিসালভাররা অবশ্য এই চেয়ারে উঠা বা বসাতে ভীষণ দক্ষ। এমনকি ডর্সেরও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। যে কোনো পরিবেশে তার নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা দেখে আরো একবার অভিভূত হলেন সেলডন।

নিজ নিজ কামরায় ঢোকার আগ মুহূর্তে সেলডন ডর্সকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী আসলেই হিট সিঙ্কের কথা জানতে না? মহিলার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে অত্যন্ত বাজে জায়গা।"

"নিশ্চয় অতটা বাজে নয়। হলে টিসালভার আমাদের নিয়ে যেত না। দেখা যাক কী হয়।"

৬৩.

"উপযুক্ত পোশাক পরতে হবে আপনাদের," টিসালভার বলল। আর মিসট্রেস টিসালভার পেছন থেকে সবাইকে দেখিয়েই মুখ বাঁকালো।

কার্টলেস এর কথা মনে হতেই দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন সেলডন। সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন, "উপযুক্ত পোশাক বলতে কী ধরনের পোশাক?"

"হালকা ধরনের, আমি যেমন পরেছি। ছোট হাতার টি-শার্ট, ঢোলা পাজামা, মোজা এবং স্যান্ডেল। সব নিয়ে এসেছি আমি।"

"ভালো। শুনে তো খারাপ মনে হচ্ছে না।"

"মিসট্রেস ভেনাবিলির জন্যও একই জিনিস নিয়ে এসেছি। আশা করি গায়ে লাগবে।"

পোশাকগুলো টিসালভারের নিজের, চমৎকারভাবে গায়ে লাগল। তৈরি হওয়ার পর মিসট্রেস টিসালভারকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজন। মহিলা যদিও ওদের যাওয়াটা পছন্দ করছে না, তারপরও ওরা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল।

সন্ধ্যা নামছে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে গোধূলির আলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত নামবে ডাহ্‌লে। মৃদু তাপমাত্রা। কোনো যানবাহন দেখা যাচ্ছে না ; সবাই হাঁটছে। দূর থেকে ভেসে আসছে এক্সপ্রেসওয়ের গমগম শব্দ, ট্র্যানটরের সবখানেই এই শব্দ সবসময়ই শোনা যায়, হঠাৎ হঠাৎ সেগুলোর চকচকে শরীর বা আলো চোখে পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন খেয়াল করলেন ডাহ্‌লাইটরা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার জন্য হাঁটছে না। বরং মনে হচ্ছে তারা বৈকালিক পদভ্রমণে বেরিয়েছে। সম্ভবত বিনোদনের জন্য। টিসালভার বারবারই বলেছে ডাহ্‌ল অত্যন্ত দরিদ্র অঞ্চল। এখানে বিনোদনের ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই কম ব্যয়বহুল এবং বিকালে হেঁটে বেড়ানোর চেয়ে আনন্দদায়ক এবং– কম ব্যয়বহুল– বিনোদন আর কী হতে পারে?

সেলডন টের পেলেন তিনি নিজেও কখন জানি বৈকালিক ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করেছেন। পরিবেশটা অত্যন্ত উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ। সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, দাঁড়িয়ে দু'একটা কথা বলে খোঁজ খবর নিচ্ছে। চারপাশে শুধু বিভিন্ন আকৃতি আর ঘনত্বের কালো গোঁফ। সম্ভবত ডাহ্‌লাইট পুরুষদের গোঁফ রাখাটা বাধ্যতামূলক। মাইকোজেনে যেমন মাথার চুল ফেলে দেয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক।

পরিবেশে এক ধরনের স্বস্তির ভাব ছড়িয়ে আছে, যেন সবাই বুঝতে পেরেছে যে শেষ হয়ে গেল একটা দিন এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই সুস্থ আছে ভালো আছে। ডর্স খুব সহজেই সবার নজর কেড়ে নিল। গোধূলির আলোয় তার চুলের রং আরো গাঢ় হয়েছে। মনে হলো যেন রাশি রাশি কয়লার মাঝখান দিয়ে একটা স্বর্ণ মুদ্রা হেঁটে চলেছে।

"চমৎকার," সেলডন বললেন।

"হ্যাঁ, তাই।" টিসালভার বলল। "সাধারণত স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে হাঁটতে বেরোই। এক কিলোমিটারের ভেতরে এমন একজনও নেই যাকে সে চেনে না। তাদের নাম, পেশা, কার সাথে কী সম্পর্ক সব জানে। আমি অত কিছু মনে রাখতে পারি না। রাস্তায় যে কয়জনের সাথে কথা বললাম... তাদের একজনেরও নাম বলতে পারব না আমি। যাইহোক, এত আস্তে হাঁটলে চলবে না। আমাদেরকে অ্যালিভেটরে উঠতে হবে। লোয়ার লেভেলে আমাদের সেক্টরটা যথেষ্ট ব্যস্ত।"

অ্যালিভেটরে চড়ে নিচে নামার সময় ডর্স জিজ্ঞেস করল, "আমার মনে হয়, মাস্টার টিসালভার, হিটসিঙ্ক এ ট্র্যানটরের অভ্যন্তরীণ তাপ ব্যবহার করে বাষ্প উৎপাদন করা হয়। সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।"

"না। অত্যন্ত উন্নত মানের বিশালাকৃতির থার্মোপাইলস বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, বলতে পারব না। আমি শুধু একজন হলোভিশন প্রোগ্রামার। সত্যি কথা বলতে কী কাউকেই জিজ্ঞেস করবেন না। পুরো ব্যবস্থাটাই হচ্ছে এটা ব্ল্যাক বক্স। কাজ করছে, কিন্তু কেউ জানে না কীভাবে।"

"যদি কোনো সমস্যা হয়?"

"সাধারণত হয় না, যদি হয় তাহলে কোত্থেকে যেন কিছু এক্সপার্ট লোক যারা কম্পিউটার বোঝে এসে ঠিক করে দিয়ে যায়। এখানে সবকিছুই হাইলি কম্পিউটারাইজড।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যালিভেটর থামার পর সবাই বেরোল। প্রচণ্ড উত্তাপ ঘুষির মতো এসে আঘাত করল শরীরে।

"অত্যন্ত গরম," অপ্রয়োজনীয় ভঙ্গীতে বললেন সেলডন।

"হ্যাঁ," টিসালভার বলল। "আর এটাই ডাহ্‌লকে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী এনার্জি উৎসে পরিণত করেছে। গ্রহের অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানে ম্যাগমালেয়ার সারফেসের অনেক আছে। তাই আপনাকে প্রচণ্ড গরমের ভেতরে কাজ করতে হবে।

"এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা যায় না?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"দুই একটা জায়গায় করা হয়েছে, তবে এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, শরীর যাতে না ঘামে তারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু করতে গেলে প্রচুর এনার্জি প্রয়োজন। তখন পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়াটাই অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াবে।"

একটা দরজার সামনে থেমে শব্দ করল টিসালভার। বিড়বিড় করে বলল, "এখানের কাউকে সঙ্গে নিতে হবে। নইলে... বিশেষ করে পুরুষদের কাছ থেকে– মিসট্রেস ভেনাবিলিকে অনেক বাজে মন্তব্য শুনতে হবে।"

"বাজে মন্তব্য শুনে আমি বিব্রত হই না।"

"আমি হই।"

দরজা খোলার পর এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস দেহে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল। তরুণ এক লোক বেরিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল হ্যান লিনডর বলে। সেও দেখতে অনেকটা টিসালভারের মতোই, খর্বাকৃতির এবং কালো গোফ।

লিনডর বলল, "আমি খুশী হয়েই আপনাদেরকে চারপাশে ঘুরিয়ে দেখাব। যদিও জায়গাটা বেড়াবার জন্য আদর্শ স্থান নয়।" কথা বলছে সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিন্তু তার চোখ সেটে আছে ডর্সের উপর। "আমরা সবাই শার্ট খুলে নিলেই ভালো হবে।"

"এখানে তো চমৎকার ঠাণ্ডা।" সেলডন বললেন।

"অবশ্যই, তার কারণ আমরা এক্সিকিউটিভ। পদমর্যাদার কিছু সুবিধা আছে। কিন্তু এই কামরার বাইরে প্রচণ্ড গরম। আর তাই ওখানে যারা কাজ করে তাদের বেতন আমার চেয়ে বেশি। শুধু বেশি বেতনের জন্যই এখানে কাজ করার জন্য শ্রমিক পাওয়া যায়। আসলে এটাই ডাহ্‌লের সবচেয়ে বেশি আয়ের চাকরি, তারপরেও আমরা সবসময় হিটসিঙ্কার পাই না।" লম্বা দম নিল সে। "ঠিক আছে, গরম স্যুপের বাটি থেকে ঘুরে আসা যাক।"

নিজের শার্ট খুলে কোমরের বেল্টে ঝোলালো সে। টিসালভার এবং সেলডন তার দেখাদেখি একই কাজ করল।

ডর্সের দিকে তাকিয়ে লিনডর বলল, "আপনার সুবিধার জন্যই বলছিলাম... তবে ইচ্ছে না হলে থাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে।" বলে শার্ট খুলল ডর্স। শার্টের নিচে সাদা ব্রেসিয়ার পরেছিল সে। তারপরেও বুকের প্রায় সবটাই উন্মুক্ত হয়ে গেল।

"মিসট্রেস," লিনডর বলল, "ওটাও– " কিছুক্ষণ চিন্তা করে কাঁধ নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। চলুন যাওয়া যাক।"

প্রথমে সেলডন শুধু কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, কাঁপাকাঁপা আলো, স্ক্রীনের আলোর দ্যুতি এগুলোই লক্ষ্য করলেন।

সামগ্রিকভাবে আলো অত্যন্ত কম। শুধু যন্ত্রপাতির সেকশনগুলো যথেষ্ট আলোকিত, উপরে তাকিয়ে দেখলেন ভীষণ অন্ধকার। জিজ্ঞেস করলেন, "পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই কেন?"

"যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথেষ্ট আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এই ব্যবস্থা। অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা মানুষের মনে অতিরিক্ত উত্তাপের অনুভূতি তৈরি করে। আলো কমিয়ে দেয়ার পর তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তারপরেও অনেক অভিযোগ শুনতে হয়েছে আমাদের।"

"যথেষ্ট দক্ষভাবে কম্পিউটারাইজড করা।" ডর্স বলল। "আমার কাছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে মনে হচ্ছে।"

"ঠিক ধরেছেন। তারপরেও আমাদের মানব কর্মী প্রয়োজন। যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়। কম্পিউটার যদি উল্টোপাল্টা কাজ করে তাহলে দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত সমস্যা তৈরি করবে।"

"মানুষের ভুলেও সেটা হতে পারে, তাই না? সেলডন বললেন।

"অবশ্যই পারে। কিন্তু আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। কম্পিউটারের ভুল হলে মানুষ তা দ্রুত উদ্‌ঘাটন করে সংশোধন করতে পারে। একইভাবে মানুষের ভুল হলে কম্পিউটার তা দ্রুত সংশোধন করতে পারে। মানুষ এবং কম্পিউটার একই সাথে ভুল না করলে ভয়ংকর কোনো বিপদ হবে না। এবং সেইধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কম্পিউটার বা মানুষ তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ কাজ কখনোই পাওয়া যায় না।"

"কম কিন্তু একেবারে যে ঘটেনি সেটা বলা যাবে না, ঠিক?"

"হ্যাঁ, কম ঘটেছে কিন্তু একেবারে ঘটেনি সেটা বলা যাবে না।"

"সবাই এই কথাই বলে।" মুচকি একটু হাসলেন সেলডন।

"না না, আমি পুরনো স্বর্ণযুগের কথা বলছি না, আমি পরিসংখ্যানের কথা বলছি।"

হামিন যে অবক্ষয়ের কথা বলেছিল সেটা আবার মনে পড়ল সেলডনের।

"আমি যা বলছি তার প্রমাণ ঐ যে।" গলা নামিয়ে লিনডর বলল। "C-3 লেভেলে বেশ কয়েকজন কর্মী দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অথচ ওদের নিজ নিজ পোস্টে থাকার কথা, তা না করে পান করছে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী পান করছে?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"বিশেষ ধরনের তরল, দেহ থেকে যে ইলেকট্রোলাইট বেরিয়ে যায় তা পূরণ করার জন্য। ফলের রস।"

"ওদের আপনি দোষ দিতে পারেন না, পারেন কি? এইরকম প্রচণ্ড গরমে কিছুক্ষণ পরপরই পানি খেতে হবে।"

"আপনি কী জানেন কর্মীরা এক গ্লাস পানি খেতে কত সময় লাগিয়ে দেয়? অবশ্য কিছু করারও নেই। বাধা দিলেই ধর্মঘট শুরু করে দেবে।"

কর্মীদের গ্রুপে নারী-পুরুষ উভয়ই আছে। (ডাহ্‌লে সম্ভবত নারী-পুরুষের সমান অধিকার, কোনো বৈষম্য নেই।) নারী পুরুষ কারো পরনেই শার্ট নেই। মেয়েরা বুকে একটুকরো কাপড় বেঁধে রেখেছে। সেটার মূল উদ্দেশ্য বাতাশ চলাচল এবং ঘাম প্রতিহত করা। টুকরোটা বুকের কিছুই ঢেকে রাখেনি।

সেলডনের কানে ফিসফিস করে ডর্স বলল, "আমার শরীরের ওই জায়গাটা ঘামে জব জব করছে।"

"তাহলে ব্রেসিয়ার খুলে ফেল। আমি বাধা দেব না।"

"আমি জানি তুমি বাধা দেবে না।" ব্রেসিয়ার যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিল ডর্স। বলল, "ওরা কোনো মন্তব্য করলে আমি সহ্য করে নেব।"

"ধন্যবাদ" লিনডর বলল।" মন্তব্য করবে না সেরকম প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারব না। –কিন্তু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। যদি মনে করে আপনারা আসলে পরিদর্শক তখন আরো বেশি বাক্যালাপ ব্যবহার করবে।"

দুই হাত উপরে তুলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, "হিটসিঙ্কারস্‌, আমাদের এখানে কিছু অতিথি এসেছেন—দুজন আউটওয়ার্ল্ডার এবং স্কলার। উনাদের গ্রহে এনার্জির ভীষণ অভাব। তাই ডাহ্‌লে দেখতে এসেছেন আমরা কীভাবে এনার্জি উৎপাদন করি। আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে চাইছেন।"

"কীভাবে ঘামতে হয় সেটাই শিখবে," একজন হিটসিংকার বলল, কর্কশ হাসিতে ফেটে পড়ল পুরো দলটা।

"এরই মধ্যে ওর বুক ঘামে জব জব করছে," মেয়েদের একজন চিৎকার করে বলল, "যেভাবে ঢেকে রেখেছে।"

পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল ডর্স, "আমি এখনই খুলে ফেলতে পারি কিন্তু আমার বুক তোমারটার মতো চমৎকার না," মুহূর্তেই একটা আন্তরিক পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল।

কিন্তু তরুণদের একজন সামনে বাড়ল, গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলডনের দিকে। রুক্ষ নির্দয় চেহারা তার। বলল, "আমি আপনাকে চিনি। আপনি গণিতবিদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোভাবে দেখার জন্য আরেকটু সামনে বাড়ল সে। ডর্স ঝট করে সেলডনের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়ানো লিনডর বলল, "সরে যাও, হিটসিঙ্কার সংযত হও।

"দাঁড়াও," বললেন সেলডন। "ওকে কথা বলতে দাও। সবাই এভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেন?"

নিচু স্বরে লিনডর বলল, "আরেকটু কাছে আসলে আপনি টের পাবেন যে ওর গা থেকে ফুলের গন্ধ আসছে না।"

"সেটা আমার মাথা ব্যথা," বিরক্ত সুরে বললেন সেলডন। "ইয়ং ম্যান, কী চাও তুমি?"

"আমার নাম এমারিল, ইউগো এমারিল। আমি আপনাকে হলোভিশনে দেখেছি।"

"দেখতেই পারো, কী হয়েছে তাতে?"

"আপনার নামটা আমার মনে নেই।"

"মনে রাখার দরকারও নেই।"

"আপনি সাইকোহিস্টোরি বা এই ধরনের কী একটা নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"

"তুমি তো জাননা কত বড় ভুল করেছি।"

"কী?"

"কিছু না, তুমি কী চাও?"

"একটু কথা বলতে চাই, এখুনি।"

লিনডরের দিকে তাকালেন সেলডন। সে দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, "শিফট চলাকালীন সম্ভব হবে না।"

"তোমার শিফট কখন শুরু হয়, মিস্টার এমারিল?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"ষোল শ ঘণ্টায়।"

আগামীকাল চৌদ্দ শ ঘণ্টায় আমার সাথে দেখা করতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই, কোথায়?"

এবার ঘুরলেন টিসালভারের দিকে, "ওকে আপনার বাড়িতে আসতে বলি?"

টিসালভারকে অসন্তুষ্ট দেখালো। "তার কোনো প্রয়োজন নেই। ও তো একটা হিটসিঙ্কার ছাড়া আর কিছু না।"

"যাই হোক, আমাকে সে চিনতে পেরেছে। তার ভেতরে নিশ্চয়ই কিছু অসাধারণত্ব আছে। নিজের কামরায় ওর সাথে আমি দেখা করব।" তারপরও টিসালভারের চেহারা থেকে অখুশি ভাবটা দূর হলো না দেখে আবার বললেন, "নিজের কামরায়, যার জন্য আপনাকে ভাড়া দিচ্ছি। তাছাড়া সেই সময় আপনি কাজে থাকবেন, এপার্টমেন্টের বাইরে।"

নিচু গলায় টিসালভার বলল, "আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা আসলে আমার স্ত্রী ক্যাসিলিয়াকে নিয়ে। ও মেনে নেবে না।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি কথা বলব," হাসিমুখে বললেন সেলডন। "উনাকে মানতেই হবে।"

৬৪.

কথাটা শুনেই মিসট্রেস টিসালভারের চোখ দুটো বিশাল আকৃতি ধারণ করল, "হিটসিঙ্কার? আমার বাড়িতে!"

"অসুবিধা কী? তাছাড়া সে তো আমার ঘরে আসবে।" বললেন সেলডন। "চৌদ্দ শ ঘণ্টায়।"

"কোনদিনও না। জানতাম হিটসিঙ্কে গেলে একটা বিপত্তি ঘটবেই। জর্ড একটা বোকা।"

"মোটেই না, মিসট্রেস টিসালভার। আমাদের অনুরোধেই তিনি গিয়েছিলেন এবং আমরা কিন্তু বেশ আনন্দ পেয়েছি। এই লোকটার সঙ্গে আমার কথা বলতেই হবে যেহেতু এটা আমার কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"

"হলেও আমার কিছু করার নেই। দুঃখিত। কিন্তু এখানে কোনো হিটসিঙ্কারকে আমি ঢুকতে দেব না।"

হাত তুলল ডর্স, "হ্যারি, আমাকে সামলাতে দাও।" "মিসট্রেস টিসালভার ড. সেলডন যদি আজ বিকালে কারো সাথে নিজের কামরায় দেখা করে, তাহলে অতিরিক্ত একজন লোকের জন্য স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত ভাড়া পাবেন আপনি। তাই শুধু আজকের জন্য ড. সেলডনের ঘরের দ্বিগুণ ভাড়া দেব আমরা।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করল মিসট্রেস টিসালভার। "সেটা আপনাদের দয়া। কিন্তু ক্রেডিটই সব কিছু না। প্রতিবেশীরা দেখবে। নোংরা, ঘামে ভেজা– "

"আমার মনে হয় না চৌদ্দ শ ঘণ্টায় সে নোংরা আর ঘামে ভেজা থাকবে। কিন্তু পরিস্থিতিটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। যেহেতু লোকটার সাথে ড. সেলডনকে দেখা করতেই হবে, সেহেতু এখানে না হলে অন্য কোথাও যেতে হবে। অথচ এদিক সেদিক ছুটে বেড়ানোটা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আমাদেরকে অন্য কোথাও ঘর ভাড়া নিতে হবে। জানি কাজটা কঠিন এবং আমরা তা করতেও চাই না কিন্তু বাধ্য হব। আজ পর্যন্ত যত ভাড়া হয়েছে সেটা পরিশোধ করে দিয়েই আমরা চলে যাবো এবং অবশ্যই মাস্টার হামিনকে আমাদের চলে যাওয়ার কারণটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।"

"দাঁড়ান।" মনে মনে হিসাব কষতে লাগল মহিলা। "মাস্টার হামিনকে আমরা অসন্তুষ্ট করতে চাই না... আপনাদেরকেও না। জঘন্য প্রাণীটা কতক্ষণ থাকবে?"

"আসবে চৌদ্দশ ঘণ্টায়। ষোলশ ঘণ্টায় কাজে যেতে হবে। দুই ঘণ্টারও কম সময় থাকবে সে এখানে। আমরা দুজন একসাথে তাকে ভেতরে নিয়ে আসব, সোজা চলে যাব ড. সেলডনের ঘরে। প্রতিবেশীদের কেউ দেখলে মনে করবে সে আমাদেরই আউটওয়ার্ল্ডার বন্ধু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নাড়ল মিসট্রেস টিসালভার। "ঠিক আছে। আপনারা যেভাবে বলছেন সেভাবেই হবে এবং হিটসিঙ্কারটা শুধু এই একবারই আসবে।"

"একবারই আসবে," প্রতিশ্রুতি দিল ডর্স।

পরে নিজেদের কামরায় বসে ডর্স জিজ্ঞেস করল, "তুমি লোকটার সাথে কেন দেখা করতে চাও, হ্যারি? সাইকোহিস্টোরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ?"

সেলডন ভাবলেন ডর্স তাকে ব্যঙ্গ করছে। বিরক্ত সুরে বললেন, "আমার এই বিশাল প্রজেক্টে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই এবং এই প্রজেক্ট সফল হবে সেটাও আমি বিশ্বাস করি না। আমি সাধারণ একজন মানুষ, আমারও কৌতূহল আছে। হিটসিঙ্কাররা কেমন হয় তুমি তো দেখলেই। একেবারেই অশিক্ষিত। অথচ তাদেরই একজন আমাকে চিনতে পেরেছে। এমনকি সে 'সাইকোহিস্টোরী' শব্দটাও মনে রেখেছে। লোকটাকে আমার অন্য রকম মনে হয়েছে– মনে হয়েছে গোবরে পদ্মফুল– আর আমি লোকটার সাথে কথা বলতে চাই।"

"কারণ ডাহ্‌ল এর একজন হিটসিঙ্কার পর্যন্ত তোমাকে চিনতে পেরেছে এজন্য তুমি আসলে প্রচণ্ড খুশি।"

"বেশ... হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আমি একই সাথে কৌতূহলী।"

"কিন্তু ভেবে দেখেছ যে লোকটাকে কেউ হয়তো শিখিয়ে দিয়েছে যেন তোমাকে আবার কোনো সমস্যার দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।"

নাক কুঁচকালেন সেলডন। "আমার চুল স্পর্শ করার সুযোগও তাকে দেব না। আর এবার আমরা তৈরি থাকব, তাই না। তাছাড়া, তুমি আমার সাথে থাকবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, তুমি আমাকে আপারসাইডে একা যেতে দিয়েছ, রেইনড্রপ ফরটি থ্রির সাথে একা মাইক্রোফার্মে যেতে দিয়েছ, কিন্তু এবার আর সেটা করবে না, তাই না।"

"তুমি এক শ ভাগ নিশ্চিত থাকতে পারো যে এবার তোমাকে আমি সেই সুযোগ দেব না।"

"বেশ, লোকটার সাথে আমি কথা বলব আর তুমি খেয়াল রাখবে সে ফাঁদে ফেলার কোনো চেষ্টা করছে কী না। তোমার উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে।"

৬৫.

চৌদ্দ শ ঘণ্টার কয়েক মিনিট আগেই পৌছে গেল এমারিল। লাজুক দৃষ্টিতে চোখ বুলাচ্ছে চারপাশে। চুলগুলো সুন্দরভাবে আচড়ানো, গোঁফেও চিরুনি বুলিয়েছে, দুই ঠোঁটের প্রান্তে এসে সেগুলো আবার সামান্য বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। তার হাতে একটা ব্যাগ।

সেলডন আর ডর্স অপেক্ষা করছিলেন বাইরে। এমারিল পৌছতেই দুজন দুপাশ থেকে ধরে তাকে নিয়ে দ্রুত অ্যালিভেটরে উঠলেন। নির্দিষ্ট লেভেলে পৌছে একটার পর একটা এপার্টমেন্ট পেরিয়ে চট্ করে ঢুকে পড়লেন সেলডনের কামরায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বাড়িতে কেউ নেই?" নিচু এবং ভীতু স্বরে জিজ্ঞেস করল এমারিল।

"সবাই ব্যস্ত," স্বাভাবিক সুরে বললেন সেলডন। কামরার একমাত্র চেয়ারটাতে বসতে বললেন।

"না," এমারিল বলল। "আমার দরকার নেই। আপনাদের দুজনের একজন ওটাতে বসতে পারেন।" হাঁটু ভেঙ্গে সরাসরি মাটিতে বসে পড়ল সে।

ডর্সও অনুরূপ ভঙ্গিতে বসল, কিন্তু সেলডন বসতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন।

"তো, ইয়ং ম্যান, আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছ কেন?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"কারণ আপনি একজন গণিতবিদ। আপনি প্রথম গণিতবিদ যাকে আমি প্রথম দেখেছি– এত কাছ থেকে– স্পর্শ করার মতো কাছ থেকে।"

"গণিতবিদরা সবার মতোই মানুষ।"

"আমার কাছে না, ড. ... ড. সেলডন।"

"ওটাই আমার নাম।"

এমারিলকে খুশি দেখাল। "শেষ পর্যন্ত মনে পড়েছে। –জানেন, আমিও গণিতবিদ হতে চেয়েছিলাম।"

"বেশ ভালো কথা। হলে না কেন?"

ভুরু কুঁচকালো এমারিল। "আপনি সত্যিই জানতে চান?"

"নিশ্চয়ই কোনো কারণে হতে পারনি। হুঁ, আমি সত্যিই জানতে চাই।

"হতে পারিনি কারণ আমি একজন ডাহ্‌লাইট। ডাহ্‌ল এর একজন হিটসিঙ্কার। প্রকৃত শিক্ষা লাভের অর্থ আমার কাছে ছিল না, কখনো হবেও না। ওরা শুধু আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে পড়তে হবে, সাইফার করতে হবে, আর কম্পিউটার চালাতে হবে। হিটসিঙ্কারের জন্য এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি আরো জানতে চাই। তাই নিজে নিজেই শিখেছি।"

"অনেক ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায়। কীভাবে শিখেছ?"

"একজন লাইব্রেরীয়ানকে চিনতাম। তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। চমৎকার একজন মহিলা। আমাকে শিখিয়েছেন কীভাবে কম্পিউটারের সাহায্যে গণিত শিখতে হয়। একটা সফটওয়্যার তৈরি করে দিয়েছিলেন যেন অন্যান্য লাইব্রেরির সাথেও যোগাযোগ রাখতে পারি। ছুটির দিনে বা শিফটের আগে সকালে আমি তার ওখানে যেতাম। মাঝে মাঝে নিজের কামরায় আমাকে রেখে বাইরে থেকে তালা দিয়ে যেতেন যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে। মহিলা ছিলেন বৃদ্ধ। আমাকে বোধহয় নিজের ছেলে ভাবতেন। তার নিজের কোনো সন্তান ছিল না।"

(অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে, ভাবলেন সেলডন। পর মুহূর্তেই মাথা থেকে বের করে দিলেন। তার কোনো ব্যাপার না।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সংখ্যাতত্ত্ব আমার খুব ভালো লাগে," এমারিল বলল। "বুক ফিল্ম এবং কমিপউটার থেকে যা শিখেছি তার সাহায্যে আমি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কিছু সমাধান বের করেছি যা কোনো বুক ফিল্মেই নেই।"

একটা ভুরু উঁচু করলেন সেলডন। "চমৎকার। কী রকম সমাধান?"

"আপনাকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি। এর আগে কাউকেই দেখাইনি। আমার চারপাশে যে মানুষরা আছে তারা হয় হাসবে নয়তো বিরক্ত হবে। এক বান্ধবীকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। সে রাগ করে সম্পর্কই শেষ করে দেয়। আপনাকে দেখালে কিছু মনে করবেন?"

"কিছু মনে করব না। দাও।"

এমারিল সামান্য একটু দ্বিধা করে সাথে নিয়ে আসা ব্যাগটা সেলডনের বাড়ানো হাতে তুলে দিল।

দীর্ঘ সময় নিয়ে এমারিলের কাগজগুলো দেখলেন তিনি। কাচা হাতের কাজ। কিন্তু মুখে হাসি ফুটতে দিলেন না। প্রতিটি ডেমনস্ট্রেশন মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। কোনোটাই নতুন নয়– এবং গুরুত্বহীন।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না।

দেখা শেষ করে মুখ তুললেন তিনি। "তুমি নিজে সবগুলো করেছ?"

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এমারিল।

বেশ অনেকগুলো পৃষ্ঠা উল্টে একটা গাণিতিক সমাধানের উপর আঙ্গুল রাখলেন সেলডন, "তুমি এভাবে সমাধান করেছ কেন?"

এমারিল সামনে ঝুঁকে দেখল, কিছুক্ষণ চিন্তা করে কেন এভাবে সমাধান করেছে সেটা ব্যাখ্যা করল।

জিজ্ঞেস করলেন সেলডন, "এ্যাজেন্ট বাইজেল এর লেখা কোনো বই পড়েছ কখনো?"

"সংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে লেখা?"

"বইটার নাম হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ডিডাকশন। শুধু সংখ্যাতত্ত্বই নয় আরো অনেক কিছুই আছে।"

"না, পড়িনি।"

"তিনশ বছর আগে এই সমাধানগুলো তিনি করে গেছেন।"

এমারিলকে দেখে মনে হলো কেউ তার পেটে প্রচণ্ড ঘুষি মেরেছে। "আমি জানতাম না।"

"সেই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য তুমি বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান করেছ। যাই হোক সবগুলোর অনেকগুলো কপি তৈরি করবে। খেয়াল রাখবে যেন অন্তত একটা সেঁটে কোনো অফিসিয়াল কম্পিউটারের তারিখ এবং সিল থাকে। আমার বন্ধু মিসট্রেস ভেনাবিলি তোমাকে স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেবে। টিউশন ফী লাগবে না বরং বৃত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। সব প্রথম থেকে শুরু করতে হবে তোমাকে। গণিতের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও– "

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এরই মধ্যে এমারিল এর দম বন্ধ হয়ে গেছে। "স্ট্রিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ে? ওরা আমাকে নেবে না।"

"কেন? ডর্স, তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে না?"

"অবশ্যই পারব।"

"না, পারবেন না," রেগে গেল এমারিল। "ওরা আমাকে নেবে না। কারণ আমি ডাহ্লাইট।"

"তো?"

"ডাহ্লের কাউকেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেয়া হয় না।"

ডর্সের দিকে তাকালেন সেলডন, "কী বলছে।"

মাথা নাড়ল ডর্স। "আমি নিজেও বুঝতে পারছি না"

"আপনি তো আউটওয়ার্ল্ডার, মিসট্রেস। স্ট্রিলিং এ কতদিন আছেন?"

"তা প্রায় দু বছর, মি. এমারিল।"

"এর মাঝে কোনো ডাহ্লাইটকে কখনো দেখেছেন– খর্বাকৃতির, কোঁকড়ানো চুল, বিরাট গোঁফ।"

"ওখানে নানা বর্ণের নানা চেহারার শিক্ষার্থী আছে।"

"কিন্তু কোনো ডাহ্লাইট নেই। আবার যখন ওখানে যাবেন তখন ভালোভাবে খেয়াল করবেন।"

"কেন নেই?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"ওরা আমাদের পছন্দ করে না, আমাদের গোঁফ পছন্দ করে না। আমরা দেখতে অন্যরকম।"

"আপনি প্রতিদিন শেভ– " কিন্তু ডাহ্লাইটের আগুন-ঝরা দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গেলেন তিনি।"

"কখনোই না। কেন করব? গোঁফ হচ্ছে আমার পৌরুষের প্রতীক।"

"আপনি তো দাড়ি কামান। ওটাইতো পৌরুষের প্রতীক।"

"আমাদের কাছে গোঁফটাই পৌরুষের প্রতীক।"

ডর্সের দিকে ঘুরে বিড়বিড় করে সেলডন বললেন, "টাক মাথা, গোঁফ... পাগলামি।"

"কী?" প্রচণ্ড রেগে গেল এমারিল।

"কিছু না। ডাহ্লাইটদের আর কী ওরা পছন্দ করে না।"

"ওরাই ঠিক করে নেয় কোনটা পছন্দ করবে না। ওরা বলে আমাদের গায়ে দুর্গন্ধ, আমরা নোংরা, আমরা চুরি করি, আমরা মারামারি করি, আমরা কানে শুনি না।"

"কেন বলে?"

"কারণ বলা সহজ আর এসব বলে মনে শান্তি পায়। আমাদের যেহেতু হিটসিঙ্কে কাজ করতে হয় সেহেতু দুর্গন্ধ হবেই, নোংরা লাগবেই। আমরা যেহেতু দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিত সেহেতু দুএকজন তো চুরি করবেই, মারামারি করবেই। ইম্পেরিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্টরের লম্বা, হলুদ চুলের ফুল বাবুরা কী করে। নিজেদের মনে করে গ্যালাক্সির মালিক– হয়তো তাই। কিন্তু ওরা কী কখনো চুরি করে না, মারামারি করে না? আমার মতো কাজ করলে ওদের গায়েও দুর্গন্ধ হতো। আমার মতো বাস করলে ওদের গায়েও নোংরা লাগত।"

"সব জায়গাতে সব ধরনের মানুষই থাকে। এটা কী কেউ অস্বীকার করতে পারবে?"

"এই বিষয়ে তো কেউ তর্ক করে না! ওরা ধরেই নিয়েছে যে আমরা অসভ্য, বর্বর। মাস্টার সেলডন, আমাকে ট্র্যানটর ছেড়ে যেতে হবে। এখানে ক্রেডিট উপার্জন করার কোনো সুযোগ আমার নেই, লেখা পড়া শেখার কোনো সুযোগ নেই, গণিতবিদ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। শুধু হতে পারব... মূল্যহীন একজন মানুষ।" শেষ কথাটায় প্রচণ্ড হতাশা এবং ক্ষোভ ঝরে পড়ল।

যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন সেলডন, "যার কাছ থেকে এই ঘর আমি ভাড়া নিয়েছি সেও ডাহ্লাইট তার ভালো একটা চাকরি আছে। সে শিক্ষিত।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" অবজ্ঞার সাথে বলল এমারিল। "দুই একজনকে সুযোগ দেয় যেন বলতে পারে যে আমরা কাউকে ঠকাই না। আর দুই একজনও ভালোভাবেই জীবনযাপন করতে পারবে যতক্ষণ ওরা ডাহ্লে থাকবে। ডাহ্ল ছেড়ে বাইরে যাক দেখবেন কেমন ব্যবহার পায়। আর এখানে যতক্ষণ থাকে তখন ওরাও নিজেদেরকে হলুদ চুলের ফুলবাবু মনে করে আর আমাদেরকে মনে করে নোংরা জীবাণু। আপনি একজন হিটসিঙ্কারকে নিয়ে আসছেন শুনে আপনার বাড়িওয়ালা কী বলেছিল?"

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন সেলডন। "তোমার কথা আমি ভুলব না। চেষ্টা করে দেখব আমার নিজের গ্রহ হ্যালিকনে তোমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করা যায় কী না। আমি যখন ওখানে ফিরব।"

"আপনি কথা দিচ্ছেন? মনে থাকবে তো? ডাহ্লাইট হওয়ার পরেও আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?"

"তুমি ডাহ্লাইট সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তুমি এরই মধ্যে গণিতবিদ হয়ে উঠেছ। কিন্তু এখনো বুঝতে পারছি না তোমাদের মতো সরল সহজ মানুষের সাথে কীভাবে এত দুর্ব্যবহার অন্যরা করে।"

তিক্ত স্বরে এমারিল বলল, "কারণ আপনি কখনো জানতে আগ্রহী হননি। আপনার নাকের নিচেই এধরনের ঘটনা ঘটে যাবে অথচ কিছুই খেয়াল করবেন না।"

"মি. এমারিল আপনাকে বুঝতে হবে যে ড. সেলডন একজন গণিতবিদ। সব সময় বিভিন্ন রকম হিসাব নিকাশ নিয়ে তার মাথা বোঝাই হয়ে থাকে। অনেক কিছুই তিনি খেয়াল করেন না। কিন্তু আমি ইতিহাসবিদ। আমি জানি যে মানুষে মানুষে এমন রেষারেষি সবসময়ই ছিল এবং অনেক সময় তা এত ভয়ংকর হয়ে উঠে যে ইতিহাসই পাল্টে যায়। এটা খুবই খারাপ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"খুবই খারাপ এটা বলা খুবই সহজ। বলছেন পছন্দ করেন না এটা আপনার ভালো মনেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এখান থেকে যখন চলে যাবেন, নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সব ভুলে যাবেন আপনি। 'খুব খারাপ' বলার চেয়ে এটা আরো জঘন্য। আমরা সবাই এক। হলুদ-চুল, কালো চুল, লম্বা-বেটে, ইস্টার্নার, ওয়েস্টার্নার, সাউদার্নার, আউট ওয়ার্ল্ডার সবাই সমান। আমরা সবাই, আমি, আপনি, এমনকি সম্রাট নিজেও পৃথিবীর মানুষের বংশধর, তাই না?"

"কীসের বংশধর?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। বিস্ফারিত চোখে তাকালেন ডর্সের দিকে।

"পৃথিবীর মানুষের।" চিৎকার করল এমারিল। "সেই একমাত্র গ্রহ যেখানে মানব জাতির উৎপত্তি হয়েছিল।

"একমাত্র গ্রহ? একটাই গ্রহ?"

"একমাত্র গ্রহ। কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবী।"

"পৃথিবী অর্থাৎ অরোরা, তাই না?"

"অরোরা, সেটা আবার কী?– আমি বলছি পৃথিবী। আপনি শোনেন নি কখনো?"

"না।"

"কিংবদন্তীর এক গ্রহ।" শুরু করল ডর্স, "সেটা–"

"মোটেই কিংবদন্তীর গ্রহ নয়। সত্যিকারের গ্রহ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। "এরকম কথা বহুবার শুনেছি। ঠিক আছে আবার শোনা যাক। নিশ্চয়ই কোনো ডাহলাইট বুক আছে যেখানে পৃথিবীর গল্প বলা হয়েছে?"

"কী?"

"তাহলে নিশ্চয়ই কম্পিউটারের সফট্ওয়্যার?"

"কী বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"ইয়ং ম্যান, পৃথিবীর কথা তুমি কীভাবে জেনেছ?"

"আমার বাবা বলেছে, সবাই তো জানে।"

"এমন কেউ কী আছে যে বিশেষ করে পৃথিবীর কথাই জানে? এগুলো কী স্কুলে তোমাদের শেখানো হয়েছে?"

"স্কুলে এক বর্ণও শেখানো হয় না।"

"তাহলে তোমরা কীভাবে জানো?"

এমারিল এমনভাবে কাঁধ নাড়ল যেন আজেবাজে বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। "জানে সবাই। আরো বেশি গল্প শুনতে চাইলে মাদার রিটার কাছে যেতে পারেন। বুড়ি মারা গেছে বলে শুনি নি।"

"তোমার মা? অথচ তুমি জান না– "

"বুড়ি আমার মা নয়। সবাই তাকে এই নামেই ডাকে– মাদার রিটা। থাকে বিলিবটনে। অন্তত থাকত এটাই জানতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোথায় সেটা?"

"ওই ওদিকে।" অস্পষ্টভাবে একটা দিকে ইশারা করল এমারিল।

"কীভাবে যেতে হবে?"

"ওখানে যাবেন? কাজটা ঠিক হবে না। গেলে আর ফিরে আসতে পারবেন না।"

"কেন?"

"বিশ্বাস করুন। গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবেন না।"

"কিন্তু মাদার রিটার সাথে আমাকে দেখা করতে হবে।"

মাথা নাড়ল এমারিল। "আপনি ছুরি চালাতে পারেন?"

"কেন? কী ধরনের ছুরি?"

"এটার মতো।" বেল্টের খাপ থেকে একটা ছুরি বের করল সে।

ডর্স ঝট করে তার কব্জি চেপে ধরল।

হাসল এমারিল। "আপনাদের মারার জন্য বের করিনি।" ছুরিটা আবার জায়গামতো রেখে দিল। "শুধু দেখানোর জন্য বের করেছি। আত্মরক্ষার জন্য আপনাদেরও এই জিনিস লাগবে। যদি আপনাদের কাছে এইরকম ছুরি না থাকে বা থাকলেও যদি না জানেন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে বিলিবটন থেকে বেঁচে ফিরতে পারবেন না। যাই হোক–" হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল সে– "আমাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আপনি সত্যি সিরিয়াস, মাস্টার সেলডন?"

"অবশ্যই সিরিয়াস। আমি তোমাকে কথা দিয়েছি। তোমার নাম আমাকে লিখে দাও আর কীভাবে তোমাকে হাইপার কম্পিউটারে খুঁজে পাব বল। নিশ্চয়ই কোনো কোড আছে?"

"হিট সিঙ্কের একটা নাম্বার আছে। চলবে তাতে?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ," আন্তরিক দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকালো এমারিল। "আমার ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনার উপর, মাস্টার সেলডন। দয়া করে বিলিবটনে যাবেন না। এই মুহূর্তে আপনাকে হারালে আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে।" এবার করুণ দৃষ্টিতে তাকালো ডর্সের দিকে। "আপনার কথা উনি শুনবেন, মিসট্রেস ভেনাবিলি। উনাকে বিলিবটনে যেতে দেবেন না। প্লিজ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলিবটন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাহ্‌ল... অদ্ভুত হলেও সত্যি যে এই সেক্টরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্থান হলো বিলিবটন। এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধিও প্রায় কিংবদন্তীর মতো। অসংখ্য গল্প, উপকথা, রূপকথা ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলকে ঘিরে, যার মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে সেইসব সাহসী অভিযাত্রীরা (বা ভিকটিম) যারা বিপজ্জনক এই অঞ্চল পাড়ি দিয়েছিল বা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। হ্যারি সেলডন এবং ডর্স ভেনাবিলিকে নিয়েও এইরকমই একটা গল্প প্রচলিত আছে...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৬৬.

এমারিল চলে যাওয়ার পর ডর্স জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী আসলেই এই মাদারের সাথে দেখা করতে চাও, হ্যারি?"

"ভাবছি, ডর্স।"

"তুমি সত্যি অদ্ভুত, হ্যারি। দিনে দিনে আরো জঘন্য হয়ে উঠছ। স্ট্রিলিং-এ থাকার সময় আপারসাইডে গেলে। আপারসাইডে তা বিপজ্জনক ছিল না মোটেই। এবং যাওয়ার পেছনে যথেষ্ট ভালো কারণ ছিল। মাইকোজেনে তুমি এল্ডারদের বাসস্থানে ঢুকে পড়লে। কাজটা ছিল অনেক বেশি বিপজ্জনক এবং যুক্তিহীন। আর ডাহ্‌লে তুমি বিলিবটনে যেতে চাইছ। এবং এমারিলের মতে তা হবে স্রেফ আত্মহত্যা।"

"আমি পৃথিবীর বিষয়ে কৌতূহলী– আদতেই কিছু আছে কী না সেটা আমাকে জানতেই হবে।"

"পৃথিবীর ব্যাপারটা একটা কিংবদন্তী এবং জনপ্রিয় কিছু না। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন গ্রহে হয়তো বিভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয় কিন্তু বিষয়বস্তু একই। বহুযুগ থেকেই একটা গ্রহ আর সোনালি অতীতের গল্প মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ধরা হয় যে ঐ গ্রহটাই অরিজিনাল ওয়ার্ল্ড। শুধু এই গ্রহেই– এই একটা গ্রহেই জানা অজানা সকল জীব প্রজাতির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল। পুরো গ্যালাক্সিতেই একটা অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কোনো এক সুদূর অতীতে সমাজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সরল এবং নীতিপরায়ণ। বর্তমান গ্যালাক্সির প্রতিটি সমাজের বাসিন্দারা মনে করে যে তাদের সমাজ ব্যবস্থা– তা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই সরল হোক না কেন– সেটাই সব থেকে জটিল এবং পাপাচারপূর্ণ। তোমার সাইকোহিস্টোরির গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। ডাইরিতে লিখে রাখো।"

"যাই হোক," সেলডন বললেন, "আমাকে ধরে নিতেই হবে যে কোনো এক সময় একটা গ্রহ ছিল। অরোরা... পৃথিবী... যে নামই হোক। সত্যি কথা বলতে কী–" চুপ করে কী যেন চিন্তা করতে লাগলেন তিনি।

বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যাবার পর ডর্স জিজ্ঞেস করল, "বলো?"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "মাইকোজেনে তুমি গল্প শুনিয়েছিলে, মনে আছে? আমি নাম দিয়েছি হ্যান্ড-অন-থাই স্টোরি। রেইনড্রপ ফরটি থ্রীর কাছ থেকে পবিত্র গ্রন্থ পাওয়ার পর পরই... কিছুদিন আগে সন্ধ্যায় টিসালভারদের সাথে কথা বলার সময় হঠাৎ গল্পটা আমার মনে পড়ে। আমি যেন কী একটা কথা বলেছিলাম, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তোমার কাছে শোনা গল্পটার কথা মনে পড়ে, এবং সেটা আমাকে আরো একটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, মাত্র এক পলকের জন্য– "

"কী মনে করিয়ে দিয়েছিল?"

"আমার মনে নেই। চিন্তাটা মাথায় যেমন দ্রুত এসেছিল সেরকম দ্রুতই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখনই আমি সিঙ্গেল ওয়ার্ল্ডের কথা চিন্তা করি কেন যেন মনে হয় যে আমি সমাধানটা পেয়েই আবার হারিয়ে ফেলছি।"

ডর্স অবাক হয়ে গেল সেলডনের কথা শুনে। "তোমার কথা বুঝতে পারছি না। পৃথিবী বা অরোরার সাথে হ্যান্ড-অন-থাই স্টোরির কোনো সম্পর্ক নেই।"

"জানি, কিন্তু এটা... ঐ যে সমাধানটা মাথায় এসেও চট্ করে হারিয়ে যায়, মনে হচ্ছে তার সাথে সিঙ্গেল ওয়ার্ল্ডের একটা সম্পর্ক আছে। তাই যেভাবেই হোক এই গ্রহের সবকিছু আমাকে জানতে হবে। এবং... রোবটের ব্যাপারেও।"

"রোবটও আছে? আমি তো ভেবেছিলাম এল্ডারদের বাসস্থানের পরেই তার সমাপ্তি ঘটেছে।"

"মোটেই না। আমি এখনো ওগুলো নিয়ে ভাবছি।" অনেকটা সময় অস্বস্তি নিয়ে ডর্সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, "কিন্তু আমি নিশ্চিত নই।"

"কোন বিষয়ে নিশ্চিত নও, হ্যারি?"

তিনি শুধু মাথা নাড়লেন, কোনো জবাব দিলেন না।

ভুরু কোঁচকালো ডর্স, তারপর বলল, "হ্যারি, তোমাকে একটা কথা বলি। প্রকৃত ইতিহাসে– আমার কথা বিশ্বাস কর– ওয়ার্ল্ড অফ অরিজিন বলে কোনো গ্রহের উল্লেখ নেই। স্বীকার করছি যে এটা অত্যন্ত প্রচলিত একটা বিশ্বাস। শুধু যে মাইকোজেনিয়ান বা ডাহ্লাইটদের মতো অশিক্ষিত মানুষের মাঝেই এই বিশ্বাস প্রচলিত তাও না। অনেক বায়োলজিস্টও এটা বিশ্বাস করে এবং তারা বৈজ্ঞানিক কোনো যুক্তিতেই করে। ওগুলো আমি বুঝি না তাই বলতেও পারব না। ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করে তাদের কাছেও পৃথিবীর বিষয়টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শখের বুদ্ধিজীবী যারা তাদের কাছেও। কিন্তু মৌলিক বা প্রকৃত ইতিহাসে এই বিষয়ের কোনো তথ্য বা প্রমাণ নেই।"

"সম্ভবত এই কারণেই প্রকৃত ইতিহাসে যে তথ্য প্রমাণ আছে তার বাইরেও মনোযোগ দিতে হবে।" সেলডন বললেন। "আমি শুধু একটা ডিভাইস চাই যা সাইকোহিস্টোরিকে আমার জন্য অত্যন্ত সহজ করে দেবে। সেই ডিভাইসটা কী হবে– গাণিতিক কৌশল, ইতিহাস নির্ভর কৌশল নাকি কল্পনাতীত সম্পূর্ণ নতুন একটা কৌশল হবে– তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। যে তরুণের সাথে কিছুক্ষণ আগে কথা বললাম তার যদি সামান্য একটু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থাকত, তাকে আমার সহযোগী করে নিতাম। ছেলেটার চিন্তাভাবনা যথেষ্ট পরিষ্কার এবং নিজস্ব স্বকীয়তা আছে– "

"তুমি তাহলে সত্যি সত্যি ওকে সাহায্য করবে?"

"অবশ্যই। সুযোগ পাওয়া মাত্রই।"

"কিন্তু রাখতে পারবে কিনা সেই ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া কী ঠিক?"

"আমি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাই। আর অসম্ভব প্রতিশ্রুতির কথা তুলেছই যখন সানমাস্টার ফোরটিনকে হামিন কী বলেছিল মনে আছে। বলেছিল যে আমি হয়তো সাইকোহিস্টোরির সাহায্যে ওদের হারানো গ্রহ ফিরিয়ে দেব। সেইরকম সম্ভাবনা শূন্যেরও কম। এমনকি সাইকোহিস্টোরি সম্ভবপর হলেও এইধরনের নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করা যাবে কী না জানি না। আর এটাই সত্যিকার অসম্ভব– প্রতিশ্রুতি।"

ডর্স কিছুটা রেগে গেল। "হামিন আমাদের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছিল, চেষ্টা করছিল যেন সম্রাট এবং ডেমারজেলের হাতে আমরা বন্দী না হই। এবং আমার মনে হয় হামিন সত্যি সত্যিই মাইকোজেনিয়ানদের সাহায্য করতে চায়।"

"আমিও সত্যি সত্যিই ইউগো এমারিলকে সাহায্য করতে চাই। এবং মাইকোজেনিয়ানদের চেয়ে তাকেই সাহায্য করতে পারব বেশি। হামিনের প্রতিশ্রুতি যথার্থ প্রমাণ করার জন্য যত খুশী যুক্তি দেখাও, আপত্তি নেই, কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি নিয়ে সমালোচনা করো না। তাছাড়া ডর্স– " রাগ ঝলকে উঠল সেলডনের চোখে– "মাদার রিটার সাথে আমি দেখা করবই এবং একা যাবো।"

"কক্ষনো না।" দ্বিগুণ তেজে জবাব দিল ডর্স। যদি তুমি যাও, আমিও যাব।"

৬৭.

এমারিল চলে যাওয়ার দু'ঘণ্টা পরে মিসট্রেস টিসালভার মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো। মুখে কিছু বলল না। শুধু ডর্স আর সেলডনের দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা নাড়ল। নিজেদের কামরায় ঢোকার আগে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিল হিটসিঙ্কার তার উপস্থিতির কোনো নিদর্শন রেখে গেছে কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিসালভার ফিরল আরো পরে। ডিনার টেবিলে মিসট্রেস টিসালভার যখন অন্য দিকে ব্যস্ত ছিল সেই ফাঁকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "লোকটা এসেছিল?"

"চলেও গেছে," গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন সেলডন। "আপনার স্ত্রী তখন ঘরে ছিলেন না।"

"আবার আসবে?"

"মনে হয় না।"

"ভালো।"

ডিনারের সময়টা পার হলো নিঃশব্দে। কিন্তু তারপর ছোট মেয়েটা যখন কম্পিউটার অনুশীলনের জন্য নিজের কামরায় ঢুকে গেল সেলডন সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "বিলিবটন এর ব্যাপারে কিছু জানান আমাকে।"

হতভম্ব হয়ে পড়ল টিসালভার। এতই বিস্মিত হলো যে মুখ খুললেও কোনো শব্দ বেরোল না। কিন্তু ক্যাসিলিয়া চুপ থাকতে পারল না।

"আপনাদের নতুন বন্ধু ওখানেই থাকে?" জিজ্ঞেস করল সে। "এবার আপনারাও যাবেন ওখানে?"

"অনেকটা তাই," শান্ত গলায় বললেন সেলডন। "আমি বিলিবটনের কথা জিজ্ঞেস করেছি।"

তীক্ষ্ণ সুরে জবাব দিল ক্যাসিলিয়া, "ওটা একটা বস্তি। গুন্ডা বদমাশরা থাকে। কেউ যায় না ওখানে, শুধু চোর ছ্যাচড় ছাড়া।"

"আমি শুনেছি মাদার রিটা ওখানে বাস করে।"

"এই নামের কাউকে চিনি না," বলেই মুখ বন্ধ করল ক্যাসিলিয়া। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল বিলিবটনে থাকে এমন কারো কথা শুনতে বা এমনকি তার নাম জানতেও সে আগ্রহী নয়।

অস্বস্তির সাথে স্ত্রীর দিকে একবার আড়চোখে তাকালো টিসালভার। বলল, "আমি শুনেছি। ক্ষ্যাপাটে এক বুড়ি। সে নাকি ভবিষ্যৎ বলতে পারে।"

"সে কী বিলিবটনে থাকে?"

"আমি জানি না, মাস্টার সেলডন। বুড়িকে কখনো দেখিনি। ভবিষ্যদ্বাণী করে দু'একবার হলোভিশনের খবর হয়েছিল।"

"ওগুলো কী সত্যি হয়েছিল?"

নাক কুঁচকালো টিসালভার। "ভবিষ্যদ্বাণী কখনো সত্যি হয়? তারটাতো ছিল আরো বেশি অর্থহীন।"

"সে কখনো পৃথিবীর কথা বলেছিল?"

"জানি না। বললেও অবাক হব না।"

"আপনি পৃথিবীর কথা শুনে একবারেই আশ্চর্য হন নি। পৃথিবীর কথা আপনি জানেন?"

এবার টিসালভারকে বিস্মিত দেখালো। "নিশ্চয়ই, মাস্টার সেলডন। বর্তমান মানবজাতি ঐ গ্রহের মানুষদেরই বংশধর... সম্ভবত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সম্ভবত? আপনি বিশ্বাস করেন না?"

"আমি? আমি লেখাপড়া জানা মানুষ। অশিক্ষিত মানুষরা এটা বিশ্বাস করে।"

"পৃথিবীকে নিয়ে কোনো বুক ফিল্ম আছে?"

"বাচ্চাদের গল্পের বইয়ে পৃথিবী নিয়ে অনেক গল্প আছে। ছোট বেলায় একটা গল্প ছিল আমার খুব প্রিয়। শুরুটা ছিল এরকম, 'অনেক অনেক দিন আগে পৃথিবীর বুকে, যখন পৃথিবী ছিল একমাত্র গ্রহ– ' মনে আছে ক্যাসিলিয়া? তুমিও গল্পটা খুব পছন্দ করতে।"

ক্যাসিলিয়া শুধু কাঁধ নাড়ল, জবাব দিল না।

"সুযোগ পেলে আমিও পড়ে দেখব। –কিন্তু আমি বলছি বুক ফিল্ম... আহ্... শিক্ষিত মানুষেরা যেগুলো পড়ে... অথবা ছবি... বা কোনো প্রিন্টআউট।"

"আমার জানা নেই, কিন্তু লাইব্রেরি– "

"সেটা পরে দেখা যাবে। –পৃথিবীর কথা আলোচনা করার উপায় কী, কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে?"

"মানে?"

"আমি বলছি যে আপনাদের এখানে এমন কোনো প্রথা বা সামাজিক নিয়ম আছে যার কারণে পৃথিবীর নাম কখনো মুখে আনা যাবে না, আলোচনা করা যাবে না।"

টিসালভারের বিস্ময় দেখেই জবাবটা পেয়ে গেলেন সেলডন।

আলোচনায় যোগ দিল ডর্স। "[illegible] যারা তাদের জন্য কী বিলিবটনে না যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আইন আছে?"

এবার টিসালভারকে সত্যিকারের আন্তরিক এবং উদ্বিগ্ন দেখালো, "কোনো আইন নেই, কিন্তু ওখানে যাওয়ার চিন্তাটাই বিপজ্জনক। আমি কখনো যাব না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"ভীষণ বিপজ্জনক এলাকা। মানুষগুলো সব হিংস্র, সশস্ত্র। –ডাহ্লে অবশ্য এমনিতেই সবার কাছে অস্ত্র থাকে, কিন্তু বিলিবটনে ওরা অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে। এখানে থাকলে কোনো বিপদ নেই।"

"কতদিন," মুখ কালো করে বলল ক্যাসিলিয়া। "সবচেয়ে ভালো হয় সবাই একসাথে এখান থেকে চলে গেলে। হিটসিঙ্কাররা আজকাল সবখানেই ঢুকে পড়েছে।"

"ডাহ্লের সবাই নিজের কাছে অস্ত্র রাখে মানে?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। "অস্ত্রের ব্যাপারে ইম্পেরিয়াল আইন যথেষ্ট কড়া।"

"জানি," টিসালভার বলল। "কিন্তু আমাদের কাছে স্টান্ট গান, সাইকিকপ্রোব বা অন্য কোনো মারণাস্ত্র নেই। আছে শুধু ছুরি।" বিব্রত দেখালো তাকে।

"আপনি নিজেও সবসময় একটা ছুরি রাখেন, টিসালভার?" ডর্স জিজ্ঞেস করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি?" ভয় পাওয়া গলায় বলল ডাহ্‌লাইট। "আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ আর আমাদের এলাকাটা যথেষ্ট নিরাপদ।"

"বাড়িতে বেশ কয়েকটা ছুরি আছে," আবারো মুখ বাঁকা করে বলল ক্যাসিলিয়া। "এলাকাটা এখন আর সেরকম নিরাপদ মনে হচ্ছে না।"

"সবাই সাথে ছুরি রাখে?"

"প্রায় সবাই, মিসট্রেস ভেনাবিলি। কিন্তু তার মানে এই না যে সবাই তা ব্যবহারও করে।"

"কিন্তু বিলিবটনে ওরা ঠিকই ব্যবহার করে।"

"মাঝে মাঝে। যখন ওরা হিংস্র হয়ে উঠে, মারামারি করে।"

"এবং সরকার এই ব্যাপারে কোনো বাধা দেয় না? ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্টের কথা বলছি।"

"মাঝে মাঝে বিলিবটনের জঞ্জাল সাফ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ছুরি লুকিয়ে রাখা অনেক সহজ। তাছাড়া বেশিরভাগ সময় ডাহ্‌লাইটরাই মারা পড়ে। তাই বোধহয় ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট খুব একটা মাথা ঘামায় না।"

"যদি কোনো বহিরাগত মারা যায়?"

"রিপোর্ট করা হলে তদন্ত হবে কিন্তু কিছুই প্রমাণ হবে না। কারণ সবাই তখন বলবে যে আমি কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি। ফলে কর্মকর্তারা ধরে নেয় যে দোষটা বহিরাগতেরই ছিল। –অনুরোধ করছি বিলিবটনে যাবেন না, এমনকি সাথে ছুরি থাকলেও না।"

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমি সাথে কখনো ছুরি রাখব না। ব্যবহারই করতে জানি না।"

"তাহলে তো কোনো কথাই নেই, মাস্টার সেলডন," সব বুঝে নেয়ার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল টিসালভার। "যাবেন না। যাবেন না ওখানে।"

"সেটাও সম্ভব হবে না," সেলডন বললেন।

বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকালো ডর্স, টিসালভারকে বলল, "ছুরি কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? নাকি আপনাদের কাছ থেকে ধার পাওয়া যাবে।"

দ্রুত বলল ক্যাসিলিয়া, "নিজেরটা ছাড়া অন্যেরটা কেউ ব্যবহার করে না। আপনাকে কিনে নিতে হবে।"

"ছুরির দোকান সবখানেই আছে," টিসালভার বলল। "যদিও থাকার কথা না। ওগুলো তো বেআইনি। গৃহ সামগ্রীর যে কোনো দোকানেই পাবেন। যদি দেখেন যে কোনো দোকানে ডিসপ্লেতে ওয়াশিং মেসিন আছে তাহলে নিশ্চিত ধরে নেবেন যে ওখানেই পাবেন।"

"আর বিলিবটনে কীভাবে যাব?" সেলডন জানতে চাইলেন।

"এক্সপ্রেস ওয়ে দিয়ে।"

"তারপর?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইস্টবাউন্ড সাইডের এক্সপ্রেসওয়েতে চড়বেন তারপর সাইনবোর্ডের দিকে নজর রাখবেন। কিন্তু, মাস্টার সেলডন, যদি যানই মিসট্রেস ভেনাবিলিকে সাথে নেবেন না। মেয়েদের সাথে আরো... জঘন্য আচরণ করা হয়।"

"যাবে না," সেলডন বললেন।

"আমার ধারণা সে যাবে," দৃঢ় গলায় জবাব দিল ডর্স।

৬৮.

দোকান মালিকের গোঁফ এখনো তার তরুণ বয়সের মতো ঘন তবে রংটা ধূসর হতে শুরু করেছে, অবশ্য চুল এখনো কালো। অভ্যাসবশত গোঁফের দুই প্রান্ত আঁচড়াতে আঁচড়াতে ডর্সকে দেখল সে।

"আপনি ডাহ্‌লাইট নন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমার ছুরি প্রয়োজন।"

"কাজটা বেআইনী আপনি জানেন।"

"আমি পুলিশ বা সরকারি এজেন্ট নই। আমি বিলিবটনে যাচ্ছি।"

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ডর্সের দিকে তাকিয়ে থাকল দোকান মালিক। "একা?"

"বন্ধুর সাথে।" বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে কাঁধের উপর দিয়ে সেলডনের দিকে ইশারা করল সে। সেলডন দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

"উনার জন্য কিনছেন?" সেলডনের দিকে তাকিয়ে দোকান মালিক বলল। সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরী হল না তার। "উনিও আউটসাইডার। ভিতরে এসে নিজেই কিনছেনা কেন?"

"সেও সরকারের কোনো এজেন্ট নয়। আর ছুরি আমি নিজের জন্য কিনছি।"

দোকানদার মাথা নাড়ল। "আউটসাইডাররা আসলেই পাগল। তবে আপনি যখন কিছু ক্রেডিট খরচ করতেই চাইছেন আমার নিতে আপত্তি নেই।" নিচু হয়ে তলার একটা কাউন্টার থেকে একটা ছুরি বের করল সে। অভ্যস্ত হাতে ছুরির হাতল ধরে ঝাঁকুনি দিল। চকচকে ধারালো ফলা বেরিয়ে পড়ল।

"এরচেয়ে বড় নেই?"

"মেয়েদের জন্য এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত।"

"পুরুষরা যেরকম ছুরি ব্যবহার করে সেগুলো দেখান।"

"ওগুলো ভীষণ ভারী হবে। আপনি ব্যবহার করতে জানেন?"

"শিখে নেব। আর ওজন নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।"

দোকানদার মুচকি হাসল। "বেশ, আপনি যখন দেখতে চাইছেন– " একেবারে নিচের কাউন্টার থেকে আরো বড় একটা ছুরি বের করল সে। ছোট একটা ঝাঁকুনি দিতেই ধারালো ব্লেড বেরিয়ে পড়ল এবং বোঝা গেল যে এটা আসলে কসাইদের ছুরি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনিসটা ডর্সের হাতে দিল সে, আগে বাড়িয়ে ধরেছে হাতল, এখনো হাসছে।

"আপনি যেভাবে খুলেছিলেন আবার দেখান আমাকে।"

আরেকটা ছুরি নিয়ে ধীরে ধীরে একবার খুলল বন্ধ করল।"

"আরেকবার।"

আদেশ পালন করল দোকানদার।

"ঠিক আছে, এবার বন্ধ করে আমাকে আঘাত করার জন্য শুধু হাতলটা ছুঁড়ে মারুন।"

ভীষণ আস্তে ছুঁড়ল দোকানদার, ডর্স অনায়াসে লুফে নিল, বলল, "আরো দ্রুত, জোরে।"

ভুরু উঁচু করল দোকানদার, তারপর বোঝার কোনো সুযোগ না দিয়েই ছুরিটা ডর্সের দেহের বা অংশের দিকে ছুঁড়ে মারল। ডান দিকে সরার কোনো চেষ্টা করল না ডর্স বরং বা হাত দিয়েই চোখের পলকে ধরে ফেলল। ছুরির ফলা খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেলো। চোয়াল ঝুলে পড়ল দোকানদারের।

"এটাই সবচেয়ে বড়?"

"হ্যাঁ।"

"আরেকটা লাগবে।"

"আপনার বন্ধুর জন্য?"

"আমার নিজের জন্য।"

"দুটো ছুরি ব্যবহার করবেন?"

"আমার দুটো হাত আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল দোকানদার। "মিসট্রেস, আমার অনুরোধ, বিলিবটনে যাবেন না। জানেন না ওখানে মেয়েদের সাথে কী জঘন্য আচরণ করা হয়।"

"অনুমান করতে পারছি। ছুরিগুলো বেল্টে আটকাবো কীভাবে?"

"ওটাতে হবে না। খাপসহ একটা বেল্ট আমি বিক্রি করতে পারি।"

"দুটো ছুরি রাখা যাবে?"

"দুই খাপওয়ালা বেল্ট বোধহয় আছে একটা। আসলে ওগুলো কেউ চায় না।"

"আমি চাইছি।"

"হয়তো আপনার সাইজে হবে না।"

"কেটে বা অন্য কোনোভাবে ঠিক করে নেব।"

"অনেক ক্রেডিট লাগবে।"

"কোনো সমস্যা নেই।"

দোকান থেকে বেরুনোর পর সেলডন তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "এত চওড়া বেল্টে তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।"

"সত্যি, হ্যারি। তোমার সাথে বিলিবটনে যাওয়ার চেয়েও অদ্ভুত। তাহলে চল এপার্টমেন্টে ফিরে যাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। আমি নিজেই যাব। একা গেলেই নিরাপদ থাকব।"

"কোনো লাভ নেই ওসব কথা বলে। হয় দুজনেই পিছিয়ে যাব নয়তো দুজনেই সামনে বাড়ব। কোনো অবস্থাতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।"

ডর্সের নীল চোখের কাঠিন্য, ঠোঁটের দৃঢ়তা এবং ছুরির হাতলে হাত রেখে দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে সেলডন বুঝে নিলেন তর্ক করে লাভ হবে না।

"বেশ," তিনি বললেন, "তবে হামিনের সাথে যখন আবার দেখা হবে তখন তার কাছে সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করার বিনিময়ে শুধু একটা জিনিসই চাইব। সেটা হচ্ছে– যদিও তোমাকে আমি যথেষ্ট পছন্দ করি– তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে।"

এবং হঠাৎ করেই হেসে ফেলল ডর্স। "ভুলে যাও, হ্যারি। ওসব চালাকি করে কোনো ফায়দা হবে না। কোনো কিছুই আমাকে তোমার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?"

৬৯.

বিকাল এবং সন্ধ্যার মাঝামাঝি একটা সময়ে ডর্স আর সেলডন এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে নেমে বিলিবটনের ফুটপাথে পা রাখলেন। একটা সাইনবোর্ডে লেখা বিলিবটন। প্রতিটা বর্ণই আলোকিত। শুধু দ্বিতীয় বর্ণটার আলো প্রায় নিভু-নিভু।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো বিলিবটন ডাহলের অন্যান্য জায়গার মতোই। তবে বাতাসে দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আর ফুটপাথগুলোতে আবর্জনার জঞ্জাল। এবং পরিবেশটাও কেমন যেন উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে।

বোধহয় আশেপাশের মানুষগুলোর কারণে। ফুটপাথে যথেষ্ট মানুষ। তবে তাদের স্বাভাবিক পথচারী বলে মনে হলো না। ট্র্যানটরের অসংখ্য মানুষের ভিড়ে– যখন তারা রাস্তায় হাঁটে তখন প্রত্যেকেই নিজের ভেতরে গুটিয়ে থাকে। কেউ কারো দিকে তাকায় না। কাউকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। বোধহয়– অন্তত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে– এতে বেঁচে থাকাটা অনেক সহজ হয়। অথবা টিসালভারদের ওখানে রাস্তায় যেরকম বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ দেখেছেন সেটাও হতে পারে।

কিন্তু এখানে, বিলিবটনে, না আছে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ না আছে স্বাভাবিক উপেক্ষা। পথচারীদের সবাই তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও দেখছে আবার সামনে বা পিছনে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। প্রতি জোড়া দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধূর্তামি আর শয়তানি।

বিলিবটনারদের পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, দীর্ণ, ছেঁড়াখোড়া। অশুভ দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। নিজের দামি পোশাকের কারণে অস্বস্তি বোধ করলেন সেলডন।

"মাদার রিটা বিলিবটনের কোথায় থাকে, তোমার কী মনে হয়?" সেলডন বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি না," ডর্স বলল, "তুমি এখানে নিয়ে এসেছ, কাজেই মনে করাকরির কাজটা তুমিই কর। আমার দায়িত্ব বিপদ সামলানো এবং মনে হচ্ছে দায়িত্বটা এখানে ভালোভাবেই পালন করতে হবে।"

"পথচারীদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে হতো, কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না।"

"তোমার দোষ নেই। আমারও মনে হয় তোমাকে কেউ সাহায্য করবে না।"

"তবে অল্পবয়সিদের কথা আলাদা।" হাতের ইশারায় তিনি প্রায় বার বছরের এক বালককে দেখালেন– এখনো তার গোঁফ উঠেনি। ছেলেটা পুরোপুরি থেমে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"তুমি বলতে চাইছ ছেলেটা এখনো আউটসাইডারদের ঘৃণা করার মতো প্রাপ্তবয়স্ক বিলিবটনার হয়ে উঠেনি।"

"আমি বলতে চাইছি যে বিলিবটনিয়ানদের মতো সহিংস হয়ে উঠার জন্য যথেষ্ট শক্ত সমর্থ নয় সে। আমরা সামনে বাড়লে সে হয়তো দূরে গিয়ে চিৎকার শুরু করবে। তবে আমাদের আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না।"

জোরে ডাক দিলেন সেলডন, "এই যে খোকা।"

ছেলেটা এক পা পিছিয়ে গেল। এখনো তাকিয়ে আছে।

আবার ডাকলেন সেলডন, "এদিকে এসো।"

"ক্যান," ছেলেটা জবাব দিল।

"তোমার কাছ থেকে একটা ঠিকানা জানতে চাই। আরেকটু কাছে এলে আমাকে আর চিৎকার করে কথা বলতে হবে না।"

দুই পা সামনে বাড়ল ছেলেটা। তার চেহারা মলিন, কিন্তু চোখদুটো অসম্ভব উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ম। দুই পায়ে দুই রকম স্যান্ডেল। ট্রাউজারটা ছেঁড়া। বলল, "কী ঠিকানা জানবার চান।"

"আমরা মাদার রিটার কাছে যেতে চাইছি।"

ছেলেটার চোখে আলো জ্বলে উঠল, "ক্যান যাইবেন?"

"আমি একজন স্কলার, স্কলার মানে কী তুমি জানো?"

"হ জানি। আপনি স্কুলে লেহাপড়া করছেন।"

"তুমি স্কুলে যাও না?"

ফুটপাথে থুথু ফেলল ছেলেটা, "নাহ্।"

"মাদার রিটার কাছ থেকে আমি কয়েকটা পরামর্শ চাই– অবশ্য তুমি যদি নিয়ে যাও।"

"আপনে ভাইগ্য জানবার চান?"

"তোমার নাম কী, খোকা?"

"নাম দিয়া কী করবেন?"

"তাহলে আমরা বন্ধু হতে পারব। তুমি আমাদেরকে মাদার রিটার কাছে নিয়ে যাবে। মাদার রিটা কোথায় থাকেন তুমি জানো তো?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানবারও পারি আবার নাও জানবার পারি। আমার নাম রাইখ। লইয়া গেলে আমারে কী দিবেন?"

"কী চাও, রাইখ?"

রাইখের চোখ ডর্সের কোমরে বাধা ছুরিগুলোর উপর আটকে গেল। "উনার কাছে দুইডা ছুরি আছে। একটা আমারে দিলে আপনাগোরে মাদার রিটার কাছে লইয়া যামু।"

"ওগুলো বড় মানুষের ছুরি। তুমি এখনো অনেক ছোট।"

"তাইলে মাদার রিটা কোনহানে থাহে হেইডা জানার লাইগাও আমি ছোড।"

অস্বস্তি বোধ করছেন সেলডন। এভাবে চললে ভিড় জমে যাবে। এরই মধ্যে দুই একজন পথচারী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মজার কোনো ঘটনা নয় বুঝতে পেরে আবার চলেও গেছে। কিন্তু ছেলেটা যদি ক্ষেপে উঠে চিৎকার শুরু করে তাহলে বিপদ একটা ঘটবেই।

তিনি হাসিমুখে বললেন, "তুমি পড়তে জানো, রাইখ।"

ছেলেটা আবার থুথু ফেলল। "না, পড়বার চায় ক্যাডা?"

"কম্পিউটার চালাতে পারো?"

"কথা কওইন্যা কম্পিউটার? জানি, ব্যাবাকতেই জানে।"

"তাহলে আমাকে সবচেয়ে কাছের কম্পিউটারের দোকানে নিয়ে চল। আমি তোমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেব সেই সাথে কিছু সফটওয়্যার। এক কী দুই সপ্তাহেই তুমি পড়তে শিখে যাবে।"

সেলডনের মনে হলো ছেলেটার চোখে তিনি খুশির ঝিলিক দেখেছেন কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার কঠিন হয়ে গেল। "না, হয় ছুরি, আর নইলে কিছুই না।"

"শোনো, রাইখ, যখন পড়তে শিখবে কথাটা কাউকে জানাবে না। সবাইকে অবাক করে দেবে। এমনকি বাজীও ধরতে পারবে। এই ধরো পাঁচ ক্রেডিট করে সবার সাথে বাজী ধরবে। তারপর যখন যথেষ্ট ক্রেডিট জমা হবে তখন নিজেই ছুরি কিনে নিতে পারবে।"

ইতস্তত করছে রাইখ। "না, কেউ আমার লগে বাজী ধরব না। কোনো ব্যাডার কাছেই ক্রেডিট নাই।"

"পড়তে জানলে যে কোনো ছুরির দোকানে কাজ পাবে। তারপর বেতনের টাকায় একটা ছুরি কিনে নেবে।"

"আপনি কহন কম্পিউটার কিন্যা দিবেন?"

"এক্ষুনি কিনব। কিন্তু তোমাকে দেব মাদার রিটার কাছে পৌছে দেয়ার পর।"

"আপনের কাছে ক্রেডিট আছে?"

"আমার কাছে একটা ক্রেডিট টাইল আছে।"

"চলেন তাইলে, কম্পিউটার কিন্যা দেন।"

লেনদেন সারতে বেশিক্ষণ লাগল না। কিন্তু রাইখ যখন নেয়ার জন্য হাত বাড়ালো সেলডন মাথা নেড়ে জিনিসটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। "আগে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরকে মাদার রিটার কাছে নিয়ে চলো। উনি কোথায় থাকেন তুমি আসলেই জান তো?"

রেগে গেল রাইখ। "জানি, জানি। আপনেগরে লইয়া যামু। কিন্তু হের পরে জিনিস না দিলে কইলাম খবর আছে। আমি লোকজন লইয়া আমু। তহন বুঝবেন ঠ্যালা কারে কয়। কাজেই সাবধান।"

"ভয় দেখানোর দরকার নেই। আমরা নিজেদের বাঁচাতে পারব।"

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে রাইখ দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

ডর্স এবং সেলডন হাঁটছেন নিঃশব্দে। ডর্স অবশ্য নিজের চিন্তায় মগ্ন। একই সাথে চারপাশের মানুষগুলোর উপরও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। পথচারীদের যেই তাকাচ্ছে সেও তাদের চোখে চোখ ফেলছে। পিছনে পায়ের শব্দ পেলেই গম্ভীরভাবে ঘুরে দেখছে।

তারপর একটা জায়গায় এসে থেমে গেল রাইখ। বলল, "এইহানেই থাহে।"

একটা এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ভেতর ঢুকতে হলো এবং কিছুক্ষণের ভেতরেই দিশা হারিয়ে ফেললেন সেলডন।

"এইরকম অলি গলির ভেতরে রাস্তা মনে রেখেছ কীভাবে, রাইখ?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ছেলেটা সামান্য কাঁধ নাড়ল। "এইহানে আমি ছোড বেলা থিকাই ঘুইরা বেড়াইতাছি। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় নম্বর লাগানো– পোলাপানে অবশ্য ওই গুলান ভাইঙ্গা ফালায়। তাছাড়া চিহ্ন দেয়া থাকে। পথ হারাইবেন না যদি কৌশলডা জানা থাকে।"

কৌশলটা যে সে ভালোমতোই জানে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কমপ্লেক্সের ভিতরে চারপাশে দারিদ্র্যের ছোঁয়া। নোংরা পুরনো দেয়াল, আবর্জনার ছড়াছড়ি। একগাদা ছোট পোলাপান দৌড়াদৌড়ি করে কিছু একটা খেলছে। আউটসাইডাররা দুই একবার তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতেই চিৎকার করে বলল, "ওই, মিয়া, সামনেততে সরেন।" একজনের ছুঁড়ে দেয়া বল মাত্র ইঞ্চিখানেকের জন্য ডর্সের গায়ে লাগল না।

শেষ পর্যন্ত রাইখ কালো একটা দরজার সামনে থামল। দরজাটার গায়ে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ, চোখ বরাবর উচ্চতায় ২৭৮২ নাম্বার অত্যন্ত হালকাভাবে জ্বলছে।

"এইডাই।" বলল রাইখ, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল।

"প্রথমে দেখা যাক ভিতরে কে আছে," নরম গলায় বললেন সেলডন। সিগনাল বাটনে চাপ দিলেন তিনি, কিছুই ঘটল না।

"এইডা নষ্ট।" রাইখ বলল। "আপনারে শব্দ করতে অইব, জোরে। বুড়ি আবার কানে হুনে না।"

সেলডন দমাদম কয়েকটা ঘুষি মারলেন দরজায়। ভিতরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল। কাঁপা কাঁপা দুর্বল গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল, "মাদার রিটার সাথে কে দেখা করতে চায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দুজন স্কলার।" চিৎকার করে বললেন সেলডন।

ছোট কম্পিউটার এবং সফট্‌ওয়্যারের প্যাকেটটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন। রাইখ সেটা লুফে নিল। হাসি একান থেকে ওকানে গিয়ে পৌছেছে। দৌড়ে চলে গেল সে। মাদার রিটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরলেন সেলডন।

৭০.

মাদার রিটার বয়স সত্তর বা বোধহয় তারও বেশি হবে, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেটা বোঝা যায় না। তার গাল দুটো ফোলা ফোলা, মুখটা ছোট, গোলাকার থুতনি, মাঝখানে সামান্য একটা খাজ। লম্বায় চার ফুটের বেশি হবে না– এবং অত্যন্ত শীর্ণ দেহ।

কিন্তু যখন হাসে– যেমন এখন অতিথিদের দেখে হাসছে– তখন চোখের চারপাশে এবং সেই সাথে সারা মুখে অসংখ্য বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। চলাফেরা করতেও তার কষ্ট হয়।

"এসো, এসো," নরম কিন্তু উঁচু স্বরে বলল মাদার রিটা। পিট পিট করে তাকালো। বোধহয় তার দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ছে। "আউটসাইডারস্... এবং আউটওয়ার্ল্ডারস্। তাই না? তোমাদের গায়ে ট্র্যান্টরের গন্ধ নেই।"

সেলডনের মনে হলো গন্ধের কথা না বললেই ভালো হতো। এপার্টমেন্টটা অসংখ্য ছোট বড় জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে। ধূলি বালিতে সয়লাব। পচা বাশি ঘামের দুর্গন্ধ এত প্রকট যে তিনি নিশ্চিত এখান থেকে চলে যাওয়ার পরেও কাপড় চোপড়ে এই দুর্গন্ধ লেগে থাকবে।

"ঠিকই ধরেছেন। আমি হ্যালিকনের হ্যারি সেলডন। আমার বন্ধু সিনার ডর্স ভেনাবিলি।"

"তো," মাদার রিটা বলল। কামরার চারপাশে নজর বুলিয়ে অতিথিদের কোথায় বসতে দেবে তাই দেখছে, কিন্তু সেরকম কিছুই পাওয়া গেল না।

"আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব, মাদার।" ডর্স বলল।

"কী?" ডর্সের দিকে তাকালো সে। "জোরে বল, মেয়ে। এখন আর যৌবনের মতো কানে ভালো শুনতে পাই না।"

"আপনি হিয়ারিং ডিভাইস ব্যবহার করেন না কেন?" গলা উঁচু করে সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

"তাতেও লাভ হবে না, মাস্টার সেলডন। নার্ভে কী যেন একটা সমস্যা হয়েছে এবং চিকিৎসা করার মতো অর্থ আমার নেই। –বুড়ি মাদার রিটার কাছ থেকে তোমরা ভবিষ্যৎ জানতে এসেছ?"

"ঠিক উল্টোটা," সেলডন বললেন। "আমরা অতীত জানতে এসেছি।"

"চমৎকার। মানুষ কী শুনলে খুশি হবে তা ঠিক করা অত্যন্ত কঠিন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটা নিশ্চয়ই একটা শিল্প।" হাসিমুখে বলল ডর্স।

"কাজটা সহজ মনে হয়, তবে মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকতে হবে। আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করেছি।"

"আপনার যদি কোনো ফি থাকে," সেলডন বললেন, "আমাদের দিতে আপত্তি নেই। যদি আপনি আমাদের পৃথিবীর তথ্য দিতে পারেন– অবিশ্বাস্য কোনো গল্প শুনতে চাই না। আমরা সত্য জানতে চাই।"

বৃদ্ধা কামরার ভেতরে পায়চারি করছে। এখানে ওখানে থেমে দুই একটা জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। বোধহয় অতিথিদের কাছে ঘরটা একটু আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করছে। সেলডনের কথা শুনে থমকে গেল। "পৃথিবীর সম্বন্ধে তুমি কী জানতে চাও?"

"যা জানেন, একেবারে প্রথম থেকে।"

বৃদ্ধা ঘুরে অসীম শূন্যতার মাঝে তাকিয়ে রইল। কথা বলল নিচু কিন্তু দৃঢ় সুরে।

"একটা বিশ্ব, অতি প্রাচীন গ্রহ। এখন হারিয়ে গেছে এবং সবাই তার কথা ভুলে গেছে।"

"ইতিহাসে এই গ্রহের কোনো বিবরণ নেই।" ডর্স বলল।

"এই গ্রহ এত আগে তার যাত্রা শুরু করে যে তখন ইতিহাস বলে কোনো শব্দ ছিল না। গ্যালাক্সিতে যখন সভ্যতার প্রথম লগ্ন শুরু হয় তখনও সে ছিল। আসলে তারও বহু আগে থেকেই ছিল।"

"পৃথিবীর আরেক নাম কী... অরোরা?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

এবার মাদার রিটার চেহারায় চরম ঘৃণা ফুটে উঠল। "কে বলেছে তোমাকে?"

"তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেইরকম এক জায়গায় শুনেছি যে অরোরা বহুপূর্বে হারিয়ে যাওয়া এক গ্রহ যেখানে অতি সুপ্রাচীন কালে মানব বসতি ছিল।"

"মিথ্যা কথা," বৃদ্ধা এমনভাবে মুখ মুছল যেন এই মাত্র যা শুনেছে তার তিক্ত স্বাদটা দূর করার চেষ্টা করছে। "যে নামটা এইমাত্র বললে সেটা হচ্ছে শয়তানের পরিপূরক। যত অশুভ আছে তার শুরু ওখানেই। এর আগে পৃথিবী তার সঙ্গীদের নিয়ে শান্তিতে ছিল। অশুভ এসে সব তছনছ করে দেয়া শুরু করল। কিন্তু পৃথিবীর বীর সন্তানরা অশুভকে পরাজিত করল।"

"অশুভ আসার আগে থেকেই পৃথিবী ছিল, আপনি নিশ্চিত?"

"তারও অনেক অনেক আগে। গ্যালাক্সিতে পৃথিবী ছিল একা হাজার হাজার বছর– কোটি কোটি বছর।"

"মানবজাতি কোটি কোটি বছর এই গ্রহে বাস করেছিল, একা। গ্যালাক্সির অন্য কোনো গ্রহেই মানব বসতি ছিল না তখন?"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।"

"আপনি এগুলো কীভাবে জেনেছেন? কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম আছে? প্রিন্ট আউট বা অন্য কিছু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদার রিটা মাথা নাড়ল। "আমি শুনেছি আমার মায়ের কাছ থেকে, তিনি শুনেছেন তার মায়ের কাছ থেকে। এভাবেই গল্পগুলো চলে আসছে। আমার কোনো সন্তান নেই। তাই অন্যদের বলি। কিন্তু এখানেই বোধ হয় থেমে যাবে সব। সময়টা আসলে অবিশ্বাসের।"

"কথাটা ঠিক নয়, মাদার।" ডর্স বলল। "অনেক স্কলারই এখন প্রি হিস্টোরিক যুগ নিয়ে গবেষণা করছে।"

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গী করল মাদার রিটা। "ওরা পেশাগত দৃষ্টিতে বিচার করে। চেষ্টা করে নিজেদের গবেষণায় সেটা প্রতিস্থাপন করতে। বছরের পর বছর আমি তোমাদের মহান বীর বা-লী'র গল্প শোনাতে পারব, কিন্তু তোমাদের সেই সময় হবে না, আর আমারও এখন সেই সামর্থ্য নেই।"

"আপনি রোবটের কথা শুনেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

কেঁপে উঠল বৃদ্ধা, তার কণ্ঠ আর্তনাদের মতো শোনালো, "এগুলো কেন জিজ্ঞেস করছ। ওগুলোই ছিল আসল শয়তান এবং সেই দুষ্ট গ্রহের সৃষ্টি। সবগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।"

"একটা বিশেষ রোবট আছে, তাই না, যাকে দুষ্ট গ্রহ অসম্ভব ঘৃণা করে?"

দুর্বল পায়ে সেলডনের কাছে এসে পিট পিট করে তার চোখের দিকে তাকালো মাদার রিটা। "তুমি কী আমার সাথে রসিকতা করতে এসেছ? সবই জানো তারপরেও জিজ্ঞেস করছ? কেন?"

"কারণ আমি জানতে চাই।"

"একটা রোবট ছিল যে পৃথিবীকে সাহায্য করে। তার নাম ডা-নী। বা-লী'র বন্ধু। সে মারা যায়নি। এখনো জীবিত এবং গ্যালাক্সিরই কোথাও আছে, সঠিক সময়ে ফিরে আসার অপেক্ষা করছে। সেই সময় কখন আসবে কেউ জানে না, কিন্তু একদিন সে ফিরে আসবে, অতীতের সুখী দিনগুলো আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, সমস্ত অন্যায় অবিচার দূর করবে।" কথাগুলো বলে সে চোখ মুদল, খানিকটা হাসল, যেন সোনালি অতীতের সুখে ডুবে যাচ্ছে...

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন সেলডন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ধন্যবাদ, মাদার রিটা। আপনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কত দিতে হবে?"

"আউটওয়ার্ল্ডারদের সাথে কথা বলে আমি তো যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি।" জবাব দিল বৃদ্ধা। "দশ ক্রেডিট। তোমরা কিছু খাবে?"

"না, ধন্যবাদ।" সেলডন আন্তরিকভাবে বললেন। "আমি বিশ ক্রেডিট দিচ্ছি। শুধু বলুন এখান থেকে কীভাবে এক্সপ্রেসওয়েতে যাব। –আর মাদার রিটা, আপনি যদি পৃথিবীর কিছু গল্প কম্পিউটার ডিস্কে তুলে দিতে পারেন আমি ভালো পারিশ্রমিক দেব।"

"আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, কত ভালো?"

"নির্ভর করে গল্পগুলো কত পুরনো এবং কত ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হয়তো এক হাজার ক্রেডিট।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালো মাদার রিটা। "এক হাজার ক্রেডিট। কিন্তু তোমাকে আমি কোথায় পাব?"

"আমার কম্পিউটার কোড নাম্বার দিয়ে যাব।"

কোড নাম্বার দিয়ে মাদার রিটার কাছ থেকে বিদায় নিল ডর্স আর সেলডন। বাইরের তুলনামূলক কম দুর্গন্ধে কিছুটা স্বস্তি বোধ হল। বৃদ্ধার দেখিয়ে দেওয়া পথে ইতস্তত ভঙ্গিতে হাঁটছেন তারা।

৭১.

"সাক্ষাৎকার পর্বটা দীর্ঘ হয়নি, হ্যারি।" ডর্স বলল।

"আমি জানি। পরিবেশটা ছিল জঘন্য, তাছাড়া মনে হয় অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে লোককাহিনীগুলো রূপান্তরিত হয়।"

"মানে?"

"মাইকোজেনিয়ানদের গল্প হলো যে তাদের অরোরা গ্রহে মানুষ বহু শতাব্দী বাস করেছে আর ডাহ্‌লাইটরা বলছে পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর মানব সভ্যতা ছিল। আর দুজায়গাতেই একটা রোবটের কথা বলা হচ্ছে যে আজো বেঁচে আছে। অন্তত এখানে সবার মিল রয়েছে।"

"কোটি কোটি বছর আসলে– আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?"

"মাদার রিটা বলেছিল এইদিক দিয়ে গেলে একটা রেস্ট এরিয়া পাব, তারপর সেন্ট্রাল ওয়াকওয়ের সাইনবোর্ড অনুসরণ করে যেতে হবে। আসার পথে কোনো রেস্ট এরিয়া দেখেছ?"

"বোধহয় যে রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি না। আমি কোনো রেস্ট এরিয়া দেখিনি। তবে আমি আসলে রাস্তার দিকে বেশি খেয়ালও করিনি– চোখ রেখেছিলাম পথচারীদের দিকে এবং– "

তার কণ্ঠস্বর নির্জীব হয়ে পড়ল। ঠিক সামনে গলিটা দুদিকে মোড় নিয়েছে।

মনে পড়ল সেলডনের। এদিক দিয়েই এসেছিলেন। কারণ দুপাশের ফুটপাথেই নোংরা গদিওয়ালা চেয়ার আছে।

আর ডর্সের এখন পথচারীদের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ কোনো পথচারীই নেই। তবে রেস্ট এরিয়া ছাড়িয়ে গলির মাথায় একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। গড়পরতা ডাহ্‌লাইটদের চেয়েও দীর্ঘদেহী কালো গোফ, সবল দড়ির মতো পাকানো হাতের পেশী, ফুটপাথের নির্জীব হলুদ আলোয় আরো ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

কোনো সন্দেহ নেই ওরা আউটওয়ার্ল্ডারদের জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। ডর্স এবং সেলডন নিজের অজান্তেই থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন সেলডন। আরো দুই তিনজন দুর্বৃত্ত চোখে পড়ল।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে সেলডন বললেন, "আমরা ফাঁদে পড়েছি। তোমাকে এখানে আনাটা ঠিক হয়নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক এই কারণেই আমি সাথে এসেছি। কিন্তু মাদার রিটার সাথে দেখা করার মূল্য হিসেবে এই বিপদ কী যথার্থ?"

"যদি বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে যথার্থ।"

তারপর সেলডন উঁচু এবং দৃঢ় গলায় বললেন, "আমরা যেতে পারি?"

দুর্বৃত্তদের একজন সামনে বাড়ল। লম্বায় সেলডনের সমান। কিন্তু কাঁধ আরো চওড়া এবং পেশীবহুল।

"আমার নাম ম্যারন," লোকটা বলল। "তোমাদেরকে একটা কথা বলতে এসেছি। আমাদের এখানে আউটওয়ার্ল্ডারদের কেউ চায় না। এসেছ ভালো কথা– কিন্তু যেতে হলে মূল্য দিতে হবে।"

"বেশ। কত?"

"তোমরা ধনী আউটওয়ার্ল্ডার। তোমাদের কাছে ক্রেডিট টাইল আছে, ঠিক? সব আমার হাতে দাও।"

"না।"

"না বলে কোনো লাভ হবে না। আমরা কেড়ে নেব।"

"আমাকে খুন বা আহত না করে কেড়ে নিতে পারবে না আর আমার ভয়েসপ্রিন্ট ছাড়া ওগুলো কাজ করবে না। আমার স্বাভাবিক ভয়েসপ্রিন্ট।"

"সেটা ঠিক না, মাস্টার– দেখো আমি ভদ্র ব্যবহার করছি– তোমাদেরকে আহত না করেই আমি ওগুলো কেড়ে নিতে পারি।"

"কয়জন মিলে কেড়ে নেবে? নয়জন? না," দ্রুত গুনে ফেললেন সেলডন। "দশজন?"

"শুধু আমি। একা?"

"কারো সাহায্য নেবে না?"

"শুধু আমি।"

"বাকীরা যদি সরে গিয়ে আমাদের জায়গা করে দেয়, তাহলে আমি দেখতে চাই তোমার গায়ে কত শক্তি, ম্যারন।"

"তোমার কাছে ছুরি নেই, মাস্টার। দেব একটা?"

"না, তুমি ইচ্ছে হলে ব্যবহার করতে পারো, আমার লাগবে না।"

ম্যারন ঘাড় ঘুরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকালো, "হেই, লোকটা বেশ মজার। মোটেই ভয় পায়নি। চমৎকার। তোমাকে আঘাত করাটা লজ্জাজনক। –আমি কী বলি শোনো, মাস্টার। আমি মেয়েটাকে নিয়ে যাব। যদি আমাকে থামাতে চাও তাহলে দুজনের ক্রেডিট টাইল এদিকে ছুঁড়ে দাও। এবং স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে অ্যাকটিভেট করো। যদি না করো, তাহলে মেয়েটার সাথে কাজ শেষ করে... শেষ হতে কিছুটা সময় লাগবে"– হাসল সে– "তোমাকে আমার আঘাত করতেই হবে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না," সেলডন বললেন। "তোমাকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি। একজন এর সাথে একজন। তোমার কাছে ছুরি থাকবে, আমি খালি হাতে। বেশি ভয় লাগলে আরেকজনকে নাও। কিন্তু মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

"থামো, হ্যারি!" চিৎকার করল ডর্স। ও যদি আমাকে চায়, তাহলে আসতে দাও। ধরুক দেখি। তুমি যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নড়বে না।

"শুনেছ?" দন্তবিকশিত হাসি দিয়ে বলল ম্যারন। "যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নড়বে না। আমার মনে হয় লিটল লেডীও আমাকে চায়। তোমরা দুজন ধরে রাখো ওকে।"

সেলডনের হাত দুটো বজ্রমুঠিতে আটকা পড়ল এবং গলায় ছুরির ধারালো ফলা অনুভব করলেন তিনি।

"নড়বে না," একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর বলল। "দেখতে থাকো। মেয়েটাও পছন্দ করবে সম্ভবত। ম্যারন এই কাজে বেশ দক্ষ।"

ডর্স আবার চিৎকার করে বলল, "নড়বে না, হ্যারি।" সতর্কভাবে ম্যারনের দিকে ঘুরল সে, হাত দুটো বেল্টের কাছাকাছি।

ম্যারন সামনে বাড়ল, যথেষ্ট কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত নড়ল না ডর্স। তারপর হঠাৎ করেই তার হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। আর ম্যারন নিজেকে আবিষ্কার করল দুটো বিশাল ছুরির মুখোমুখি।

কয়েক মুহূর্ত পিছন দিকে হেলে থাকল সে, তারপর হেসে উঠল। "লিটল লেডীর হাতে দুটো ছুরি– পুরুষরা যেরকম ব্যবহার করে। আর আমার কাছে মাত্র একটা। কোনো অসুবিধা নেই।" সেও দ্রুত ছুরি বের করল। "তোমাকে ম্যারতে আমার কষ্ট হবে, লিটল লেডী, নাহলে দুজনে বেশ মজা করতে পারতাম।"

"তোমাকে আমি খুন করতে চাই না," ডর্স বলল। "চেষ্টা করব যেন সেইরকম কিছু না ঘটে। যাই হোক যদি মেরেই ফেলি তাহলে সবাই সাক্ষী থাকবে, আমি শুধু আমার বন্ধুকে বাঁচাতে সেটা করেছি।"

ভয় পাওয়ার অভিনয় করল ম্যারন। "ওহ্, না, আমাকে মারবে না, লিটল লেডী।" তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল, সঙ্গীরাও যোগ দিল সেই হাসিতে।

ছুরি বাগিয়ে সামনে বাড়ল ম্যারন। আঘাত করার ভঙ্গী করল। একবার, দুবার, তিনবার। কিন্তু ডর্স চমকালও না, পিছিয়েও গেল না।

খানিকটা সচকিত হলো ম্যারন। আশা করেছিল তার ভঙ্গী দেখে ভয় পাবে ডর্স, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এরপর সে ছুরি চালালো সরাসরি ডর্সকে লক্ষ্য করে। ডর্স বিদ্যুতের গতিতে বাহাতের ছুরি দিয়ে সেটা ঠেকিয়ে দিল। ডান হাতের ছুরি চালালো কোণাকুণি। ম্যারনের বুকের কাছে টি-শার্টের উপর রক্তের পাতলা একটা রেখা ফুটে উঠল।

হতভম্ব হয়ে বুকের দিকে তাকালো ম্যারন আর দর্শকদের বাকী সবাই বিস্ময়ে দম বন্ধ করে ফেলল। সেলডন টের পেলেন যে তাকে ধরে রাখা হাতগুলো কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিথিল হয়ে পড়ছে, কারণ বুঝে নিয়েছে যে লড়াই তারা যেমন আশা করেছিল তেমন হবে না।

আবার হামলা চালাল ম্যারন। এবার সে তার বা হাত বাড়ালো ডর্সের ডান হাতকে আটকানোর জন্য। আবারো ডর্সের বা হাতের ছুরি ম্যারনের ছুরি আটকে দিল আর বাহাতেরটা দিয়ে উপর থেকে নিচে কোপ মারল। ম্যারন যখন হাত খুলল তখন তালুতে রক্তের পাতলা রেখা দেখা গেল।

"কেউ একজন আমাকে আরেকটা ছুরি দাও," চিৎকার করল ম্যারন।

খানিকক্ষণের দ্বিধা, তারপর একজন নিজের ছুরিটা ছুঁড়ে দিল। ধরার জন্য হাত বাড়ালো ম্যারন। কিন্তু ডর্সের গতি আরো বেশি দ্রুত। ডান হাতের ছুরি দিয়ে ছুঁড়ে মারা অস্ত্রটাকে আবার ফিরতি পথে পাঠিয়ে দিল।

সেলডন টের পেলেন ধরে রাখা হাতদুটো আরো শিথিল হয়েছে। তিনি প্রচণ্ড গতিতে হাঁটু দিয়ে একজনের কুচকীতে আর কনুই দিয়ে আরেকজনের সোলার প্লেক্সাসে গুতো মারলেন। দুই ব্যাটাই শুয়ে পড়ল মাটিতে।

নিচু হয়ে ছুরিগুলো তুলে নিলেন তিনি। যখন সোজা হলেন তখন তিনিও ডর্সের মতো সশস্ত্র। তিনি ছুরি ব্যবহার করতে জানেন না, কিন্তু সেটা ডাহ্‌লাইটদের জানা নেই।

"শুধু ওদেরকে আটকে রাখ, হ্যারি।" ডর্স বলল। "তোমার মারামারি করার দরকার নেই। –ম্যারন, এরপরে কিন্তু শুধু আঁচড় দেব না।"

রাগে অন্ধ হয়ে গেল ম্যারন। গায়ের সমস্ত জোর নিয়ে আক্রমণ করল। শক্তি দিয়েই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ইচ্ছা। কিন্তু ডর্স চট্ করে তার ডান বাহুর নিচে ঢুকে পড়ল, একই সাথে গোড়ালিতে পা বাধিয়ে ল্যাং মারল। দরাম করে আছাড় খেল ম্যারন, ছুরি ফসকে গেল হাত থেকে।

ডর্স একটা ছুরি ম্যারনের ঘাড়ের পাশে আরেকটা কণ্ঠনালীর উপরে ধরে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে নাকি আরো লাগবে?"

প্রচণ্ড এক চিৎকার করে ম্যারন ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল, তারপর উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই ডর্স তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। ছুরি চালিয়ে গোঁফের অর্ধেক কেটে ফেলল। এইবার ম্যারন চিৎকার করে উঠল বুনো জন্তুর মতো, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। তারপর যখন হাত সরালো রক্ত ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না।

"ওখানে আর মোছ গজাবে না, ম্যারন। ঠোঁটেরও অনেকটা কেটে ফেলে দিয়েছি। আবার চেষ্টা করে দেখ তোমাকে খুন করে ফেলব।"

কিন্তু ম্যারনের সাধ মিটে গেছে। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে পিছিয়ে গেল সে।

অন্যদের দিকে ঘুরল ডর্স। সেলডন যে দুজনকে শুইয়ে দিয়েছেন তারা এখনো নিরস্ত্র অবস্থায় মাটিতে শুয়ে আছে। উঠার কোনো তাড়া নেই। ডর্স তাদের বেল্ট কেটে ট্রাউজার হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে আনল। বলল, "এখন হাঁটার সময় প্যান্ট ধরে রাখতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকী সাত জনের দিকে ঘুরে বলল, "ম্যারনকে ছুরি দিয়েছিল কে?"

কোনো জবাব নেই।

"না বললেও চলবে। একজন একজন করে অথবা সবাই একসাথে আসতে পারো। তবে মনে রেখো যতবার ছুরি চালাবো ততবার একজন মরবে।"

সাতজন একসাথে ঘুরল, একসাথে পালিয়ে গেল।

ভুরু উঁচু করে সেলডনকে বলল ডর্স, "এবার অন্তত হামিন বলতে পারবে না যে আমি তোমাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছি।"

"যা দেখলাম এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না," সেলডন বললেন। "তুমি যে এভাবে মারামারি করতে পারো বা এভাবে কথা বলতে পারো জানতাম না।"

হাসল ডর্স, ঠিক হাসি নয়, ঠোঁট একটু বাঁকা করল, "তুমিও কম যাও না। আমরা চমৎকার একটা জোড়া হতে পারব। এবার ছুরিগুলো ব্যাগে রেখে দাও। আমার মনে হয় সংবাদটা বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে বিলিবটন থেকে বেরিয়ে যেতে আমাদের আর কোনো বিপদে পড়তে হবে না।"

তার অনুমান ছিল একশ ভাগ নির্ভুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আণ্ডারকভার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাভান... সময়টা ছিল সত্যিকার অর্থেই বিশৃঙ্খল এবং অস্থির। গ্যালাকটিক এম্পায়ার পৌছে গেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতারা সুপ্রিম পাওয়ারের জন্য নিজেদের ভেতর কামড়াকামড়ি শুরু করে দিয়েছে (যা ক্রমেই হয়ে উঠছিল আরো অর্থহীন)। সাইকোহিস্টোরি পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার পূর্বে সত্যিকার অর্থবহ কোনো আন্দোলন হয়নি। সবচেয়ে আকর্ষণীয় উদাহরণ হচ্ছে ডাভান, যার ব্যাপারে প্রকৃত কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত তার সাথে হ্যারি সেলডনের দেখা হয়েছিল যখন...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৭২.

ফিরে এসে ডর্স আর সেলডন দীর্ঘসময় নিয়ে গোসল সারলেন। যদিও টিসালভারদের এখানে সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত পুরনো। পোশাক পাল্টে বসে রইলেন নিজেদের কামরায়। জর্ড টিসালভার বাড়ি ফিরল সন্ধ্যায়। কিছুক্ষণ পরেই সেলডনের দরজায় নক করল।

সেলডন নিজেই দরজা খুললেন। "শুভ সন্ধ্যা, মাস্টার টিসালভার। মিসট্রেস।"

মহিলা দাঁড়িয়ে আছে স্বামীর ঠিক পিছনেই, কপালে অনেকগুলো ভাঁজ।

টিসালভার আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ঠিক আছেন তো?"

"পুরোপুরি। কোনো সমস্যা ছাড়াই বিলিবটনে গিয়ে ফিরে এসেছি। গোসল করে পোশাক পাল্টেছি। কোনো দুর্গন্ধ নেই।" মাথা কাত করে তিনি গন্ধ শুকলেন। কথাগুলো বলেছেন টিসালভারের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে।

মহিলাও গন্ধ শুকে দেখল।

টিসালভার এখনো আন্তরিক। "আমি শুনলাম ওখানে নাকি ভীষণ মারামারি হয়েছে।"

"তাই নাকি?"

"কমপক্ষে একশ দুর্বৃত্ত আপনাদের আক্রমণ করেছিল। তাদের সবাইকে মেরে ফেলেছেন।"

"মোটেই না." বিরক্ত সুরে বলল ডর্স। "কী মনে হয় আমাদেরকে? খুনী? খুন হওয়ার জন্য ওরা কী ওখানে দাঁড়িয়েছিল মনে হয় আপনার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সবার মুখে একই কথা," ক্যাসিলিয়া টিসালভার কঠিন সুরে বলল। "কিন্তু এই বাড়িতে ওসব চলবে না।"

"প্রথম কথা," সেলডন বললেন, "ঘটনাটা এই বাড়িতে ঘটেনি। দ্বিতীয় কথা একশজন ছিল না, ছিল মাত্র দশজন। তৃতীয় কথা, কেউ মারা যায়নি। একটু ধ্বস্তা-ধ্বস্তি। তারপর ওরা সরে গিয়ে আমাদের পথ করে দেয়।"

"ওরা আপনাদের পথ করে দেয়? আমি এই কথা বিশ্বাস করব আউটওয়ার্ল্ডারস?" মিসট্রেস টিসালভার আরো জেদের সাথে বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। মানুষ সামান্য ঘটনাতেই কত দ্রুত পাল্টে যায়। বললেন, "স্বীকার করছি যে একজন জখম হয়েছে। তেমন মারাত্মক কিছু না।"

"অথচ আপনাদের কিছুই হয়নি।" টিসালভার বলল। কণ্ঠে প্রশংসা।

"একটা আঁচড়ও পড়েনি। মিসট্রেস ভেনাবিলি দুইটা ছুরি দিয়ে চমৎকার সামলেছেন।"

"আমার এক কথা," ডর্সের বেল্টের উপর দৃষ্টি রেখে মিসট্রেস টিসালভার বলল, "ওসব এখানে চলবে না।"

"আমাদের কেউ হামলা না করলে," কঠিন সুরে বলল ডর্স, "সেরকম কিছু এখানে ঘটবে না।"

"কিন্তু আপনাদের কারণেই রাস্তার একটা আবর্জনা আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"ক্যাসিলিয়া," স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করল টিসালভার। "রাগ দেখিয়ে– "

"কেন, তুমি কী ওর ছুরিগুলোকে ভয় পাও?" আরো বেশি ক্ষেপে উঠল মহিলা। "দেখি এখানে কীভাবে ছুরি ব্যবহার করে।"

"এখানে ব্যবহার করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।" দ্বিগুণ তেজে জবাব দিল ডর্স। "রাস্তার আবর্জনার ব্যাপারটা কী?"

টিসালভার বলল, "আমার স্ত্রী বলতে চাইছে যে বিলিবটনের এক ভিখারী– অন্তত চেহারা সুরতে তাই মনে হয়– আপনাদের সাথে দেখা করতে চায়। কিন্তু আমরা ঢুকতে দিতে পারি না। আমাদের মান সম্মানের প্রশ্ন।"

"ঠিক আছে, মাস্টার টিসালভার।" সেলডন বললেন, "আমরা বাইরে গিয়ে দেখা করছি।"

"না, দাঁড়াও।" ডর্স বলল, "এই ঘর আমাদের। আমরা ভাড়া দিচ্ছি। আমরাই ঠিক করব কে আসবে, কে আসবে না। বিলিবটন থেকে যেই আসুক সেও একজন ডাহ্লাইট। বড় কথা সে একজন ট্র্যানটরিয়ান। আরো বড় কথা সে এম্পায়ারের নাগরিক এবং মানুষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা সে আমাদের অতিথি। কাজেই সে ভিতরে আসবে।"

মিসট্রেস টিসালভার নড়ল না একটুও। আর মাস্টার টিসালভার বুঝতে পারছে না কী করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যেহেতু আপনারাই বলছেন যে বিলিবটনে আমি একশ জন দুর্বৃত্তকে মেরে ফেলেছি। নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে ছোট কোনো ছেলেকে আমি ভয় পাবো বা আপনাদেরকে।" স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বেল্টের উপর হাত রাখল ডর্স।

টিসালভার হঠাৎ প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বলল, "মিসট্রেস ভেনাবিলি, অবশ্যই এই ঘর আপনাদের, যাকে খুশি তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে পারেন।" পিছিয়ে গেল সে। অনিচ্ছুক স্ত্রীকে টেনে নিয়ে চলল।

কঠিন দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল ডর্স।

শুকনো হাসলেন সেলডন। "ঠিক মিলছে না, ডর্স। মনে করতাম আমিই খুঁজে খুঁজে সমস্যা বের করি আর তুমি সেগুলো সামাল দাও। এখন দেখছি উল্টোটা।"

"মানুষের প্রতি মানুষের এমন অবজ্ঞা আমার সহ্য হয় না। এখানের ছদ্মবেশী ভদ্রলোকেরাই রাস্তার চোর ডাকাতগুলো তৈরি করেছে।"

"আরেক দল ভদ্রলোক এদেরকে তৈরি করেছে," সেলডন বললেন। "এটা আসলে মানব সমাজেরই– "

"তোমার সাইকোহিস্টোরিতে এটা নিয়ে কাজ করবে তাহলে।"

"যদি সাইকোহিস্টোরি আদৌ সম্ভব হয়। –আহ্, ঐ যে আমাদের অতিথি চলে এসেছে। রাইখ। আমি অবাক হইনি।"

৭৩.

ভিতরে ঢুকল রাইখ। বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে। তর্জনী ছুঁইয়ে রেখেছে উপরের ঠোঁটে। বোধহয় ভাবছে কবে যে দাড়ি গোঁফ উঠবে।

রাগে ফোস-ফোস করতে থাকা মিসট্রেস টিসালভারের দিকে ঘুরল সে। অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে মাথা নোয়ালো, "ধইন্যবাদ, মিসেস। আপনের বাড়িডা খুব সুন্দর।"

দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেশ অনেকটা সহজভাবে ডর্স এবং সেলডনের দিকে ঘুরল সে। "সুন্দর বাড়ি।"

"তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশী হলাম," গম্ভীরভাবে বললেন সেলডন। "আমরা এখানে থাকি কীভাবে জানলে।"

"পিছন পিছন আইছি। আর ক্যামনে জানুম। হেই লেডী," ডর্সের দিকে ঘুরল সে, "যে একখান ফাইট দিছেন।"

"এরকম ফাইট কী তুমি অনেক দেখেছ?"

"না, কই শিখলেন?"

"আমার নিজের গ্রহে।"

"আমারে শিখাইবেন?"

"সেজন্যই এখানে এসেছ?"

"না, হের লাইগানা। আমি একটা খবর লইয়া আইছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার সাথে একজন ফাইট করতে চায়?"

"আপনার লগে কেউ আর ফাইট করবার চায় না। বিলিবটনের যেইহানেই যাইবেন ব্যাবাকতেই সম্মান কইরা রাস্তা ছাইড়া দিব। এর লাইগ্যাই হে আপনের লগে দেহা করবার চায়।"

"কে দেখা করতে চায়, রাইখ?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"এক লোক। বিলিবটনেই থাহে কিন্তু লগে কোনো ছুরি রাহে না।"

"অথচ এখনো বেঁচে আছে?"

"হে অনেক লেহাপড়া করে। কোনো বিপদ আইলে আমগরে সাহায্য করে। হেরে কেউ ঘাডায় না।"

"তাহলে নিজে না এসে তোমাকে পাঠিয়েছে কেন?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"এই জায়গাডা হে পছন্দ করে না। কয় এইহানে অসুস্থ হইয়া পড়ব। এইহানের মানুষগুলা নাকি সরকারের চামচা-" হঠাৎ থেমে গিয়ে ভয়ে ভয়ে আউটওয়ার্ল্ডারদের দিকে তাকালো। "যাইহোক, এইহানে আইব না। আমারে পাঠাইছে এই বইলা যে ছোড দেইখা আমারে ঢুকতে দিব। আসলে তো দ্যায়নাই, ঠিক না। ওই বেডির ভাব দেইখা তো মনে হইল দুর্গন্ধ পাইতাছে।"

থেমে লজ্জিতভাবে নিজের বেশভূষা দেখল। "যে অবস্থায় থাহি কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাহন কঠিন।"

"কোনো ব্যাপার না," হাসি মুখে বলল ডর্স। "কোথায় দেখা হবে তাহলে। আমরা আর বিলিবটনে যেতে চাচ্ছি না।"

"বেশি দূরে না। আমি আপনাগোরে লইয়া যামু।"

"আমাদের সাথে কেন দেখা করতে চায়।"

"জানি না। কইছিল," মনে করার চেষ্টায় চোখ আধবোজা করল রাইখ। "ওদেরকে বলবে আমি সেই লোকটার সাথে দেখা করতে চাই যে একজন ডাহ্লাইট হিটসিঙ্কারের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে এবং সেই মহিলার সাথে যে সুযোগ পেয়েও ম্যারনকে খুন করেনি। মনে হয় ঠিকই কইছি।"

"আমারও তাই মনে হয়।" হাসিমুখে বললেন সেলডন। "এখন দেখা করা যাবে?"

"হ।"

"চলো তাহলে।" চোখে সন্দেহ নিয়ে ডর্সের দিকে তাকালেন তিনি।

মাথা নাড়ল ডর্স। "ঠিক আছে। দেখা যাক ঘটনা কী। মনে হয় না এটা কোনো ফাঁদ। আশা করি- "

৭৪.

চমৎকার গোধূলির আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মেঘগুলো হালকা বেগুনি। কিনারায় গোলাপী আভা, চমৎকার দৃশ্য। ডাহ্লাইটরা ইম্পেরিয়াল শাসনের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই অভিযোগ করুক না কেন, কম্পিউটারের তৈরি করে দেয়া আবহাওয়াতে কোনো দোষ নেই।

ডর্স নিচু গলায় বলল, "আমরা এখন বিখ্যাত। কোনো সন্দেহ নেই।"

আকাশ থেকে চোখ নামালেন সেলডন (আসলে তো ট্র্যানটরের আকাশ হচ্ছে উঁচু ধাতব আবরণ, কম্পিউটারের সাহায্যে কৃত্রিম আকাশ তৈরি করা হয়েছে।) টিসালভারদের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে বিশাল ভিড় চোখে পড়ল।

"এখন বুঝতে পারছি মিসট্রেস টিসালভার কেন এত রেগে উঠেছিল।" ডর্স বলল। "আমার এতটা খারাপ ব্যবহার করা ঠিক হয়নি।"

ভিড়ের অধিকাংশেরই পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে ওরা সবাই বিলিবটন থেকে এসেছে।

মৃদু হেসে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন সেলডন। উপস্থিত জনতা করতালি দিয়ে উঠল। ভিড়ের মাঝ থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল, "ভদ্রমহিলা কী এখন আমাদের দুএকটা ছুরির খেলা দেখাতে পারবেন?"

ডর্স যখন পাল্টা জবাব দিল, "না, রেগে গেলেই ওরকম করি," সবাই হেসে উঠল।

ভিড়ের ভেতর থেকে একটা লোক সামনে বাড়ল। লোকটা বিলিবটনের তো নয়ই এমনকি ডাহ্‌লাইটও নয়। বোঝা গেল এই কারণে যে তার গোঁফ অত্যন্ত ছোট এবং কালো নয় বাদামী। "ট্র্যানটরিয়ান এইচ.ভি. নিউজের মারলন ট্যান্টো," বলল সে, "একটু এদিকে আসবেন, রাতের সংবাদ প্রচারের জন্য আপনাদের ছবি নিতে চাই।"

"না," সংক্ষেপে বলল ডর্স। "কোনো সাক্ষাৎকার নয়।"

সাংবাদিক দমল না মোটেই। "বিলিবটনে অনেকগুলো গুন্ডার সাথে আপনাদের একটা লড়াই হয়েছে– এবং আপনারা তাদের পরাস্ত করেছেন। ঠিক?"

"না, ওখানে বেশ কিছু লোকের সাথে আমাদের দেখা হয়। কিছুক্ষণ তাদের সাথে গল্পগুজব করে আমরা চলে আসি। ব্যস, এইটুকুই, এবং এর বেশি কিছু আপনারা জানতে পারবেন না।"

"আপনার নাম? কথা শুনে ট্র্যানটরিয়ান মনে হচ্ছে না।"

"আমার কোনো নাম নেই।"

"আপনার বন্ধুর নাম?"

"ওর-ও কোনো নাম নেই।"

সাংবাদিক খানিকটা বিরক্ত হল। "শুনুন, আপনারা এখন খবরের শিরোনাম আর আমি শুধু দায়িত্ব পালন করছি।"

ডর্সের জামার হাতা ধরে টান দিল রাইখ। ঝুঁকে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ডর্স।

তারপর সোজা হয়ে বলল, "আমার মনে হয় না আপনি একজন সাংবাদিক, মি. ট্যান্টো। আমার মনে হয় আপনি একজন ইম্পেরিয়াল এজেন্ট। ডাহ্‌লের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করছেন। আসলে কোনো মারামারিই হয়নি অথচ আপনি এমনভাবে রং চড়িয়ে প্রচার করার চেষ্টা করছেন যেন সম্রাটের সৈনিকরা বিলিবটনের সহজ সরল নাগরিকদের হয়রানি করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। আমি আপনার জায়গায় থাকলে এখানে আর একমুহূর্তও দাঁড়াতাম না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই মানুষগুলো আপনাকে মোটেই পছন্দ করে না।"

ডর্সের প্রথম কথাতেই ভিড়ের মাঝে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। সেটা এখন বাড়ছে এবং মানুষগুলো ধীর গতিতে ট্যান্টোর চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। আক্রমণের ভঙ্গীতে বৃত্তটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকালো সাংবাদিক তারপর দ্রুত হাঁটা ধরল।

গলা চড়াল ডর্স। "যেতে দিন ওকে। কেউ ওর গায়ে হাত দেবেন না। তাহলে অভিযোগ করার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে।"

ভিড়টা দুপাশে সরে গিয়ে ট্যান্টোর যাবার পথ করে দিল।

"ব্যাটারে ওগোর হাতে তুইলা দিলেই ভালো অইত।" রাইখ বলল। "প্যাদানি খাইয়া সোজা অইয়া যাইত।"

"শয়তান ছেলে," ডর্স বলল, "তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে চল আমাদের।"

৭৫.

ডাভানের সাথে দেখা হল একটা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া রেস্তোরাঁর পিছনে। অনেক পিছনে।

পথ দেখালো রাইখ, আরো একবার প্রমাণ করল যে বিলিবটনের অলিগলিগুলোতেই সে আজন্ম বেড়ে উঠেছে। অনেকটা হ্যালিকনের টানেলের ছুচোর মতোই।

প্রথমে ডর্সের সতর্ক চোখেই ব্যাপারটা ধরা পড়ল। থেমে জিজ্ঞেস করল, "রাইখ, আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"ডাভানের কাছে," বিরক্ত হয়ে বলল রাইখ। "আগেই কইছি।"

"কিন্তু এখানে তো কেউ থাকে বলে মনে হয় না। জায়গাটা পরিত্যক্ত।" চারপাশে তাকালো ডর্স। মানুষ তো দূরের কথা কাক পক্ষীও নেই। আলো যা আছে সেটা থাকা আর না থাকা সমান কথা, অন্ধকার তাতে দূর না হয়ে বরং আরো গাঢ় হয়েছে।

"ডাভান এইভাবেই থাকবার পছন্দ করে," রাইখ বলল। "আইজকা এইহানে থাহে তো কাইলকা ওইহানে। খালি জায়গা বদলায়... বুঝবার পারছেন?"

"কেন?"

"ধরা না পড়ার লাইগা।"

"কে ধরবে?"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সরকার।"

"সরকার ডাভানকে কেন ধরতে চায়?"

"কইবার পারুম না। আমি বরং আপনাগোরে বইলা দেই ক্যামনে যাইতে অইব। নিজেরাই চইলা যান।"

"না রাইখ," সেলডন বললেন, "তুমি সাথে না থাকলে আমরা যে পথ হারাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি যদি অপেক্ষা করো তাহলে আরো ভালো হয়। তাহলে ফিরে যেতেও কোনো সমস্যা হবে না।"

"আমারে কী দিবেন? খামখা এইহানে ঘুইরা খিদা লাগামু ক্যা?"

"লাগুক খিদে। ফিরে এসে তোমাকে চমৎকার ডিনার কিনে দেব। তুমি যা চাও।"

"আপনের মুখের কথা ক্যামতে বিশ্বাস করমু?"

বিদ্যুৎ খেলে গেল ডর্সের শরীরে। এক সেকেন্ড পরেই তার হাতে শোভা পেল ধারালো ছুরি। "তুমি নিশ্চয়ই বলছ না যে আমরা মিথ্যেবাদী, তাই না, রাইখ?"

বিস্ফারিত হয়ে গেল রাইখের চোখ। ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না। উৎসাহের সুরে বলল, " আমি বুঝবারই পারি নাই। আরেকবার করেন তো দেহি।"

"করব, পরে, যদি অপেক্ষা করো এখানে। না পারলে," কড়া দৃষ্টিতে তাকালো ডর্স, "তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করব।"

"মিছা কথা। আপনে ওইরকম মানুষ না। তয় আমি অপেক্ষা করমু।" বয়স্কদের মতো ভঙ্গী করল রাইখ। "কথা দিলাম।"

তারপর নিঃশব্দে বাকী পথটুকু দেখিয়ে নিয়ে গেল সে। ফাঁকা করিডোরে তাদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল।

কামরায় ঢোকার পর মুখ তুলে তাকালো ডাভান। তার সতর্ক দৃষ্টি নরম হলো রাইখকে দেখে। প্রশ্নবোধক ভঙ্গীতে বাকী দুজনের দিকে ইশারা করল সে।

"এই দুইজনেই," বলল রাইখ। তারপর দন্তবিকশিত হাসি দিয়ে চলে গেল।

"আমি হ্যারি সেলডন। ইনি ডর্স ভেনাবিলি।" কৌতূহলী দৃষ্টিতে ডাভানকে দেখতে লাগলেন সেলডন। অন্যান্য ডাহলাইটদের মতোই বেটে এবং ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ। ব্যতিক্রম হচ্ছে, লোকটার মুখে দাড়ি আছে। এই প্রথম একজন দাড়িঅলা ডাহলাইট দেখলেন সেলডন। এমনকি বিলিবটনের গুন্ডাগুলো পর্যন্ত নিয়মিত দাড়ি কামায়। "আপনার নাম, স্যার?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"ডাভান। রাইখ বলেছে নিশ্চয়ই।"

"আপনার পুরো নাম?"

"আমি শুধুই ডাভান। কেউ আপনাদের অনুসরণ করেনি তো?"

"না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কেউ পিছু নিলে রাইখের কাছে ঠিকই ধরা পরে যেত। সে না পারলেও ডর্স ভেনাবিলি ঠিকই বুঝতে পারত।"

মুচকি হাসল ডর্স। "আমার উপর দেখছি তোমার অগাধ বিশ্বাস, হ্যারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সবসময়ই ছিল।" চিন্তিত সুরে বললেন সেলডন।

ডাভানের চোখে অস্বস্তি। "তার আগেই অবশ্য আপনারা ধরা পড়ে গেছেন।"

"ধরা পড়ে গেছি?"

"হ্যাঁ, ভণ্ড সাংবাদিকের কথা শুনেছি আমি।"

"এত জলদি," কিছুটা অবাক হলেন সেলডন। "আমি তো সত্যি সত্যি সাংবাদিক মনে করেছিলাম, আর... কোনো বিপদের আশঙ্কা করিনি। রাইখের পরামর্শেই লোকটাকে আমরা ইম্পেরিয়াল এজেন্ট বলি। পরামর্শটা ভালোই ছিল। আশেপাশের মানুষগুলো খেপে উঠে আমরাও তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাই।"

"না, আপনারা যা বলেছেন লোকটা আসলেই তাই। আমার লোকেরা ওকে ভালোমতোই চেনে এবং আসলেই সে এম্পায়ারের পক্ষে কাজ করছে। –কিন্তু আমি যা করছি আপনারা সেরকম করছেন না। আপনারা ছদ্মনাম ব্যবহার করছেন না বা থাকার জায়গাও বদলাচ্ছেন না। আসল নামই ব্যবহার করছেন। আপনি হ্যারি সেলডন, সেই গণিতবিদ।"

"হ্যাঁ," সেলডন বললেন। "আমি ছদ্মনাম ব্যবহার করব কেন?"

"সম্রাট আপনাকে চায়। তাই না?"

কাঁধ নাড়লেন সেলডন। "আমি এমন জায়গায় থাকি যেখানে সম্রাট আমার কিছুই করতে পারবে না।"

"হয়তো সরাসরি বা খোলাখুলি কিছু করতে পারবে না, কিন্তু সরাসরি কিছু করার প্রয়োজনও নেই। আমার অনুরোধ আপনি অদৃশ্য হয়ে যান... সত্যিকার অর্থেই অদৃশ্য।"

"আপনার মতো... " বললেন সেলডন। তাকালেন চারপাশে। যে করিডর দিয়ে এসেছেন সেগুলোর মতো কামরাটাও পুরোপুরি নিস্প্রাণ, ধুলোবালি আর আবর্জনাতে ভর্তি।

"হ্যাঁ," ডাভান বলল। "হয়তো আপনি আমাদের কাজে আসবেন?"

"কীভাবে?"

"ইউগো এমারিলের সাথে কথা বলেছেন আপনি?"

"হ্যাঁ, বলেছি।"

"সে আমাকে বলেছে যে আপনি ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারেন।"

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেলডন। এখানে আসার পর থেকেই ক্লান্তি বোধ করছেন তিনি। ডাভান একটা গদির উপর বসেছে। আরো কয়েকটা গদি আছে। কিন্তু এত বেশি নোংরা যে বসতে ইচ্ছে হল না। দেয়ালগুলোও যথেষ্ট নোংরা।

"হয় আপনি এমারিলকে ভুল বুঝেছেন অথবা এমারিলই আমাকে বুঝতে ভুল করেছে।" তিনি বললেন। "আমি শুধু প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে কতগুলো নির্দিষ্ট শর্তমতে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের চরম অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা কমিয়ে আনা যাবে, তবে তা হবে অনেক সীমিত। সেই নির্দিষ্ট শর্তগুলো কী আমি জানি না। এটাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি না একজন– বা অনেক মানুষের পক্ষে– নির্দিষ্ট সময়সীমার মাঝে সেগুলো বের করা সম্ভব কী না। বুঝতে পেরেছেন?"

"না।"

আবারো দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সেলডন। "ঠিক আছে আবার বলছি। হয়তো ভবিষ্যৎ অনুমান করা সম্ভব কিন্তু সেই অনুমিত ভবিষ্যৎ থেকে কার্যকরী সুবিধা অর্জন পুরোপুরি অসম্ভব। বুঝতে পেরেছেন?"

ডাভানের চেহারা হতাশায় কালো হয়ে গেল। প্রথমে সেলডন তারপর ডর্সের দিকে তাকালো। "তার মানে আপনি ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারেন না?"

"এবার আপনি সঠিক বুঝতে পেরেছেন, মাস্টার ডাভান।"

"শুধু ডাভান বললেই হবে। কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার কৌশল আপনার আয়ত্তে আসবে?"

"হয়তো।"

"তাহলে এই কারণেই এম্পায়ার আপনাকে চায়?"

"না," শাসানোর ভঙ্গীতে তর্জনী খাড়া করলেন সেলডন। "আমার মতে এই কারণেই এম্পায়ার আমাকে ধরার জন্য ব্যাপক কোনো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে না। ওরা জানে যে এই মুহূর্তে আমার হাতে ওদেরকে দেয়ার মতো কিছু নেই। তাহলে শুধু শুধু বিভিন্ন সেক্টরের স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে গোলমাল বাড়ানোর দরকারটা কী। আর তাই তো আমি নিজের আসল নাম ব্যবহার করে প্রকাশ্যে এবং নিরপদে ঘুরে বেড়াতে পারছি।"

বেশ কয়েকটা মুহূর্ত মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে রইল ডাভান। তারপর ডর্সকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী মাস্টার সেলডনের স্ত্রী?"

"আমি তার বন্ধু এবং তাকে যে কোনো বিপদআপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।" শান্ত গলায় জবাব দিল ডর্স।

"উনাকে কতটুকু চিনেন আপনি?"

"আমরা দুজন একসাথে আছি এই কয়েক মাস হবে।"

"তার বেশি না?"

"তার বেশি না।"

"আপনার কী মনে হয় উনি আসলেই সত্যি কথা বলছেন?"

"কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কেন যদি উনার কথাই বিশ্বাস না করেন। হ্যারি যদি কোনো কারণে মিথ্যে কথা বলে তাহলে ওকে সমর্থন দেয়ার জন্য আমিও তো মিথ্যে কথা বলতে পারি।"

অসহায়ের মতো দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ডাভান। তারপর বলল, "আপনারা কোনোভাবেই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না?"

"এই 'আমরা' বলতে কাদের কথা বলছেন এবং কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডাহ্‌লের অবস্থা তো আপনি দেখেছেন," ডাভান বলল। "আমরা শোষিত। ইউগো এমারিলের সাথে যেরকম ভালো আচরণ করেছেন তাতে আমার বিশ্বাস আমাদের প্রতি আপনাদের পুরোপুরি সমবেদনা রয়েছে।"

"ঠিকই বলেছেন।"

"কারা আমাদের শোষণ করছে সেটাও আপনি জানেন।"

"বোধহয় ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্টের কথা বলছেন, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি ওরা তাদের দায়িত্ব যথার্থই পালন করেছে। বরং আমি শুনেছি যে ডাহ্‌লেরই মধ্যবিত্ত সমাজ এখানে শ্রেণীবৈষম্য তৈরি করে রেখেছে।"

ডাভানের ঠোঁটের কোণায় ক্রোধের আভাস। বলল, "সত্যি কথা। সত্যি কথা। কিন্তু এম্পায়ারই তাতে ইন্ধন যোগায়। যদি হিটসিঙ্কাররা ধর্মঘট শুরু করে তাহলে ট্র্যানটর অকল্পনীয় সমস্যায় পড়বে। তখন ডাহ্‌লেরই অভিজাত শ্রেণী বিলিবটন বা অন্য কোনো স্থান থেকে গুন্ডা ভাড়া করে আনবে হিটসিঙ্কারদের শায়েস্তা করার জন্য। আর নিজেদের স্বার্থে এম্পায়ার তাদের সাহায্য করবে।"

"ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট সব জায়গাতে একই কৌশল অবলম্বন করছে– আগের মতো এখন আর ইচ্ছে হলেই সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ট্র্যানটরের সামগ্রিক কাঠামো বর্তমানে এত বেশি জটিল এবং ভঙ্গুর যে ইম্পেরিয়াল ফোর্স পারতপক্ষে কোনো বিষয়েই হস্তক্ষেপ করে না।"

"এক ধরনের অবক্ষয়," হামিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন সেলডন।

"কী?" ডাভান জিজ্ঞেস করল।

"কিছু না, আপনি বলে যান।"

"ইম্পেরিয়াল ফোর্স যদিও কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে যে অন্য কৌশলে লাভ হবে বেশি। এম্পায়ার প্রতিটা সেক্টরকেই তার প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ জড়িয়ে রাখতে উৎসাহিত করে। সেক্টরগুলোর ভেতরেও অভিজাত এবং দরিদ্র শ্রেণীর মাঝে সবসময়ই অযৌক্তিক লড়াই চলছে। ফলে ট্র্যানটরের জনগণকে এক মঞ্চে উঠানো সত্যিই অসম্ভব। তারা নিজেদের ভেতর মারামারি কাটাকাটি করবে কিন্তু আসল স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে একত্র হবে না।"

"এবং," ডর্স বলল, "আপনি কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে চান?"

"দীর্ঘদিন থেকেই আমি ট্র্যানটরের জনগণের মাঝে একতা তৈরি করার চেষ্টা করছি।"

"আমার ধারণা," সেলডন বললেন, "কাজটা অসম্ভব কঠিন এবং মানুষ তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ তো দেয়ই না বরং গালি দেয়।"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন, কিন্তু আমাদের দল ক্রমেই বড় হচ্ছে। আমাদের অনেকেই এখন বুঝতে পেরেছে যে ছুরি পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে অন্য কাজে ব্যবহার করলে লাভ বেশি। বিলিবটনে যারা আপনাদের হামলা করেছিল তারা আমাদের দলে আসেনি এখনো। সাংবাদিক মনে করেছিলেন যে এজেন্টকে তার হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করতে যে মানুষগুলো এগিয়ে এসেছিল তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দলের। এদের মাঝেই আমি বাস করি। যদিও খুব সুখের জীবন তা বলছি না, কিন্তু নিরাপদে থাকতে পারছি। প্রতিবেশী সেক্টরের অনেকেই আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং প্রতিদিনই আমাদের সমর্থন বাড়ছে।"

"কিন্তু আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি?" ডর্স জিজ্ঞেস করল।

"আপনারা আউটওয়ার্ল্ডার এবং স্কলার। দলের নেতৃত্বে এইধরনের মানুষেরই প্রয়োজন। আমাদের মূল শক্তি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, কারণ তারাই সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত। কিন্তু তারা তো নেতৃত্ব দিতে পারবে না। আপনাদের দুজনের যে কোনো একজনই তাদের একশ জনের সমান।"

"শোষিত মানুষকে যে উদ্ধার করতে চায় তার মুখে এই কথা, সত্যি অদ্ভুত।"

"আমি কার্যকরী নেতৃত্বের কথা বলছি। দলের নেতৃত্বে বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন।"

"অর্থাৎ আপনার দলের মর্যাদা বাড়ানোর জন্যই আমাদের প্রয়োজন।"

"মহৎ যে কোনো কিছুই আপনি নাক সিটকে বাতিল করে দিতে পারেন।" ডাভান বলল। "কিন্তু আপনি, মাস্টার সেলডন, সকলের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানী অনেক বেশি শিক্ষিত। ভবিষ্যতের দৃষ্টিপথে পাতলা কুয়াশার যে চাদর আছে সেটা যদি আপনি ভেদ নাও করতে পারেন– "

"প্লিজ, ডাভান," সেলডন বললেন, "কাব্য করবেন না এবং অসম্ভব কিছু আশাও করবেন না। আমার সাফল্যের পথে পাতলা কুয়াশার চাদর নয় বরং ক্রোম স্টিলের শক্ত দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

"আমাকে শেষ করতে দিন। আপনি যদি– কী যেন বলেন? সাইকোহিস্টোরিক্যালি নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নাও করতে পারেন, গবেষণার খাতিরে আপনাকে ইতিহাস স্টাডি করতে হবে। তখন কী হতে পারে তার একটা অনুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হবে আপনার ভেতরে। তাই না?"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "হয়তো গাণিতিক ফলাফল কী হতে পারে আমি সেটা বুঝতে পারব, কিন্তু সেটা কতদূর কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারব তা পুরোপুরি অনিশ্চিত। সবচেয়ে বড় কথা আমি ইতিহাস পড়িনি। উচিত ছিল, এখন সেটা বুঝতে পারছি।"

"আমি একজন ইতিহাসবিদ, ডাভান।" স্বাভাবিক গলায় বলল ডর্স। "যদি শুনতে চান তাহলে দু'একটা কথা বলতে পারি।"

"বলুন," ডাভান বলল, খানিকটা ভদ্রতা খানিকটা চ্যালেঞ্জের সুরে।

"প্রথম কথা গ্যালাকটিক ইতিহাসে অনেকবার গণআন্দোলন বা স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। কখনো নির্দিষ্ট কোনো গ্রহে, কখনো দলবদ্ধ অনেকগুলো গ্রহে। প্রি-ইম্পেরিয়াল যুগে রিজিওনাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও এইরকম আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু এইসব আন্দোলন বা বিদ্রোহের ফলাফল ছিল একটাই। পুরনো স্বৈরশাসককে সরিয়ে নতুন স্বৈরশাসকের ক্ষমতা দখল। অন্য কথায় বলা যায় যে, একটা শাসক গোষ্ঠীকে হটিয়ে আরেকটা শাসক গোষ্ঠী তার স্থান দখল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত– যারা বেশিরভাগ সময়ই হতো আরো বেশি কৌশলী এবং নিজেদেরকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারত। ফলে দরিদ্র হতো আরো দরিদ্র, শোষিত হতো আরো বেশি শোষণের স্বীকার।"

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ডাভান, বলল, "আমি জানি এগুলো। আমরা সবাই জানি। হয়তো ইতিহাস থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে পারব। বড় কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে যে স্বৈরশাসক ক্ষমতায় বসে আছে সে কোনো কল্পনা নয় বাস্তব সত্য। ভবিষ্যতে যে স্বৈরশাসক আসবে সেটা শুধুই কল্পনা। পরিবর্তন সবসময়ই খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে এটা ভেবে পিছিয়ে গেলে কখনো অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।"

"আরেকটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে," ডর্স বলল, "হয়তো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু কতটুকু। যেহেতু আপনি সমর্থন দিয়েছেন, বা সাহায্য করেছেন তাই নতুন স্বৈরশাসক নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তার সমর্থক এবং পছন্দের লোকদেরই যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেবে। সাধারণ মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। আপনার লোকেরা শুধু ছুরি হাতে একটা সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর কাইনেটিক, কেমিক্যাল এবং নিউরোলজিক্যাল অস্ত্রের বিরুদ্ধে কী করতে পারবে? সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের আপনি কখনোই পাশে পাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সিকিউরিটি ফোর্স এবং ইম্পেরিয়াল আর্মিকে পরাজিত করতে পারছেন বা অন্তত বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর উপর থেকে তাদের আনুগত্য কিছুটা হলেও কমাতে পারছেন।"

"ট্র্যানটরে অনেকগুলো প্রদেশ। প্রতিটি সেক্টরের আবার নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের অনেকেই এ্যান্টি ইম্পেরিয়াল। তেমন শক্তিশালী কোনো সেক্টর যদি আমাদের পাশে দাঁড়ায় তাহলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে, তাই না?"

"সেইরকম কোনো সেক্টর কি আপনাকে সমর্থন দিয়েছে নাকি আশা করছেন যে পাবেন।"

জবাব দিল না ডাভান।

"আপনি বোধহয় ওয়ি প্রদেশের মেয়রের কথা বলছন।" ডর্স বলল। "কিন্তু আপনি কী ভেবে দেখেছেন ওয়ির মেয়র কেন সাহায্য করবে। শুধু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য? আপনার সাথে মিলে সে যদি সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে তাহলে সে নিজে সিংহাসনে বসতে চাইবে না? অন্য আর কীসের বিনিময়ে সে তার বর্তমান নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নষ্ট করার ঝুঁকি নেবে।"

"আপনি বলতে চাইছেন যেসব নেতা এখন আমাদের সাহায্য করবে তারাই পরবর্তীকালে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।"

"গ্যালাকটিক ইতিহাসে এইধরনের ঘটনাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।"

"যদি আগেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখি, তাহলে তো আমরাই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অর্থাৎ কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই তাকে মেরে ফেলবেন?"

"সেইরকম কিছু নয়, কিন্তু তার হাত থেকে ছাড়া পাবার নিশ্চয় কোনো পথ বের করা যাবে।"

"অর্থাৎ এখানে আমরা এমন একটা রিভোলিউশনারি মুভমেন্ট-এর আলোচনা করছি যার কেন্দ্রীয় নেতারা শুরু থেকেই একে অপরের পিঠে ছুরি চালানোর জন্য তৈরি হয়ে আছে।"

"তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করছেন না?" ডাভান বলল।

সেলডন এতক্ষণ ডর্স এবং ডাভানের বাকবিতণ্ডা শুনছিলেন। এবার জবাব দিলেন, "আসলে বিষয়টা এত সহজ সরল না। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমরা আপনার পক্ষে। আমার মতে সুস্থ কোনো মানুষই চায় না যে কেউ তাদের ভিতর স্বজাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষের বীজ বপন করুক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি? যদি আমার কাছে সাইকোহিস্টোরি থাকত, যদি আমি বলতে পারতাম আসলে কী ঘটবে, অথবা যদি অন্তত বলতে পারতাম যে অনেকগুলো বিকল্প থেকে কোনটা বেছে নিলে কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে তাহলে আমি আমার যাবতীয় ক্ষমতা নিয়ে আপনার পাশে দাঁড়াতাম। –কিন্তু আমার কাছে কিছুই নেই। শুধু সাইকোহিস্টোরি ডেভেলাপ করার চেষ্টা ছাড়া আমি আপনাকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারছি না।"

"এবং সেটা ডেভেলপ করতে আপনার কতদিন লাগবে?"

কাঁধ নাড়লেন সেলডন, "বলতে পারি না।"

"আপনি আমাদের অনন্তকাল অপেক্ষা করতে বলছেন?"

"আর কী করতে পারি, যেহেতু আমি আপনার কোনো কাজেই আসছি না। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, মাত্র কিছুদিন আগেও আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে সাইকোহিস্টোরি ডেভেলপমেন্ট পুরোপুরি অসম্ভব। কিন্তু এখন আর ততটা অনিশ্চিত নই।"

"অর্থাৎ আপনি একটা সমাধান পেয়েছেন।"

"না, সমাধান হতে পারে, শুধু এইরকম একটা অনুভূতি। এই অনুভূতির উৎস কী বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে চেষ্টা করছি। আমাকে চেষ্টা করতে দিন।"

"অথবা," ডাভান বলল, "যেখানে থাকছেন সেখানে গিয়ে হয়তো ইম্পেরিয়াল এর ফাঁদে পড়বেন। হয়তো ভাবছেন যে সাইকোহিস্টোরি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এম্পায়ার আপনাকে কিছুই করবে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সম্রাট এবং তার খাস চামচা ডেমারজেল আমার মতো অপেক্ষা করবে না মোটেই।

"আমাকে বন্দী করে ওদের কোনো লাভ হবে না," শান্ত সুরে বললেন সেলডন। "যেহেতু আমি আপনার বা সম্রাটের কোনো কাজেই আসব না। এসো, ডর্স।"

ডাভানকে তার ধূলিধূসর নিষ্প্রাণ কামরায় একা রেখে বেরিয়ে এলেন দুইজন। রাইখ বাইরে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়া শেষ করে আঙ্গুল চাটছে রাইখ। যে প্যাকেটে খাবার ছিল সেটাতে লেগে থাকা কণাগুলো পর্যন্ত বের করে খাচ্ছে। পেয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে।

গন্ধে কিছুটা পিছিয়ে গেল ডর্স, জিজ্ঞেস করল, "খাবারগুলো কোথায় পেয়েছ, রাইখ?"

"ডাভানের লোকেরা দিছে। ডাভানরে কেমন লাগল?"

"তাহলে আমাদের আর খাবার কিনে দিতে হবে না তোমাকে, তাই না?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন, ক্ষিধেয় নিজের পেটও চোঁ চোঁ করছে।

"আমি আপনের কাছে একটা কিছু তো পাওনা।" ডর্সের দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে কথাগুলো বলল রাইখ। "ওনার একটা ছুরি দিয়া দিলেই তো অয়।"

"ছুরি পাবে না," ডর্স বলল। "আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঁচ ক্রেডিট পাবে।"

"পাঁচ ক্রেডিট দিয়া ছুরি কিনন যায় না।" গজগজ করে বলল রাইখ।

"এছাড়া তুমি আর কিছুই পাচ্ছ না।"

"আপনি একটা বেয়াড়া মানুষ।"

"আমি আসলেই বেয়াড়া আর খুব দ্রুত ছুরি চালাতে পারি, রাইখ, কাজেই পা চালাও।"

"অইছে, অইছে। চ্যাত দেখানোর লাগব না।" হাত নাড়ল রাইখ। "এই পথে আসেন।"

আবার সেই শূন্য করিডর ধরে ফিরে চলা, কিন্তু এবার কিছুদূর এগিয়েই দুপাশে তাকিয়ে থেমে দাঁড়াল ডর্স। "দাঁড়াও, রাইখ। আমাদের অনুসরণ করা হচ্ছে।"

বিরক্ত হলো রাইখ, "আপনের তো বুজনের কথা না।"

মাথা একপাশে হেলিয়ে সেলডন বললেন, "আমি কিছু শুনিনি।"

"আমি শুনেছি," ডর্স বলল, "ঠিক আছে, রাইখ, আমি কোনো ঝামেলা চাই না। আসলে কী হচ্ছে ঠিক ঠিক করে বলো, নইলে এমন মার দেব যে এক সপ্তাহ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না"

আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলে এক পা পিছিয়ে গেল রাইখ। "খালি চেষ্টা কইরা দেহেন, বেয়ারা মাইয়া মানুষ, চেষ্টা কইরা দেহেন খালি। –হেরা ডাভানের লোক। আমাগর যাতে কোনো বিপদ না অয়, হের লাইগা পাহারা দিয়া নিয়া যাইতাছে।"

"ডাভানের লোক?"

"হ। সার্ভিস করিডর দিয়া হাঁটতাছে।"

বিদ্যুৎ বেগে ডানহাত বাড়িয়ে রাইখের কলার ধরে তাকে শূন্যে উঠলো ডর্স। পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করল রাইখ, "অই, ছাইড়া দ্যান কইলাম, ছাইড়া দ্যান।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডর্স, ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করো না, "সেলডন বললেন।

"আরো খারাপ ব্যবহার করব যদি মনে হয় যে ও মিথ্যে কথা বলছে।"

"আমি সত্যি কইতাছি," রাইখ বলল। মুক্তি পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"আমার কোনো সন্দেহ নেই," বললেন সেলডন।

"বেশ, দেখা যাক। রাইখ ওদেরকে বলো এমন জায়গায় এসে দাঁড়াতে যেন আমরা দেখতে পারি।" মাটিতে নামিয়ে ধুলোবালি পরিষ্কার করার ভঙ্গীতে হাত নাড়ল ডর্স।

"আপনে আসলেই কড়া মাইয়ামানুষ," ক্ষুব্ধ সুরে বলল রাইখ। তারপর গলা চড়ালো, "অই, ডাভান। বাইরে আহেন। দুই একজন আইলেই চলব।"

পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট, তারপর করিডরের একটা অনালোকিত প্রবেশ মুখে কালো গোঁফওয়ালা দুইজন লোক এসে দাঁড়ালো। একজনের চিবুকে লম্বা ক্ষতচিহ্ন। দুজনের হাতেই উন্মুক্ত ছুরি।

"তোমরা কতজন এসেছ?" কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করল ডর্স।

"অল্প কয়েকজন," একজন জবাব দিল। "আদেশ। আমরা আপনাদের পাহারা দিচ্ছি। ডাভান চায় যেন আপনাদের কোনো বিপদ না হয়।"

"ধন্যবাদ। চেষ্টা করো যেন শব্দ আরো কম হয়। রাইখ, পথ দেখাও।"

"সত্যি কথা বলনের পরেও আপনি আমারে এইভাবে ব্যথা দিলেন," মুখ ভার করে বলল রাইখ।

"আমি দুঃখিত।"

"ভাইবা দেখমু মাফ করন যায় কিনা," বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো রাইখ। "কিন্তু এই একবারই।" তারপর চলা শুরু করল।

ওরা যখন ফুটপাথে পৌঁছল ডাভানের লোকগুলো চলে গেল। অন্তত ডর্সের তীক্ষ্ণ কানে তাদের পদশব্দ আর আসছে না। এখন তারা এই সেক্টরের মোটামুটি ভদ্র এলাকায় চলে এসেছে।

"তোমার গায়ে লাগবে এমন কোনো পোশাক বোধহয় আমাদের কাছে নেই," চিন্তিত সুরে বলল ডর্স।

"আমার কাপড় নিয়া আপনের মাথাব্যথা ক্যান, মিসাস," জবাব দিল রাইখ (বোধহয় করিডর থেকে বেরিয়ে এসে তার ভদ্রতাবোধ জেগে উঠছে।) "আমার কাপড় আছে।"

"ভাবছিলাম আমাদের ঘরে এসে তুমি গোসল করতে চাইবে।"

"ক্যান? দুই তিনদিন পরে একবার গোসল করি। আরেকটা শার্ট আছে হেইডা পরি।" সরু চোখে ডর্সের দিকে তাকালো সে। "আসলে আমার লগে যে ব্যবহার করছেন হের লাইগা খারাপ লাগতাছে। এহন বুঝ দেওনের চেষ্টা করতাছেন, ঠিক না?"

হেসে ফেলল ডর্স। "হ্যাঁ, তা খানিকটা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরাজ ভঙ্গীতে হাত নাড়ল রাইখ। "বাদ দ্যান। ব্যথা পাই নাই। হুনেন, আপনে মাইয়া মানুষ অইলেও গায়ে জোর অনেক বেশি। এমনভাবে আমারে তুললেন য্যান আমি কিছুই না।"

"আসলে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। মাস্টার সেলডনকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার।"

"আপনে আসলে বডিগার্ড?" প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকালো রাইখ। "মাইয়ামানুষরে নিজের বডিগার্ড বানাইছেন?"

"উপায় নেই," বললেন সেলডন, মুখে ক্লান্ত হাসি। "ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া খুব মুশকিল। তবে নিজের কাজ সে ভালোই বোঝে।"

"চিন্তা করে দেখো রাইখ," ডর্স বলল। "তুমি কী আসলেই গোসল করতে চাও না? হালকা গরম পানি দিয়ে চমৎকার একটা গোসল?"

"কুনু উপায় নাই। মনে অয়না ওই বেডি আবার আমারে হের বাড়িতে ঢুকবার দিব।"

সামনে তাকিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে ঢুকবার দরজায় মিসট্রেস টিসালভারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ডর্স। মহিলা প্রথমে তাকালো আউটওয়ার্ল্ডারদের দিকে তারপর রাস্তার অর্বাচীন বালকটার দিকে। কাকে দেখে সে সবচেয়ে বেশি রেগে উঠল বোঝা গেল না।

"ঠিক আছে, আমি গেলাম গিয়া, মিস্টার আর মিসাস। জানি না ওনি আপনাগরেও বাড়িতে ঢুকবার দিব কিনা।" তারপর দুপকেটে দুহাত পুরে মহাজগৎ সম্পর্কে উদাসীন অথচ বেপরোয়া এবং সুখী বালকের মতো শিস বাজাতে বাজাতে চলে গেল রাইখ।

"শুভ সন্ধ্যা, মিসট্রেস টিসালভার। একটু দেরী হয়ে গেল, তাই না?" বললেন সেলডন।

"একটু না, বেশ দেরী করেছেন," মহিলা জবাব দিল। "আপনাদের কারণে এই কমপ্লেক্সের বাইরে আজকে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছিল।"

"আমরা কিছু করিনি," ডর্স বলল।

"আমি ওখানে ছিলাম, সব দেখেছি।" উদ্দেশ্যপূর্ণ গলায় জবাব দিল মিসট্রেস টিসালভার, তারপর ওদেরকে ঢুকতে দেবার জন্য দরজা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

"মহিলার আচরণে মনে হচ্ছে বোধহয় কোনো ফন্দি করেছে," নিজেদের কামরায় যাবার পথে সেলডনকে বলল ডর্স।

"তো? কী করবে সে?" সিলডন জিজ্ঞেস করলেন।

"ভাবছি," জবাব দিল ডর্স।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইখ... সেলডনের নিজের ভাষ্যমতে রাইখের সাথে তার দেখা হওয়াটা স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। রাইখ ছিল নাম পরিচয়হীন, আশ্রয়হীন বালক। সেলডন তার কাছে পথের হদিস জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তার জীবনের সাথে রাইখের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়, যতদিন না...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৭৭.

পরের দিন সকালে শেভ এবং গোসল সেরে শুধু একটা পাজামা পরে ডর্সের দরজায় শব্দ করলেন সেলডন। দরজা খুলল ডর্স। তার লালচে সোনালি বর্ণের কোঁকড়ানো চুলগুলো তখনো ভেজা। পরনে শুধু একটা পাজামা। উর্ধাঙ্গ নিরাভরণ।

বিব্রত হয়ে এক পা পিছিয়ে গেলেন সেলডন। মাথা নামিয়ে নিজের বুকের দিকে তাকালো ডর্স, তারপর একটা তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুলগুলো ঢাকল। "কী ব্যাপার," জিজ্ঞেস করল সে।

ডানদিকে তাকিয়ে সেলডন বললেন, "আমি তোমাকে ওয়ির কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম।"

স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল ডর্স, "কেন এবং কী? আর দয়া করে আমাকে বাধ্য করো না তোমার কানের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে। নারী সংসর্গের অভিজ্ঞতা তোমার নিশ্চয়ই আছে।"

খানিকটা আহত বোধ করলেন সেলডন, "আমি শুধু ভদ্র থাকার চেষ্টা করছি। তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমারও কিছু আসে যায় না। আর কেন এবং কী নয়। আমি ওয়ি সেক্টরের কথা জানতে চাই।"

"কেন জানতে চাও? বা পরিষ্কার করে বলতে গেলে : ওয়ি কেন?"

"দেখো, ডর্স, আমি সিরিয়াস। প্রতি দশটা কথার একটাতে ওয়ির নাম আমার কানে আসছে– প্রকৃতপক্ষে ওয়ির মেয়রের কথা। হামিন তার কথা বলেছে, তুমি বলেছ, ডাভান বলেছে। অথচ আমি এই সেক্টর বা তার মেয়র সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

"আমি ট্র্যানটরের স্থায়ী বাসিন্দা নই, তাই বেশি কিছু জানি না। তবে যা জানি সেটা তোমাকে বলতে কোনো আপত্তি নেই। ওয়ি দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি বেশ বড় এবং যথেষ্ট জনবহুল– "

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি এবং জনবহুল?"

"আমরা এখন যেখানে আছি সেটা হ্যালিকন বা সিনা নয়। এটা ট্র্যানটর। এখানে সবকিছুই আন্ডারগ্রাউন্ডে আর আন্ডারগ্রাউন্ডে বিষুবরেখা বা দক্ষিণ মেরু সবই প্রায় একরকম। অবশ্য আমার মনে হয় ওদের দিন রাতের ব্যবধান একটু বেশি। গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ দিন শীতকালে দীর্ঘ রাত। সারফেসে মেরু অঞ্চলে ঠিক এইরকমই হওয়ার কথা। এটা শুধুই একটা কৃত্রিমতা, ওরা মেরু অঞ্চলের বাসিন্দা হয়ে বেশ গর্বিত।"

"কিন্তু আপারসাইডে নিশ্চয় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।"

"হ্যাঁ, ওয়ির আপারসাইডে শুধু তুষার আর বরফ। কিন্তু তুমি যেমন ভাবছ তেমন গভীর নয়। হলে গম্বুজে ফাটল ধরত, ভেঙ্গে পড়ত। সেরকম হয়নি এবং এটাই হচ্ছে ওয়ির ক্ষমতার মূল উৎস।"

"বরফের স্তর আর ওয়ির ক্ষমতার মাঝে সম্পর্ক কী?"

"ভেবে দেখো। ট্র্যানটরের চল্লিশ বিলিয়ন মানুষ বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করে। প্রতি ক্যালোরি শক্তি থেকে বিপুল তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ ডিসচার্জ করতে হবে। প্রথমে পাইপের সাহায্যে উৎপন্ন তাপ মেরু অঞ্চল– বিশেষ করে দক্ষিণ মেরুতে পাচার করা হয়, কারণ দুটোর মধ্যে ওটাই সবচেয়ে বেশি উন্নত। সেখান থেকেই তাপ মহাশূন্যে ডিসচার্জ করা হয়। তার জন্যই উপরের রাশি রাশি বরফ গলে যাচ্ছে। আমার মতে, আবহাওয়াবিদরা যাই বলুক না কেন গম্বুজের উপরে ট্র্যানটরের আকাশে ঘন মেঘ এবং অবিরাম বৃষ্টিপাতের এটাই কারণ।"

"ডিসচার্জ করার আগে কী ওয়ি সেই শক্তি ব্যবহার করে?"

"বোধহয়, আমি যতদূর জানি। তাপ ডিসচার্জ করার কলাকৌশল এর ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কিন্তু আমি বলছি রাজনৈতিক শক্তির কথা। ডাহ্‌ল যদি শক্তি উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাহলে ট্র্যানটরে অবশ্যই সমস্যা হবে, কিন্তু আরো অনেক সেক্টর শক্তি উৎপাদন করে এবং প্রয়োজনে তারা তাদের উৎপাদনের মাত্রা বাড়াতে পারবে। এটা ঠিক যে ডাহ্‌ল যদি সেইরকম ঝামেলা তৈরি করে তবে সেটা শক্ত হাতে দমন করতে হবে কিন্তু তা ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে করা যাবে। অন্যদিকে, ওয়ি– "

"হ্যাঁ?"

"উৎপাদিত তাপের শতকরা নব্বই ভাগ ওয়ি ডিসচার্জ করে এবং ওয়ির কোনো বিকল্প ট্র্যানটরের হাতে নেই। যদি ওরা তাপ বের করে দেয়ার পথগুলো বন্ধ করে দেয় তাহলে পুরো ট্র্যানটরেই তাপমাত্রা দ্রুতহারে বাড়তে থাকবে।"

"ওয়িতেও বাড়বে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওয়ি যেহেতু দক্ষিণ মেরুতে ওরা শীতল বায়ু প্রবাহের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। যদিও খুব একটা লাভ হবে না, কিন্তু ওয়ি বাকী ট্র্যানটরের চেয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে। মূল বিষয়টা হচ্ছে ওয়ি সম্রাটের জন্য অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্শকাতর একটা সমস্যা এবং ওয়ির মেয়র প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারবে।"

"ওয়ির বর্তমান মেয়র কেমন মানুষ?"

"আমি জানি না। তবে যা শুনেছি সেগুলো যোগ বিয়োগ করে বলা যায় যে বর্তমান মেয়র বুড়ো এবং প্রায় পুরোপুরিই অথর্ব, অথচ এখনো হাইপারশিপ-এর হাল এর মতো দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং সীমাহীন চাতুর্যের সাথে ক্ষমতা দখলের পুরনো খেলা চালিয়ে যাচ্ছে।"

"ভাবছি, কেন? সে যদি অথর্ব বৃদ্ধই হয় তাহলে ক্ষমতা পেলেও তো তা বেশিদিন উপভোগ করতে পারবে না।"

"এই প্রশ্নের জবাব তোমাকে কে দেবে, হ্যারি? হয়তো এটা তার সারাজীবনের একটা মোহ। বা বলা যায় এটা একটা খেলা... ক্ষমতা দখলের। মেয়র যদি ডেমারজেলের পদটা পেয়ে যায় বা কোনোভাবে সিংহাসনে বসতে পারে তখন দেখা যাবে যে তার আনন্দ অর্ধেকটাই মাটি হয়ে গেছে কারণ চমৎকার একটা খেলা শেষ হয়ে গেল যে। অবশ্য, তারপরেও যদি সে বেঁচে থাকে তখনো সে ক্ষমতা ধরে রাখার খেলা চালিয়ে যেতে পারবে যা একই রকম কঠিন কাজ এবং একই রকম আনন্দদায়ক।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "আমার মনে হচ্ছে কেউই বোধহয় সম্রাট হতে চায় না।"

"কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই চায় না। আমি একমত, কিন্তু 'রাজক্ষমতা' বলে একটা কথা আছে। জিনিসটা ভয়াবহ রোগের মতো। যাকে একবার ধরে তাকে পুরোপুরি উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে। যতই উঁচু পদে উঠবে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। প্রতিটা পদোন্নতির সাথে সাথে– "

"রোগটা আরো বেশি নিরাময় অযোগ্য হয়ে উঠবে, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার এটাও মনে হচ্ছে যে ট্র্যানটর সুবিশাল এক বিশ্ব। এখানে সবকিছুই অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বন্দ্ব সংঘাত এত বেশি যে শুধু এই কারণেই শাসন পরিচালনা করা সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাহলে কেন তিনি ট্র্যানটর ছেড়ে অন্য কোনো গ্রহে চলে যাচ্ছেন না?"

ডর্স হাসল। "ইতিহাস জানা থাকলে প্রশ্নটা তুমি করতে না। ঐতিহ্যগতভাবেই হাজার বছর ধরে এম্পায়ার বলতে ট্র্যানটরকে বোঝায়। যে সম্রাট ইম্পেরিয়াল প্যালেসে বাস করে না সে আদতে সম্রাটই নয়। সম্রাট যতটা না ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি স্থান।"

গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন সেলডন, বেশ অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরেও কথা বলছেন না দেখে ডর্স জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, হ্যারি?"

"ভাবছি," বিড় বিড় করে জবাব দিলেন তিনি। "তুমি হ্যান্ড-অন-থাই স্টোরি বলার পর থেকেই আবছাভাবে কী যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এখন যখন তুমি বললে যে সম্রাট যতটা না ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি স্থান তখন মনে হলো যেন মাথার ভেতরে লুকানো কোনো তারে একটা টোকা পড়ল।"

"মানে?"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "এখনো ভাবছি। আমার ভুলও হতে পারে।" তীক্ষ্ণ চোখে ডর্সের দিকে তাকালেন তিনি। "যাই হোক। নিচে গিয়ে বরং নাস্তা সেরে ফেলা উচিত। অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং মিসট্রেস টিসালভার বোধহয় আমাদের আপ্যায়ন করার মুডে নেই।"

"তুমি তো তাও কিছুটা আশাবাদী। আমার তো মনে হয় মহিলা পারলে এখনই আমাদের বের করে দেন– ব্রেকফাস্ট তো দূরের কথা।"

"হয়তো বা, কিন্তু আমরা তাকে ভাড়া দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখন তিনি আমাদের এত বেশি ঘৃণা করেন যে পারলে সব ক্রেডিট ফেরত দিয়ে দেবেন।"

"তার স্বামী আশা করি ভাড়ার কারণে আমাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হবে।"

"যদি নিজের মতামত খাটানোর ক্ষমতা ভদ্রলোকের থাকে। লোকটা যদি আমাদের পক্ষে কোনো কথা বলে তাহলে আমার চেয়ে বেশি অবাক হবে না কেউ। –বাদ দাও, চলো যাওয়া যাক।"

৭৮.

ক্যাসিলিয়া টিসালভার একটা দৃঢ় খুঁটির মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ক্রুর হাসি, প্রতিহিংসায় চোখগুলো চকচক করছে। তার স্বামী গম্ভীর মুখে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে আরো দুজন লোক, দুজনেই পিঠ সোজা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো।"

দুজনের চুলই কোঁকড়ানো এবং কালো, ঠোঁটের উপরে পাতলা গোঁফ। গাঢ় রং এর পোশাক পরিচ্ছদ। বুঝতে অসুবিধা হয় না এগুলো ইউনিফর্ম। জামার হাতার দুপাশে কব্জির কাছ থেকে কলারের প্রান্ত পর্যন্ত এবং ট্রাউজারের দুপাশের বাইরের প্রান্ত দিয়ে সাদা পাইপিং আছে। দুজনেরই ইউনিফর্মের ডানদিকে বুকের উপরে স্পেস শিপ এবং নক্ষত্রের চিহ্ন, গ্যালাক্সির প্রতিটা বাসযোগ্য গ্রহে এটাই এম্পায়ারের প্রতীক, এক্ষেত্রে অবশ্য নক্ষত্রের ঠিক মাঝখানে আরো গাঢ় রং এর একটা "D" আঁকা।

সেলডন লোকদুটোকে দেখেই বুঝে নিয়েছেন যে এরা ডাহ্‌লাইট সিকিউরিটি ফোর্সের লোক।

"কী ব্যাপার?" কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একজন সামনে এগোল। "আমি সেক্টর অফিসার লিনাল রাস। আমার সঙ্গী জীবর অস্টিনওয়াল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনেই চকচকে আইডেন্টিফিকেশন হলো-ট্যাব বের করে দেখালো। ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামালেন না সেলডন। "কী চান আপনারা?"

"আপনি হ্যালিকনের হ্যারি সেলডন?" শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রাস।

"হ্যাঁ।"

"আর আপনি মিসট্রেস, সিনার ডর্স ভেনাবিলি?"

"হ্যাঁ।" জবাব দিল ডর্স।

"আমি একটা অভিযোগের তদন্ত করতে এসেছি। গতকাল হ্যারি সেলডন নামে এক ব্যক্তি এখানে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করেছিল।"

"আমি ওরকম কিছু করিনি," সেলডন বললেন।

"আমার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী," ছোট একটা কম্পিউটার প্যাড এর দিকে তাকিয়ে রাস বলল, "আপনারা একজন সাংবাদিককে ইম্পেরিয়াল এজেন্ট বলে তার বিরুদ্ধে লোকজনকে খেপিয়ে তুলছিলেন।"

"কথাগুলো আমি বলেছিলাম, অফিসার। লোকটাকে ইম্পেরিয়াল এজেন্ট ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। নিজের মতামত প্রকাশ করাটা নিশ্চয়ই কোনো অপরাধ নয়। এম্পায়ারে ছোট বড় সকলেরই বাক স্বাধীনতা রয়েছে।"

"এই কথা বলে ইচ্ছাকৃতভাবে দাঙ্গা বাধানোর অভিযোগ এড়িয়ে যেতে পারবেন না।"

"আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন যে আমিই দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছিলাম, অফিসার?"

এবার মিসট্রেস টিসালভার তীক্ষ্ণ খ্যানখ্যানে গলায় বলল, "আমি সব দেখেছি, অফিসার। এই মেয়েটা যখন দেখল যে বাইরে রাজ্যের সব চোর গুন্ডা বদমাশ ভিড় করেছে তখন সে ইচ্ছে করেই বলেছে যে সাংবাদিক আসলে ইম্পেরিয়াল এজেন্ট। জোরে জোরে বলেছে যেন সবাই শুনতে পারে এবং খেপে উঠে। সে জেনে বুঝেই কাজটা করেছে।"

"ক্যাসিলিয়া," অনুরোধের সুরে বলল মাস্টার টিসালভার কিন্তু স্ত্রী একবার কড়া চোখে তাকাতেই চুপসে গেল।

মিসট্রেস টিসালভারের দিকে ঘুরল রাস। "অভিযুক্তদের কী আপনি এখানে থাকতে দিয়েছিলেন, মিসট্রেস?"

"হ্যাঁ, ওরা দুজন বেশ কিছুদিন ধরেই এখানে থাকছে, কিন্তু এই কয়দিনে সমস্যা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। ছোট লোক গুন্ডা বদমাশদের বাড়িতে ডেকে এনে প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের মানমর্যাদা খাটো করেছে।"

"এটা কী কোনো বেআইনী কাজ, অফিসার?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন। "ডাহ্‌লাইটের কোনো নাগরিককে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা। উপরের দুটো কামরা আমাদের। ওগুলোর জন্য গুনে গুনে ভাড়া দিচ্ছি। ডাহ্‌লাইটের কোনো নাগরিকের সাথে কথা বলা কী অপরাধ, অফিসার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, তা নয়।" রাস বলল, "সেটা নিয়ে কোনো অভিযোগও নেই। আচ্ছা, মিসট্রেস ভেনাবিলি, আপনি কীভাবে বুঝলেন যে লোকটা ইম্পেরিয়াল এজেন্ট?"

"লোকটার গোঁফ ছিল ছোট এবং বাদামী রং এর, আমি বুঝতে পারি যে সে ডাহ্লাইট নয় এবং অনুমান করে নেই যে সে ইম্পেরিয়াল এজেন্ট।"

"অনুমান করে নেন? আপনার সঙ্গী মাস্টার সেলডনের তো গোঁফই নেই। তাহলে কী ধরে নেবেন যে তিনিও ইম্পেরিয়াল এজেন্ট?"

"যাই হোক," বিরক্ত সুরে বললেন সেলডন, "কোনো ধরনের দাঙ্গা ফ্যাসাদ হয়নি। যারা ভিড় করেছিল তাদের আমরা বলে দিয়েছিলাম যেন ওই সাংবাদিক বা এজেন্ট সে যাই হোক না কেন তার যেন কোনো ক্ষতি না করে। আমি নিশ্চিত যে ওরা তার কোনো ক্ষতি করেনি।"

"আপনি নিশ্চিত, মাস্টার সেলডন? আমাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অভিযোগটা তুলেই আপনারা সেখান থেকে সরে পড়েন। তারপরে কী ঘটেছে সেটা কী আপনি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবেন?"

"না, পারব না, কিন্তু লোকটা কী মারা গেছে? আহত হয়েছে?"

"আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। ইম্পেরিয়াল এজেন্ট এই অভিযোগ সে জোর গলায় অস্বীকার করেছে। আমাদের হাতেও তেমন কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। সে এটাও দাবী করেছে যে ঘটনার সময় তার সাথে চরম অপমানজনক দুর্ব্যবহার করা হয়।"

"আমার মতে সে দুটো বিষয়েই মিথ্যা কথা বলেছে," সেলডন বললেন, "আমি বরং সাইকিক প্রোব ব্যবহার করার পরামর্শ দেব।"

"অপরাধের স্বীকার কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।" রাস বলল। "সেক্টর গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া। বর্তমান ক্ষেত্রে যেহেতু আপনারাই অপরাধী, তাই আপনাদের উপরেই হয়তো সেটা প্রয়োগ করা হবে। আপনারা কী চান আমরা সেটা ব্যবহার করি?"

সেলডন এবং ডর্স দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর সেলডন বললেন, "না, অবশ্যই না।"

"অবশ্যই না," পুনরাবৃত্তি করল রাস। কিছুটা ব্যঙ্গ করার ভঙ্গীতে, "অথচ অন্য কারো উপর প্রয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন ঠিকই।"

দ্বিতীয় অফিসার, অস্টিনওয়াল এই পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি, এবার মুচকি একটু হাসল।

রাস বলল, "আমাদের কাছে আরো তথ্য আছে। দুদিন আগে আপনারা বিলিবটনে নাইফ ফাইট করেছেন এবং একজন ডাহ্লাইট নাগরিককে মারাত্মক আহত করেছেন। তার নাম–" কম্পিউটারের আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এলিন ম্যারন।"

"লড়াইটা কীভাবে শুরু হয়েছিল সেই তথ্য কী আপনার কাছে আছে?" জিজ্ঞেস করল ডর্স।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই মুহূর্তে সেটা অপ্রাসঙ্গিক, মিসট্রেস। লড়াই হয়েছিল আপনারা সেটা অস্বীকার করছেন?"

"অবশ্যই অস্বীকার করছি না।" রাগের সাথে বললেন সেলডন। "শুধু লড়াইটা আমরা শুরু করেছিলাম সেটা অস্বীকার করছি। আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। ম্যারন নামের লোকটা মিসট্রেস ভেনাবিলির সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করে। পরবর্তীতে যা ঘটে সেটা নিখাদ আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই না। নাকি ডাহ্‌লে মেয়েদের সম্ভ্রমহানি তেমন কোনো অপরাধ নয়?"

রাসের কণ্ঠস্বরে অতি সূক্ষ্ম বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল, "বলছেন আক্রান্ত হয়েছিলেন। কতজন ছিল ওরা?"

"দশজন।"

"আর আপনারা– একজন আবার মহিলা– দুজনে মিলে দশজন শক্ত সমর্থ পুরুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছেন?"

"মিসট্রেস ভেনাবিলি এবং আমি দুজনে মিলে ওদের প্রতিহত করেছি, হ্যাঁ।"

"অথচ আপনাদের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি। কোন যাদুমন্ত্রে এটা সম্ভব হলো? নাকি শরীরের এমন জায়গায় কেটেছে যা সবার সামনে দেখাতে পারছেন না?"

"না, অফিসার।"

"কীভাবে সম্ভব? আপনি– সাথে একজন মহিলাকে নিয়ে– দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, অথচ সামান্য আঘাতও পেলেন না? কিন্তু ম্যারন এমনভাবে আহত হয়েছে যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাকে। স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেতে হলে তার উপরের ঠোঁটে স্কিন ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।"

"আমরা বেশ ভালোভাবেই নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছি," গম্ভীর সুরে বললেন সেলডন।

"অবিশ্বাস্য রকম ভালো। যদি বলি যে আপনারাই ম্যারনকে অতর্কিতে হামলা করে মারাত্মক আহত করেছেন এবং সেই ঘটনার তিনজন সাক্ষীও আছে, কী জবাব দেবেন?"

"শুধু এইটুকুই বলব যে আপনার বক্তব্য পুরোপুরি অবিশ্বাস্য। আমি নিশ্চিত যে সন্ত্রাসী এবং নাইফম্যান হিসেবে ম্যারনের অত্যন্ত বাজে রেকর্ড আছে। আপনাকে তো বলেছি যে ওরা ছিল দশজন। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তাদের অন্তত ছয়জন মিথ্যে কথা বলেনি। বাকী তিনজন কী আপনাকে বলেছে যে যখন তাদের আমরা অতর্কিতে হামলা করি, প্রাণ সংশয় দেখা দেয়ার পরেও বন্ধুকে বাঁচাতে তারা এগিয়ে আসেনি কেন? কাজেই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ওরা মিথ্যে কথা বলেছে।"

"আপনি তাহলে সাইকিক প্রোবের পরামর্শ দিচ্ছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, এবং আপনি বলার আগেই জানিয়ে রাখছি আমাদের উপর সেটা প্রয়োগ করার পরামর্শ কখনোই দেব না।"

"আমাদের কাছে আরো তথ্য আছে যে গতকাল দাঙ্গার ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পর আপনারা ডাভান নামে এক ব্যক্তির সাথে দেখা করেন। এই ডাভান কুখ্যাত এক বিদ্রোহী। সিকিউরিটি পুলিশ তাকে অনেকদিন থেকেই খুঁজছে। কথাটা সত্যি?"

"আমাদের সাহায্য ছাড়াই সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, অফিসার।" সেলডন বললেন। "আমরা আপনার আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না।"

কম্পিউটার প্যাড বন্ধ করে পকেটে রেখে দিল রাস। "আপনাদেরকে আমাদের সাথে হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। আরো জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন।

"তার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না, অফিসার। আমরা আউটওয়ার্ল্ডার এবং কোনো অপরাধ করিনি। আমরা শুধু একজন বিরক্তিকর সাংবাদিককে এড়ানোর চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি সম্ভ্রমহানি এবং সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে। অনেক ডাহ্লাইটের সাথেই কথা বলেছি আমরা। কাজেই আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া শুধু শুধু হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই না।"

"ভালো মন্দের সিদ্ধান্ত নেব আমরা," রাস বলল, "যাচ্ছেন আমাদের সাথে।"

"না, আমরা যাব না।" ডর্স বলল।

"সাবধান!" চিৎকার করে বলল মিসট্রেস টিসালভার। "ওর কাছে দুটো ছুরি আছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাস। "ধন্যবাদ, আমি জানি।" ঘুরল ডর্সের দিকে। "আপনি জানেন এই সেক্টরে অনুমতি ছাড়া নিজের কাছে ছুরি রাখা মারাত্মক অপরাধ? আপনার অনুমতি আছে?"

"না, অফিসার নেই।"

"বুঝতে পারছেন কী যে এতে আপনাদের অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ?"

"সাথে ছুরি রাখাটা বেআইনি কিছু না, অফিসার," ডর্স বলল, "বুঝতে পেরেছেন? আমি নিশ্চিত ম্যারনের কাছে যে ছুরিটা ছিল সেটার জন্যও তার কোনো অনুমতি নেই।"

"ম্যারনের কাছে ছুরি ছিল সেরকম কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। তাছাড়া বরং ম্যারনই ছুরির আঘাতে আহত হয়েছে।"

"অবশ্যই তার কাছে ছুরি ছিল, অফিসার। আপনি কী বোঝাতে চাইছেন যে বিলিবটনের সবাই এবং ডাহ্ল সেক্টরের অধিকাংশই বিনা অনুমতিতে ছুরি বহন করে এটা আপনি জানেন না। তাহলে বলতেই হচ্ছে যে ডাহ্লে আপনিই একমাত্র মূর্খ। এখানে অনেক দোকানেই সবার চোখের সামনে ছুরি বিক্রি করা হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি কী জানি বা না জানি সেটা অপ্রাসঙ্গিক। অন্যেরা কে আইন মানছে বা ভঙ্গ করছে তারও কোনো গুরুত্ব নেই। আসল কথা হচ্ছে যে মিসট্রেস ভেনাবিলি বিনা অনুমতিতে ছুরি রেখে আইন ভঙ্গ করেছেন। ওগুলো আমার কাছে দিন, মিসট্রেস তারপর দুজনেই হেডকোয়ার্টারে চলুন।"

"ঠিক আছে, যদি পারেন তো আমার কাছ থেকে নিয়ে যান।" ডর্স বলল।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাস। "কেন ভাবছেন যে তাহলে ছুরিই একমাত্র অস্ত্র। বা আমি ছুরি দিয়ে আপনার সাথে লড়াই করব। আমাদের দুজনের কাছেই ব্লাস্টার আছে। আপনার যতই দক্ষতা থাকুক ওগুলো বের করার আগেই খুন হয়ে যাবেন। যেহেতু মেরে ফেলার কোনো ইচ্ছা নেই তাই ব্লাস্টার ব্যবহার করব না। কিন্তু নিউরোনিক হুইপ ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। ওগুলো স্থায়ী কোনো ক্ষতি করে না, শরীরে কোনো চিহ্নও থাকবে না। আমার সঙ্গী তার হুইপ এই মুহূর্তে আপনাদের দিকে তাক করে রেখেছে। আর এই যে আমারটা।–এবার, ছুরিগুলো দিয়ে দিন মিসট্রেস ভেনাবিলি।"

কামরা জুড়ে পিনপতন নীরবতা নেমে এল, তারপর সেলডন বললেন, "কোনো লাভ নেই, ডর্স। দিয়ে দাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছ থেকে কর্ণবিদারক এক চিৎকার শোনা গেল।

৭৯.

ওদেরকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে দিয়ে আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল রাইখ।

ডাভানের অনুচরেরা তাকে খাইয়েছে। মোটামুটি কাজ করে সেরকম একটা বাথরুম খুঁজে পাওয়ার পর ওজন কমানোর ব্যবস্থাও হয়ে যায়। তারপর ছোটোখাটো একটা ঘুম। এই মুহূর্তে তার আসলে যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই। বাড়ি একটা আছে বটে সেটা না থাকারই মতো। মা আছে কিন্তু এমন না যে সে বাড়ি ফিরল না বলে ভয়ে দুঃশ্চিন্তায় মায়ের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

বাবাকে সে কোনোদিন চোখে দেখেনি, কখনো কখনো অবাক হয়ে ভাবে তার কী আসলেই বাবা ছিল। সবাই বলে যে ছিল নইলে তার জন্ম হলো কীভাবে। তাদের বলার ভঙ্গীটা সর্বদাই ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর। শোনা কথাগুলো বিশ্বাস করবে কী না মাঝে মাঝে এটাও বুঝতে পারত না সে।

তবে এই আউটওয়ার্ল্ডার মহিলা অন্যরকম। বয়স অনেক হলেও দেখতে চমৎকার এবং পুরুষদের মতো লড়াই করতে পারে– বরং বলা চলে যে পুরুষদের চেয়ে অনেক ভালো। এই ব্যাপারটাই মহিলার প্রতি তার ভক্তি বাড়িয়ে তুলেছে।

এবং সে তাকে গোসল করতে বলেছিল। যখন পকেটের ক্রেডিটগুলো অন্য কোথাও খরচ করার জায়গা থাকত না শুধু তখনই সে বিলিবটনের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটত। শুধু তখনই পুরো শরীর ভেজাত এবং গায়ের পানি, ভেজা জামাকাপড় না শুকানো পর্যন্ত ঠাণ্ডায় কষ্ট করতে হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোসল জিনিসটা অন্যরকম। গরম পানি, সাবান, তোয়ালে, উষ্ণ বাতাস। ব্যাপারটা যে কেমন সে কোনোদিন অনুভব করেনি, তবে নিশ্চয়ই চমৎকার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জীবনটা তার ফুটপাথেই কেটেছে। তাই এমন একটা জায়গা খুঁজে পেতে বেশি একটা কষ্ট হলো না যেখানে কাছাকাছি একটা বাথরুম আছে এবং তাকে কেউ খুঁজে পাবে না। আবার প্রয়োজন হলে দৌড়ে পালাতেও পারবে।

রাতটা কেটে গেল এলোমেলো চিন্তা ভাবনা করে। যদি লেখাপড়া শিখে? তাহলে কী কিছু করে খেতে পারবে? কী করবে সে জানে না, কিন্তু মহিলা হয়তো তাকে বলে দিতে পারবে। আবছা আবছা ধারণা আছে যে কিছু কিছু কাজ করে উপার্জন করা যায়। কিন্তু সেই কাজগুলো কী বা কেন, কেমন করে করতে হয় এই মুহূর্তে সে জানে না। হয়তো জেনে নিতে পারবে, কিন্তু কে জানাবে তাকে?

আউটওয়ার্ল্ডারদের সাথে থাকলে হয়তো ওরা সাহায্য করবে, কিন্তু ওরা তাকে সাথে রাখবে কেন?

তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল হঠাৎ করে। ভোর হচ্ছে। চারপাশে শুরু হয়েছে কর্মমুখর আরেকটি দিনের কোলাহল। কিন্তু সব ছাপিয়ে তার কানে একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে।

প্রতিটি শব্দের আলাদা অর্থ বের করা শিখেছে সে, কারণ বিলিবটনের আন্ডারগ্রাউন্ড গোলাকধাঁধায় ন্যূনতম নিরাপত্তার জন্যই চোখে দেখার আগে কেবল শুনেই বুঝে নিতে হবে সব। এই এখন যে গ্রাউন্ড কারের শব্দ শুনছে তাতে এমন কিছু আছে যার ফলে সে বিপদটা ঠিকই চিনে নিতে পারল।

চট্ করে সজাগ হলো রাইখ, ফুটপাথ ধরে কিছুদূর এগোল। স্পেস শিপ এবং নক্ষত্র চিহ্ন দেখার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না। জানে কারা আসছে এবং কেন আসছে। আউটওয়ার্ল্ডার দুজনকে ধরার জন্য আসছে ওরা। কারণ দুজনেই ডাভানের সাথে দেখা করেছে। তার ধারণা ভুল না সঠিক তা ভেবে এক সেকেন্ডও নষ্ট করল না। ঝড়ের বেগে দৌড়াতে শুরু করল।

ফিরে এলো ঠিক পনের মিনিট পরে। গ্রাউন্ড কারটা এখনো আছে। ভিড় জমে গেছে চারপাশে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সাথে দেখছে সবাই। দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সঠিক দরজা চেনার চেষ্টা করছে। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই।

অবশেষে সঠিক দরজা খুঁজে পেল– অন্তত ধরে নিল এটাই হবে– শব্দ করল জোরে, একই সাথে চিৎকার করে বলল, "লেডি লেডি!"

উত্তেজনায় মেয়েলোকটার নাম ভুলে গেলেও পুরুষলোকটার প্রথম নামটা মনে পড়ল, "হ্যারি," চিৎকার করে ডাকল, "দরজা খুলেন।"

দরজা খোলার পর সে দ্রুত ভিতরে ঢুকে পড়ল। অফিসারদের একজন শক্ত হাতে থামালো তাকে। "দাঁড়াও খোকা, কোথায় যাচ্ছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ছাড়েন আমারে! আমি কিছু করি নাই।" চারপাশে তাকালো সে। "হেই, লেডি, কী করতাছে হ্যারা?"

"আমাদের অ্যারেস্ট করছে।" গম্ভীর সুরে বলল ডর্স।

"ক্যান?" রাইখ বলল, নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। "অই মিয়া ছাড়েন। লেডি, অগোর লগে যাইয়েন না। কুনু দরকার নাই।"

"বেরোও।" রাইখকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাস বলল।

"না, যামুনা। আপনারাও যাইতে পারবেন না। আমার দলের হগলেই আইতাছে। ওনাগো না ছাড়লে আপনেরাও যাইতে পারবেন না।"

"কীসের দল?" ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রাস।

"এই মুহূর্তে হগলেই বাইরে আছে। বোধহয় আপনাগো গাড়িডা পার্ট পার্ট কইরা খুলতাছে। আপনাগোও টুকরা টুকরা কইরা ফালাইব।"

সঙ্গীর দিকে ঘুরল রাস, "হেড কোয়ার্টারে খবর দাও। বলো ম্যাক্রোসহ আরো কয়েকটা ট্রাক পাঠাতে।"

"না!" চিৎকার করল রাইখ, একটা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে ছুটল অস্টিনওয়ার্ল্ডের দিকে।

রাস নিউরোনিক হুইপ লেভেল করে ফায়ার করল।

আর্তনাদ করে উঠল রাইখ, কাঁধ খামচে ধরে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ছটফট করতে লাগল জবাই করা পশুর মতো।

রাস আবার পুরোপুরি ঘোরার আগেই সেলডন কব্জি ধরে একটা মোচড় দিলেন। প্রথমে রাসের হাত মোচড় দিয়ে উপরে তুললেন তারপর পিছন দিকে একটা ঠেলা দিলেন। কাঁধের হাড় সরে গেল টের পেলেন তিনি।

ব্লাস্টার তুলল অস্টিনওয়াল, কিন্তু ডর্স তার আগেই অফিসারের গলা পেচিয়ে ধরে তার কণ্ঠনালীর কাছে ছুরির ফলা ঠেকালো।

"নড়বে না!" বলল সে। "শরীরের কোনো অংশ এক মিলিমিটার নড়লে তোমার গলা দুভাগ করে দেব। ব্লাস্টার ফেলে দাও। ফেলো। নিউরোনিক হুইপও।"

রাইখ এখনো মাটিতে শুয়ে গোঙাচ্ছে। তাকে কোলে তুলে নিলেন সেলডন। টিসালভারের দিকে ঘুরে বললেন, "বাইরে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। খেপে আছে সবাই। আমি বলা মাত্র ওরা ভিতরে ঢুকে সব তছনছ করে ফেলবে। আপনার বাড়ির প্রতি বর্গ ইঞ্চি দেয়াল খুলে নিয়ে যাবে। সেইরকম কিছু ঘটতে দিতে না চাইলে অস্ত্রগুলো তুলে পাশের রুমে নিয়ে যান। এই অফিসারের অস্ত্রগুলোও নিয়ে যান। আপনার স্ত্রীকে সাহায্য করতে বলুন। তাহলে নির্দোষ মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আগে দুবার চিন্তা করবে। –ডর্স, রাস আপাতত কোনো ঝামেলা করতে পারবে না, ওই ব্যাটাকেও তুমি অকেজো করে দাও। তবে মেরে ফেলো না।"

"ঠিক," ছুরিটা উল্টো করে ধরে বাট দিয়ে অস্টিনওয়ালের খুলিতে আঘাত করল ডর্স। হাঁটু ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওরা রাইখকে ফায়ার করেছে," বললেন সেলডন। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন নিজের অসুস্থ ভাবটা গোপন করার।

দ্রুত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরলো দুজন। ফুটপাথে উঠতেই চোখে পড়ল হাজার হাজার মানুষের ভিড়। ওদেরকে বেরিয়ে আসতে দেখে কাছাকাছি ভিড় করে এলো সবাই। অধিকাংশই পুরুষ। কাপড় থেকে তাদের গায়ের ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে।

"সানব্যাজারগুলা কই," একজন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

"ভিতরে," অনুত্তেজিত স্বরে ডর্স বলল। "ওদেরকে ছেড়ে দিন। আপাতত ওরা কিছুই করতে পারবে না। তবে হেডকোয়ার্টারে খবর চলে গেছে। যে কোনো সময় রিইনফোর্সম্যান্ট চলে আসতে পারে। কাজেই এখান থেকে চলে যান সবাই।"

"আপনাদের কী হবে?" প্রায় একডজন কণ্ঠ একযোগে জিজ্ঞেস করল।

"আমরাও চলে যাচ্ছি। ফিরব না আর।"

"আমি ওনাগরে লুকাইয়া রাখমু," রাইখ বলল। হাচড়ে পাচড়ে সেলডনের কোল থেকে নেমে নিজের পায়ে দাঁড়াল। পাগলের মতো ডান কাধ মালিশ করছে। "হাঁটবার পারুম। দেহি, রাস্তা দ্যান।"

ভিড়ের মানুষগুলো দুপাশে সরে গিয়ে তাকে রাস্তা করে দিল। "মিস্টার, লেডি, আহেন আমার লগে। –জলদি।"

অনেকটা পথ মানুষগুলো তাদের সাথে আঠার মতো লেগে রইল। রাইখ একটা প্রবেশমুখ দেখিয়ে বলল, "এদিকে আহেন। আপনাগরে এমুন জায়গায় নিয়া যামু জিন্দেগীতেও কেউ খুইজা পাইব না। এমুনকি ডাভানও এইডার কথা জানে না। সমস্যা হইল গিয়া আমাগরে সুয়্যারেজ লেভেলে নামন লাগব। কেউ দেখব না ঠিক, তয় গন্ধডা খুব খারাপ। কী কইতাছি, বুঝবার পারছেন?"

"আশা করি বেঁচে থাকা যাবে," বিড়বিড় করে বললেন সেলডন।

প্যাচানো র‍্যাম্প বেয়ে অনেকটা নিচে নামার পর তীব্র দুর্গন্ধ স্বাগত জানালো তাদের।

৮০.

লুকানোর একটা জায়গা খুঁজে বের করেছে রাইখ। ধাতব মই দিয়ে এমন একটা কামরায় পৌঁছলেন সেটার যে কী কাজ সেলডন বুঝতে পারলেন না। চারপাশে অনেক যন্ত্রপাতি। সেগুলোও বিরাট রহস্য হয়ে রইল। কামরাটা মোটামুটি পরিষ্কার। ধুলো বালি নেই। বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাও ভালো। বোধহয় সেজন্যই ধুলো জমে না। –সবচেয়ে বড় কথা– দুর্গন্ধ অনেক কম।

রাইখ প্রচণ্ড খুশি। "দারুণ, তাই না?" বলার ভঙ্গীটা এমন যেন দাবী করছে যেহেতু সে ভালো বলেছে বাকী দুজনকে সেটা মানতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আরো খারাপ হতে পারত," সেলডন বললেন। "এই জায়গাটা কী কাজে ব্যবহার হয় তুমি জানো, রাইখ?"

কাঁধ নাড়ল রাইখ, সাথে সাথে ব্যথায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। "জানি না, ঐডা নিয়া মাথা ঘামায় কে?"

হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে মাটিতে বসল ডর্স। তীক্ষ্ণ চোখে হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার ধারণা এটা বিশাল কোনো কমপ্লেক্সের অংশ যেখানে ডিটক্সিফিকেশন এবং বর্জ্য রিসাইক্লিং করা হয় তারপর সেগুলো দিয়ে সার তৈরি হয়।"

"তাহলে যারা এটা চালায় তারা যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

"আমি এইহানে সব সময়ই তো আহি," রাইখ বলল, "কাউরে চোখে পড়ে নাই কহনো।"

"আমার ধারণা ট্র্যানটরে যেখানে সম্ভব সেখানেই স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। আর বর্জ্য রিসাইক্লিং এর জন্য তো সবার আগে ব্যবহার করা হবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা নিরাপদ– অন্তত কিছুক্ষণের জন্য।"

"বেশিক্ষণের জন্য না। দানাপানির প্রয়োজন হবে, ডর্স।"

"আমি খাবার আর পানির ব্যবস্থা করবার পারুম।" রাইখ বলল। "ফুটপাথে টিকা থাকতে অইলে এই কাজ সবার আগে শিখতে অইব।"

"ধন্যবাদ, রাইখ।" অন্যমনস্ক সুরে বললেন সেলডন। "এই মুহূর্তে ক্ষিধে নেই।" নাক কুঁচকে বললেন, "বোধহয় আর কোনোদিন ক্ষিধে লাগবে না।"

"পাবে, পাবে। অন্তত খাবার রুচি না থাকলেও পানির তৃষ্ণা পাবে। আর মলমূত্র ত্যাগ করা কোনো সমস্যাই না। কারণ আমরা এখন যেখানে বসে আছি সেটা আসলে বিশাল একটা নর্দমা।"

খানিক নীরবতা। অনুজ্জ্বল আলো। সেলডন বিস্মিত হয়ে ভাবলেন ট্র্যানটরিয়ানরা পুরোপুরি অন্ধকার করে রাখে না কেন? তারপরই মনে পড়ল যে জনবহুল এলাকায় তিনি কখনো সত্যিকার অন্ধকার দেখেননি। এটা বোধহয় এনার্জি সমৃদ্ধ সমাজের নিয়ম। চারশ কোটি মানুষের গ্রহ শুধু অভ্যন্তরীণ তাপ দিয়েই যে বিপুল পরিমাণ এনার্জি সংগ্রহ করে তা সত্যি অবাক ব্যাপার। সৌরশক্তি এবং নিউক্লিয়ার ফিউশনপ্ল্যান্ট তো আছেই। সত্যি কথা বলতে কী এনার্জির স্বল্পতা আছে এমন একটাও গ্রহ তিনি এম্পায়ারে দেখেননি। এমন একটা সময় কী ছিল যখন প্রযুক্তি এত নিচু মানের ছিল যে এনার্জির স্বল্পতা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

সারিবদ্ধ কতগুলো পাইপের গায়ে হেলান দিলেন তিনি। এই পাইপগুলো দিয়েই ময়লা আবর্জনা পরিবাহিত হয়। কথাটা মনে হতেই ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। গিয়ে বসলেন ডর্সের পাশে।

"চ্যাটার হামিনের সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় আছে?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সত্যি কথা বলতে কী," ডর্স বলল, "আমি খবর পাঠিয়েছি, যদিও সেটা আমার পছন্দ হয়নি।"

"পছন্দ হয়নি?"

"আমার দায়িত্ব তোমাকে রক্ষা করা। হামিনের কাছে খবর পাঠানোর অর্থ আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

সরু চোখে ডর্সের দিকে তাকালেন সেলডন। "নিজের উপর এত বেশি দোষ চাপানোর কী কোনো প্রয়োজন আছে, ডর্স? পুরো একটা সেক্টরের সিকিউরিটি অফিসারের হাত থেকে আমাকে তুমি বাঁচাতে পারতে না।"

"বোধহয়। কয়েকজনকে হয়তো ঠেকাতে পারতাম– "

"জানি। সেটাই করেছি আমরা। কিন্তু ওরা রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাবে... আর্মার্ড গ্রাউনড কার... নিউরোনিক ক্যানন... স্লিপিং মিস্ট। আমি জানি না ওদের কাছে কী আছে আর কী নেই, কিন্তু পুরো সিকিউরিটি ফোর্সের প্রত্যেকটা সদস্য আমাদেরকে এখন হন্যে হয়ে খোঁজা শুরু করেছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।"

"ঠিকই বলেছ," ডর্স বলল।

"আপনাগরে কুনুদিনও খুঁইজা পাইব না, লেডি," রাইখ বলল। দুজনের আলোচনার সময় সে একবার ডর্সের আবার সেলডনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। "ডাভানরে হ্যারা কুনোদিনও ধরতে পারে নাই।"

হাসল ডর্স, প্রাণহীন হাসি। ছেলেটার মাথার চুল এলোমেলো করে দিল। তারপর বিরক্ত হয়ে নিজের হাতের তালুর দিকে তাকালো। "তোমার এখানে আর থাকা বোধহয় ঠিক হবে না, রাইখ। আমি চাই না আমাদের সাথে তুমিও ধরা পড়।"

"আমারে কুনোদিনও ধরবার পারব না। আর আমি চইলা গেলে আপনাগরে খাওন আর পানি আইন্যা দিব কেডা। লুকানোর লাইগা নতুন জায়গা খুঁইজা দিব কেডা?"

"না, রাইখ, ওরা আমাদের ধরবেই। আসলে ডাভানকে ধরার জন্য ওরা সেইরকম চেষ্টা করেনি কখনোই। লোকটা ঝামেলাবাজ কিন্তু সিকিউরিটি ফোর্স কখনোই তাকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। বুঝতে পারছ কী বলছি?"

"বলবার চান যে হ্যা শুধু একটা... একটা ফালতু ঝামেলা আর হ্যারে ধরার লাইগা এ্যাতো সময় নষ্ট না করলেও চলে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছ। কিন্তু আমরা দুজন অফিসারকে আহত করেছি। আমাদেরকে ওরা ছাড়বে না। যদি পুরো ফোর্স মাঠে নামানোর প্রয়োজন হয়– যদি প্রতিটি লুকানো, অব্যবহৃত করিডোর তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখতে হয় তাও করবে– হাল ছাড়বে না।"

"তার মানে, আমি... আমিই ঝামেলা বাড়াইছি। আমি যদি অমনে দৌড় না দিতাম তাইলে ওই ব্যাটা সানব্যাজার আমারে মারতও না, আপনেরাও বিপদে পড়তেন না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না, আগে হোক পরে হোক ছাড়া পাওয়ার জন্য কাজটা আমাদের করতেই হতো। কে জানে হয়তো আরো বেশি অফিসারকে আহত করার দরকার হতো।"

"তয় আপনেরা ভালো ফাইট দিছেন। মাইর খাইয়া পইড়া না গেলে বেশ মজা কইরাই দেখবার পারতাম।"

"পুরো সিকিউরিটি সিস্টেমের সাথে ঝামেলা বাঁধিয়ে কোনো লাভ হবে না," সেলডন বললেন। "প্রশ্ন হচ্ছে : ধরতে পারলে আমাদেরকে নিয়ে ওরা কী করবে? বন্দী করে রাখবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

"আরে না, প্রয়োজন হলে আমরা সম্রাটের কাছে আপীল করতে পারব।" ডর্স বলল।

"সম্রাট?" চোখ বিস্ফারিত করে রাইখ বলল। "আপনেরা সম্রাটরে চিনেন?"

হাত নেড়ে তার উৎসাহে পানি ঢেলে দিলেন সেলডন। "গ্যালাক্সির যে কোনো নাগরিকই সম্রাটের কাছে আপীল করতে পারে। –সেটা হবে মারাত্মক ভুল, ডর্স। আমি আর হামিন ইম্পেরিয়াল সেক্টর ত্যাগ করার পর থেকেই সম্রাটের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।"

"কিন্তু ইম্পেরিয়াল আপীলের ফলে ডাহ্লাইটদের সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা দেরী হবে– আমরা সময় পাবো– এবং তার ফাঁকে বিকল্প একটা কিছু বের করে নিতে পারব।"

"হামিনের সাহায্যের আশা করতে পারি।"

"হ্যাঁ, পারি।" অস্বস্তি নিয়ে ডর্স বলল। "কিন্তু হামিনের পক্ষে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা সম্ভব সেটা আশা করা ঠিক না। আমার ম্যাসেজ যদি পায় এবং দ্রুত ডাহ্লে ছুটে আসেও আমাদেরকে কীভাবে খুঁজে পাবে সে? আর পেলেও পুরো একটা সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে একা কী করবে?"

"সেই ক্ষেত্রে ধরা পড়ার আগে আমাদের নিজেদেরই একটা পথ বের করে নিতে হবে।" সেলডন বললেন।

"আমি লগে থাকলে," রাইখ বলল, "ধরা পরনের কুনু ভয় নাই। এইহানের সব জায়গা আমি চিনি।"

"একজন বা দুইজনের কাছ থেকে পালিয়ে থাকার জন্য হয়তো তুমি সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু ওরা আসবে শয়ে শয়ে। করিডর ধরে পালানোর সময় হয়তো এক দলের কাছ থেকে পালিয়ে আরেক দলের কাছে ধরা পড়ব।"

দীর্ঘ সময় নীরব হয়ে বসে রইল সবাই। এমন একটা জটিল পরিস্থিতি কারোরই কিছু করার নেই। তারপর ডর্স ভেনাবিলি হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। সতর্ক এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। "এসে পড়েছে," ফিস ফিস করে বলল সে, "আমি শুনতে পাচ্ছি।"

টান টান উত্তেজনা আর ভয় নিয়ে কিছুক্ষণ সেইভাবেই বসে রইল তিনজন। তারপর রাইখ দাঁড়িয়ে হিস হিস করে বলল, "এই দিকেই আইতাছে। সইরা পড়ন দরকার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন দ্বিধায় ভুগছেন, কিছুই শুনেননি তিনি যদিও বাকী দুজনের অতীন্দ্রিয় শ্রবণ শক্তি নিয়ে কোনো সন্দেহে ভুগলেন না। কিন্তু রাইখ যখন উল্টোদিকে চলা শুরু করল ঠিক তখনই করিডরে একটা কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শোনা গেল, "যাবেন না। যাবেন না।"

দাঁড়িয়ে পড়ল রাইখ, "ডাভান। জানল ক্যামনে আমরা এইহানে আছি?"

"ডাভান?" সেলডন জিজ্ঞেস করলেন। "তুমি নিশ্চিত?"

"হ, আমি নিশ্চিত। হ্যা, আমাগোরে সাহায্য করবার পারব।"

৮১.

"কী হয়েছে?" ডাভান জিজ্ঞেস করল।

খানিকটা স্বস্তি বোধ করছেন সেলডন। যদিও ডাহ্‌ল সেক্টরের পুরো সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে ডাভান কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু তার দল বেশ ভারী, যার ফলে সামান্য হলেও নিরাপত্তা পাওয়া যাবে।

"আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই টিসালভারদের বাড়ির সামনে যারা ভিড় করে ছিল তাদের বেশির ভাগই আপনার দলের।"

"হ্যাঁ, অনেকেই ছিল। আমি শুনেছি যে আপনাদেরকে গ্রেফতার করার সময় সানব্যাজারদের পুরো একটা স্কোয়াড্রনের সবাইকে আহত করে পালিয়ে আসেন। কিন্তু ওরা আপনাদের গ্রেফতার করতে চেয়েছিল কেন?"

"মাত্র দুজন," দুটো আঙ্গুল তুলে সেলডন বললেন। "দুইজন সানব্যাজার। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট। আমাদের গ্রেফতার করার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা আপনার সাথে দেখা করেছিলাম।"

"শুধু এই কারণটাই যথেষ্ট নয়। সানব্যাজাররা আমাকে নিয়ে অতটা মাথা ঘামায় না।" তিক্ত সুরে বলল সে। "ওরা আসলে আমাকে আন্ডারঅ্যাস্টিমেট করে।"

"হয়তো," সেলডন বললেন। "কিন্তু যার বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম সেই মহিলা অভিযোগ করেছে যে আমরা দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছিলাম। সাংবাদিকের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার ঘটনাটাকেই সে এভাবে রং চড়িয়ে বলেছে। ঘটনাস্থলে আপনার লোকজনও ছিল। আর আজকে সকালে দুজন অফিসার আমাদের হাতে আহত হয়েছে। এখন ডাহ্‌লাইটের সিকিউরিটি ফোর্স হয়তো এই করিডোরগুলো পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেবে– তার মানে আপনাকেও ভুগতে হবে। আমি দুঃখিত। এইধরনের ঝামেলা ডেকে আনার কোনো উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না।"

কিন্তু ডাভান মাথা নাড়ল। "না, সানব্যাজারদের আপনি চেনেন না। এত সামান্য কারণে ওরা উন্মাদ হয়ে উঠবে না। আর আমাদেরকে দমন করার কোনো ইচ্ছাও ওদের নেই। থাকলে সেক্টর প্রশাসন অনেক আগেই তা করতে পারত। ওরা চায়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আমরা বিলিবটন বা অন্য কোনো বস্তিতে মারামারি কাটাকাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। না, ওরা চায় আপনাকে– আপনাকে। কী করেছেন আপনি?"

"আমরা কিছুই করিনি," অধৈর্য সুরে বলল ডর্স। "আর কীইবা আসে যায়। হয়তো আপনাকে নয় আমাদের ধরাটাই ওদের মূল উদ্দেশ্য, ওরা এখানে ঠিকই চলে আসবে। যদি আপনাকেও এখানে পেয়ে যায়, আপনি বাঁচতে পারবেন।"

"না, আমার কিছু হবে না। আমার অনেক বন্ধু আছে– ক্ষমতাবান বন্ধু," ডাভান বলল। "গত রাতেই আপনাদের তা জানিয়েছি। আমার বন্ধুরা আপনাকেও সাহায্য করতে পারবে। আপনি যখন আমাদের সাহায্য করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেন, সাথে সাথে আমি বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করি। ওরা আপনাকে ভালো করেই চেনে, ড. সেলডন। আপনি বিখ্যাত মানুষ। আমার বন্ধুরা যথেষ্ট ক্ষমতাবান, ডাহ্লের মেয়রের সাথে ওরা কথা বলেছে। কিছুই হবে না আপনার। শুধু ডাহ্ল থেকে চলে যেতে হবে।"

হাসলেন সেলডন। স্বস্তির শীতল পরশে দেহমন জুড়িয়ে গেল তার। "আপনি এমন একজনকে চেনেন যে ভীষণ ক্ষমতাবান, তাই না, ডাভান? এমন একজন যে কিনা সাথে সাথেই ডাহ্ল প্রশাসনের সাথে কথা বলে আমাদেরকে এখান থেকে অক্ষত অবস্থায় চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে? চমৎকার। অবাক হইনি আমি।" হাসিমুখেই ঘুরলেন ডর্সের দিকে। "মাইকোজেনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানেও। হামিন কীভাবে এতকিছু সামলায়?"

কিন্তু ডর্স মাথা নাড়ল। "এত দ্রুত। ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"হামিন সবকিছু করতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি।" সেলডন বললেন।

"আমি ওকে তোমার চেয়ে ভালো চিনি– এবং অনেকদিন থেকে– কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।"

হাসলেন সেলডন। "ওর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখো না।" তারপর এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করতে তার ভালো লাগছে না এমন একটা ভঙ্গী করে ঘুরলেন ডাভানের দিকে। "কিন্তু আপনি আমাদের খুঁজে পেলেন কীভাবে? রাইখ বলছিল আপনি এই জায়গার কথা জানেন না।"

"জানে না," কর্কশ সুরে চিৎকার করল রাইখ। "এই জায়গা আমার। আমিই এইডা খুঁইজ্জা বাইর করছি।"

"এখানে আমি কখনো আসিনি," চারপাশে একবার ভালোভাবে দেখে তারপর ডাভান বলল। "চমৎকার জায়গা, রাইখ আসলে একটা করিডর ক্রিয়েচার, এই গোলক ধাঁধার ভেতরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে।

"হ্যাঁ, ডাভান, সেটা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আপনি আমাদের কীভাবে খুঁজে পেলেন?"

"হিট-সিঙ্কার এর সাহায্যে। আমার কাছে একটা যন্ত্র আছে যা অতি বেগুনি রশ্মির বিকীরণ ধরতে পারে। ঠিক নির্দিষ্ট সাইত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দিষ্ট থার্মাল প্যাটার্ন তৈরি হয় শুধু সেটাই। শুধু মানুষের উপস্থিতিতে এটা রি-অ্যাক্ট করে, অন্য ধরনের হিট সোর্সে কোনো কাজ করে না।"

ভুরু কুঁচকে ফেলল ডর্স, "ট্র্যানটরে এই যন্ত্র কী কাজে লাগবে। এখানে তো সবখানেই মানুষ। অন্যান্য গ্রহে আছে জানি, কিন্তু– "

"কিন্তু ট্র্যানটরে নেই। আমি জানি, কিন্তু বস্তিতে ভুলে যাওয়া করিডর বা ফুটপাথে এগুলো যথেষ্ট দরকারী।"

"যন্ত্রটা আপনি কোথায় পেয়েছেন?" সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার কাছে আছে সেটা জানাই যথেষ্ট। –কিন্তু এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। অনেকেই আপনাকে হাতের মুঠোয় নিতে চায়। কিন্তু আমি চাই আমার ক্ষমতাবান বন্ধুর সাথে যাবেন আপনি।"

"কোথায় আপনার ক্ষমতাবান বন্ধু?"

"আসছে। আমার যন্ত্রে নতুন আরেকটা সাইত্রিশ ডিগ্রি রেজিস্ট্রার করছে। সেটা আমার বন্ধু ছাড়া অন্য কেউ হওয়ার তো কোনো কারণ দেখি না।"

দরজা দিয়ে একটা লোক ধীরপায়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই সেলডনের মুখের হাসি নিভে গেল দপ করে। লোকটা চ্যাটার হ্যামিন নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ি... বিশ্বনগরী ট্র্যানটরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেক্টর।... গ্যালাকটিক এম্পায়ার এর শেষ শতাব্দীগুলোতে ওয়ি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী। এই সেক্টরের শাসনকর্তারা বহুযুগ থেকেই অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ইম্পেরিয়াল সিংহাসনে বসার, তাদের যুক্তি ছিল যে যেহেতু তাদের একজন পূর্বপুরুষ সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তাই সিংহাসনে বসার অধিকার তাদেরই সবচেয়ে বেশি। চতুর্থ ম্যানিক্স এর অধীনে ওয়ি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে, এবং (ইম্পেরিয়াল কর্তৃপক্ষের দাবী অনুযায়ী) তারা গ্যালাক্সিব্যাপী একটা অভ্যুত্থান বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয়...

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৮২.

লোকটা দীর্ঘদেহী এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী। বাদামী রং-এর লম্বা গোফ, প্রান্ত দুটো উপরের দিকে বাঁকানো। মুখের দুপাশে পাতলা দাড়ি একেবারে চিবুকের নিচ পর্যন্ত। দাড়ি যেখানে শেষ হয়েছে চিবুকের সেই অংশ থেকে নিচের ঠোঁট পর্যন্ত নিখুঁতভাবে কামানো এবং কেমন যেন ভেজাভেজা। মাথার পাতলা চুলগুলো ভীষণ ছোট। হঠাৎ করেই মাইকোজেনের কথা মনে পড়ল সেলডনের, অস্বস্তি বোধ করলেন।

আগন্তুকের পোশাক লাল এবং সাদা রং-এর। নিঃসন্দেহে ইউনিফর্ম। কোমরে চওড়া বেল্ট। সামনের দিকে অনেকগুলো চকচকে রূপালি বোতাম।

নিচুলয়ের গুরুগম্ভীর কিন্তু সুরেলা কণ্ঠস্বর। অপরিচিত বাচনভঙ্গী। সেলডন আগে কখনো শুনেননি।

"আমি সার্জেন্ট এমার থালুস," লোকটা প্রতিটি শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। "ড. হ্যারি সেলডনকে খুঁজছি।"

সামনে বাড়লেন সেলডন। "আমিই হ্যারি সেলডন।" তারপর ডর্সের কানে কানে বললেন, "বোধহয় হামিন নিজে আসতে না পেরে মাংসের এই প্রদর্শনীটাকে পাঠিয়েছে।"

তীক্ষ্ণ এবং দীর্ঘায়িত দৃষ্টিতে সেলডনকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল সার্জেন্ট। তারপর বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই আছে। আপনার চেহারার বর্ণনা আমার কাছে আছে। দয়া করে আসুন আমার সাথে, ড. সেলডন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পথ দেখান," সেলডন বললেন।

সার্জেন্ট কয়েক পা পিছিয়ে গেল, ডর্স এবং সেলডন সামনে বাড়লেন।

লম্বা হাত বাড়িয়ে ডর্সের পথ আটকালো সার্জেন্ট। "শুধু ড. সেলডনকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে, অন্য কাউকে না।"

কয়েকটা মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন। তারপর বিস্ময়টা ক্রোধে পরিণত হল। "অসম্ভব, সার্জেন্ট। এইরকম নির্দেশ কেউ আপনাকে দিতে পারে না। ড. ডর্স ভেনাবিলি আমার সহকারী। সে অবশ্যই আমার সাথে যাবে।"

"সেটা আমার নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ডক্টর।"

"আপনাকে কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, সার্জেন্ট থালুস। ডর্সকে ছাড়া আমি একপাও এগোব না।"

"তাছাড়া," বিরক্ত সুরে বলল ডর্স, "আমার দায়িত্ব ড. সেলডনকে সবধরনের বিপদআপদ থেকে রক্ষা করা। ওর সাথে যদি নাই থাকি তাহলে তাকে কীভাবে রক্ষা করব? কাজেই ও যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।"

দ্বিধায় পড়ে গেল সার্জেন্ট। "আমাকে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আপনার কোনো ক্ষতি না হয়, ড. সেলডন। স্বেচ্ছায় যেতে না চাইলে জোর খাটাতে বাধ্য হব আমি। চেষ্টা করব যেন আপনার কোনো ক্ষতি না হয়।"

দুহাত সামনে বাড়ালো সে, সেলডনকে তুলে কাঁধে করে নিয়ে যাবে।

দ্রুত পিছিয়ে গেলেন সেলডন। একই সাথে তিনি ডান হাতের তালু দিয়ে সার্জেন্টের ঊর্ধ্ব বাহুতে যেখানে মাংসপেশী পাতলা সেখানে কোপ মারলেন।

লম্বা দম নিল সার্জেন্ট, থমকে গেল খানিকটা। তারপর নির্বিকার ভঙ্গীতে আবার সামনে বাড়ল, ডাভান যেখানে ছিল সেখানেই কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু রাইখ সার্জেন্টের পিছনে চলে গেল।

আবার কোপ মারলেন সেলডন, আবার মারলেন, কিন্তু সার্জেন্ট থালুস কাঁধ নামিয়ে প্রতিটা আঘাত কাঁধের শক্ত মাংসপেশীতে হজম করল।

ছুরি বের করল ডর্স।

"সার্জেন্ট," হিংস্র গলায় বলল সে, "বোঝার চেষ্টা করুন, ড. সেলডনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইলে আপনাকে মারাত্মকভাবে আহত করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় থাকবে না।"

থামল সার্জেন্ট, ডর্সের হাতের ছুরিগুলো গম্ভীরভাবে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আমার নির্দেশ শুধু ড. সেলডনকে অক্ষত রাখতে হবে, অন্যদের কী হবে সেটা দেখার প্রয়োজন নেই।"

বিস্ময়কর গতিতে কোমরের হোলস্টারে রাখা নিউরোনিক হুইপের দিকে হাত বাড়ালো সে, এক পা সামনে বেড়ে ছুঁড়ির চালালো ডর্স।

দুজনের কেউই সফল হল না।

দৌড়ে সামনে এগোল রাইখ। বা হাত দিয়ে ধাক্কা মারল সার্জেন্টের কোমরে, ডান হাত দিয়ে হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিল। পিছিয়ে এলো দ্রুত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্জেন্টের নিউরোনিক হুইপ এখন শোভা পাচ্ছে তার হাতে। দুহাতে সেটা বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বলল, "হাত তুলেন, সার্জেন্ট, নইলে বুজবেন মজা কারে কয়।"

থমকে গেল সার্জেন্ট, ভয়ের আভাস ফুটে উঠল মুখে। মাত্র এই একবারই কয়েক মুহূর্তের জন্য গাম্ভীর্য খসে পড়ল তার। "ওটা নামাও, খোকা। কীভাবে চালাতে হয় তুমি জান না।"

"জানি, এইডারে কয় সেফটি। এইডা অফ কইরা এই বোতামডা দিয়া ফায়ার করন যায়। আপনি আমার দিকে আগাইলে সত্যি ফায়ার করমু।"

জমে গেল সার্জেন্ট। বার বছরের উত্তেজিত বালকের হাতে ভয়ংকর মারণাস্ত্র থাকাটা যে কেমন বিপজ্জনক এটা সে ভালো করেই জানে।

ব্যাপারটা সেলডনেরও ভালো লাগল না। "সাবধান, রাইখ," তিনি বললেন। "ফায়ার করো না। ট্রিগার থেকে আঙ্গুল সরাও।"

"ওরে আমার কাছে আইতে দিমু না।"

"আসবে না। —সার্জেন্ট নড়বেন না, প্লীজ। কয়েকটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে, ঠিক?"

"ঠিক।" সার্জেন্ট বলল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাইখের দিকে। (রাইখও একইরকম কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।)

"কিন্তু অন্য কাউকে সাথে নেবার কথা বলা হয়নি আপনাকে, ঠিক।"

"না, সেইরকম কিছু বলা হয়নি, ডক্টর।" দৃঢ় গলায় বলল সার্জেন্ট। নিউরোনিক হুইপের সামনে দাঁড়িয়েও যে সে ভয় পায়নি, সবাই সেটা দেখল।

"বেশ, শুনুন সার্জেন্ট। অন্য কাউকে সাথে না নেবার কথা কী আপনাকে বলে দিয়েছে?"

"আমাকে শুধু বলা হয়েছে-"

"না, না, মন দিয়ে শুনুন, সার্জেন্ট। ফাঁকটা তো এখানেই। আপনাকে কি এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'ড. সেলডনকে নিয়ে এসো!' শুধু এইটুকুই। বাকীদের ব্যাপারে কোনো উল্লেখই ছিল না, নাকি নির্দেশটা ছিল আরো নির্দিষ্ট? এরকম, 'শুধু ড. সেলডনকে নিয়ে আসবে অন্য কাউকে সাথে আনবে না'?"

প্রশ্নগুলো নিয়ে মাথার ভিতরে বেশ কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখল সার্জেন্ট। তারপর বলল, "শুধু বলা হয়েছে ড. সেলডনকে নিয়ে এসো, ব্যস আর কিছু না।"

"অর্থাৎ অন্যদের ব্যাপারে কোনো নির্দেশই দেয়া হয়নি, ঠিক?"

খানিকটা বিরতি নিয়ে জবাব দিল সার্জেন্ট "ঠিক।"

"ড. ভেনাবিলিকে সাথে নেয়ার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়নি আবার সাথে না নেয়ার আদেশও দেয়া হয়নি, ঠিক?"

আবারও বিরতি, "হ্যাঁ।"

"অর্থাৎ আপনি তাকে সাথে নিতেও পারেন, নাও নিতে পারেন, নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছের উপর, ঠিক?"

এবার অনেকক্ষণ বিরতির পর জবাব দিল সে, "তাইতো মনে হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বেশ, ঐযে রাইখ, আপনার দিকে নিউরোনিক হুইপ তাক করে রেখেছে– আপনার নিউরোনিক হুইপ, মনে আছে তো– এবং অস্ত্রটা ব্যবহার করার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে আছে।"

"ঠিকই কইছেন," চিৎকার করে বলল রাইখ।

"থামো রাইখ," সেলডন বললেন। "আর এই যে ড. ভেনাবিলির হাতে দুটো ছুরি। জিনিসগুলো তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি কী এখন ড. ভেনাবিলিকে সাথে নেবেন, না নেবেন না। সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আপনার উপর।"

শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিল সার্জেন্ট। "মহিলাও যাবে আপনার সাথে।"

"এবং রাইখও যাবে।"

"রাইখও যাবে।"

"আপনি কথা দিচ্ছেন– একজন সৈনিক হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে– এইমাত্র যা বললেন তার ব্যতিক্রম করবেন না... ?"

"প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমি একজন সৈনিক এবং সৈনিকরা কখনো কথার বরখেলাপ করে না।"

"চমৎকার। রাইখ, হুইপটা ফিরিয়ে দাও। –এখনি। –দেরি করবে না।"

অখুশির ছাপ পড়ল রাইখের মুখে, ডর্সের দিকে তাকালো। ডর্সও একই রকম অখুশী কিন্তু আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিল।

নিউরোনিক হুইপটা সার্জেন্টের হাতে ফিরিয়ে দিল রাইখ। বিড়বিড় করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না।

"ছুরিগুলো এবার রেখে দিতে পার, ডর্স।"

প্রতিবাদ না করে ছুরিগুলো খাপে রেখে দিল ডর্স।

"এবার সার্জেন্ট?" সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

সার্জেন্ট একবার সেলডন তারপর নিউরোনিক হুইপের দিকে তাকালো। বলল, "আপনি একজন মানী লোক, ড. সেলডন আর আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।" তারপর সৈনিকসুলভ দক্ষতায় অস্ত্রটা হোলস্টারে রেখে দিল।

ডাভানের দিকে ঘুরে সেলডন বললেন, "ডাভান, যা দেখেছেন এখানে ভুলে যান সব। আমরা তিনজন স্বেচ্ছায় সার্জেন্ট থালুসের সাথে যাচ্ছি। ইউগো এমারিলের সাথে যখন দেখা হবে তাকে বলবেন ঝামেলাগুলো শেষ হয়ে গেলে যখন আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব তখন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। এবং আপনার জন্য যুক্তিসঙ্গত কিছু করার সুযোগ যদি কখনো পাই আমি অবশ্যই তা করব। –সার্জেন্ট, চলুন যাওয়া যাক।"

৮৩.

"আগে কখনো এয়ার জেটে চড়েছ, রাইখ?" সেলডন জিজ্ঞেস করলেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল রাইখ। এয়ার জেট এগোচ্ছে সামনের দিকে, আপারসাইডের দৃশ্যগুলো শন শন করে ছুটে চলেছে পিছনের দিকে। ভয় এবং বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টিতে ওগুলোই দেখছে সে।

সেলডনের কাছে ট্র্যানটরকে মনে হয় শুধু এক্সপ্রেসওয়ে আর টানেলের গ্রহ। দীর্ঘযাত্রার জন্যও সাধারণ মানুষ আন্ডারগ্রাউন্ডই ব্যবহার করে। আউটওয়ার্ল্ডে এয়ার ট্রাভেল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও ট্র্যানটরে তা বিলাসিতা আর এটার মতো এয়ার জেট–

হামিন কীভাবে এত কিছু ম্যানেজ করে সে-ই জানে। অবাক হয়ে ভাবলেন।

জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। গম্বুজগুলোর চড়াই উতরাই, গ্রহের এই অংশের বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ, জায়গায় জায়গায় টুকরো টুকরো সবুজের ছোঁয়া, সেগুলোকে জঙ্গল বলা ভুল হবে। মাঝেমাঝে চোখে পড়ছে সমুদ্রের বর্ধিত অংশ, ঘন মেঘের আড়াল থেকে আচমকা সূর্য বেরিয়ে এলেই সমুদ্রের পানিতে আলো পড়ে দামী পাথরের মতো ঝিকমিক করে উঠছে।"

কমবেশি একঘণ্টা হয়ে গেছে তারা এয়ার জেটে চড়েছেন। ডর্স এতক্ষণ নতুন একটা ইতিহাসের বুকফিল্ম দেখছিল, যদিও তেমন একটা উপভোগ করছিল না। এবার সেটা বন্ধ করে বলল, "কোথায় যাচ্ছি সেটা জানা দরকার।"

"তুমি বলতে না পারলে আমিও পারব না," সেলডন বললেন। "কারণ ট্র্যানটরে আমার চেয়ে তুমিই বেশি দিন বাস করছ।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সবসময়ই ছিলাম ভিতরে। আপরাসাইডে আমি ছোট বাচ্চাদের মতোই পথ হারিয়ে ফেলব।"

"যাই হোক– হামিন তার কাজ ভালোই বোঝে।"

"কোনো সন্দেহ নেই তাতে," রসকষহীন সুরে ডর্স বলল, "কিন্তু বর্তমান ঘটনার সাথে তার বোধহয় কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি কেন ভাবছ যে এই ব্যবস্থা হামিন করেছে?"

সেলডনের ভুরুজোড়া কপালে উঠে গেল। "জানি না। অনুমান করছি। সে হবে না-ই বা কেন?"

"কারণ ব্যবস্থাটা যেই করে থাকুক আমাকে নেয়ার কথা সে বলেনি। হামিন আমার কথা ভুলে গেছে এটা আমি বিশ্বাস করি না। আরেকটা কারণ স্ট্রিলিং এবং মাইকোজেনে যেমন সে নিজে এসেছিল এক্ষেত্রে কিন্তু তা করেনি।"

"সবসময়ই আসবে এটা তুমি আশা করতে পার না, ডর্স। হয়তো কাজে ব্যস্ত। আগের দুটো ঘটনায় নিজে এসেছিল এবার আসেনি, এটা নিয়ে তো দুঃশ্চিন্তা করার কিছু নেই।"

"মানলাম সে আসতে পারল না, তাই বলে এইরকম একটা উড়ন্ত প্রাসাদ পাঠানোর মানে কী?" হাত নেড়ে বিলাসবহুল এয়ার জেটের চারপাশে দেখালো সে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো এটাই হাতের কাছে ছিল তখন। হয়তো সে মনে করেছে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারা এমন একটা দর্শনীয় বস্তু ব্যবহার করবে না। প্রতিপক্ষকে ধোকা দেয়ার সেই পরিচিত কৌশল।"

"খুব বেশি পরিচিত, আমার মতে। তাছাড়া নিজের বদলে সার্জেন্ট থালুস এর মতো একটা বোকা লোককে পাঠাবে?"

"সার্জেন্ট মোটেই বোকা নয়। তাকে শুধু নির্দেশ পালন করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সঠিক নির্দেশ দিতে পারলে লোকটার উপর তুমি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস রাখতে পারবে।"

"এতক্ষণে তুমি আবার আসল কথায় ফিরে এসেছ, হ্যারি। সার্জেন্টকে সঠিক নির্দেশ দেয়া হয়নি কেন? আমি বিশ্বাস করিনা যে হামিন শুধু তোমাকে ডাহ্‌ল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে বলবে আর আমার কথা বেমালুম ভুলে যাবে। মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

এই কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না সেলডন, দমে গেলেন খানিকটা।

আরো একটা ঘণ্টা নীরবে পার হলো, তারপর ডর্স বলল, "ঠাণ্ডা বাড়ছে বাইরে। গাছপালাগুলো এখন আর সবুজ নয়, বাদামী এবং ভিতরে বোধহয় হিটার চালু করা হয়েছে।"

"তাহলে কী বোঝা গেল?"

"ডাহ্‌লের অবস্থান উষ্ণমণ্ডলে, অর্থাৎ আমরা উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাচ্ছি– এবং অনেক দূরত্ব পাড়ি দিতে হচ্ছে। নাইটলাইন কোন দিকে সেটা যদি বুঝতে পারতাম তাহলে বলা যেত কোন মেরুতে যাচ্ছি।"

সত্যি কথা বলতে কী উপর থেকে নিচে তাকিয়ে চোখে পড়ল গম্বুজগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে বিশাল বিশাল আইসবার্গ আর সেগুলোকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে সাগর।

তারপর হঠাৎ করেই এয়ার জেট গোত্তা মেরে নিচের দিকে ছুটল।

চিৎকার করে উঠল রাইখ, "আমরা ধাক্কা খামু! সব ভাইঙ্গা যাইব!"

সেলডনের দেহের সমস্ত পেশী শক্ত হয়ে গেল, সিটের হাতল আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

ডর্স নির্বিকার। বলল, "পাইলট তো একেবারে স্বাভাবিক। বোধহয় টানেলে ঢুকছি।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই জেট এর ডানাগুলো বন্ধ হয়ে গেলো এবং বুলেটের মতো ঢুকে পড়ল একটা টানেলে। কয়েকটা মুহূর্ত সব অন্ধকার। তারপর টানেলের নিজস্ব আলোর ব্যবস্থা চালু হলো।

"যত যাই বলো, টানেলের ভিতরে যে আরেকটা এয়ার জেট নেই এটা আমি কখনোই নিশ্চিত হতে পারব না।" বিড়বিড় করে বললেন সেলডন।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ধারণা এক কিলোমিটার দূরে থাকতেই ওরা নিশ্চিত করে নেয় যে টানেলটা খালি; যাই হোক, কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা পথের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছি এবং কোথায় যাচ্ছি সেটা জানার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।"

কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে তারপর বলল, "এবং এটাও মনে হচ্ছে যে যখন জানতে পারব আমাদের তা পছন্দ হবে না।"

৮৪.

টানেল থেকে বেরিয়ে একটা লম্বা রানওয়ের উপর এয়ার জেট অবতরণ করল। এখানে ছাদ এত উঁচু যে একটা বিভ্রম তৈরি হয়। মনে হয় যেন অকৃত্রিম দিনের আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে, ইম্পেরিয়াল সেক্টরের মতো।

সেলডন যা আশা করেছিলেন তার চেয়েও দ্রুত থেমে দাঁড়ালো এয়ারজেট। তবে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে হল। ধাক্কার চোটে প্রায় সিটের ভেতরে সেধিয়ে গেল রাইখ। ভয়ে আতঙ্কে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার। কাঁধে হাত বুলিয়ে তাকে আশ্বস্ত করল ডর্স।

পাইলট কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে দিল সার্জেন্ট থালুস। নামতে সাহায্য করল সবাইকে।

সবশেষে বেরুলেন সেলডন। থালুসের দিকে ঘুরে বললেন, "সফরটা চমৎকার হয়েছে,ধীরে ধীরে সার্জেন্টের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। স্যালুটের ভঙ্গীতে টুপির প্রান্ত স্পর্শ করল সে। বলল, "ধন্যবাদ ডকটর।"

এবার তাদেরকে চড়তে হলো চমৎকার ডিজাইনের আরামদায়ক একটা গ্রাউন্ড কারে। সার্জেন্ট নিজে বসল চালকের আসনে।

প্রশস্ত রাস্তা, দুপাশে সারি সারি চমৎকার উঁচু ভবন, দিনের আলোয় ঝকমক করছে। কানে আসছে এক্সপ্রেসওয়ের দূরাগত গমগম শব্দ। ট্র্যানটরের যে কোনো জায়গাতেই এই শব্দ পাওয়া যাবে। ফুটপাথে অনেক মানুষ। পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছে। সকলেরই পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত চমৎকার। চারপাশে কোনো ময়লা আবর্জনা নেই, অবিশ্বাস্যরকম পরিষ্কার।

আরো ভয় পেয়ে গেলেন সেলডন। ডর্সের অনুমানই বোধহয় ঠিক হতে যাচ্ছে। একটু ঝুঁকে তার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী মনে হয় আমরা আবার ইম্পেরিয়াল সেক্টরে ফিরে এসেছি?"

"না, ইম্পেরিয়াল সেক্টরের স্থাপত্য আরো বেশি কারুকার্যময়। এখানে একটা পাথুরে ভাব আছে– বুঝতে পারছ কী বলছি?"

"তাহলে আমরা কোথায় এসেছি ডর্স?"

"প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, হ্যারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারের যাত্রা খুব বেশি দীর্ঘ হল না। কিছুক্ষণ পরেই একটা কার-বেতে এসে থামলেন তারা। ভবনটা মোটামুটি চল্লিশ তলা উঁচু হবে। ছাদে কল্পিত একটা প্রাণীর বিশাল নকশা আকা, গোলাপী পাথরের অলংকরণ দ্বারা জিনিসটা আরো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চমৎকার ডিজাইন এবং রং এর ব্যবহার।

"এটা নিঃসন্দেহে কারুকার্যময়।" সেলডন বললেন।

ডর্স শুধু অনিশ্চিত ভঙ্গীতে কাঁধ নাড়ল।

সার্জেন্ট থালুস ইশারা করল, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে শুধু সেলডনকে তার সাথে আসতে বলছে। সেলডনও ইশারাতেই কাজ সারলেন। হাত নেড়ে বাকী দুজনকে দেখালেন তিনি।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সার্জেন্ট। তারপর বলল, "আপনারা তিনজনেই। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। –তবে অন্যরা আমার মতো ব্যবহার নাও করতে পারে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "অন্যদের কাজের জন্য আপনাকে আমি দায়ী করব না সার্জেন্ট।"

খুশি হল সার্জেন্ট। একবার মনে হলো সেলডনের সাথে হ্যান্ডশ্যাক করে বা অন্য কোনোভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু সেরকম কিছু না করে সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখল।

সেলডন এবং ডর্সও কোনো সমস্যা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় সিঁড়ির প্রথম ধাপে চড়লেন। রাইখ অবশ্য হোঁচট খেল। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে শিস বাজাতে লাগল।

সিঁড়ির শেষ মাথায় একটা গোলাপী রঙের দরজা। দুটো মেয়ে চমৎকার ভঙ্গীতে এসে দরজার দুপাশে দাঁড়ালো। দুজনেই অল্পবয়সী এবং সুদর্শনা। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পোশাক, কোমরের কাছে বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। দুজনের বাদামী চুল, মাথার দুপাশে বিনুনি করা। (সেলডনের কাছে বেশ চমৎকার মনে হল, কিন্তু ভেবে পেলেন না প্রতিদিন সকালে এইরকম বিনুনি করার জন্য কী পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হয়। আসার সময় পথে অন্য কোনো মহিলার মাথায় এ রকম সাজসজ্জা দেখেছেন বলে মনে হয় না।)

দুটো মেয়েই আগন্তুকদের দিকে খানিকটা অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে আছে। অবাক হলেন না সেলডন। সারা দিনে যে ধকল গেছে তার ফলে তাদের পোশাক-আশাক আর চেহারা সুরত যে রাইখের মতোই হয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যাই হোক মেয়ে দুটো নিজেদের সামলে নিতে পারল। চমৎকার ভঙ্গীতে কুর্নিশও করল। তারপর অর্ধেক ঘুরে তাদেরকে ইশারা করল ভিতরে আসার। (ওরা বোধহয় এই আনুষ্ঠানিকতাগুলো অনুশীলন করে রেখেছে।) তিনজনকেই যে আসতে বলছে এবার সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না।

বিশাল এক ঘরে প্রবেশ করলেন তারা। অসংখ্য মূল্যবান আসবাবপত্র এবং শো-পিস দিয়ে ঘরটা সাজানো। সেগুলোর বেশিরভাগই যে কী কাজে ব্যবহার করা হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন বুঝতে পারলেন না। মেঝের রং হালকা। একটা ব্যাপার খেয়াল করে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন সেলডন। মেঝেতে তাদের নোংরা পায়ের ছাপ পড়ছে।

কামরার ভেতরের দরজাটা খুলে গেল। আরেকজন মহিলা এসে ঢুকল, অন্য দুজনের চেয়ে বয়স্ক. (সেই দুজন আবার নতুন মহিলাকে দেখে এত চমৎকার ভঙ্গীতে কুর্নিশ করল যে সেলডন মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। নিঃসন্দেহে এর জন্য ব্যাপক অনুশীলন করতে হয়েছে।)

সেলডন অবশ্য বুঝতে পারলেন না তারও একইভাবে কুর্নিশ করা উচিত কিনা, তাই শুধু সামান্য একটু মাথা নাড়লেন। ডর্স এসবের ধার দিয়েও গেল না, দাঁড়িয়েই থাকল পাথরের মতো। রাইখ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুধু চারপাশে চোখ বুলাচ্ছে, নতুন আরেকজন মহিলা যে এসেছে এটা বোধহয় তার চোখেই পড়ল না।

মহিলা খানিকটা মোটা– তবে মোটেই চর্বিসর্বস্ব নয়। তার চুলের ফ্যাশনও তরুণী দুজনের মতো তবে আরো মূল্যবান গহনা ব্যবহার করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে মধ্যবয়সী, কিন্তু গালের কয়েকটা ব্রনের কারণে মনে হয় নব্য তরুণী। হালকা বাদামী রং এর চোখ দুটোয় হাসির ছোঁয়া এবং সবকিছু মিলিয়ে তাকে যতটা না বয়স্ক মনে হয় তার চেয়ে বেশি মনে হয় একজন স্নেহশীল মা।

"কেমন আছেন আপনারা? আপনারা সবাই।" সে বলল, (ডর্স এবং রাইখের উপস্থিতিতে মোটেই অবাক হয়নি এটা বোঝা গেল।) "আমি অনেকদিন থেকেই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি। স্ট্রিলিং এর আপারসাইডে আপনাকে প্রায় হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনি ড. হ্যারি সেলডন। আর আপনি সম্ভবত ড. ডর্স ভেনাবিলি। এই ভদ্রলোককে অবশ্য আমি চিনি না, তবে তাকে দেখে খুশী হলাম। যাই হোক বেশি কথা বলে আর কষ্ট দেব না, আপনাদের নিশ্চয়ই বিশ্রাম প্রয়োজন।

"এবং গোসল, ম্যাডাম," বেশ জোর দিয়েই কথাগুলো বলল ডর্স, "আমাদের প্রত্যেকেরই ভালোভাবে গোসল দরকার।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই," মহিলা বলল, "পরিষ্কার পোশাকও পাবেন। বিশেষ করে এই ভদ্রলোকের জন্য।" রাইখের দিকে তাকালো মহিলা, কিন্তু তার দৃষ্টিতে অন্যান্যদের মতো ঘৃণা বা অবজ্ঞা নেই।

"কী নাম তোমার, খোকা?" জিজ্ঞেস করল সে।

"রাইখ," খসখসে এবং কিছুটা বিব্রত গলায় জবাব দিল রাইখ, তারপর এটাও যোগ করল, "মিসাস।"

"কী অদ্ভুত কো-ইন্সিডেন্স," মহিলা বলল, খুশিতে চোখ দুটো তার চকচক করছে। "বোধহয় সৌভাগ্যের লক্ষণ। আমার নাম রিশেলি। অদ্ভুত না?– যাই হোক। আপনাদের সবার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ডিনার এবং কথা বলার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।"

"এক মিনিট ম্যাডাম। জানতে পারি আমরা কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ওয়ি, ডিয়ার, আর আমাকে শুধু রিশেলি বললেই হবে, তাতে আমাদের পরিচয়টা আরো মজবুত হবে। ইনফর্মালিটিই আমার বেশি পছন্দ।"

ডর্সের দেহের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল। "জিজ্ঞেস করাতে কী আপনি অবাক হয়েছেন? কোথায় এসেছি সেটা জানতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?"

চমৎকার আমুদে ভঙ্গীতে হাসল রিশেলি। "সত্যি, ড. ভেনাবিলি, এই নামটা নিয়ে কিছু একটা করা দরকার। আমি আসলে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করিনি বরং জবাব দিয়েছি। আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন আর আমি বলেছি 'ওয়ি।' আপনারা এখন আছেন ওয়ি সেক্টরে।"

"ওয়ি?" চমকে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"হ্যাঁ, অবশ্যই, ড. সেলডন। গণিত সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়ার মুহূর্ত থেকেই আমরা আপনাকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছি আর সত্যি সত্যি পেয়েছি। সেজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।"

৮৫.

গোসল করে ভালোমতো ঘুমিয়ে নেয়ার জন্য পুরো দিনটাই পার হয়ে গেল। সবাই নতুন পোশাকও পেয়েছে। মখমলের মতো মোলায়েম আর একটু ঢিলাঢোলা (ওয়ির নিজস্ব স্টাইল।)

ম্যাডাম রিশেলির প্রতিশ্রুত ডিনারে উপস্থিত হওয়া গেল ওয়িতে তাদের অবস্থানের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায়।

বিশাল ডাইনিং টেবিল– অন্তত যে চারজন খেতে বসেছে : হ্যারি সেলডন, ডর্স ভেনাবিলি, রাইখ এবং রিশেলি সেই চারজনের জন্য বিশাল লম্বাই বলতে হবে। দেয়াল এবং সিলিং মৃদু আলো দ্বারা ইলিউমিনেট করা। ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে। দ্রুত। যার কারণে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় কিন্তু এত দ্রুত না যে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। টেবিল ক্লথ,যা আদতেই কাপড় জাতীয় কিছু নয় (সেলডন বুঝতেও পারলেন না কী দিয়ে তৈরি), মনে হয় যেন একটা দ্যুতি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

খাবার পরিবেশনকারীর সংখ্যা অনেক, সবাই নিঃশব্দ এবং দরজা খোলার পর সেলডনের মনে হল তিনি সামরিক পোশাক পরা সৈনিকদেরও দেখেছেন। সবাই সশস্ত্র এবং প্রস্তুত। বুঝতে পারলেন যে রাজকীয় আয়েশের মাঝে থাকলেও পায়ে আসলে বেড়ী পড়ানো।

রিশেলির আচরণ সৌজন্যে ভরপুর, আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি নেই। রাইখের প্রতি একটু বিশেষভাবে সদয় এবং তাকে ঠিক নিজের পাশের আসনটাতেই বসতে দিয়েছে।

গোসল করে শরীরে বহুদিনের জমে থাকা আবর্জনা দূর করার ফলে রাইখের চেহারাটাই পাল্টে গেছে। নতুন পোশাক, সুন্দর করে আঁচড়ানো চুল এসবের কারণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো রাইখকে আর চেনাই যাচ্ছে না। ভয়ে কোনো কথাই বলছে না সে। বুঝতে পেরেছে এই পরিবেশে তার বাচনভঙ্গী মোটেই শোভন নয়। সহজ হতে পারছে না এবং ডর্স যেভাবে থালাবাসন কাটাচামচ ব্যবহার করছে দেখে দেখে সেগুলো অনুকরণ করার চেষ্টা করছে।

খাবার বেশ সুস্বাদু, মশলার পরিমাণ বেশি- খাবারের ধরনটা অবশ্য সেলডন বুঝতে পারলেন না।

হাসলে রিশেলির মুক্তোর মতো সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ে। ফোলা মুখে সুখী সুখী একধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "হয়তো ভাবছেন যে আমরা এতে মাইকোজেনিয়ান স্বাদবর্ধক ব্যবহার করেছি, আসলে কিন্তু তা নয়। এগুলো পুরোপুরি আমাদের নিজস্ব উৎপাদন। পুরো গ্রহে ওয়ির মতো আত্মনির্ভরশীল সেক্টর আর একটাও নেই। এবং আমরা সেটা ধরে রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি।"

গম্ভীর ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে সেলডন বললেন, "আপনার আতিথেয়তা তুলনাহীন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

অবশ্য এখানের খাবারগুলো মাইকোজেনের সমমানের নয় মোটেই। মনে মনে ঠিক সেইরকমই তিক্ত বোধ করলেন যে তিনি আসলে নিজের পরাজয়টা সেলিব্রেট করছেন। অথবা হামিনের পরাজয়, যাই হোক দুটোই তার কাছে সমান।

কারণ শেষপর্যন্ত তিনি ওয়ির হাতে ধরা পড়েছেন, আপারসাইডের দুর্ঘটনার পর থেকেই তিনি আর হামিন যে ভয় করছিলেন সেটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল।

"মেজবান হিসেবে দুএকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না।" রিশেলি বলল। "আমার এই ধারণাটি কী ভুল যে আপনারা আসলে এক পরিবার নন; অর্থাৎ আপনি এবং ডর্স স্বামী-স্ত্রী নন, রাইখ আপনাদের সন্তান নয়?"

"আমাদের তিনজনের মাঝে সেইরকম কোনো সম্পর্ক নেই," সেলডন বললেন। "রাইখের জন্ম ট্র্যানটরে, আমার হ্যালিকনে, ডর্সের সিনায়।"

"আপনারা তিনজন একসাথে জোট বাধলেন কীভাবে?"

ব্যাখ্যা করে বোঝালেন সেলডন, যতটুকু পারা যায় সংক্ষেপে, "আমাদের একসাথে থাকার পেছনে রোমান্টিক বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ নেই।" সবশেষে বললেন তিনি।

"অথচ আমার ব্যক্তিগত এইড, সার্জেন্ট থালুস রিপোর্ট করেছে যে সে যখন শুধু আপনাকে ডাহ্‌ল থেকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল আপনিই তখন বেঁকে বসেছিলেন।"

"আসলে ডর্স এবং রাইখের সঙ্গ আমার ভালো লাগে, তাই ওদের কাছ থেকে আলাদা হতে চাইনি।" গম্ভীর গলায় বললেন সেলডন।

রিশেলি খানিকটা মুচকি হেসে বলল, "আপনি বেশ আবেগপ্রবণ।"

"হ্যাঁ, আমি আবেগপ্রবণ। এবং সেই সাথে খানিকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়?"

"কিংকর্তব্যবিমূঢ়?"

"নিশ্চয়ই। যেহেতু আপনি দয়া করে ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন আমিও দুই একটা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই, মাই ডিয়ার হ্যারি। যে কোনো প্রশ্ন।"

"প্রথম সাক্ষাতেই আপনি বলেছিলেন যে গণিত সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করার সময় থেকেই ওয়ি আমাকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছে। জানতে পারি কেন?"

"আপনি নিশ্চয়ই সেটা না বোঝার মতো বোকা নন। আমরা আপনাকে চেয়েছি আপনার সাইকোহিস্টোরির জন্য।"

"সেটা আমি আন্দাজ করেছি। কিন্তু আপনাকে কে বলল যে আমাকে ধরার অর্থই হচ্ছে সাইকোহিস্টোরি পেয়ে যাওয়া?"

"জিনিসটা নিজের কাছ থেকে দূরে রাখার মতো অসতর্কও নন নিশ্চয়ই?"

"তারচেয়েও খারাপ, রিশেলি, জিনিসটা কখনো আমার কাছে ছিলই না।"

রিশেলির গালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল। "কিন্তু সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করার সময় বলেছিলেন যে আছে। আপনার কথা যে সব বুঝতে পেরেছিলাম তা বলব না। কারণ আমি গণিতবিদ নই। কিন্তু আমার বেতনভুক অনেক গণিতবিদ আছে। তারাই আমাকে বুঝিয়েছে আপনি কী বলছেন।"

"সেক্ষেত্রে, মাই ডিয়ার রিশেলি, আপনার আরো মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত ছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার গণিতবিদরা ঠিক এইভাবে বলেছে যে, আমি প্রমাণ করেছি সাইকোহিস্টোরিক্যাল প্রেডিকশন সম্ভব। কিন্তু তারা নিশ্চয়ই এই কথাটাও বলেছে যে প্রেডিকশনগুলো প্র্যাকটিক্যাল হবে না।"

"আমি বিশ্বাস করি না, হ্যারি। ঠিক পরের দিনই আপনাকে নকল সম্রাটের সামনে হাজির করা হয়।"

"নকল সম্রাট?" ঠোঁট বাঁকিয়ে বিড়বিড় করল ডর্স।

"হ্যাঁ অবশ্যই," এমনভাবে বলল রিশেলি যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। "নকল সম্রাট। সিংহাসনে বসার কোনো যোগ্যতা বা অধিকার তার নেই।"

"রিশেলি," অধৈর্য ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন সেলডন, "আপনাকে এইমাত্র যা বললাম, ক্লীয়নকেও ঠিক তাই বলেছি এবং সে আমাকে ছেড়ে দেয়।"

এবার আর রিশেলি হাসল না, বলার সুরে খানিকটা কাঠিন্য ফুটে উঠল। "হ্যাঁ, আপনাকে সে ছেড়ে দেয়, ঠিক যেমনি করে শিকারী বিড়াল ইঁদুরকে ছেড়ে দেয়। তারপর থেকেই আপনাকে সে ধরার চেষ্টা করছে– স্ট্রিলিং, মাইকোজেন, ডাহ্‌ল। তার সাহসে কুলালে এখানেও চেষ্টা করবে। যাই হোক– আমাদের আলাপ আলোচনা বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। সময়টা উপভোগ করা যাক। সঙ্গীত হলে কেমন হয়।"

বলার সাথে সাথে মৃদু কিন্তু উৎফুল্ল বাদ্য সঙ্গীত বেজে উঠল। রাইখের দিকে ঝুঁকে মোলায়েম সুরে বলল, "মাই বয়, ছুরি কাটাচামচ দিয়ে সমস্যা হলে তুমি হাত দিয়েই খেতে পার, আমি কিছু মনে করব না।"

"ঠিক আছে, ম্যাম," বলল রাইখ, কিন্তু ডর্স তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিঃশব্দে বলল, "চামচ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাইখ চামচ দিয়েই খেতে লাগল।

"চমৎকার ব্যঞ্জনা ম্যাডাম," ডর্স বলল, ইচ্ছে করেই সে আনুষ্ঠানিক সম্বোধন বজায় রেখেছে– "কিন্তু আলোচনা থেকে সরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে প্রতিটি সেক্টরে হ্যারি সেলডনের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল যারা তারা সবাই ওয়ির লোক। নইলে প্রতিটি ঘটনার খুঁটিনাটি এত বিশদভাবে কীভাবে জানলেন আপনি।"

রিশেলি এবার শব্দ করে হাসল। "ওয়ি তার চোখ কান সবখানেই ছড়িয়ে রেখেছে, কিন্তু ওই ঘটনাগুলোর পেছনে আমাদের হাত নেই। যদি চেষ্টা করতাম তাহলে প্রথমবারেই সফল হতাম। তার প্রমাণ ডাহ্ল সেক্টরে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাদের ধরার সিদ্ধান্ত নেই এবং সফল হয়েছি। ব্যর্থ যদি কেউ হয় তো সে হচ্ছে ডেমারজেল।"

"ডেমারজেলকে আপনি এত ছোট করে দেখছেন?" বিড়বিড় করে বলল ডর্স।

"হ্যাঁ। আপনি অবাক হচ্ছেন? আমরা তাকে পরাজিত করেছি।"

"আপনি? নাকি ওয়ি সেক্টর?"

"যেহেতু ওয়ি বিজেতা, কাজেই বলা যায় যে আমিও বিজেতা।"

"অদ্ভুত। অথচ সারা ট্র্যানটরে সবাই জানে যে জয়-পরাজয় বা অন্য কোনো কিছুতেই ওয়ির জনগণের কিছু আসে যায় না। এখানে শুধু একজনের ইচ্ছাই প্রাধান্য পায়, তার কথাই এখানে আইন এবং সে হচ্ছে ওয়ি সেক্টরের মেয়র। তার তুলনায় আপনি– বা অন্য কোনো ওয়িয়ান আসলে কিছুই না।"

রিশেলির মুখে চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল, রাইখের গালে একটু টোকা দেয়ার জন্য থামল, তারপর বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, ওয়িতে মেয়রের ইচ্ছাই আইন, তিনি একনায়ক। এ ব্যাপারেও আমি নিজের কথাই বলতে পারি। কারণ আমার ইচ্ছাও গুরুত্বপূর্ণ।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"কেন নয়?" বলল রিশেলি, চাকরবাকরেরা এরই মধ্যে টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করেছে। "আমি ওয়ির মেয়র।"

৮৬.

মন্তব্য শুনে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া দেখালো রাইখ। ভুলে গেল যে অস্বস্তিকর এবং গুরুগম্ভীর একটা পরিবেশে বসে আছে সে। অভ্যাসবশত গলা ছেড়ে হেসে উঠল। বলল, "হেই লেডি, আপনে ক্যামনে মেয়র হইবেন। মেয়ররাতো ব্যাডা মানুষ।"

রিশেলি এই কথা শুনে রাগ করল না বরং স্নেহময় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। রাইখের কণ্ঠ এবং বাচনভঙ্গী হুবহু নকল করে বলল, "অই ছ্যামড়া, কুনো মেয়র অয় ব্যাডা, কুনো মেয়র অয় মাইয়া। বুঝবার পারছ।"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতবাক হয়ে গেল রাইখ, চোখ দুটো বিস্ফারিত। কোনোমতে শেষ পর্যন্ত বলল, "হেই, আপনে অককরে আমগোর মতন কইবার পারেন।"

"হ, অককরে তোমগোর মতন।" এখনো হাসছে রিশেলি।

"আপনি বেশ ভালো বলতে পারেন রিশেলি," সেলডন বললেন।

একপাশে মাথা হেলিয়ে রিশেলি বলল, "এভাবে কথা বলার সুযোগ খুব একটা পাই না। তবে একবার শিখলে কখনো ভুলবে না কেউ। আমার এক বন্ধু ছিল, খুব ভালো বন্ধু- এবং সে ছিল ডাহ্‌লাইট- তখন আমার বয়সও কম ছিল।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিশেলি। "অবশ্য সবসময়ই এই ভাষায় কথা বলত না- সে ছিল ভীষণ বুদ্ধিমান- তবে ইচ্ছে হলেই বলতে পারত এবং আমি তার কাছ থেকেই শিখেছি। ওর সাথে এই ভাষায় কথা বলাটা আমার কাছে ছিল দারুণ আনন্দের ব্যাপার। আমার জন্য তা ছিল অজানা এক নতুন জগৎ। ভীষণ চমৎকার। কিন্তু একইসাথে সেই জগতে বিচরণ করাটাও ছিল অসম্ভব। আমার বাবা সেটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর এখন এই খুদে দস্যিটাকে দেখে পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। রাইখের বাচনভঙ্গী, চোখ, মুখের কাঠামো ঠিক তার মতো, এবং আগামী ছয় বছর পরে ও মেয়েদের ঘুম হারাম করে দেবে। তাই না, রাইখ?"

"আমি জানি না, লেডি- আহ্, ম্যাম।" রাইখ বলল।

"আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তোমার চেহারাটা হবে ঠিক আমার... পুরনো বন্ধুর মতন। সেই সময় তোমার সাথে দেখা না হলেই আমার জন্য ভালো। যাই হোক, ডিনার শেষ। তুমি বরং এবার নিজের ঘরে চলে যাও। ইচ্ছে হলে কিছুক্ষণ হলোভিশন দেখতে পারো। পড়তে জানো না বোধহয়।"

রাইখের চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। "একদিন ঠিকই পড়বার পারমু। মাস্টার সেলডন কইছে।"

"তাহলে আমি নিশ্চিত যে তুমি অবশ্যই পারবে।"

অল্পবয়সী একটা মেয়ে রাইখের দিকে এগিয়ে এল, রিশেলি যে কোন ফাঁকে মেয়েটাকে ইশারা করেছে সেলডন দেখতেই পাননি।"

"আমি মাস্টার সেলডন আর মিসাস ভেনাবিলির লগে থাকবার পারি না?" জিজ্ঞেস করল রাইখ।

"উনাদের সাথে তোমার পরে দেখা হবে," মোলায়েম সুরে বলল রিশেলি। "মাস্টার এবং মিসাসের সাথে আমার অনেক জরুরী কথা আছে- তোমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগবে না। যাও।"

ডর্স কড়া গলায় বিড়বিড় করে বলল, "যাও!" কোনো দ্বিরুক্তি না করেই গোমড়া মুখে অ্যাটেনডেন্টের সাথে চলে গেল রাইখ।

সেলডন এবং ডর্সের দিকে ফিরে রিশেলি বলল, "ওর কোনো সমস্যা হবে না, আরামেই থাকবে। চিন্তা করবেন না, আমিও নিরাপদেই থাকব। মেয়েটা কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলো দেখলেনই তো। ইশারা পাওয়া মাত্র ডজন খানেক সশস্ত্র সৈনিক চলে আসবে– আরো দ্রুত। আমি চাই ব্যাপারটা আপনারা ভালোভাবে বুঝে নেবেন।"

"আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই, রিশেলি," নিরাসক্ত গলায় বললেন সেলডন। "– নাকি 'ম্যাডাম মেয়র,' বলব?"

"রিশেলি, শুধু রিশেলি। আমি শুনেছি, হ্যারি, আপনি হাতাহাতি লড়াই-এ বেশ দক্ষ, ছুরিতে ডর্সের হাত বেশ পাকা। ওগুলো অবশ্য ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি চাই না নিজেদের দক্ষতার উপর আপনারা বেশি নির্ভর করেন, বোকার মতো কোনো ঝুঁকি নিয়ে ফেলেন, যেহেতু আমি হ্যারির কোনো ক্ষতি না করে বরং বন্ধুত্ব করতে চাই।"

"আমরা সবাই জানি, ম্যাডাম মেয়র," ডর্স বলল। রিশেলির বন্ধুত্বের প্রস্তাব পাত্তাই দিল না সে, "গত চল্লিশ বছর থেকে এখন পর্যন্ত ওয়ির মেয়র চতুর্থ ম্যানিক্স। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। ক্ষমতা এখনো তার হাতেই। আসলে আপনি কে?"

"যা বললাম আমি ঠিক তাই, ডর্স। চতুর্থ ম্যানিক্স আমার বাবা। ঠিকই বলেছেন, তিনি এখনো জীবিত এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সম্রাট এবং পুরো এম্পায়ারের দৃষ্টিতে তিনিই ওয়ির মেয়র, কিন্তু তিনি ক্ষমতা নিয়ে টানা হ্যাচড়া করে করে ক্লান্ত। তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন ধীরে ধীরে সব আমার হাতে ছেড়ে দেবেন, আমিও তা নেবার জন্য তৈরি হয়েই ছিলাম। বাবার একমাত্র সন্তান আমি এবং সারাজীবন শুধু কীভাবে শাসন করতে হয় তাই শিখেছি। আইনত আমার বাবাই মেয়র, কিন্তু তা শুধু নামেই। মূলত আমিই এখন প্রকৃত মেয়র। ওয়ির সশস্ত্র বাহিনী আমার অনুগত এবং ওয়িতে সেটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"

"আপনার কথা আমাদের মেনে নিতে আপত্তি নেই।" সেলডন বললেন। "কিন্তু মেয়র চতুর্থ ম্যানিক্স বা মেয়র প্রথম রিশেলি– ধরে নিচ্ছি আপনিই প্রথম– যে-ই ক্ষমতায় থাকুক না কেন আমাকে আটকে রেখে কোনো লাভ হবে না। আগেই বলেছি ফলপ্রসূ সাইকোহিস্টোরি আমি তৈরি করতে পারিনি। আমি বা অন্য কেউ তা পারবে বলেও মনে হয় না। সম্রাটকে একই কথা বলেছি। অর্থাৎ তার বা আপনার কোনো উপকারেই আমি আসব না।"

"আপনি ভীষণ বোকা, হ্যারি। এম্পায়ারের ইতিহাস আপনি জানেন?"

মাথা ঝাঁকালেন সেলডন। "কয়েক দিন থেকেই ভাবছি যে আরো ভালোভাবে জানতে পারলে বোধহয় উপকারই হতো।"

"ইম্পেরিয়াল ইতিহাস আমি যথেষ্ট ভালোই জানি," শুকনো গলায় বলল ডর্স। "যদিও আমার বিশেষত্ব হলো প্রি-ইম্পেরিয়াল যুগ, ম্যাডাম মেয়র। কিন্তু জানি বা না জানি তাতে কী আসে যায়?"

"ইতিহাস ভালোভাবে জানা থাকলে এটা নিশ্চয়ই জানেন যে হাউজ অফ ওয়ি অত্যন্ত প্রাচীন বিশেষ সম্মানের অধিকারী এবং ডেকিয়ান রাজবংশের পরবর্তী বংশধর তারা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডেকিয়ানরা শাসন করেছিল পাঁচ হাজার বছর আগে। কথাটা শুনতে যতই অবান্তর মনে হোক না কেনো সেটা যদি মেনে নেই তাহলে বলা যায় যে পরবর্তীকালে তাদের একশ পঞ্চাশটি প্রজন্মে যারা জন্মেছে, মারা গেছে তাদের সংখ্যা গ্যালাক্সির অর্ধেক জনসংখ্যার সমান হবে।"

"আমাদের দাবী, ড. ভেনাবিলি," এই প্রথম রিশেলির কণ্ঠ বরফের মতো শীতল শোনালো,– "মোটেই অবান্তর নয়। হাউজ অফ ওয়ি প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতা ধরে রেখেছে এবং আমাদেরই পূর্বপুরুষ এক সময় সিংহাসনে বসেছিল এবং সম্রাট হিসেবে গ্যালাক্সি শাসন করেছিল।"

"ইতিহাসের বুক ফিল্মে 'ওয়ি শাসকদের' সম্রাট বিরোধী হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

"সেটা নির্ভর করে বুক ফিল্মগুলো কারা লিখছে তার উপর। ভবিষ্যতে আমরা লিখব, কারণ যে রাজক্ষমতা একসময় ছিল আমাদের তা আবার আমাদের হবে।"

"সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে আপনাকে একটা গৃহযুদ্ধ বাধাতে হবে।"

"সেইরকম সম্ভাবনা নেই বললেই চলে," রিশেলি বলল, আবার হাসি ফিরে এসেছে মুখে। "ব্যাখ্যা করে বলতেই হচ্ছে আমাকে। আসলে এই ধরনের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্যই ড. সেলডনের সাহায্য আমার প্রয়োজন। আমার বাবা, চতুর্থ ম্যানিক্স সবসময়ই শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। ইম্পেরিয়াল প্যালেসে যে-ই আসুক না কেন তার প্রতি তিনি থাকতেন অনুগত এবং ওয়িকে তিনি ট্র্যানটরিয়ান অর্থনীতির একটা মজবুত ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন যাতে পুরো এম্পায়ারেরই মঙ্গল হয়।"

"সম্রাট কখনো তাকে বিশ্বাস করেছে বলে আমি শুনিনি।" ডর্স বলল।

"বিশ্বাস যে করেনি তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই," শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রিশেলি। "কারণ আমার বাবার সময়ে যারাই সম্রাট হিসেবে ইম্পেরিয়াল প্যালেসে বাস করেছে তারা সবাই ছিল জবরদখলকারী। আর একজন জবরদখলকারী কখনোই প্রকৃত শাসককে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপরেও আমার বাবা শান্তি বজায় রেখেছেন। তিনি অবশ্য এই সেক্টরের শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অত্যন্ত দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছেন। এবং ইম্পেরিয়াল অথরিটি সেটা মেনে নিয়েছে। কারণ তারা চেয়েছিল ওয়ি যেন তাদের অনুগত থাকে।"

"কিন্তু আসলেই কী অনুগত?"

"প্রকৃত সম্রাটের কাছে অবশ্যই। এবং আমরা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যে ইচ্ছে হলেই ক্ষমতা দখল করে নিতে পারব– সত্যি কথা বলতে কী ঠিক বিদ্যুৎ চমকের মতো– এবং 'গৃহযুদ্ধ' কথাটা কারো মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই একজন প্রকৃত সম্রাট– বলা যায় না সম্রাজ্ঞীও হতে পারে– ক্ষমতায় বসবে এবং ট্র্যানটর হয়ে উঠবে আগের মতোই শান্তির রাজ্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে আমি কী আপনাকে খানিকটা জ্ঞান দান করতে পারি?" মাথা নেড়ে ডর্স বলল।

"নিশ্চয়ই, আমি সবসময়ই শুনতে আগ্রহী," ডর্সের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলো রিশেলি।

"হতে পারে আপনার সেনাবাহিনী অনেক বড়, প্রশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, কিন্তু তা কখনোই পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের মদদপুষ্ট ইম্পেরিয়াল ফোর্সের সমকক্ষ হতে পারবে না।"

"ঠিক, কিন্তু আপনি আসলে অবৈধ সম্রাটের মূল দুর্বলতাটা তুলে ধরেছেন, ড. ভেনাবিলি। পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহে ইম্পেরিয়াল সেনাবাহিনী ছড়িয়ে আছে। অগণিত অফিসারের অধীনে সেই সেনাবাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তারাও নিজেদের প্রভিন্সের বাইরে কোনোরকম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী নয়, অধিকাংশই এম্পায়ারের স্বার্থের বদলে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত। অন্যদিকে আমার সেনাবাহিনী রয়েছে এখানে, ট্র্যানটরে। এখানে তাদের প্রয়োজন কথাটা দূরের ওইসব জেনারেল এবং অ্যাডমিরালদের মাথায় ঢোকার আগেই আমার সৈনিকেরা কাজ করে ফেলবে।"

"কিন্তু ওরা আসবেই, পূর্ণ শক্তি নিয়ে- সেটা ঠেকানোর সাধ্য আপনার নেই।"

"আপনি কি এই ব্যাপারে নিশ্চিত? আমরা প্যালেস দখল করে নেব। ট্র্যানটরের ক্ষমতা থাকবে আমাদের হাতে। শান্তি ফিরে আসবে। তাহলে কেন ইম্পেরিয়াল ফোর্স এটা নিয়ে মাথা ঘামাবে যেখানে প্রতিটি মিলিটারি লীডার নিজেদের গ্রহ বা প্রভিন্সের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা হাতে পাবে।"

"আপনি কী এটাই চান?" ভীষণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন সেলডন। "আপনি কী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া একটা এম্পায়ার শাসন করতে চান?"

"আমি ঠিক সেটাই চাই। আমি শাসন করব ট্র্যানটর, কক্ষপথে বসানো স্পেস সেটল্‌মেন্ট এবং হয়তো বা আশেপাশের কয়েকটা প্ল্যানেটরি সিস্টেম যেগুলো ট্র্যানটরিয়ান প্রভিন্সেরই অন্তর্গত। গ্যালাক্সির সম্রাট হওয়ার চেয়ে শুধু ট্র্যানটরের সম্রাট হওয়াতেই আমার বেশি আগ্রহ।"

"আপনি শুধু ট্র্যানটর দখল করেই খুশি?" ডর্সের গলায় চরম অবিশ্বাস।

"কেন নয়?" রিশেলি বলল, হঠাৎ করেই তার চোখে একটা আলো ফুটে উঠেছে। আগ্রহের আতিশয্যে সামনে ঝুঁকল, হাত দুটো টেবিলের উপর, আঙুলের ফাঁকে আঙুল। "চল্লিশ বছর ধরে আমার বাবা এই স্বপ্ন দেখছেন। তিনি এখনো বেঁচে আছেন শুধু তা পূরণ হতে দেখার জন্যই। পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহ নিয়ে আমরা কী করব? দূরের ওই গ্রহগুলোর কোনো গুরুত্বই নেই আমাদের কাছে। ওগুলো আমাদের দুর্বল করে দেবে, আমাদের সৈনিকদের অপ্রয়োজনে শত শত পারসেক দূরে পাঠাতে হবে, ওগুলো আমাদের সীমাহীন প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের নিজেদের গ্রহ– নিজেদের প্ল্যানেটারি সিটি– আমাদের কাছে সেটাই গ্যালাক্সি। সব দিক দিয়েই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাকী গ্যালাক্সির যা খুশি তাই হোক, আমাদের কী? সামরিক নেতারা যত খুশি ক্ষমতা দখল করুক, ঝগড়া করারও দরকার হবে না, কারণ সবার জন্যই যথেষ্ট আছে।"

"কিন্তু তারপরেও ওরা লড়াই করবে।" ডর্স বলল, "শুধু নিজের প্রভিন্স নিয়ে কেউ খুশি হবে না। সে ভাববে হয়তোবা তার প্রতিবেশীও নিজের প্রভিন্স নিয়ে খুশি নয়। প্রত্যেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে এবং পুরো গ্যালাক্সি শাসন করার স্বপ্ন দেখবে। কারণ শুধু ওভাবেই নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ম্যাডাম এমপ্রেস অফ নাথিং। এর ফলে দীর্ঘকালব্যাপী এক লড়াই শুরু হবে– ধ্বংস হয়ে যাবে সব কিছু।"

রেগে গেল রিশেলি, "আপনার মতো অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মতো বিচার করলে বা শুধু ইতিহাসের সাধারণ শিক্ষার উপর নির্ভর করলে সেইরকমই মনে হবে।"

"এর চেয়ে বেশি আর কী বোঝার আছে," সমান তেজে জবাব দিল ডর্স। "ইতিহাসের উপর নির্ভর না করে আর কীসের উপর নির্ভর করতে পারে?"

"আর কী আছে?" বলল রিশেলি। "কেন, ও?" এবং তর্জনী দিয়ে হ্যারি সেলডনকে দেখালো।

"আমি?" সেলডন বললেন। "আমি তো বলেছি যে সাইকোহিস্টোরি– "

"এক কথা বারবার বলার দরকার নেই, প্রিয় ড. সেলডন। কোনো লাভ হবে না তাতে। –আপনার কী মনে হয়, ড. ভেনাবিলি, দীর্ঘকালব্যাপী গৃহযুদ্ধের কথা আমার বাবা চিন্তা করেননি? একটা সমাধানের চেষ্টা তিনি করেননি? দশবছর আগে থেকেই যে কোনো মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন। শুধু প্রয়োজন বিজয়ের পরেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।"

"যা আপনাদের নেই," ডর্স বলল।

"ডিসেনিয়াল কনভেনশনে ড. হ্যারি সেলডনের গবেষণাপত্র শোনার পর থেকেই সেটা আমাদের কাছে আছে। আমি সাথে সাথেই বুঝতে পারি যে ঠিক এই জিনিসই আমাদের প্রয়োজন। বাবার বয়স হয়েছে, চট করে ধরতে পারেননি। কিন্তু আমি বুঝিয়ে দেয়ার পর তিনিও বুঝতে পারেন এবং তারপরেই আনুষ্ঠানিকভাবে আমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কাজেই আমার বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যতের আরো উন্নত অবস্থান নির্ভর করছে আপনার উপর, হ্যারি।"

"আমি এখনো বলব– " শুরু করলেন সেলডন।

"কী করা যাবে আর যাবে না সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনগণকে কী বিশ্বাস করানো যাবে আর যাবে না। ওরা আপনাকে বিশ্বাস করবে, হ্যারি, যখন আপনি বলবেন যে সাইকোহিস্টোরিক প্রেডিকশন অনুযায়ী ট্র্যানটর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে শাসন করতে পারবে এবং প্রভিন্সগুলো স্বাধীন রাজ্য হিসেবে শান্তিতে থাকবে।"

"সত্যিকার সাইকোহিস্টোরি ছাড়া এই ধরনের কোনো প্রেডিকশন আমি করব না। কারো হাতের পুতুল হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আপনার প্রয়োজন হলে আপনি নিজেই বলেন।"

"শুনুন, হ্যারি, আমাকে ওরা বিশ্বাস করবে না। আপনাকে করবে। দ্য গ্রেট ম্যাথমেটিশিয়ান। ওদেরকে আপনি নিরাশ করবেন কেন?"

"সম্রাটও আমাকে তার স্বার্থ হাসিল করার জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। সেজন্যই কী ভাবছেন যে আমি আপনাকে সাহায্য করব?"

কিছুক্ষণ বিরতি নিল রিশেলি। তারপর যখন কথা বলল তার গলাটা প্রায় অনুনয়ের মতো শোনালো।

"হ্যারি, ক্লীয়ন এবং আমার মাঝে যে পার্থক্য আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করুন। ক্লীয়ন যা চেয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য মিথ্যে প্রচারণা। এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে কোনো লাভ হতো না। কারণ তার এই ক্ষমতা থাকবে না। আপনি কী জানেন না যে গ্যালাকটিক এম্পায়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে। পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের প্রশাসনিক জটিলতায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে ট্র্যানটর। আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে দীর্ঘকালব্যাপী এক গৃহযুদ্ধ। ক্লীয়নের জন্য আপনি যাই করুন এটা ঠেকাতে পারবেন না।"

"এইরকম কথা আগেও শুনেছি। কিন্তু কথাটা সত্যি হলেও কী আসে যায় তাতে?"

"আপনি কোনো রক্তক্ষয়ী লড়াই ছাড়াই এই কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে সাহায্য করতে পারেন। এমন একটা সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাকে সাহায্য করতে পারেন যা আয়তনে হবে যথেষ্ট ছোট এবং যা আরো দক্ষভাবে শাসন করা যাবে। বাকী গ্যালাক্সিকে আমি স্বাধীনতা দেব, প্রতিটি অংশ তার নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী ইচ্ছেমতো চলতে পারবে। মুক্ত বাণিজ্য, পর্যটন এবং অবিরত যোগাযোগের মাধ্যমে পুরো গ্যালাক্সি আবার একসূত্রে বাঁধা পড়বে, সেই বন্ধন হবে অনেক বেশি সুদৃঢ়। বর্তমানে যে শাসনব্যবস্থা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পুরো গ্যালাক্সি একত্র করে রেখেছে এবং তার ফলে যে চরম বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটা আর ঘটবে না। আমার প্রত্যাশা খুব বেশি না; মিলিয়ন নয় একটা গ্রহ; যুদ্ধ নয় শান্তি; দাসত্ব নয় স্বাধীনতা। ভেবে দেখুন এবং আমাকে সাহায্য করুন।"

"কিন্তু, রিশেলি, গ্যালাক্সি আপনাকে বিশ্বাস না করে আমাকে বিশ্বাস করবে কেন? তারা আমার ব্যাপারে কিছুই জানে না এবং আমাদের ফ্লীট কমান্ডাররা শুধু 'সাইকোহিস্টোরি' এই শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো এই মুহূর্তে কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এখনই আপনাকে কিছু করতে বলছি না আমি। হাউজ অফ ওয়ি হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করেছে। আরো এক হাজার দিন অপেক্ষা করতে পারবে। আমার সাথে সহযোগিতা করলে আপনাকে আমি বিখ্যাত করে দেব। কথা দিচ্ছি যে সাইকোহিস্টোরির ব্যাপকতা প্রতিটি গ্রহে ছড়িয়ে পড়বে এবং যখন আমার মনে হবে যে সঠিক সময় উপস্থিত ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা আঘাত করব। তারপর মাত্র কয়েক মুহূর্তের ভেতর পাল্টে যাবে ইতিহাস, এমন এক নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যার ফলে গ্যালাক্সিতে অনন্তকালের শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এত কিছুর পরেও কী আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না, হ্যারি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থালুস, এমার... প্রাচীন ট্র্যানটরের ওয়ি সেক্টরের সশস্ত্র বাহিনীর একজন সার্জেন্ট...

গুরুত্বহীন এই তথ্যগুলো ছাড়া লোকটির ব্যাপারে আর বিশেষ কোনো কিছু জানা যায়নি। শুধু একটা কারণেই তার নাম ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, সেটা হলো মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য গ্যালাক্সির ভাগ্য তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

৮৭.

তিনজনই বন্দী কিন্তু তাদের থাকার জন্য রাজকীয় বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়েছে। পরেরদিন সকালে নাস্তা পরিবেশন করা হল কামরার সাথে লাগোয়া ব্যালকনিতে। বিভিন্ন রকমের খাবার এবং পরিমাণে প্রচুর।

সেলডন প্রচুর মশলাযুক্ত বিশাল এক সসেজ সামনে নিয়ে বসলেন। বদহজম বা পেটের অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে ডর্সের সাবধান বাণীতে মোটেই কান দিলেন না।

"ওই ব্যাডি... " শুরু করেই হোঁচট খেল রাইখ। তারপর শুদ্ধ করে বলল, "ম্যাডাম মেয়র যখন গতরাতে আমার লগে দেহা করতে আইছিল– "

"তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল?" জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"হ। কইল সে আমার কুনো অসুবিদা হইতাছে কী না দেখবার আইছে। কইছে যে সুযোগ পাইলে আমারে চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইব।"

"চিড়িয়াখানা?" ডর্সের দিকে তাকালেন সেলডন। "ট্র্যানটরে কী ধরনের প্রাণী আছে? শুধু কুকুর আর বিড়াল?"

"কিছু বন্য প্রাণী আছে," ডর্স বলল, "আমার ধারণা অন্যান্য গ্রহ থেকেও বন্য প্রাণী আমদানী করা হয়। এছাড়াও আছে শংকর প্রজাতির প্রাণী। অবশ্য শংকর প্রাণীর সংখ্যা অন্যান্য গ্রহে বেশি। তবে ট্র্যানটরে ইম্পেরিয়াল চিড়িয়াখানার পরেই ওয়ির চিড়িয়াখানার স্থান।

"বুড়ি খুব ভালো।" রাইখ বলল।

"অতটা বুড়ি এখনো হয়নি," জবাব দিল ডর্স, "তবে আমাদের খাওয়াচ্ছে ভালোই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিকই বলেছ।" একমত হলেন সেলডন।

নাস্তা শেষে রাইখ ঘুরতে বেরলো।

ডর্সের কামরায় একা হওয়ার পর বিরক্তির সুরে সেলডন বললেন, "জানি না কতক্ষণ একা থাকতে পারব। কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা কখন কী করব সেটা রিশেলি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে।"

"সত্যি কথা বলতে কী, এটা নিয়ে আমাদের অভিযোগ করা একেবারেই অনুচিত।" ডর্স বলল। "মাইকোজেন বা ডাহ্‌ল এর তুলনায় এখানে আমরা রাজার হালে আছি।"

"রিশেলি মোটেই তোমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি, তাই না ডর্স?"

"আমাকে? রিশেলি? কথাটা তুমি ভাবলে কী করে?"

"আসলে এখানে তুমি যথেষ্ট আরামে থাকতে পারছ। ভালো খেতে পারছ। কাজেই একটু আশ্বস্ত হয়ে সবকিছু ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়াটাই তো স্বাভাবিক।"

"হ্যাঁ, খুবই স্বাভাবিক। আমরা সেটাই করছি না কেন?"

"দেখ, যদি রিশেলি জয়ী হয় তাহলে কী ঘটবে সেটা তুমি গতরাতে আমাকে বলেছ। ইতিহাস হয়তো তেমন জানি না, তাই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেছি আর সত্যি কথা বলতে কী এটা বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ হওয়া লাগে না। এম্পায়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং প্রতিটি ভাঙা টুকরো পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে যাবে... হয়তো... অনন্তকাল। রিশেলিকে থামাতেই হবে।"

"আমি একমত। অবশ্যই থামাতে হবে। শুধু বুঝতে পারছি না অতি সহজ এই কাজটা এই মুহূর্তে আমরা কীভাবে করব।" চোখ সরু করে সেলডনের দিকে তাকালো ডর্স। "হ্যারি, গতরাতে তুমি ঘুমাওনি, তাই না?"

"তুমি ঘুমিয়েছ?" জবাব শুনেই বুঝা গেল যে তিনি ঘুমাননি।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডর্স, চেহারায় দুঃশ্চিন্তার ছাপ। "আমার কথা শুনে তোমার ধারণা হয়েছে গ্যালাক্সির ধ্বংস অনিবার্য। আর তাই নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করে সারারাত জেগে কাটিয়েছ?"

"সেই সাথে আরো অনেক কিছু। চ্যাটার হামিনের সাথে যোগাযোগ করা কি সম্ভব?" শেষ কথাটা বললেন প্রায় ফিসফিস করে।

"ডাহ্‌লে থাকতেই আমি চেষ্টা করেছি। সে আসেনি। খবর যে পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আসেনি। তার অনেকগুলো কারণের ভিতর একটা কারণ হতে পারে এই যে এখন সে আসতে পারছে না কিন্তু যখন পারবে তখন ঠিকই আসবে।"

"তোমার কি মনে হয় তার কোনো বিপদ হয়েছে?"

"না," ধৈর্য্যের সাথে জবাব দিল ডর্স। "আমার তা মনে হয় না।"

"তুমি কীভাবে জানো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হলে কোনো না কোনোভাবে আমি খবর পেতাম। কিন্তু পাইনি।"

ভুরু কোঁচকালেন সেলডন। "তোমার মতো আত্মবিশ্বাস আমার নেই। সত্যি কথা বলতে কী কখনোই ছিল না। তাছাড়া হামিন যদি আসেও এই ক্ষেত্রে সে কী করতে পারবে? পুরো ওয়ির বিরুদ্ধে সে একা লড়তে পারবে না। রিশেলির দাবী অনুযায়ী যদি আসলেই তাদের সেনাবাহিনী সেরকম বড় এবং প্রশিক্ষিত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সে কী করবে?"

"এসব আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। তোমার কী ধারণা? রিশেলিকে তুমি বোঝাতে পারবে– তার উর্বর মস্তিষ্কে এই কথাটা ঢুকিয়ে দিতে পারবে যে– তোমার কাছে সাইকোহিস্টোরি নেই?"

"এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, যদি কখনো হয়ও তা আগামী দুই এক বছরের ভেতর হবে না– এই কথাটা যে সে ভালোভাবে জানে আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সবাইকে বলবে যে আমি সাইকোহিস্টোরি তৈরি করেছি এবং যদি সেরকম চাতুর্যের সাথে কথাটা প্রচার করতে পারে তাহলে জনগণ বিশ্বাস করবে এবং আমার প্রেডিকশন অনুযায়ী আচরণ করবে– এমনকি আমি কিছু না বললেও রিশেলির উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।"

"নিশ্চয়ই তার জন্য অনেক সময় লাগবে। সে তো আর এক রাত বা এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারবে না। কম করে হলেও একটা বছর লাগবে।"

কামরার লম্ব দৈর্ঘ্য বরাবর অনবরত পায়চারী করছেন সেলডন। "হয়তো বা, আমি ঠিক জানি না। সে ভীষণ চাপের মধ্যে আছে এবং খুব দ্রুত সব শেষ করে ফেলতে চাইবে। তাকে আমার ধৈর্য ধরার মতো মানুষ বলে মনে হয়নি। চতুর্থ ম্যানিক্স এর ধৈর্য্য তো আরো কম। কারণ লোকটা জানে যে তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। চাইবে সারাজীবনের স্বপ্নটা যেন মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেই পূরণ হয়– মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে নয়। তাছাড়া– " থামলেন সেলডন।

"তাছাড়া কী?"

"আমাদের মুক্ত হতেই হবে। কারণ আমি সাইকোহিস্টোরি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি।"

বিস্ময়ে ডর্সের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। "হয়ে গেছে! তুমি তৈরি করে ফেলেছ।"

"তৈরি করে ফেলেছি ঠিক সেটা বলা যাবে না। তার জন্য হয়তো ঘাম ঝরানো দশটা বছর... একশটা বছর লাগবে। কিন্তু এখন আমি জানি যে এটা শুধু তাত্ত্বিকই নয় প্র্যাকটিক্যালও বটে। আমি জানি যে সাইকোহিস্টোরি তৈরি করা যাবে। কিন্তু তার জন্য আমার দরকার সময়, শান্তি এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। যতদিন পর্যন্ত না আমি– বা আমার উত্তরাধিকারীরা ভালোভাবে এটাকে পরিচালনা করে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মাত্রা এবং ব্যাপ্তিকে কমিয়ে আনার কৌশল শিখতে পারছে– ততদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত এম্পায়ারকে একত্রে করে রাখতে হবে। এটা শুধু আমার কাজটা শুরু করার একটু সূত্রপাত, পুরো কাজটা নয়। এবং এই চিন্তাই আমাকে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল।"

৮৮.

পাঁচটা দিন পেরিয়ে গেল উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ছাড়াই। পঞ্চম দিন সকালে ডর্স নতুন একটা পোশাক পরতে সাহায্য করছে রাইখকে।

বিস্ময় এবং খানিকটা সন্দেহ নিয়ে হলোমিররে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালো রাইখ। প্রতিবিম্বটা তার প্রতিটি আচরণ নকল করছে। হলোমিররে কখনো সাধারণ আয়নার মতো বিপরীত প্রতিবিম্ব হয় না। রাইখ আগে কখনো এই বস্তুটা ব্যবহার করেনি, তাই হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। তার হাত হলোমিররের ভিতর দিয়ে ওপাশে চলে গেল আর প্রতিবিম্বের হাত নিষ্ফলভাবে তার দেহের ভেতর দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করল।

"আমারে ক্যামন হাস্যকর দেখাইতাছে।" বলল সে।

পোশাকটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল রাইখ, জিনিসটা অত্যন্ত মসৃণ কোনো বস্ত্র দিয়ে তৈরি। পোশাকের কলার অত্যন্ত দৃঢ়, দেখতে অনেকটা বিশাল এক পেয়ালার মতো।"

"আমার মাথাডারে মনে হইতাছে পেয়ালার মইধ্যে বসানো বল।"

"কিন্তু ওয়িতে ধনী মানুষদের ছেলেমেয়েরা এমন পোশাকই পরে।" ডর্স বলল। "দেখবে সবাই তোমাকে কেমন আদর করে।"

"হ, মাথার চুলগুলানরে এলোমেলো কইরা দিব।"

"নিশ্চয়ই। তবে এই টুপিটা তুমি পরে নিতে পার।"

"তাইলে আমার মাথাডারে সত্যি সত্যিই বল মনে করব।"

"তাহলে খেয়াল রাখবে কেউ যেন লাথি না মেরে বসে। আমি যা বলেছি মনে রাখবে ভালোমতো। বেশি বেয়াড়াপনা করবে না আর বাচ্চাদের মতো আচরণ করবে না।"

"কিন্তু আমি তো বাচ্চাই," বড় বড় চোখেমুখে একটা নিদারুণ নিষ্পাপ ভাব ফুটিয়ে তুলে ডর্সের দিকে তাকালো সে।

"তোমার মুখে এই কথা শুনে অবাক হলাম। আমি তো ভেবেছি তুমি নিজেকে মনে কর বার বছরের সমর্থ পুরুষ।"

দাঁত বের করে হাসল রাইখ," ঠিক আছে। আমি ভালো মতই স্পাইং করমু।"

"আমি তো সেটা করতে বলিনি তোমাকে। খামোখা সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবে না। দরজার পিছনে আড়ি পেতে কারো কথা শুনবে না। যদি ওইভাবে ধরা পড় তাহলে অবস্থা আরো বেগতিক হবে। বিশেষ করে তোমার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হুনেন, মিসাস, আমারে কী মনে করেন? বাইচ্চা পোলাপান?"

"তুমি যে বাচ্চা সেটাতো এইমাত্রই স্বীকার করলে, করনি রাইখ? তুমি শুধু আশেপাশের মানুষেরা যা বলবে সেটা শুনবে এবং মনে রাখবে। তুমি যে শুনছ সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে। ফিরে এসে সব জানাবে আমাদের। খুব সহজ।"

"আপনার জইন্য বলা সহজ," আবারো দাঁত বের করে হাসল রাইখ। "আর আমার জইন্য করাও খুব সহজ।"

রিশেলি একজন ভৃত্য পাঠালো রাইখকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সেলডন বললেন, "ছেলেটার আর চিড়িয়াখানা দেখা হবে না, মানুষজনের কথা শুনতেই ব্যস্ত থাকবে। ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়াটা ভালো হলো কি না বুঝতে পারছি না।"

"বিপদ? আমার সন্দেহ আছে। রাইখ বিলিবটনের বস্তিতে বড় হয়েছে। এসব কাজে সে আমাদের দুজনের চেয়েও বেশি দক্ষ। তাছাড়া রিশেলি ওকে খুব পছন্দ করে এবং ও কিছু জানতে চাইলে কোনো সন্দেহ না করেই জানাবে– বেচারি রিশেলি।"

"মহিলার জন্য কি তোমার আসলেই করুণা হচ্ছে, ডর্স?"

"সে একজন মেয়রের সন্তান এবং রক্তের জোরে নিজেকেও মেয়র মনে করছে– এবং সে বোকার মতো ঝুঁকি নিয়ে এম্পায়ার ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করছে। তোমার কি মনে হয় না শুধু এই কারণেই তার কিছুটা সমবেদনা পাওয়া উচিত? হয়তো তোমার ধারণাই ঠিক, কিন্তু তার জীবনে এমন কিছু ঘটনা আছে যার জন্য সমবেদনা পাওয়া উচিত। যেমন, সে প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা তাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল– অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও।"

"তুমি কখনো প্রেমে ব্যর্থ হয়েছ, ডর্স?"

ডর্স কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিল, "না। আমি নিজের কাজ নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত ছিলাম যে প্রেম করার সময় পাইনি।"

"আমিও সেরকমই ভেবেছি।"

"তাহলে জিজ্ঞেস করলে কেন?"

"আমার তো ভুলও হতে পারে।"

"তোমার জীবনে– ?"

মনে হলো সেলডন অস্বস্তি বোধ করছেন। "হ্যাঁ, ঘটনাটা ভুলতে আমার বেশ সময় লেগেছিল।"

"আমিও সেরকমই ভেবেছি।"

"তাহলে জিজ্ঞেস করলে কেন?"

"বিশ্বাস কর আমার ভুল হতে পারে এটা ভেবে বলিনি। শুধু দেখতে চেয়েছিলাম তুমি মিথ্যা কথা বল কি না। সত্যি কথা বলেছ এবং সেজন্য আমি খুশি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে সেলডন বললেন, "পাঁচদিন পার হয়ে গেল কিন্তু কিছুই ঘটল না।"

"তবে আমরা বেশ আরামেই আছি, হ্যারি।"

"পশুপাখি যদি চিন্তা করতে পারত তাহলে ওরাও ভাবত যে জবাই করার জন্য খাইয়ে দাইয়ে মোটা করা হচ্ছে।"

"স্বীকার করছি যে রিশেলি আসলে এম্পায়ার ধ্বংস করার জন্য ছুরিতে শান দিচ্ছে।"

"কিন্তু কখন?"

"আমার ধারণা যখন সে পুরোপুরি তৈরি হবে।"

"বড়াই করে তো বলেছে যে কোনো মুহূর্তে অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে এবং আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হচ্ছে আসলেই যে কোনো দিন সে ঘটনাটা ঘটাবে।"

"যদি পারেও, প্রথমে তাকে নিশ্চিত হতে হবে যে ইম্পেরিয়াল পাল্টা আক্রমণ ঠেকাতে পারবে সে এবং তার জন্য সময় প্রয়োজন"

"কত সময়? আমাকে সে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু সেরকম কোনো প্রচেষ্টাই চোখে পড়ছে না। এমন কোনো লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আমাকে সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। ওয়ির রাস্তায় যখন বের হই তখন কেউ আমাকে চিনতে পারে না। ওয়ির জনগণ আমাকে দেখে হর্ষধ্বনি দেয় না। নিউজ হলোকাস্টে আমাকে নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস নেই।"

হাসল ডর্স। "তোমার কথা শুনে যে কেউ ভাবতে পারে যে বিখ্যাত না হতে পেরে তুমি ভীষণ দুঃখ পেয়েছ। তুমি একটা বোকা, হ্যারি। অথবা বলা উচিত, তুমি ইতিহাসবিদ নও, দুটো একই কথা। আমার মতে তোমার শুধু এই কারণেই খুশি হওয়া উচিত যে সাইকোহিস্টোরিই তোমাকে ইতিহাসবিদ বানাবে এবং সেটাই হয়তো এম্পায়ারকে রক্ষা করবে। মানুষ যদি ইতিহাস বুঝত তাহলে একই ভুল বার বার করত না।"

"আমি কী বোকামী করেছি?" মাথা উঁচু করে পিছনে হেলিয়ে নাকের উপর দিয়ে তেরছাভাবে ডর্সের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"রাগ করো না, হ্যারি। আমার কাছে তোমার এই আচরণটা ভীষণ আকর্ষণীয় মনে হয়।"

"আমি জানি। এটা তোমার ভেতরে সন্তানের প্রতি মায়ের যে মমতা সেইরকম মমতা জাগিয়ে তোলে। আর তোমাকে তো দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে দেখভাল করার। কিন্তু আমি কোন দিক দিয়ে বোকা?"

"তুমি বোকা এই কারণে যে তুমি ভাবছ রিশেলি তোমাকে এম্পায়ারের জনগণের সামনে ত্রাণকর্তা হিসেবে জাহির করবে। এটা করে তার কোনো লাভ হবে না। গ্যালাক্সির কোয়াড্রিলিয়ন জনসংখ্যাকে একসাথে এক পথে পরিচালনা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত কঠিন কাজ। শারীরিক সামর্থ্যের পাশাপাশি সামাজিক এবং মানসিক প্রভাবগুলোও বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া, এভাবে খোলাখুলি প্রচারণা চালিয়ে সে আসলে ডেমারজেলকে সতর্ক করে তুলবে।"

"তাহলে কী করছে সে?"

"আমার ধারণা তোমার কথাটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রচার করা হচ্ছে– তোমাকে অত্যন্ত কৌশলে মহান ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে– শুধু বাছাই করা অল্প কয়েকজন মানুষের কাছে। সেইসব ভাইসরয়, সেইসব ফ্লীট অ্যাডমিরাল, সেইসব প্রভাবশালী ব্যক্তি যারা তার প্রতি খানিকটা সদয়– বা সম্রাটকে পছন্দ করে না। কারণ তারা সম্রাটের অনুগতদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রিশেলিকে যে কোনো পাল্টা আক্রমণ ঠেকানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সময় পাইয়ে দিতে পারে।"

"এবং এখনো হামিনের কাছ থেকে কোনো খবর আসেনি!"

"আমি নিশ্চিত সে কিছু একটা করছে। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

"সে মারা যেতে পারে। এমন কখনো মনে হয়েছে তোমার?"

"সেই সম্ভাবনা তো সব সময়ই আছে, কিন্তু আমার মনে হয় না সে মারা গেছে। ওরকম কিছু হলে আমার কাছে খবর আসত।"

"এখানেও?"

"এমনকি এখানেও।"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন, কিছু বললেন না।

রাইখ ফিরল বিকেল বেলা। খুশি এবং প্রচণ্ড উত্তেজিত। মুখে কথার খই ফুটছে। ডিনারের পুরোটা সময়ই সে শুধু বান্দর এবং অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের বর্ণনা দিয়ে গেল।

ডিনারের পর নিজেদের কামরায় ফিরে আসার পর আসল কথা জিজ্ঞেস করল ডর্স। "এবার, ম্যাডাম মেয়রের সাথে যতক্ষণ ছিলে সেই সময়ের মাঝে কী কী ঘটেছে সব খুলে বলো, রাইখ। তার এমন কোনো কথা বা আচরণ কি তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে যা আমাদের জানা উচিত।"

"শুধু একটা ব্যাপার," বলল রাইখ, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "বাজী ধইরা কইতে পারি যে এই কারণেই রিশেলি ডিনারে ছিল না।"

"খুলে বলো।"

"চিড়িয়াখানায় শুধু আমরাই আছিলাম। আমি, রিশেলি, ইউনিফর্ম পরা অনেক পুরুষমানুষ আর সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা অনেক মাইয়া মানুষ। হগলের লাইগা চিড়িয়াখানা আজকে বন্ধ আছিল। তারপর আতকা ইউনিফর্ম পরা আরেকটা বেডা আইল– হে প্রথম থিক্কা আমগোর লগে ছিল না। একটা কিছু কইতেই রিশেলি ব্যবাকতেরে ওইহানেই থাকতে কইল। তারপর দুইজনে একটু দূরে সইরা গেল। আমি ভান করতে লাগলাম যে এক খাচা থিক্কা আরেক খাচার সামনে গিয়া জন্তু জানোয়ার দেখতাছি। এইভাবে রিশেলির কিছুডা ধারে গিয়া খাড়াইলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তারে কইতে হুনলাম, 'এত সাহস?' মনে হইতাছিল যেন রাগে পাগল হইয়া যাইব আর ব্যাডাডারে মনে হইতাছিল যেন ভয়ে কইলজা শুকাইয়া গ্যাছে– একবার মাত্র তাকাইছি আমি কারণ ওগোরে বুঝাইবার চাইছিলাম যে আমি আসলে পশুপাখি দেখতাছি। নতুন লোকটা এক জেনারেল বা অইরকমই বড় কোনো অফিসারের কথা কইতাছিল– নামডা আমার মনে নাই। ওই জেনারেল নাকি তার অফিসারগো লইয়া রিশেলির বুড়া বাপের কাছে আনুগত্য স্বীকার করছে– "

"তাই?" ডর্স বলল।

"হ, ওরা নাকি কোনো বেডি মাইনসের আদেশ মানব না। ওগোর দাবি বুড়াই ওগোর নেতা অইব, হ্যায় যদি না পারে তাইলে অন্য কোনো ব্যাডারে ঠিক কইরা দিতে অইব। কিন্তু কোনো বেডি মাইনসেরে নেতা বানান যাইব না।"

"মেয়ে মানুষের আদেশ ওরা মানবে না? তুমি নিশ্চিত?"

"ঠিক এই কথাগুলাই কইছে। রিশেলি যে ক্ষেপা ক্ষেপছে। কইতাছিল, 'আমি ওর মাথা কেটে ফেলব। আগামীকাল ওদের সবাইকে আমার কাছে অনুগত্য স্বীকার করতে হবে। আমার কথা যে মানবে না সে আর অনুতাপ করারও সময় পাবে না।' ঠিক এই কথাগুলাই কইছিল। এরপরই আমরা ফিরত আসি। ফিরার পথে রিশেলি আমার লগে একটা কথাও কয় নাই। রাইগা মাইগা জানলা দিয়া বাইরে তাকাইয়া আছিল।"

'চমৎকার। এই কথাগুলো তুমি অন্য কাউকে বলনি তো?"

"অবশ্যই না। আপনে কি এই খবরটাই চাইছিলেন?"

"এর চাইতে ভালো খবর আর হতেই পারে না। চমৎকার কাজ করেছ, রাইখ। এবার নিজের ঘরে যাও, এবং ভুলে যাও সবকিছু। এমনকি স্বপ্নেও এই কথাগুলো ভাববে না।"

রাইখ চলে যাওয়ার পর সেলডনের দিকে ঘুরে ডর্স বলল, "অদ্ভুত। বাবা অথবা মায়ের উত্তরসূরি হিসেবে মেয়ে উঁচুপদে বা মেয়র হয়েছে এমন ঘটনা প্রচুর। তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে বেশ কয়েকজন সম্রাজ্ঞীও হয়েছিল যারা শুধু উত্তরসূরি হিসেবেই ইম্পেরিয়াল ক্ষমতায় বসেছিল। কই তখন তো একটা মেয়ের আদেশ পালন করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেনি। তাহলে ওয়িতে এখন কেন সেই প্রশ্ন উঠছে?"

"উঠবে নাই বা কেন?" সেলডন বললেন। "মাত্র কিছুদিন আগেই আমরা মাইকোজেন ঘুরে এসেছি। ওখানে মেয়েদের কোনো ক্ষমতা নেই। সবসময় দমিয়ে রাখা হয়।"

"হ্যা, কিন্তু ওটা ব্যতিক্রম। আরো অনেক জায়গাতেই মেয়েরা শাসন করছে। সরকার এবং ক্ষমতার ভেতরে নারী পুরুষ ভেদাভেদ এখানে নেই। যদিও পুরুষরাই বেশিরভাগ উচুপদগুলো দখল করে রেখেছে। তার কারণ একটাই। মেয়েরা বায়োলজিক্যালি আটকা পড়ে যায়– তাদেরকে সন্তান ধারণ করতে হয়।"

"কিন্তু ওয়ির অবস্থা কী?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যতদূর জানি নারী-পুরুষ ভেদাভেদহীন। রিশেলি দ্বিধাহীনচিত্তে মেয়রের পদ গ্রহণ করেছে এবং তার বাবাও কোনো দ্বিধা না করেই মেয়ের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। আর এধরনের পুরুষতান্ত্রিক আচরণ দেখে সে একই সাথে বিস্মিত এবং রাগান্বিত। এমনটা সে আশা করেনি।"

"তোমাকে বেশ খুশি মনে হচ্ছে। কেন?"

"কারণ ব্যাপারটা এত বেশি অস্বাভাবিক যে আমার ধারণা কৌশলে এটাকে তৈরি করা হচ্ছে এবং এর পিছনে হামিনের হাত আছে।"

"তোমার তাই মনে হয়?" চিন্তিত সুরে জিজ্ঞেস করলেন সেলডন।

"হ্যাঁ।" জবাব দিল ডর্স।

"তুমি জানো," সেলডন বললেন, "আমারও তাই ধারণা।"

৮৯.

ওয়িতে আসার পর দশম দিন সকালবেলা। সেলডনের কামরার ডোর বেল প্রচণ্ড জোরে বেজে উঠল, বাইরে থেকে শোনা গেল রাইখের চিৎকার। "মিস্টার! মিস্টার সেলডন! যুদ্ধ লাগছে!"

পুরোপুরি সচেতন হতে সেলডনের মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড লাগল। হুড়মুড় করে বিছানা থেকে নামলেন। খানিকটা কেঁপে উঠলেন ঠাণ্ডায় (এখানে আসার পরপরই তিনি আবিষ্কার করেছেন যে ওয়িয়ানরা সবসময়ই ঠাণ্ডা জায়গায় ঘরবাড়ি তৈরি করে)।

দরজা খুলতেই রাইখ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। প্রচণ্ড উত্তেজিত, বিস্ফারিত দৃষ্টি। "মিস্টার সেলডন, হ্যারা ম্যানিক্সরে ধইরা ফালাইছে, বুড়া মেয়ররে। হ্যারা–"

"কারা মেয়রকে ধরে ফেলেছে রাইখ?"

"ইম্পেরিয়ালরা। কালকে রাত্রে সবজায়গাতে ওগোর জেট নামছে। নিউজ হলোকাস্টে দেখাইতাছে সব। জিনিসটা মিসাস এর ঘরে আছে। উনি অবশ্য আপনারে জাগাইতে নিষেধ করছিল। কিন্তু আমার মনে অইল এমন একটা গরম খবর আপনে নিশ্চয়ই শুনবার চাইবেন।"

"ঠিক কাজই করেছ তুমি।" বললেন সেলডন। কয়েকটা সেকেন্ড মাত্র নষ্ট করলেন একটা বাথরোব গায়ে চড়ানোর জন্য। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন ডর্সের কামরায়। ডর্স ব্যালকনিতে বসে হলোভিশন দেখছে।

হলোভিশনে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার ঝকঝকে ডেস্কের পিছনে একজন সৈনিক বসা, টিউনিকের বা কাঁধে নক্ষত্র এবং মহাকাশযানের চিহ্ন জ্বলজ্বল করে ফুটে আছে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে আরো দুজন সশস্ত্র সৈনিক। তাদের কাঁধেও একই চিহ্ন। ডেস্কে বসা সৈনিক বলছিল, "–হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টির নিয়ন্ত্রণে। মেয়র ম্যানিক্স সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন। বন্ধুভাবাপন্ন ইম্পেরিয়াল বাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্বাবধানে তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে শাসন চালিয়ে যাবেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আপনাদের সামনে হাজির হবেন। তিনি আপনাদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করবেন এবং যেসব সৈনিক এখনো প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে আদেশ দেবেন।"

আরো অনেক নিউজ হলোকাস্ট প্রচার করা হচ্ছে, বিভিন্ন সাংবাদিকরা নিরাবেগ গলায় সংবাদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। প্রত্যেকের বাহুতে ইম্পেরিয়াল আর্মব্যান্ড। প্রতিটা খবরের মূল বক্তব্য একই : ওয়িয়ান সিকিউরিটি ফোর্সের এই ইউনিট বা ওই ইউনিট সামান্য প্রতিরোধের পরেই আত্মসমর্পণ করেছে– কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোটেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এই শহর এবং ওই শহর দখলে চলে এসেছে– এবং প্রতিটি খবরের সাথে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি– ওয়ির নাগরিকরা গম্ভীরভাবে নিজেদের মাটিতে ইম্পেরিয়াল বাহিনীর মার্চ করা দেখছে।

"নিখুঁতভাবে কাজটা শেষ হয়েছে, হ্যারি। ইম্পেরিয়াল বাহিনী চমৎকারভাবে বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে পেরেছে। আসলে প্রতিরোধ করার কোনো সুযোগই ছিল না এবং সেইরকম কোনো সুযোগও ওয়িয়ানদের দেয়া হয়নি।"

পর্দায় পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুক্ষণ বাদেই মেয়র ম্যানিক্সের চেহারা দেখা গেল। দৃঢ়, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এবং সম্ভবত জনগণকে ধোকা দেবার জন্য তার আশেপাশে কোনো ইম্পেরিয়াল সৈনিক নেই, যদিও সেলডন পুরাপুরি নিঃসন্দেহ যে ক্যামেরার বাইরে প্রচুর আছে।

ম্যানিক্স বৃদ্ধ, কিন্তু ভঙ্গুর দেহেও শক্তি এবং সামর্থ্যের ছাপ তো স্পষ্ট। সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক এবং কথা শুনে মনে হলো যেন সেগুলো তাকে দিয়ে কেউ জোর করে বলিয়ে নিচ্ছে– কিন্তু, যেমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সেই অনুযায়ী তিনি জনগণকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানালেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না করলেন, যেন ওয়ির কোনো ক্ষতি না হয়। অনুরোধ করলেন সম্রাটের সাথে সহযোগিতা করার এবং এই আশাও ব্যক্ত করলেন যে সম্রাট আরো দীর্ঘদিন সিংহাসনে টিকে থাকবেন।

"রিশেলির ব্যাপারে কোনো খবর নেই," সেলডন বললেন। "মনে হচ্ছে যেন তার মেয়ের কোনো অস্তিত্বই নেই।"

"কেউই তার কথা বলছে না," ডর্স বলল, "এই জায়গাটা তার বাসস্থান– বা অনেকগুলো বাসস্থানের একটা– এখানে হামলা হয়নি। সে যদি পালিয়ে প্রতিবেশী সেক্টরগুলোর কোনোটাতে আশ্রয় নিয়েও থাকে ট্র্যানটরের কোথাও বেশিদিন নিরাপদে থাকতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।"

"সম্ভবত না," কে যেন পিছন থেকে বলল, "কিন্তু এখানে আমি অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ।"

ভিতরে ঢুকল রিশেলি। পরিপূর্ণ পোশাক পরিহিত এবং পুরোপুরি শান্ত। এমনকি সে হাসছে, তবে সেটা আনন্দের হাসি নয়; বরং বলা যায় শুধু দাঁত দেখানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাকী তিনজন অবাক হয়ে রিশেলির দিকে তাকিয়ে আছে, সেলডন ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না যে চাকরবাকরেরা তার সাথে আছে নাকি হামলা শুরু হওয়ার পরপরই সব তাকে ফেলে পালিয়েছে।

ডর্স কিছুটা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তো, ম্যাডাম মেয়র, আপনার অভ্যুত্থানের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। শুরু হওয়ার আগেই আপনার খেলা শেষ করে দেয়া হয়েছে।"

"আমাকে শেষ করা হয়নি, আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। আমার অফিসারদেরকে কোনো না কোনোভাবে ওরা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং– সকল যুক্তির উর্ধ্বে উঠে তারা একজন মেয়েমানুষের জন্য লড়াই না করে তাদের বৃদ্ধ প্রভুর কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছে। আর বিশ্বাসঘাতকগুলো বুড়ো লোকটাকেও শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছে যেন সে আর প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে না পারে।"

একটা চেয়ার দেখতে পেয়ে তাতে বসল রিশেলি। "আর এখন এম্পায়ার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে অথচ আমি তাতে নতুন জীবন দিতে চেয়েছিলাম।"

"আমার মতে," ডর্স বলল, "এম্পায়ার দীর্ঘ অপ্রয়োজনীয় লড়াই এবং ধ্বংস এড়িয়ে গেল। এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারেন, ম্যাডাম মেয়র।"

মনে হলো রিশেলি কথাটা শুনেনি। "এতগুলো বছরের প্রস্তুতি মাত্র এক রাতেই ব্যর্থ হয়ে গেল।" ক্লান্ত, পরাজিত, বিধ্বস্ত ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে রইল সে, তাকে দেখে মনে হচ্ছে বয়স বিশটা বছর বেড়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যেই।

"মাত্র একরাতের মধ্যে এটা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব না। যদি আপনার অনুগত অফিসারদের আপনার বিপক্ষে যাওয়ার জন্য প্রভাবিত করা হয়– যদি আসলেই সেরকম কিছু ঘটে থাকে– তার জন্য প্রচুর সময় লেগেছে।"

"এই ব্যাপারে ডেমারজেল ভীষণ দক্ষ এবং নিঃসন্দেহে আমি তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করিনি। সে কীভাবে করেছে আমি জানি না– হুমকি, ঘুষ, অনবরত যুক্তি তর্কের মাধ্যমে দলে টানা। চুরি এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ডেমারজেল নিপুণ এক শিল্পী– আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

খানিক বিরতি নিয়ে আবার কথা শুরু করল রিশেলি, "সে যদি তার সেনাবাহিনী পাঠাতো আমি তা ঠেকাতে পারতাম, কোনো সমস্যাই হত না। কিন্তু কে ভেবেছিল যে আমার নিজের লোকেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করবে, শপথ নিয়ে যে আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তা এমন করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে?"

সেলডনের মুখ থেকে আপনাআপনিই বোঝানোর মতো সুর বেরলো, "কিন্তু আমার মনে হয় ওরা শপথ করেছিল ম্যানিক্সের কাছে, আপনার কাছে নয়।"

"ননসেন্স," রেগে গেল রিশেলি। "আমার বাবা যখন আমার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন তার নিকট অনুগত সব কিছুই আমার অনুগত হয়ে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। নতুন শাসকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করা শুধুই একটা ঐতিহ্য আর কিছুই না। আমার অফিসাররা কথাটা জানত কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভুলে যাওয়ার। ইম্পেরিয়াল প্রতিহিংসাকে ওরা ভয় পেয়েছে অথচ সেরকম কিছুই ঘটত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয়ই সম্রাটের কাছ থেকে অনেক ভালো প্রতিশ্রুতি পেয়েছে– যদিও তার কোনোটাই বাস্তবায়িত হবে না।"

ঝট করে সেলডনের দিকে ঘুরল সে, "সে আপনাকে চায়, বুঝতে পেরেছেন। ডেমারজেল আমাদের উপর হামলা করেছে আপনার জন্য।"

"আমার জন্য? কেন?"

"বোকা সাজবেন না। আমি যে কারণে চেয়েছিলাম ঠিক সেই কারণে... আপনাকে ব্যবহার করার জন্য।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "যাই হোক সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এখনো আমার অনুগত অনেক সৈনিক রয়েছে। –সার্জেন্ট!"

সতর্কভাবে ভিতরে ঢুকল সার্জেন্ট এমার থালুস, তার মসৃণ পদক্ষেপ দেহের আকৃতির সাথে পুরোপুরি বেমানান। নিভাঁজ ইউনিফর্ম, গোঁফের কিনারা দুটো মনে ভয় জাগিয়ে তোলার মতো।

মেঝেতে পা ঠুকে স্যালুট করল সার্জেন্ট। "ম্যাডাম মেয়র।"

লোকটাকে এখনো মনে হবে একতাল মাংসপিণ্ড– হ্যারি সেলডন তার এই নামই দিয়েছেন– অন্ধের মতো শুধু আদেশ পালন করে চলেছে, পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই।

রাইখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্নভাবে হাসল রিশেলি। "কেমন আছ রাইখ খোকা? তোমাকে আমি অনেক বড় বানাব কথা দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে সেটা আর সম্ভব হবে না।"

"হ্যালো মিসাস... ম্যাডাম," অস্বস্তি নিয়ে বলল রাইখ।

"এবং আপনাকেও বিখ্যাত করে দেব কথা দিয়েছিলাম, ড. সেলডন, সেজন্যও ক্ষমা চাইছি। কারণ আমি কথা রাখতে পারছি না।"

"আমার জন্য আপনাকে দুঃখ পেতে হবে না, ম্যাডাম।"

"কিন্তু আমি দুঃখিত। আপনি ডেমারজেলের হাতে পড়বেন তা হতে দিতে পারি না। সেটা হবে আমার আরেকটা পরাজয় এবং এই পরাজয় আমি ঠেকাতে পারব।"

"আমি তার জন্য কাজ করব না, ম্যাডাম। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

"প্রশ্ন কাজ করা নিয়ে নয়, আসল প্রশ্ন হচ্ছে ব্যবহার হওয়া নিয়ে। বিদায় ড. সেলডন– সার্জেন্ট, ব্লাস্ট হিম।"

সার্জেন্ট একটা মুহূর্তও নষ্ট না করেই ব্লাস্টার তুলল আর ডর্স একটা চিৎকার দিয়ে সামনে বাড়তে শুরু করল– কিন্তু সেলডন হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললেন।

"পিছিয়ে এসো, ডর্স," চিৎকার করে বললেন তিনি, "ও তোমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে মারবে না। তুমিও, রাইখ। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, নড়বে না।"

সার্জেন্টের মুখোমুখি হলেন সেলডন। "আপনার হাত কাঁপছে, সার্জেন্ট, কারণ ভালো করেই জানেন আপনি আমাকে শ্যুট করতে পারবেন না। দশদিন আগে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে খুন করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। সেই সময় আপনি কথা দিয়েছিলেন আমাকে রক্ষা করবেন।"

"দেরী করছ কেন?" রিশেলি বলল। "আমি বলছি ওকে মারো, সার্জেন্ট।"

সেলডন কিছুই বললেন না। সার্জেন্ট এর চোখের পাতা কয়েকবার কাঁপল। এখনো ব্লাস্টার সেলডনের দিকে তাক করে রেখেছে।

"তুমি তোমার আদেশ পেয়েছ!" চিৎকার করল রিশেলি।

"আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন," শান্ত ভঙ্গীতে বললেন সেলডন।

সার্জেন্ট থালুস ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ, কথা দিয়েছি।" তারপর হাত নামিয়ে নিল। ব্লাস্টার ফেলে দিল মেঝেতে।

আর্তনাদ করে উঠল রিশেলি, "তুমিও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে!"

সেলডন নড়ার আগেই বা ডর্স সেলডনের বজ্রমুষ্ঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার আগেই রিশেলি নিচু হয়ে মেঝে থেকে ব্লাস্টার তুলে নিল, তারপর ফায়ার করল সার্জেন্টের বুক বরাবর।

ব্লাস্টারের আঘাতে এর আগে কাউকে মরতে দেখেননি সেলডন। কেন যেন তার ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত অস্ত্রটার নামের গুণেই, তিনি মনে করেছিলেন ফায়ার করলে প্রচণ্ড শব্দ হবে এবং যাকে আঘাত করবে তার পুরো দেহটা বিস্ফারিত হবে। এই ওয়িয়ান ব্লাস্টারে অবশ্য সে ধরনের কিছু হল না। সার্জেন্টের দেহের ভেতরে কী ক্ষতি হয়েছে বলতে পারবেন না তিনি, কিন্তু আঘাতের সাথে সাথেই পরে গেল সে, মুখে ব্যথা বা কষ্টের কোনো চিহ্নই ফুটল না। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এদিকে রিশেলি ব্লাস্টার সেলডনের দিকে ঘুরিয়ে ফেলেছে, তার দৃঢ় ভঙ্গি দেখে নিজের পরিণতি সম্পর্কেও একরকম নিশ্চিতই হয়ে গেলেন তিনি।

রাইখ সামলে উঠল সবার আগে, দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো সেলডন আর রিশেলির মাঝখানে। চিৎকার করে বলল, "মিসাস, মাইরেন না।"

মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল রিশেলি। বলল, "সরে যাও, রাইখ। আমি তোমাকে আঘাত করতে চাই না।"

এই সময়টাই দরকার ছিল ডর্সের। দ্রুত নিজেকে ছাড়িয়ে ডাইভ দিয়ে রিশেলির উপর ঝাপিয়ে পড়ল। দুজনেই একসাথে পড়ে গেল মাটিতে, সেই সাথে ব্লাস্টারটাও একই দিনে দ্বিতীয়বারের মতো মেঝের আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। অস্ত্রটা তুলে নিল রাইখ।

"ওটা আমাকে দাও, রাইখ," সেলডন বললেন।

কিন্তু রাইখ পিছিয়ে গেল। "আপনি উনারে মারবেন না, মিস্টার সেলডন, তাই না? উনি আমার লগে খুব ভালো ব্যবহার করছে।"

"আমি কাউকেই মারব না, রাইখ। ও সার্জেন্টকে খুন করেছে, হয়তো আমাকেও করত, কিন্তু তোমার গায়ে লাগবে সেইজন্য শুট করেনি এবং শুধু এই কারণেই আমরা ওকে ছেড়ে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এবার সেলডন বসে আছেন চেয়ারে, ব্লাস্টারটা অলস ভঙ্গীতে ধরে রেখেছেন তিনি। অন্যদিকে সার্জেন্টের দ্বিতীয় হোলস্টার থেকে নিউরোনিক হুইপটা সরিয়ে নিল ডর্স।

নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল, "এবার আমি ওর দায়িত্ব নিতে পারব, সেলডন।"

নতুন কণ্ঠের দিকে তাকালেন সেলডন, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "হামিন! এলেন শেষ পর্যন্ত!"

"দেরী করার জন্য দুঃখিত, সেলডন। অনেক কিছু সামলে আসতে হয়েছে। কেমন আছ ড. ভেনাবিলি? আমার ধারণা ইনিই ম্যানিক্সের মেয়ে, রিশেলি। কিন্তু এই ছেলেটা কে?"

"রাইখ, আমাদের ডাহ্‌লাইট বন্ধু।"

অনেক সৈনিক কামরার ভেতর ঢুকছে। হামিন এর ইশারা পেয়ে তাদের কয়েকজন রিশেলিকে সসম্মানে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করালো।

ডর্স হাত দিয়ে কাপড়ের ভাঁজ সমান করছে। সেলডনের খেয়াল হলো তিনি এখনো বাথরোব পরে রেখেছেন।

ঝটকা মেরে সৈনিকদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রিশেলি। হামিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেলডনকে জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটা কে?"

"চ্যাটার হামিন," সেলডন জবাব দিলেন। "আমার বন্ধু এবং এই গ্রহে সে-ই আমার রক্ষাকর্তা, প্রটেকটর।"

"আপনার প্রটেকটর?" পাগলের মতো হেসে উঠল রিশেলি। "বোকা! গর্দভ! এই লোকটাই ডেমারজেল। ভেনাবিলিও সেটা জানে। আপনি ওর মুখ দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রথম থেকেই আপনি ফাঁদে আটকা পড়ে আছেন। আমার কাছ থেকে যতটুকু বিপদের ভয় ছিল তারচেয়েও ভয়ংকর বিপদ আপনি শুরু থেকেই কাঁধে নিয়ে ঘুরছেন।"

AMARBOI.COM

৯০.

সেদিনই হামিন আর সেলডন লাঞ্চ করতে বসেছেন, সাথে অন্য কেউ নেই। দুজনের মাঝে অস্বস্তিকর একটা নীরবতা বিরাজ করছে।

লাঞ্চ যখন শেষ পর্যায়ে, সেলডন উৎফুল্ল সুরে বললেন, "তো, স্যার, আমি আপনাকে কীভাবে সম্বোধন করব? আমার কাছে এখনো আপনি 'চ্যাটার হামিন,' কিন্তু আপনার অন্য পরিচয়টা যদি মেনেও নেই তারপরেও আমি নিশ্চয়ই আপনাকে 'ইটো ডেমারজেল' বলে ডাকতে পারব না। অন্য পরিচয়টাকে সম্বোধন করার নিশ্চয়ই আলাদা নিয়ম আছে, আমি জানি না সেটা কী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যজন গম্ভীর গলায় জবাব দিল, "হামিন– অথবা চ্যাটার, যা খুশি ডাকতে পারো (দুজনের অজান্তেই সম্বোধন আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে)। হ্যাঁ, আমিই ইটো ডেমারজেল, কিন্তু তোমার কাছে হামিন। সত্যি কথা বলতে কী দুটোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তোমাকে বলেছি যে এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ডেমারজেল বা হামিন আমার দুটো সত্তাই কথাটা বিশ্বাস করে। তোমাকে বলেছি যে আমি সাইকোহিস্টোরিকে ব্যবহার করে এই ধ্বংস ঠেকাতে চাই, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পরবর্তী পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। দুই পরিচয়েই আমি এই কথাটাও বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু আমি তো তোমার হাতের মুঠোতেই ছিলাম– আমার ধারণা সম্রাটের সাথে যখন দেখা করি তখন তুমি আশেপাশেই ছিলে।

"ক্লীয়নের সাথে। হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"তখনই তুমি আমার সাথে কথা বলতে পারতে, পরে হামিন সেজে এই কাজটাই করেছ।"

"কী লাভ হতো তাতে? ডেমারজেল হিসেবে, আমার প্রচুর দায়িত্ব। ক্লীয়নকে সামলাতে হয়, ভালো মানুষ কিন্তু দক্ষ প্রশাসক নয়, যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখতে হয় যেন সে কোনো ভুল না করে। ট্র্যানটর সেই সাথে পুরো এম্পায়ার চালানোর কিছু কাজ আমাকে করতে হয়। আর, ওয়ি যেন কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যও প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি," বিড়বিড় করলেন সেলডন।

"কাজটা সহজ ছিল না, আরেকটু হলেই সর্বনাশ ঘটে যেত, বিগত বছরগুলোতে আমি শুধু ম্যানিক্স এর উপরেই নজর রেখেছি, তাকে এবং তার চিন্তাধারা, পরিকল্পনা বোঝার চেষ্টা করেছি, তার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতিকূলে আমি কী পদক্ষেপ নেব তা স্থির করেছি। কিন্তু একবারও চিন্তা করিনি যে সে বেঁচে থাকতেই পুরো ক্ষমতা মেয়ের হাতে ছেড়ে দেবে। রিশেলির জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বাপের মতোই সেও ক্ষমতা পাওয়ার জন্য লালায়িত ছিল কিন্তু এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা তার জানা ছিল না। তাই সে তোমাকে বন্দী করে আমাকে পুরো প্রস্তুতি নেয়ার আগেই মাঠে নামতে বাধ্য করল।"

"আরেকটু দেরী হলেই আমাকে হারাতে তুমি। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দু'দুবার ব্লাস্টারের মাজলের সামনে দাঁড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়।"

"আমি জানি," মাথা নেড়ে হামিন বলল। "তোমাকে আমরা আপারসাইডেও হারাতে পারতাম– আরেকটা দুর্ঘটনা যা আমার হিসাবে ছিল না।"

"কিন্তু তুমি আমার আসল প্রশ্নের জবাব দাওনি এখনো, তুমি কেন আমাকে ডেমারজেলের ভয়ে ট্র্যানটরে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করলে যেখানে তুমি নিজেই ডেমারজেল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ক্লীয়নকে তুমি বলেছিলে যে সাইকোহিস্টোরি পুরোপুরি তাত্ত্বিক ধারণা, একটা গাণিতিক ধাঁধা যার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। ব্যাপারটা হয়তো তাই, কিন্তু আমি যদি অফিসিয়ালি তোমাকে প্রস্তাব দিতাম তাহলে সম্ভবত নিজের ধারণাতেই অনড় থাকতে। কিন্তু সাইকোহিস্টোরির ধারণাটা ততক্ষণে আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে ফেলেছে। ভাবলাম এটতো শুধু গাণিতিক খেলা নাও হতে পারে। বিশ্বাস কর আমি কখনোই তোমাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইনি, চেয়েছি সত্যিকার বাস্তবসম্মত এবং কার্যকরি সাইকোহিস্টোরি।

"আর তাই তোমাকে বাধ্য করলাম পাষণ্ড খুনি ডেমারজেলের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে। আমি ভেবেছিলাম এর ফলে তুমি আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে পারবে। এবং তাতে হয়তো সাইকোহিস্টোরি গাণিতিক ধাঁধার মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে। আদর্শবান দায়িত্বশীল হামিনের জন্য তুমি হয়তো কাজটা করার চেষ্টা করবে, কিন্তু শয়তানের দোসর ডেমারজেলের জন্য তুমি যে কিছুই করতে না তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া এভাবে পালিয়ে বেড়ানোর ফলে ট্র্যানটরের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হবে যা তোমার কাজের জন্য অত্যন্ত দরকারী– অন্তত সুসজ্জিত প্রাসাদে সহকর্মী গণিতবিদদের মাঝখানে থাকার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হবে। আমার সিদ্ধান্ত কি ঠিক ছিল? কোনো অগ্রগতি কি হয়েছে?"

"সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে? কিছুটা হয়েছে, হামিন। ভেবেছিলাম তুমি জানো।"

"কীভাবে জানব?"

"ডর্সকে জানিয়েছিলাম আমি।"

"কিন্তু আমাকে বলনি। যাই হোক, এখন তো বললে। সুখবর।"

"সুখবর ঠিক না, আমি এখন অন্তত কাজটা শুরু করতে পারব। তবে শুরু যে করা যাচ্ছে এটাকে সুখবর হিসাবে ধরতে পার।"

"শুরু কীভাবে হবে সেটা কি গণিতবিদ নয় এমন একজনের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে?"

"বোধহয় যাবে। হামিন, একেবারে শুরুতেই আমি সাইকোহিস্টোরির মূল ভিত্তি ধরে নিয়েছিলাম পঁচিশ মিলিয়ন গ্রহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। প্রতিটি গ্রহের জনসংখ্যা হবে গড়পড়তা চার হাজার মিলিয়ন। অত্যন্ত বেশি। এত জটিল একটা বিষয় সামলানোর কোনো উপায়ই নেই। আমাকে সফল হতে হলে, ব্যবহার উপযোগী সাইকোহিস্টোরি তৈরি করার পথ পেতে হলে, আমার প্রথম কাজটাই ছিল অত্যন্ত সরল একটা সিস্টেম তৈরি করা।

"তাই ভাবলাম যে আমাকে সময়ের পিছন দিকে যেতে হবে এবং শুধু একটা গ্রহ নিয়ে কাজ করতে হবে, সেই গ্রহ যা গ্যালাক্সিতে কলোনাইজেশন শুরু হওয়ারও বহু কাল আগের অজানা অতীতে মানব জাতির একমাত্র বাসস্থান ছিল। মাইকোজেনে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা অরোরা নামের এক অরিজিন ওয়ার্ল্ডের কথা বলল আর ডাহ্‌লে এসে শুনলাম পৃথিবী নামের অরিজিন ওয়ার্ল্ডের কথা। ভেবেছিলাম দুটো একই গ্রহ শুধু নামটা আলাদা। কিন্তু দুটোর মাঝে একটা ক্ষেত্রে এত বেশি পার্থক্য যে ধারণাটা বাদ দিতে হল। দুটো গ্রহের কোনোটার ব্যাপারেই তেমন কোনো তথ্য নেই। সামান্য যেটুকু আছে তাও পুরাকাহিনী আর কিংবদন্তীতে ঢাকা পড়ে গেছে। তার উপর ভিত্তি করে সাইকোহিস্টোরি গড়ে উঠতে পারে না।"

ঠাণ্ডা জুসে চুমুক দেবার জন্য থামলেন সেলডন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হামিনের মুখের দিকে।

"বেশ, তারপর?" জিজ্ঞেস করল হামিন।

"এরই মাঝে, ডর্স আমাকে একটা গল্প শোনালো, গল্পটার নাম দিয়েছি হ্যান্ড-অন-থাই স্টোরি। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। অত্যন্ত হাস্যকর এবং খেলো একটা গল্প। যদিও ডর্স যৌনতার বিষয়ে ট্র্যানটরের বিভিন্ন সেক্টরের মানুষের বিভিন্ন মানসিকতার কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমার মনে হলো সে যেন বোঝাতে চাইছে ট্র্যানটরের প্রতিটি সেক্টরই একেকটা আলাদা গ্রহ, আলাদা বিশ্ব। ভাবলাম পঁচিশ মিলিয়নের সাথে আরো আটশ যোগ হল। কিন্তু পার্থক্যটা তেমন বেশি নয় বলে ব্যাপারটা আমি ভুলে গেলাম।

"কিন্তু ইম্পেরিয়াল সেক্টর থেকে স্ট্রিলিং, মাইকোজেন, ডাহ্‌ল, ওয়ি, চলার পথে আমি নিজের চোখেই দেখলাম, বুঝলাম পার্থক্যটা কত প্রকট, একজনের চেয়ে অন্যজন কত বেশি আলাদা। ট্র্যানটর আসলে একটা বিশ্ব নয় বরং অনেকগুলো বিশ্বের সম্মিলিত এক ব্যবস্থা— এই ধারণাটা আমার ভেতরে বদ্ধমূল হতে লাগল, কিন্তু তখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবিটা আমি পাইনি।

"পেলাম তখনই যখন রিশেলির কথা শুনলাম— আসলে ওয়ির হাতে আমার ধরা পড়া, আমাকে ব্যবহার করে সম্রাজ্ঞী হওয়ার জন্য রিশেলির তাড়াহুড়ো সুফল বয়ে এনেছে— যাই হোক, যা বলছিলাম, রিশেলির মুখে শুনলাম যে সে আসলে শুধু ট্র্যানটর এবং এর অত্যন্ত কাছাকাছি কয়েকটা প্ল্যানেটরি সিস্টেম দখল করতে চায়। তার মতে ট্র্যানটরই একটা এম্পায়ার এবং আউটওয়ার্ল্ডগুলো হচ্ছে 'অতি দূরের শূন্যতা'।"

"ঠিক সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকের মতো বুঝে ফেললাম আমি যা পাগলের মতো খুঁজছি তা কোথায় আছে। ট্র্যানটরের রয়েছে অত্যন্ত জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থা, আটশ ছোট ছোট বিশ্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এক সামগ্রিক বিশ্ব। সাইকোহিস্টোরিকে অর্থবহ করে তোলার জন্য ট্র্যানটর যথেষ্ট জটিল, আবার সাইকোহিস্টোরি বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য ট্র্যানটর যথেষ্ট সরল।

"আর পঁচিশ মিলিয়ন আউটার ওয়ার্ল্ডগুলো? ওগুলো আসলেই 'দূরবর্তী শূন্যতা'। কোনো সন্দেহ নেই ওই গ্রহগুলো ট্র্যানটরকে যেমন প্রভাবিত করে নিজেরাও সেরকম প্রভাবিত হয়। কিন্তু তা শুধু দ্বিতীয় মাত্রার প্রভাব। যদি শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্র্যানটরকে প্রথম অনুমিতি ধরে সাইকোহিস্টোরি তৈরি করতে পারি তাহলে আউটার ওয়ার্ল্ডের গৌন প্রভাব পরবর্তী মডিফিকেশন হিসেবে যুক্ত করা যাবে। কী বলছি বুঝতে পারছ? আমি যে সিঙ্গেল ওয়ার্ল্ড খুঁজছিলাম তা সবসময়ই ছিল আমার পায়ের নিচে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উৎফুল্ল গলায় হামিন বলল, "চমৎকার!"

"কিন্তু কাজ পুরোটাই বাকী রয়ে গেছে, হামিন। ট্র্যানটরকে খুব নিপুণভাবে বুঝতে হবে আমার। সেই জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক কৌশল তৈরি করতে হবে। ভাগ্য যদি ভালো হয় এবং সারাজীবন কাজ করে যেতে পারি তাহলে হয়তো মৃত্যুর পূর্বে ফলাফলটা দেখে যেতে পারব। তা সম্ভব না হলে, আমার উত্তরসূরীরা আমাকে অনুসরণ করবে। কার্যকরী কৌশল হিসেবে সাইকোহিস্টোরি গড়ে উঠার আগেই হয়তো এম্পায়ার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"

"তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি সব করব।"

"আমি জানি।"

"তুমি তাহলে আমাকে বিশ্বাস করছ, আমি ডেমারজেল এটা জানার পরেও?"

"পুরোপুরি। নিঃসন্দেহে। কিন্তু বিশ্বাস করছি এই কারণে যে তুমি ডেমারজেল নও।"

"কিন্তু আমিই ডেমারজেল।"

"না, তুমি তা নও। তোমার হামিন পরিচয়টা যেমন মিথ্যে তেমনি ডেমারজেল পরিচয়টাও মিথ্যে।"

"কী বলছ তুমি?" দৃষ্টি বিস্ফারিত হল ডেমারজেলের, সেলডনের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল সে।

"বলতে চাইছি 'হামিন' নামটা তুমি বেছে নিয়েছ এই জন্য যে শব্দটা আসলে 'হিউম্যান' এর বিকৃত উচ্চারণ। তাই না?"

জবাব দিল না হামিন, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেলডনের দিকে।

শেষ পর্যন্ত সেলডনই বললেন, "কারণ তুমি আসলে মানুষ নও, হামিন / ডেমারজেল, তাই না? তুমি রোবট।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভর্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলডন হ্যারি... সাইকোহিস্টোরি এবং হ্যারি সেলডন সমার্থক এইভাবে চিন্তা করাটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একজন গণিতবিদ এবং সামাজিক ধারা পরিবর্তনের বিজ্ঞ মহাপুরুষ। কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি নিজেই মানুষকে উৎসাহিত করেছেন এইভাবে চিন্তা করতে, কারণ তার লেখনিতে কোথাও উল্লেখ করেননি তিনি কীভাবে সাইকোহিস্টোরির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। তিনি যা বলেছেন তাতে এই ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তার চিন্তা ভাবনাগুলো হঠাৎ করেই শূন্য থেকে উদয় হয়েছে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে তিনি যে কতবার ব্যর্থ হয়েছেন কতবার যে কানাগলিতে হোঁচট খেয়েছেন সেই সম্বন্ধেও কিছু বলেননি।

... তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও কিছু জানা যায়নি। তার পিতা মাতা এবং ভাইবোনের ব্যাপারে আমরা শুধু গুটিকয়েক তথ্য জানি, এর বেশি কিছু না। তার একমাত্র পুত্র, রাইখ সেলডন, জানা যায় যে রাইখ ছিল তার দত্তক পুত্র। কিন্তু রাইখকে তিনি কোথায় কীভাবে খুঁজে পেলেন সেই ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই। আমরা শুধু জানি যে তার একজন স্ত্রী ছিল। এটা পরিষ্কার যে সাইকোহিস্টোরি ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয়ে তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। যেন তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন– অথবা চেয়েছিলেন সবাই এইভাবে অনুভব করুক– যে তিনি আসলে বেঁচে নেই, সাইকোহিস্টোরিফাইড হয়ে গেছেন।

এনসাইক্লোপেডিয়া গ্যালাকটিকা

AMARBOI.COM

৯১.

চুপচাপ শান্ত ভঙ্গীতে বসে আছে হামিন, কোনো ভাবান্তর নেই, তাকিয়ে আছে সেলডনের দিকে। আর সেলডন অপেক্ষা করছেন। তার মতে এবার হামিনের কথা বলার পালা।

হামিন বলল ঠিকই, কিন্তু শুধু এইটুকুই, "রোবট? আমি?– আমার ধারণা রোবট বলতে তুমি বোঝাচ্ছ একটা কৃত্রিম সত্তা, মাইকোজেনের স্যাক্রাটোরিয়ামে যেমন দেখেছ।"

"না, ওরকম নয়।" জবাব দিলেন সেলডন।

"ধাতব নয়? চকচকে দেহ নয়? শুধু নিষ্প্রাণ প্রতিকৃতি নয়?" কাষ্ঠ গলায় কথাগুলো বলল হামিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। কৃত্রিম সত্তা হলেই যে ধাতব হবে তা কিন্তু নয়। আমি এমন এক রোবটের কথা বলছি যার অন্তত বাহ্যিক রূপ দেখে মানুষের সাথে কোনো পার্থক্য করা যাবে না।"

"যদি মানুষের সাথে কোনো পার্থক্য না-ই করা যায় তুমি কীভাবে বুঝলে?"

"বাহ্যিক রূপ নয়, আমি অন্য কিছু দেখে বুঝেছি।"

"একটু ব্যাখ্যা কর।"

"হামিন, যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম তোমার ভয়ে– মানে ডেমারজেলের ভয়ে, আমি দুটো প্রাচীন গ্রহের কথা জানতে পারি। যাদের কাছ থেকে শুনেছি তাদের কাছে দুটো গ্রহই আদি এবং একমাত্র গ্রহ। দুটোর বেলাতেই রোবটের কথা বলা হয়েছে তবে একটা থেকে আরেকটা ভিন্ন।

টেবিলের বিপরীত দিকে বসা লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেলডন, এমন কোনো ইশারা বা চিহ্ন খুঁজছেন যা দেখে বোঝা যাবে সে কি আসলেই রোবট না মানুষ। বললেন, "অরোরা গ্রহটিকে যারা আদি গ্রহ বলে মনে করে তারা যে রোবটের কথা বলেছে সেই রোবট তাদের শত্রু, বিশ্বাসঘাতক। পৃথিবী গ্রহটিকে যারা আদি গ্রহ বলে মনে করে তারা যে রোবটের কথা বলেছে সেই রোবট তাদের কাছে মহানায়ক, উদ্ধারকর্তা। এখন যদি ধরে নেই যে দুটো রোবটই আসলে এক সেটা কি খুব বাড়াবাড়ি হবে?"

"হবে কী?" বিড়বিড় করে হামিন বলল।

"আমিও সেটাই অনুমান করেছিলাম, হামিন। ভেবেছি যে অরোরা আর পৃথিবী দুটো আলাদা গ্রহ, একই সময়ে সেখানে মানব বসতি ছিল। কোনটা আগে কোনটা পরে আমি জানি না। মাইকোজেনিয়ানদের অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অরোরাই ছিল আদি গ্রহ এবং তারা পৃথিবীর মানুষদের ঘৃণা করত যারা ছিল তাদেরই বংশধর– বা যারা তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

"অন্যদিকে, মাদার রিটার কাছ থেকে আমি পৃথিবীর কথা শুনলাম। তার মতে পৃথিবীই মানবজাতির প্রথম উৎপত্তিস্থল এবং বাসস্থান আর মাইকোজেনিয়ানদের আচার, সংস্কৃতি এবং গ্যালাক্সির বাকী কোয়াড্রিলিয়ন মানুষ যাদের মাঝে মাইকোজেনিয়ান ধ্যান ধারণা নেই সেটার কারণে ধরে নেয়া যায় যে পৃথিবীই আদি গ্রহ। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনা করার পদ্ধতিটা তোমার কাছে খুলে বলছি যাতে তুমি বুঝতে পার আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বলে যাও।" মাথা নেড়ে বলল হামিন।

"গ্রহগুলো ছিল একে অপরের শত্রু। মাদার রিটার কথাতে সেরকমই মনে হয়। মাইকোজেনিয়ান, যারা অরোরার সমর্থক এবং ডাহ্‌লাইট, যারা পৃথিবীর সমর্থক তাদের মাঝে তুলনা করে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে অরোরা ছিল প্রযুক্তিতে অনেক বেশি অগ্রসর। এত বেশি উন্নত যে তারা এমন রোবট তৈরি করতে পেরেছিল যা দেখতে হুবহু মানুষের মতো, কোনো পার্থক্য নেই। এমন একটা রোবট নিশ্চয়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা তৈরি করেছিল, কিন্তু যেহেতু সে ছিল অরোরার শত্রু সেহেতু নিশ্চয়ই সে অরোরাবাসীদের ছেড়ে চলে যায়, অন্য দিকে সে ছিল পৃথিবীবাসীদের বন্ধু, তাহলে নিশ্চয়ই সে পৃথিবীর মানুষদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল, কেন সে এই কাজ করেছে, কী উদ্দেশ্যে সে এই কাজ করেছে আমি জানি না।"

"আসলে তুমি বলতে চাইছ যে ওটা কেন এই কাজ করেছে, কী উদ্দেশ্য ছিল।"

"হয়তো বা, কিন্তু তোমার সামনে আমি বস্তুবাচক সর্বনাম ব্যবহার করতে চাচ্ছি না। মাদার রিটার দৃঢ় বিশ্বাস সেই মহানায়ক রোবট– তার মহানায়ক রোবট এখনো টিকে আছে এবং ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে সে আবার ফিরে আসবে। আমার মনে হয়েছে যে একটা রোবটের অমর হওয়া অসম্ভব কিছু না যদি তার যন্ত্রাংশগুলো নিয়মিত ব্যবধানে পরিবর্তন করা হয়।"

"এমনকি ব্রেইনও?" জিজ্ঞেস করল হামিন।

"এমনকি ব্রেইনও। আমি আসলে রোবট সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না, তবে আমার মনে হয় পুরনো ব্রেইনের সকল তথ্য নতুন ব্রেইনে পুনরায় রেকর্ড করে রাখা যাবে। –এবং মাদার রিটা অদ্ভুত মেন্টাল পাওয়ারের কথাও বলেছিল। –আমারও মনে হয়েছে : সেরকমই তো হওয়া উচিত। হয়তো একটু বেশিই কল্পনা করে ফেলেছি, কিন্তু এত বেশি কল্পনাপ্রবণ নই যে ধরে নেব একটা রোবট দুই একটা কলকাঠি নেড়েই ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেবে। একটা রোবট পৃথিবীর বিজয় নিশ্চিত করতে পারবে না, পারবে না অরোরার পরাজয় নিশ্চিত করতে যদি না তার ভেতর কিছুটা অদ্ভুত কিছুটা অস্বাভাবিক কোনো গুণ না থাকে।"

"তোমার কি মনে হয়নি, হ্যারি, যে তুমি প্রাচীন কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছ। এমন কিংবদন্তী যা শতাব্দী এবং বহু সহস্রাব্দের পরিবর্তনের ফলে অতি স্বাভাবিক কোনো ঘটনাকেও অলৌকিক করে তুলে? তুমি কি এটা বিশ্বাস করতে পারবে যে একটা রোবট শুধু যে দেখতে পুরোপুরি মানুষের মতো তাই নয় বরং তা অমর এবং মেন্টাল পাওয়ার আছে? তুমি কি আসলে সুপারহিউম্যানে বিশ্বাস করতে শুরু করেছ?"

"কিংবদন্তী কী সেটা আমি ভালো করেই জানি এবং আমি রূপকথা বিশ্বাস করার মতো মানুষ নাই। তারপরে, অদ্ভুত কিছু ঘটনা যখন সেগুলোর পিছনে সমর্থন যোগায়– যা আমি নিজে দেখেছি– অনুভব করেছি– "

"যেমন?"

"হামিন, প্রথম দেখেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করে ফেলি। যদিও তুমি আমাকে সেই গুন্ডা দুটোকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলে। ইচ্ছে হলে নিজের গা বাঁচিয়ে চলে যেতে পারতে। অবশ্য তখন আমি জানতাম না যে ওরা তোমারই ভাড়া করা গুন্ডা ছিল, শুধু তুমি যা বলেছ ওরা তাই করেছে। –যাই হোক কিছু মনে করিনি।"

"সত্যি," শেষ পর্যন্ত হামিনের গলায় খানিকটা আমোদের সুর ফুটে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করে ফেলি। তোমার কথা মেনে নিয়ে আমি নিজের গ্রহে না ফিরে ট্র্যানটরে পালিয়ে বেড়াতে শুরু করি। বিনা প্রশ্নে তোমার প্রতিটি কথা আমি মেনে নিই। নিজেকে পুরোপুরি তোমার হাতে ছেড়ে দেই। পিছনের ঘটনাগুলো চিন্তা করলে মনে হয় সেই সময় আমি আসলে আমার মাঝে ছিলাম না। আমাকে কেউ সহজে নিজের ইচ্ছামতো চালাতে পারে না, অথচ ঠিক তাই ঘটেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এইরকম স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করাটা আমার কাছে মোটেও অস্বাভাবিক মনে হয়নি।

"তোমাকে তুমি নিজেই সবচেয়ে ভালো চিনবে, হ্যারি।" হামিন বলল।

"শুধু আমিই না। ডর্স ভেনাবিলি, চমৎকার মহিলা, উজ্জ্বল ক্যারিয়ার, কেন সব কিছু বাদ দিয়ে বিপদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আমার সাথে ঘুরতে লাগল। কেন সে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল এবং এমন ভাব করতে লাগল যেন আমাকে রক্ষা করাটা অত্যন্ত পবিত্র দায়িত্ব? শুধু এই কারণে যে তুমি তাকে করতে বলেছ?"

"আমিই তাকে এই দায়িত্ব নিতে বলেছি।"

"কিন্তু ডর্সকে আমার সেইরকম মনে হয়নি যে কেউ কোনো কাজের কথা বললেই অন্ধের মতো তাতে ঝাপিয়ে পড়বে। এটাও বিশ্বাস করি না যে সে প্রথম দেখেই আমার প্রেমে পড়ে গেছে, তার আর কোনো উপায় নেই। ওরকম কিছু হলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু ডর্সকে আমার অতটা নরম মনে হয়নি। তোমাকে সব সরাসরিই বলছি– এবং বিশ্বাস করো আমি ওকে শ্রদ্ধা করি।"

"ডর্স চমৎকার মহিলা, তোমাকে দোষ দেয়া যায় না।"

সেলডন বলতেই লাগলেন, "সানমাস্টার ফোরটিন, উদ্ধত এক লোক এবং এমন মানুষদের নেতা যারা নিজেদেরকে সমাজের বাইরের অন্যসব মানুষকে নোংরা পোকামাকড়ের মতো ঘৃণা করে। অথচ তারা কেন দুজন ট্রাইবসপিওপিলকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিল, তাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব আপ্যায়ন করল। আমরা যখন ওদের প্রতিটি নিয়ম ভঙ্গ করলাম, তাদের ধর্ম বিরোধী কাজ করলাম, তারপরেও কীভাবে তুমি ওদের সাথে কথা বলে আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করলে?"

"টিসালভারদের মতো উন্নাসিক অহংকারী মানুষগুলোকে তুমি কীভাবে রাজী করালে। এই গ্রহের প্রতিটি স্থানেই তোমার অবাধ যাতায়াত। কেন? যে কোনো মানুষ যতই অস্বাভাবিকতা থাকুক না কেন খুব সহজেই তুমি তাদের বন্ধু হয়ে উঠতে পার, তাদেরকে প্রভাবিত করতে পার। ক্লীয়নের মতো মানুষকে তুমি কীভাবে নিজের ইচ্ছামতো চালাও? ধরে নিলাম সে নরম কাদামাটির মতো, কিন্তু তার বাবাকে তুমি কীভাবে সামলেছ যে ছিল রক্তলোলুপ স্বেচ্ছাচারী?"

"সবচেয়ে বড় কথা চতুর্থ ম্যানিক্স কীভাবে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অত্যন্ত দক্ষ একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারল, অথচ তার মেয়ে যখন এই সেনাবাহিনী ব্যবহার করতে চাইল মুহূর্তের মধ্যে সব ব্যর্থ হয়ে গেল? কীভাবে তুমি ওদের সবাইকে সপক্ষ ত্যাগ করতে রাজী করালে, ঠিক তুমি যা করেছিলে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার কী মনে হয় না যে আমি আসলে বিভিন্ন রকম মানুষ সামলাতে অত্যন্ত দক্ষ, আমি এমন একটা পদে আছি যার কারণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অনেক সুবিধা দিতে পারি এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি? এমন কিছু তো করিনি যা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা বলে মনে হতে পারে।"

"কিছুই করোনি? ওয়িয়ান আর্মি নিরস্ত্র করাটাকেও তুমি কিছুই করোনি বলবে?"

"ওরা একজন মহিলার অধীনে যুদ্ধ করতে রাজী হয়নি।"

"ওরা ভালো করেই জানত ম্যানিক্স যে কোনো দিন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে, মারা যেতে পারে, রিশেলি হবে তাদের মেয়র। তখন তো ওদের অনীহা প্রকাশ পায়নি। পেল ঠিক তখনই যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে এবার তা প্রকাশ করার সময় হয়েছে। ডর্স বলেছিল মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা তোমার অত্যন্ত বেশি। আসলেই তাই। যে কোনো সাধারণ মানুষের চেয়ে তোমার এই ক্ষমতা বহুগুণ বেশি। কারণ তুমি আসলে মেন্টাল পাওয়ারের অধিকারী অমর এক রোবট। –তো, হামিন?"

"কী আশা কর তুমি? তোমার কাছে স্বীকার করব যে আমি রোবট? আমি শুধু দেখতেই মানুষের মতো? আমি অমর? আমার মেন্টাল পাওয়ার আছে?"

বসা অবস্থাতেই হামিনের দিকে ঘুরলেন সেলডন। "হ্যাঁ, হামিন। আমি ঠিক তাই আশা করি এবং প্রশ্নের আকারে যে কথাগুলো বললে কোনো সন্দেহ নেই ওগুলো সত্যি কথা। তুমি, হামিন, একটা রোবট, মাদার রিটা যার নাম বলেছিল ডা-নী, বা-লি'র বন্ধু। এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। অন্য কোনো পথ নেই।"

৯২.

মনে হয় যেন দুজনেই নিজেদের অতি ক্ষুদ্র মহাবিশ্বে বসে আছে। ওয়ির ঠিক কেন্দ্রস্থলে, বাইরে ইম্পেরিয়াল ফোর্স ওয়িয়ান আর্মিকে নিরস্ত্র করার কাজ করে চলেছে নির্বিঘ্নে, ওরা দুজন স্থির নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। ঘটনাটা ট্র্যানটর– এবং সম্ভবত পুরো গ্যালাক্সিই হলোভিশনে অবলোকন করছে– তার মাঝেই সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিন্দু যার ভেতরে সেলডন এবং হামিন আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণের খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেলডন জোর করেই নতুন এক বাস্তবতাকে সামনে টেনে আনার চেষ্টা করছেন আর হামিন কোনোভাবেই তা মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়।

এখানে এসে কেউ তাদেরকে বিরক্ত করবে সেই ভয় করছেন না সেলডন। তিনি নিশ্চিত, যে বিন্দুর ভিতরে দুজনে বসে আছেন তার একটা সীমারেখা আছে, যে সীমারেখা কেউ অতিক্রম করতে পারবে না, কারণ হামিন– না, রোবটের ক্ষমতা সবাইকে দূরে সরিয়ে রাখবে খেলাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত হামিন বলল, "তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ, হ্যারি, কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি রোবট এবং কেন সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার না করে কোনো উপায় নেই। হয়তো তুমি যা বলেছ ঘটনা হিসেবে তা সত্যি– তোমার নিজের আচরণ, ডর্সের আচরণ, সানমাস্টার, টিসালভার, ওয়িয়ান জেনারেলদের আচরণ– সব, সবই হয়তো তুমি যেভাবে বলেছ সেভাবেই ঘটেছে, কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয় না যে ঘটনাগুলো যেভাবে ব্যাখ্যা করেছ তা সত্যি। নিঃসন্দেহে প্রতিটি ঘটনারই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা রয়েছে। তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছ কারণ আমি যা বলেছি তা তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে মিলে গেছে; ডর্স মনে করেছিল তোমার নিরাপত্তাই সবচেয়ে জরুরী, কারণ একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে সে বিশ্বাস করে যে সাইকোহিস্টোরিই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। সানমাস্টার, টিসালভার অনেক কারণেই আমার কাছে ঋণী, ওয়িয়ান জেনারেলরা একজন মেয়ের শাসন মেনে নিতে চায়নি, ব্যস এর বেশি কিছু না। কেন ঘটনাগুলোকে অতিপ্রাকৃত রূপ দেয়ার চেষ্টা করছি আমরা?"

"শোনো, হামিন," সেলডন বললেন, "তুমি কী সত্যিই বিশ্বাস করো যে এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের উচিত বসে না থেকে এই পতন ঠেকানোর চেষ্টা করা বা অন্তত তারপরে যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে তা সামলানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা?"

"আমি সত্যিই বিশ্বাস করি।" এবং সেলডন জানেন যে হামিন সত্যি কথাই বলছে।

"এবং তুমি চাও আমি সাইকোহিস্টোরিকে সঠিকভাবে কার্যকরী করে তুলি, কারণ তুমি সেটা পারবে না?"

"আমার সেই যোগ্যতা নেই।"

"এবং তুমি বিশ্বাস করো যে একমাত্র আমিই সাইকোহিস্টোরি নিখুঁতভাবে সামলাতে পারব– যদিও মাঝে মাঝে আমার নিজেরই সন্দেহ হয়?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ধরে নিতে পারি যে, যদি তোমার পক্ষে কোনোভাবে সাহায্য করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই করবে?"

"কোনো সন্দেহ নেই।"

"ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব– ব্যক্তিগত স্বার্থ কোনো প্রভাব ফেলবে না?"

হামিনের মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠল এবং মুহূর্তের জন্য তার ধীরস্থির স্বভাবের পেছনে লুকানো সীমাহীন ক্লান্তি সেলডনের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। "আমি সারাজীবনে কখনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে কাজ করিনি।"

"তাহলে আমি তোমার সাহায্য চাই। শুধু ট্র্যানটরকে ভিত্তি করে সাইকোহিস্টোরি তৈরি করতে পারব কিন্তু তাতে অনেক ধরনের সমস্যা থেকে যাবে। ধীরে ধীরে হয়তো সেই সমস্যাগুলোও দূর করতে পারব, কিন্তু কাজটা আমার জন্য অনেকগুণ সহজ হবে যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সহজে জেনে নিতে পারি। যেমন অরোরা না পৃথিবী, কোনটা মানব জাতির আদি গ্রহ, নাকি অন্য কোনো গ্রহ ছিল? পৃথিবী এবং অরোরার মাঝে সম্পর্ক কী ছিল? দুটোর যে কোনো একটা নাকি দুটো গ্রহই একসাথে গ্যালাক্সিতে কলোনী তৈরি করে? যদি একটা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে অন্যটা করেনি কেন? যদি দুটোই করে তাহলে তাদের মাঝে কীভাবে সমঝোতা হয়েছিল? গ্যালাক্সিতে বর্তমানে যে গ্রহগুলো আছে সেগুলোতে কী দুটো গ্রহেরই বংশধরেরা বসতি স্থাপন করে নাকি যেকোনো একটা গ্রহের বংশধরেরা বসতি তৈরি করে? মানব জাতি কেন রোবটের সংস্পর্শ ত্যাগ করে? অন্য কোনো গ্রহ না হয়ে ট্র্যানটরই কেন ইম্পেরিয়াল ওয়ার্ল্ড হল? পৃথিবী এবং অরোরার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে? এইরকম হাজারো প্রশ্ন এখনই আমি তোমাকে করতে পারি, আর কাজ করতে করতে আরো বহু হাজার প্রশ্নের উদয় হবে। এখন, হামিন যেখানে তুমি সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই জানো সেখানে কী আমাকে না জানিয়ে বসে বসে তুমি আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া দেখবে?"

"আমি যদি রোবট হইও, তোমার কী ধারণা মিলিয়ন মিলিয়ন গ্রহের বিশ হাজার বছরের ইতিহাস আমার ব্রেইনে ধারণ করা সম্ভব?"

"রোবটিক ব্রেইনের ক্ষমতা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। জানি না তোমার ক্ষমতা কতটুকু। যদি তোমার ব্রেইনের সেইরকম ক্ষমতা না-ই থাকে তাহলে নিশ্চয় তুমি তথ্যগুলো নিরাপদ স্থানে রেকর্ড করে রেখেছ এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তা বের করে আনতে পারবে। তোমার কাছে যদি তথ্যগুলো থাকেই এবং আমার যদি তা প্রয়োজন হয় তখন তুমি কী না জানিয়ে পারবে? আর তুমি যদি আমাকে তথ্যগুলো জানাতে পারো, তখন কীভাবে অস্বীকার করবে যে– তুমি রোবট নও– সপক্ষত্যাগী সেই রোবট?"

হেলান দিয়ে বসলেন সেলডন, লম্বা দম নিলেন। "কাজেই তোমাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করছি, তুমি কী রোবট? যদি সাইকোহিস্টোরি চাও এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। যদি অস্বীকার কর এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করো যে তুমি আসলে রোবট নও তাহলে সাইকোহিস্টোরি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে দাঁড়াবে। সব নির্ভর করছে তোমার উপর। তুমি কি রোবট? তুমি কি ডা-নী?"

এবং হামিন বরাবরের মতই নিরাবেগ আর ভাবলেশহীন গলায় জবাব দিল, "তোমার যুক্তি অখণ্ডনীয়। আমি আর. ডানীল অলিভো। 'আর' হচ্ছে রোবট শব্দের প্রথম অক্ষর।"

৯৩.

আর. ডানীল অলিভো এখনো কথা বলছে শান্ত ভঙ্গীতে। তার ভেতরে কোনো উচ্ছ্বাস নেই, উত্তেজনা নেই। তবে এক ধরনের স্বস্তি প্রকাশ পেল। কারণ সম্ভবত এই যে এখন তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে না।

"বিশ হাজার বছরে," ডানীল বলল, "কেউ অনুমানও করতে পারেনি যে আমি রোবট। বুঝতে পেরেছে তখনই যখন আমি বুঝাতে বা জানাতে চেয়েছি। তার প্রথম কারণ, মানুষ বহু বহু যুগ পূর্বেই রোবটের সংস্পর্শ ত্যাগ করে। এখন সম্ভবত কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেই না যে রোবট বলে কিছু একটা এক সময় ছিল। দ্বিতীয় কারণ– আমার সত্যি সত্যিই মানুষের ইমোশন ডিটেক্ট এবং অ্যাফেক্ট করার ক্ষমতা আছে। ডিটেকশন কোনো সমস্যা না কিন্তু অ্যাফেক্ট করার কাজটা সত্যিই জটিল এবং কঠিন। কারণ আমার রোবোটিক প্রকৃতি– যদিও ইচ্ছে হলেই আমি তা করতে পারি। ক্ষমতাটা আমার আছে কিন্তু ভীষণ সতর্কতার সাথে তা ব্যবহার করতে হয়। আমি কখনোই নিতান্ত বাধ্য না হলে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিনি। আর যখন করি তখন সেটা আর কিছু না, শুধু মানুষের ভেতরের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাটাকেই একটু বাড়িয়ে তুলি। চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব কম প্রয়োগ করতে।

"তোমাকে নিজের সমাজে জায়গা করে দেয়ার জন্য সানমাস্টারকে টেম্পার করার দরকার হয়নি– খেয়াল করো, আমি বলেছি 'টেমপারিং', কারণ কাজটা আনন্দদায়ক কিছু না। তাকে আমার টেমপার করতে হয়নি কারণ সে অনেকভাবে আমার কাছে ঋণী। টেমপারিং করেছি দ্বিতীয়বার যখন তুমি এমন একটা কাজ করলে যা ছিল তার দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ, কিন্তু আমার ইন্টারফেয়ার ছিল যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত। তোমাকে ইম্পেরিয়াল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়ার তেমন কোনো আগ্রহ সানমাস্টারের ছিল না, কারণ সে ওদেরকে ঘৃণা করে। আমি শুধু সেই ঘৃণাটাকেই একটু বাড়িয়ে তুলি এবং সে তোমাকে আমার হাতে ছেড়ে দেয়, আমার যুক্তি মেনে নেয়। অন্য সময় হয়তো এই যুক্তিগুলো তার কাছে অসম্ভব মনে হতো।

"তোমাকেও আমি তেমনভাবে টেম্পার করিনি। তুমিও ইম্পেরিয়ালদের পছন্দ করো না। আজকাল কোনো মানুষই করে না, এবং এম্পায়ার এর ভেঙে পড়ার এটাও একটা প্রধান কারণ। তাছাড়া সাইকোহিস্টোরির ধারণার জন্য তুমি গর্বিত ছিলে। সেটাকে কার্যকর করে তোলার সুযোগ পেলে তুমি ছাড়তে না। তোমার অহংকার আরো বাড়ত।"

সেলডন ভুরু কুঁচকে বললেন, "পার্ডন মি, মাস্টার রোবট, নিজেই জানতাম না যে আমি এত অহংকারী।"

হালকা চালে জবাব দিল হামিন, "তুমি মোটেই অহংকারী নও। ভালো করেই জানো অহংকার দিয়ে পরিচালিত হওয়াটা কাজের কাজ নয় আবার শুধু হার্ট বিট দিয়ে বেঁচে থাকাটাও তোমার অপছন্দ। মনের শান্তির জন্য অহংকার বোধটা তুমি নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখলেও আমার কাছ থেকে লুকাতে পারোনি। যত নিপুণভাবেই তা লুকিয়ে রাখো না কেন আমি ঠিকই টের পেয়েছি। আমি শুধু সেই বোধটাকেই একটু জোরালো করে তুলি, তোমার অন্য কোনো প্রবণতা বা আবেগ এর কোনোই পরিবর্তন করিনি। সাথে সাথেই তুমি ডেমারজেলের কাছ থেকে পালাতে উঠে পড়ে লাগলে, অথচ তার একটু আগে তুমি মোটেই রাজী ছিলে না। একই সাথে সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলে, অথচ তার একটু আগে তোমার কোনো আগ্রহই ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শুধু এই আগ্রহটুকু বাড়িয়ে তোলা ছাড়া আমি তোমার অন্য কোনো ইমোশনের কোনোরকম পরিবর্তন করিনি। সেই কারণেই তুমি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে বের করে ফেললে যে আমি রোবট। যদি আগেই বুঝতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই ঠেকানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমারও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। অবশ্য নিজেকে লুকিয়ে রাখতে আমি ব্যর্থ হয়েছি তাতে কোনো দুঃখ নেই কারণ তোমার যুক্তিগুলো ছিল চমৎকার, জোরালো এবং সবচেয়ে বড় কারণ আমি কে বা কী সেটা অবশ্যই তোমার জানা উচিত।

"ইমোশন, প্রিয় সেলডন, মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে শক্তিশালী ইঞ্জিন, মানুষ যা ভাবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। তুমি ধারণাও করতে পারবে না অতি সামান্য ইন্টারফেয়ার এর সাহায্যে কী অসাধ্য সাধন করা যায় এবং আমি তা করতে কতখানি অনিচ্ছুক।"

সেলডন সশব্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন ছাড়ছেন। নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসেবে ভাবার চেষ্টা করছেন যে অহংকার দ্বারা পরিচালিত হয় অথচ ব্যাপারটা পছন্দ করে না। "কেন? অনিচ্ছুক কেন?"

"কারণ বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। রিশেলির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এম্পায়ার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। তার ফলে প্রতিটি ভাঙা অংশের মাঝে রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হতো। সেটা ঠেকানোর ব্যবস্থা আমাকে নিতে হয়েছে। আমি হয়তো দ্রুত মাইন্ড অ্যাডজাস্ট করতে পারতাম কিন্তু তার ফলাফল হতো ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াই। ওয়িয়ান জেনারেলেরা অধিকাংশই পুরুষ। তাই তাদের ভেতর মেয়ে মানুষের আধিপত্য মেনে না নেয়ার আগ্রহ খানিকটা প্রবল করে তুলতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি। ব্যাপারটা হয়তো বায়োলজিক্যাল, যেহেতু আমি রোবট, তাই ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না।"

"আমাকে শুধু তার পরিকল্পনায় একটা ছিদ্র তৈরি করতে হয়েছে। আমার ইন্টারফেয়ার যদি এক মিলিমিটারও এদিক সেদিক হয়ে যেত, তাহলে আর যা যা করতে চেয়েছি তা হত না– বহুলোকের প্রাণহানি ঘটত। শুধু এটাই চেয়েছিলাম যে আমার সৈনিকরা যখন আসবে তখন যেন ওরা প্রতিরোধ না করে।"

থামল ডানীল, চিন্তা করছে, যেন চেষ্টা করছে শব্দগুলো গুছিয়ে নেয়ার। তারপর বলল, "আমার পজিট্রনিক ব্রেইন কীভাবে কাজ করে সেটা তোমাকে বিশদ ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আমি জানি যে বললে তুমি ঠিকই বুঝবে। সেই রকম গাণিতিক মেধা তোমার আছে। যাই হোক আমাকে যে কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তিনটা আইন মেনে চলতে হয়। এই তিন রোবটিক্স ল'ই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর বাইরে আমি যেতে পারি না। সুদূর অতীতে এগুলো তৈরি হয়েছিল। আইন তিনটা হচ্ছে–

"এক, রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করবে না বা এমন কোনো কাজ করবে না যার ফলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দুই, রোবট সবসময় মানুষের আদেশ পালন করবে যদি না তা প্রথম আইনের পরিপন্থী হয়।

"তিন, রোবট নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করবে যদি না তা প্রথম দুটো আইনের পরিপন্থী হয়।

"কিন্তু আমার... এক বন্ধু ছিল বিশ হাজার বছর আগে। আরেকটা রোবট। তবে আমার মতো না, তাকে দেখে মানুষ ভাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু মেন্টাল পাওয়ার তারই ছিল এবং তার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি।"

"তার মতে এই তিনটা আইন ছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক একটা আইন থাকা উচিত। আমার বন্ধু সেই আইনটাকে বলত জিরোয়েথ ল' যেহেতু শূন্য এক এর আগে আসে। আইনটা হল :

"জিরো, রোবট কখনো মানবজাতির ক্ষতি করবে না বা এমন কোনো কাজ করবে না যার ফলে মানবজাতির ক্ষতি হতে পারে।"

"তখন প্রথম আইনটা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়।"

"এক, রোবট কখনো মানুষের ক্ষতি করবে না বা এমন কিছু করবে না যার ফলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে যদি না তা জিরোয়েথ ল' এর পরিপন্থী হয়।

"বাকী দুটো আইন একইভাবে পরিবর্তিত হয়। বুঝতে পেরেছ?"

ডানীলের বলার ভঙ্গীটা সত্যিই আন্তরিক। সেলডন বললেন, "বুঝতে পেরেছি।"

ডানীল আবার বলা শুরু করল, "সমস্যা হচ্ছে, হ্যারি, একজন মানুষকে বেছে নেয়া খুব সহজ। খুব সহজেই বোঝা যায় কোন কাজটা এই মানুষের ক্ষতি করবে কোন কাজটা করবে না– অন্তত তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু হিউম্যানিটি কী? কোন কাজটাতে একজনের উপকার হচ্ছে কিন্তু তাতে যে হিউম্যানিটির ক্ষতি হচ্ছে না সেটা কে বলবে? যে রোবট প্রথম জিরোয়েথ ল' তৈরি করেছিল মারা গেল সে– স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল– কারণ তার ধারণা সে এমন একটা কাজ করেছে যাতে হিউম্যানিটি রক্ষা পাবে, যদিও তা হয়েছে কি না সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবে না। নিজের ইনঅ্যাক্টিভেশনের আগে গ্যালাক্সির দায়িত্ব সে আমার হাতে ছেড়ে দেয়।

"তারপর থেকেই আমি অবিরাম চেষ্টা করে চলেছি। যতদূর সম্ভব কম ইন্টারফেয়ার করেছি, মানুষের নিজের বিচার বিবেচনার হাতেই ছেড়ে দিয়েছি প্রায় সবকিছু, তারাই সিদ্ধান্ত নিক কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। মানুষ জুয়া খেলতে পারে; আমি পারি না। তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হতে পারে; আমার সেই সাহস নেই। না জেনেই নিজেদের ক্ষতি করে ফেলতে পারে; আমি সেরকম কিছু করলে আমার পজিট্রনিক ব্রেইন সাথে সাথে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

"কিন্তু মাঝে মাঝেই জরুরী পদক্ষেপ নিতে আমি বাধ্য হই। যেহেতু আমি এখনো সক্রিয় তাতে প্রমাণ হয় আমার সিদ্ধান্তগুলো সঠিক ছিল। যাই হোক, এম্পায়ারে যখন পতন শুরু হয়, আমি ঘন ঘন ইন্টারফেয়ার করতে বাধ্য হই। গত দশ বছর ধরে আমি ডেমারজেলের ভূমিকা পালন করে চলেছি। এমনভাবে প্রশাসন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানোর চেষ্টা করছি যেন পতনটা ঠেকানো যায় এবং এখনো আমি সক্রিয়– দেখতেই পারছ।"

"ডিসেনিয়াল কনভেনশনে তোমার বক্তৃতা শুনেই আমার মনে হলো যে সাইকোহিস্টোরি হতে পারে সেই হাতিয়ার যা দিয়ে বোঝা যাবে কোনটা হিউম্যানিটির ক্ষতি করবে, কোনটা করবে না। এর সাহায্যে আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব তা হয়তো আর অন্ধের মতো হবে না। আমি আবার মানুষের হাতে নিজের ভালো মন্দের সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারব এবং শুধু অত্যন্ত জরুরী মুহূর্তে সাহায্য করার জন্য আমি নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারব। তাই দ্রুত ব্যবস্থা করলাম যাতে ক্লীয়নের কানে তোমার কথা যায় এবং তোমাকে প্রাসাদে ডাকে। যখন শুনলাম যে তুমি অস্বীকৃতি জানিয়েছ তখন অন্য ব্যবস্থা করতে হল। বুঝতে পেরেছ, হ্যারি?"

চরম বিস্মিত সুরে জবাব দিলেন সেলডন, "হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, হামিন।"

"তোমার কাছে আমি অবশ্যই হামিন, যখন তোমার সাথে বিশেষভাবে দেখা করার সুযোগ হবে। তাও হবে খুব কম। তোমার যা যা তথ্যের প্রয়োজন হবে সব আমি তোমাকে সরবরাহ করব এবং ডেমারজেল হিসেবে যতদূর সম্ভব তোমাকে রক্ষা করব। আর ডানীল হিসেবে, তুমি কখনো আমার সাথে কথা বলনি, বলবেও না।"

"আমি তা চাইও না," সেলডন দ্রুত বললেন। "যেহেতু তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন, তোমার পরিচয় প্রকাশ পেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি তুমি তা চাও না।" ডানীলের হাসিতে সীমাহীন ক্লান্তি ঝরে পড়ল। "হাজার হোক সাইকোহিস্টোরির একক কৃতিত্বটা তো তোমাকে নিতে হবে। তুমি এটাতো চাইতেই পারো না কেউ জানুক– কখনো– সাইকোহিস্টোরি গড়ে তুলতে একটা রোবট তোমাকে সাহায্য করেছিল।"

লজ্জা পেলেন সেলডন, "আমি– "

"কিন্তু তুমি তাই চাও, যদিও তোমার এই স্বভাবটা খুব দক্ষতার সাথে লুকিয়ে রাখতে পার তুমি। এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আমি তোমার এই ইমোশন খুব সূক্ষ্মভাবে বাড়িয়ে তুলেছি যেন কখনোই কারো কাছে আমার কথা বলতে না পারো। এমনকি তুমি কখনো ভাববেও না।"

"আমার ধারণা ডর্স জানে– "

"জানে। এবং সেও আমার কথা অন্য কারো কাছে বলতে পারবে না। এখন আমি আসলে কী সেটা তোমরা দুজনেই জানো।"

উঠে দাঁড়ালো ডানীল, "হ্যারি, এবার আমাকে যেতে হবে। প্রচুর কাজ বাকী। কিছুক্ষণ পরেই আমার লোকেরা তোমাকে আর ডর্সকে ইম্পেরিয়াল সেক্টরে নিয়ে যাবে– "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রাইখ ছেলেটাও আমার সাথে যাবে। ওকে আমি ফেলে যাব না। আর ইউগো এমারিল নামে তরুণ এক ডাহ্‌লাইট– "

"বুঝতে পেরেছি। রাইখকে নেয়ার ব্যবস্থা হবে। তোমার যে কোনো বন্ধুকে সাথে নিতে পারবে তুমি। সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করার জন্য তোমার যত স্টাফ দরকার, প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল সব দেয়া হবে। আমি চেষ্টা করব যতদূর সম্ভব দূরে সরে থাকতে। যদি সেরকম ভয়ংকর কোনো বিপদ বা সমস্যা দেখা না দেয় তাহলে সবকিছু তোমাকে একাই সামলাতে হবে।"

"দাঁড়াও হামিন," জরুরী ভঙ্গীতে বললেন সেলডন। "যদি আমি ব্যর্থ হই, যদি তোমার সাহায্য, আমার প্রচেষ্টার ফলেও সাইকোহিস্টোরিকে একটা প্র্যাকটিক্যাল ডিভাইসে পরিণত করা না যায়, তখন কী হবে?"

"আমার দ্বিতীয় আরেকটা পরিকল্পনা আছে। অন্য একটা গ্রহে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে আমি দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা নিয়ে বহুদিন থেকেই কাজ করছি। সেটাও অনেক জটিল এবং সাইকোহিস্টোরির চেয়েও অনেক বেশি সামাজিক পরিবর্তনে সক্ষম। সত্যি কথা বলতে কী সেটা সামাজিক কাঠামোর আমুল পরিবর্তন করবে। ওই পরিকল্পনাটাও ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু আমাদের সামনে যদি দুটো বিকল্প পথ খোলা থাকে তখন সফল হবার সম্ভাবনা খানিকটা হলেও আশা করা যায়।"

"যদি এমন কোনো ডিভাইস কখনো তৈরি করতে পারো যার সাহায্যে বিপদ ঠেকানো যাবে, তাহলে চেষ্টা করবে যেন দুটো ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব হয় যেন একটা ব্যর্থ হলে অন্যটা কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এম্পায়ারকে অবশ্যই নতুন এক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে অথবা সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। চেষ্টা করো, একটার বদলে যেন দুটো পথ তৈরি করা যায়।

"এবার আমাদের দুজনকে যার যার স্বাভাবিক কাজ কর্মে ফিরে যেতে হবে, হ্যারি। তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না।"

একবার মাত্র মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল সে।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে সেলডন আপন মনেই বললেন, "প্রথমে আমাকে ডর্সের সাথে কথা বলতে হবে।"

৯৪.

"প্যালেস এখন খালি।" ডর্স বলল। "রিশেলির শারীরিক কোনো ক্ষতি হবে না। আর তুমিও ইম্পেরিয়াল সেক্টরে ফিরে যাচ্ছ, হ্যারি।"

"আর তুমি, ডর্স?" সেলডন নিচু কিন্তু কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছি। কাজ কর্মের অনেক ক্ষতি হয়েছে।"

"না, ডর্স, তার চেয়েও অনেক বিশাল এবং মহৎ একটা কাজ তোমার রয়েছে।"

"কী সেটা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সাইকোহিস্টোরি। তোমাকে ছাড়া এত বড় প্রজেক্ট আমি একা সামলাতে পারব না।"

"অবশ্যই পারবে। গণিত সম্বন্ধে আমার মোটেই ধারণা নেই।"

"আর আমার ইতিহাস সম্বন্ধে– আমাদের দুজনেরই দুজনকে দরকার।"

হাসল ডর্স। "আমার ধারণা গণিতবিদ হিসেবে তুমি সবচেয়ে সেরাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। আমি ইতিহাসবিদ হিসেবে মোটামুটি, অবশ্যই প্রথম সারির কেউ নই। আমার চেয়ে হাজার গুণ ভালো ইতিহাসবিদ তুমি খুঁজে নিতে পারবে যারা সাইকোহিস্টোরির ব্যাপারে আরো বেশি সাহায্য করতে পারবে।"

"আমাকে একটু ব্যাখ্যা করার সুযোগ দাও, ডর্স। সাইকোহিস্টোরির জন্য একজন গণিতবিদ বা ইতিহাসবিদের চেয়েও এমন মানুষেরই প্রয়োজন যাদের সারাজীবন শ্রম এবং মেধা বিনিয়োগ করার ইচ্ছাশক্তি আছে। তোমাকে ছাড়া, ডর্স, আমার সেই ইচ্ছা শক্তি কোনোদিনই জাগ্রত হবে না।"

"অবশ্যই তোমার সেই ইচ্ছাশক্তি আছে।"

"ডর্স, তুমি যদি আমার সাথে নাই থাকো, তাহলে আমার সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন নেই।"

চিন্তিত দৃষ্টিতে সেলডনের দিকে তাকালো ডর্স। "অবান্তর আলোচনা, হ্যারি। নিঃসন্দেহে সব সিদ্ধান্ত নেবে হামিন। সে যদি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত পাঠায়– "

"পাঠাবে না।"

"তুমি কীভাবে জানো?"

"কারণ তাকে আমি সরাসরি বলব। সে যদি তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত পাঠায়, আমি হ্যালিকনে ফিরে যাবো, এম্পায়ার ধ্বংস হলো না থাকল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।"

"তুমি নিশ্চয়ই তা করবে না।"

"অবশ্যই করব।"

"বুঝতে পারছ না কেন হামিন তোমার ইমোশন এমনভাবে পাল্টে দিতে পারবে যে তুমি আমাকে ছাড়াই সাইকোহিস্টোরি নিয়ে কাজ করবে।"

মাথা নাড়লেন সেলডন। "হামিন ওরকম কাজ করবে না। ওর সাথে আমি কথা বলেছি। হিউম্যান মাইন্ড নিয়ে ও খুব বেশি ঘাটাঘাটি করতে চায় না কারণ রোবটিক্স আইনের মারপ্যাচে আটকা পড়ে আছে। আমার মাইন্ড যদি সে এমনভাবে পাল্টে দেয় যেন তোমাকে ছাড়াই আমি কাজ করি, তাহলে, ডর্স, সেটা হবে ভয়ংকর ঝুঁকি। অন্যদিকে সে যদি আমাকে আমার মতো থাকতে দেয় আর তুমি আমাকে ছেড়ে না যাও তাহলে সে যা চাইছে তা পেতে পারে– সাইকোহিস্টোরি। তাহলে কেন সে বাধা দেবে?"

ডর্সও মাথা নাড়ল। "হয়তো তার অন্য কোনো কারণ আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন সে অমত করবে? তোমার দায়িত্ব আমার নিরাপত্তা দেখা। হামিন কি তোমাকে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে?"

"না।"

"তাহলে সে চায় তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাও, আর তোমার প্রটেকশন আমার দরকার।"

"কীসের বিরুদ্ধে? তাছাড়া এখন তুমি হামিনের মাধ্যমে ডেমারজেল এবং ডানীল এর প্রটেকশন পাচ্ছ এবং ওটাই তোমার দরকার।"

"যদি গ্যালাক্সির প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে প্রটেকশন দেয় তারপরেও তোমাকেই আমার দরকার।"

"তাহলে তুমি আমাকে সাইকোহিস্টোরির জন্য চাও না, চাও প্রটেকশনের জন্য?"

ভুরু কুঁচকালেন সেলডন। "না! কেন তুমি আমার কথার বিপরীত অর্থ করছ? তুমি যে কথাটা খুব ভালো করেই জানো কেন সেটাই বলতে আমাকে বাধ্য করছ? সাইকোহিস্টোরি বা প্রটেকশন কোনো কারণেই আমি তোমাকে থাকতে বলছি না। ওগুলো কৈফিয়ত, প্রয়োজন হলে এমন কৈফিয়ত আরো দেব। আমি তোমাকে চাই– শুধু তোমাকে। আর যদি সত্যিকার কারণটা জানতে চাও, কারণ হলো তুমি তোমার মতই।"

"আমাকে ভালোমতো চেনই না তুমি।"

"সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি পরোয়া করি না। –তাছাড়া তোমাকে খানিকটা হলেও চিনতে পেরেছি। তুমি যা অনুমান করছ তার চেয়েও অনেক ভালোভাবে।"

"তাই?"

"অবশ্যই। তুমি বিনা প্রশ্নে আদেশ পালন করো এবং বিনা দ্বিধায় আমার জন্য বিপদে ঝাপিয়ে পড়, তোমার কী হবে না হবে সেটা নিয়ে পরোয়া করো না। কীভাবে টেনিস খেলতে হয় খুব দ্রুত শিখে ফেললে তুমি। একবার দেখেই কীভাবে দ্রুত ছুরি চালাতে হয় তাও শিখে ফেললে। ম্যারনের সাথে অস্বাভাবিক দক্ষতার সাথে লড়াই করলে– বলতে বাধ্য হচ্ছি একেবারে দানবের মতো। তোমার পেশী অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তোমার রিঅ্যাকশন টাইম অত্যধিক ফার্স্ট। তুমি হামিনের সাথে এমন এক পদ্ধতিতে যোগাযোগ করতে পারো যার জন্য কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।"

"এবং এই সবকিছু থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিলে?"

"আমার মনে হয়েছে আর. ডানীল অলিভো হিসেবে হামিন যে কাজ করার চেষ্টা করছে, সেটা অসম্ভব একটা কাজ। মাত্র একটা রোবট কেমন করে এম্পায়ার পরিচালনা করবে? অবশ্যই তার অনেক সাহায্যকারী আছে।"

"নিঃসন্দেহে। কয়েক মিলিয়ন হবে, আমার ধারণা। আমি একজন সাহায্যকারী, তুমি একজন সাহায্যকারী। ছোট রাইখ একজন সাহায্যকারী।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি বিশেষ ধরনের সাহায্যকারী।"

"কীভাবে? বলো, হ্যারি। যদি কিছু শুনে থাকো বলো সেটা।"

অনেকক্ষণ ডর্সের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন, তারপর নিচু সুরে বললেন, "না, আমি বলব না, কারণ... আমি পরোয়া করি না।"

"সত্যি? আমি যেমন ঠিক সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করবে তুমি?"

"তোমাকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত সেভাবেই গ্রহণ করব। তুমি ডর্স বা অন্য যা কিছুই হওনা কেন, এই মহাবিশ্বে তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না আমি।"

নরম সুরে ডর্স বলল, "হ্যারি, আমার প্রকৃতির কারণেই আমি তোমার ভালো চাই। আমি অন্যরকম হলেও তোমার ভালোই চাইতাম। কিন্তু আমি নিজে তোমার জন্য ভালো কিছু হতে পারব না।"

"ভালো বা মন্দ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।" কয়েক পা সামনে বাড়লেন সেলডন, চোখ নামিয়ে রেখেছেন মেঝের দিকে। ভাবছেন এর পরে কী বলবেন। "ডর্স, তোমাকে কেউ কখনো চুমু খেয়েছে?"

"অবশ্যই, হ্যারি। এটা সামাজিকতারই অংশ এবং আমি সমাজেই বাস করি।"

"না, না। আমি বলতে চেয়েছি কখনো কোনো পুরুষকে প্রগাঢ় ভালবাসার সাথে চুমু খেয়েছ?"

"হ্যাঁ, হ্যারি। সেই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।"

"তুমি উপভোগ করেছিলে?"

কিছুক্ষণ দ্বিধা করল ডর্স। তারপর বলল, "ব্যাপারটা আমি এইভাবে উপভোগ করেছি যে, যদি চুমু দিতে না দেই তাহলে আমি খুব পছন্দ করি এমন একজন হয়তো মনে কষ্ট পাবে, তার মনে কষ্ট না দেয়াটাই আমি উপভোগ করেছি?" এই পর্যায়ে এসে ডর্সের গাল দুটো লাল হয়ে গেল, মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে, "প্লীজ, হ্যারি, আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা কঠিন।"

কিন্তু হ্যারি এখন আগের চেয়েও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আরো কয়েক পা সামনে বাড়লেন। "তার মানে তুমি আসলে ভুল কারণে চুমু খেয়েছ। অর্থাৎ শুধু কারো মনে আঘাত দিতে চাওনি।"

"হয়তো সবাই তাই করে।"

মন্তব্যটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন সেলডন, তারপর হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন, "কেউ তোমাকে কখনো চুমু দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল?"

জবাব দেয়ার আগে কিছুটা সময় নিল ডর্স, যেন অতীত জীবনটা খুঁজে দেখছে। "না।"

"একবার কাউকে চুমু দেয়ার পর তোমার নিজের কী আবার সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার ইচ্ছা কখনো হয়েছে?"

"না।"

"কখনো কোনো পুরুষমানুষের সাথে শুয়েছ?" মৃদু কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই। এগুলোও জীবনেরই অংশ।"

হ্যারি এমনভাবে ডর্সের দুই কাঁধ চেপে ধরলেন যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেবেন। "কিন্তু তোমার নিজের কী কখনো সেই ইচ্ছা হয়েছিল, বিশেষ একজনের খুব কাছাকাছি যাওয়া, তার কাছে নিজেকে পুরোপুরি সপে দেয়ার? ডর্স তুমি কী কখনো প্রেমে পড়েছ?"

ধীরে ধীরে চোখ তুলল ডর্স, অনেকটা বিষণ্ন ভঙ্গীতে, সরাসরি সেলডনের চোখে চোখ রাখল। "আমি দুঃখিত, হ্যারি। না।"

তাকে ছেড়ে দিলেন সেলডন, হাত দুটো নিজের শরীরের দুপাশে পরাজিতের মতো ঝুলে পড়তে দিলেন।

আলতোভাবে তার বাহু ছুলো ডর্স, বলল, "বুঝতেই পারছ, হ্যারি। তুমি যা চাইছ আমি ঠিক তা নই।"

মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন সেলডন। পুরো বিষয়টা যুক্তি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছেন। তারপর হাল ছেড়ে দিলেন। যা তিনি চেয়েছেন তা প্রবলভাবেই চেয়েছেন। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই।

মাথা তুললেন তিনি। "ডর্স, তারপরেও আমি পরোয়া করি না।"

আলতোভাবে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন সেলডন, নিজের মুখ এগিয়ে নিলেন ডর্সের মুখের কাছে, ধিরে ধিরে যেন ডর্স বাধা দেয়ার সময় পায়।

কিন্তু ডর্স নড়ল না, দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো– তার ঠোঁটে আলতোভাবে চুমু দিলেন সেলডন, অত্যন্ত ধিরে, ইতস্তত ভঙ্গীতে। তারপর প্রগাঢ় ভালবাসা– এবং টের পেলেন যে ডর্সের বাহু তাকে শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরছে।

যখন তিনি থামলেন ডর্স চোখ তুলল, দৃষ্টিতে তার হাসি প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বলল :

"আবার, হ্যারি। –প্লীজ।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন

আইজাক আসিমভ

অবশেষে গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন আইজাক আসিমভ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কল্পকাহিনী সিরিজ ফাউণ্ডেশন-এর সমাপ্তি টানলেন। ফরওয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন তার অসামান্য কীর্তি। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন পূর্বে আসিমভ এটি লিখে শেষ করেন।

হ্যারি সেলডন অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন সাইকোহিস্টোরি–তার যুগান্তকারী থিওরি নিখুঁত করার জন্য এবং মহাবিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্রের মাঝে মানুষের একটা নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করার জন্য। কিন্তু সুবিশাল এবং অবিনশ্বর গ্যালাকটিক এম্পায়ার ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে–সেলডন এবং তার প্রিয় সব মানুষকে নিয়ে শুরু হয়েছে ক্ষমতালোভী মানুষগুলোর দাবাখেলা।

সেলডনকে যে নিজের মুঠোয় নিতে পারবে সেই নিয়ন্ত্রণ করবে মহাবিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার–সাইকোহিস্টোরি। স্বার্থান্বেষী এক রাজনীতিবিদ, দুর্বলচিত্তের সম্রাট প্রথম ক্লীয়ন, নির্দয় এক মিলিটারি জেনারেল সবাই চায় সাইকোহিস্টোরি। এদের কাছ থেকে যেভাবেই হোক সেলডনকে তার সারাজীবনের সাধনার ফলাফল লুকিয়ে রাখতে হবে মানবজাতির প্রতি এটাই হবে তার শেষ অবদান। সত্যিকারের উত্তরাধিকারীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন তিনি–যে অনুসন্ধানের সূচনা হয় নিজের দৌহিত্রীর মাধ্যমে নতুন এক ফাউণ্ডেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনার মাধ্যমে।

অনুবাদ : নাজমুছ ছাকিব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক **স্যার আর্থার চার্লস ক্লার্ক**-এর

ওডেসি সিরিজ

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভিনগ্রহের অতি উন্নত এক বুদ্ধিমত্তার সাথে মানবজাতির সাক্ষাৎ হয়। তার প্রমাণ হিসেবে হাজার বছর পরে চাঁদের মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় কালো এক মনোলিথ। মনোলিথ এবং এর অদ্ভুত রেডিও সিগন্যাল নাসার বিজ্ঞানী হেউড ফ্লয়েডকে শনি গ্রহের পথে দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। কিন্তু মহাকাশে পৌঁছার পরপরই ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব ঘটনা। অতি উন্নত বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন কম্পিউটার হ্যাল ৯০০০ ব্যতীত মহাকাশযানের অন্য কেউই এই অভিযানের আসল উদ্দেশ্য জানত না। কি ছিল সেই মনোলিথের রেডিও সিগন্যালে (২০০১ : আ স্পেস ওডেসি)। ডেভ বোম্যান সহ মহাকাশযানের অন্য ক্রুদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল। হ্যাল ৯০০০ কেন অবাধ্য হয়ে উঠল। ভিন্ন সেই বুদ্ধিমত্তার আসল উদ্দেশ্য কি। এই প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়ার জন্যই নতুন ক্রু নিয়ে নতুন এক মহাকাশ অভিযান শুরু করল নাসা। বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার কাছাকাছি ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার সাথে সাক্ষাৎ হলো মানুষের। তারা সতর্ক করে দিল যেন মানুষ গ্যালাক্সির গ্রহ নক্ষত্রের মাঝে অভিযান চালানো বন্ধ করে দেয় (২০১০ : ওডেসি টু)। দু দুটো অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবার পরও পঞ্চাশ বছর পরে হেউড ফ্লয়েড ভিন্ন গ্রহবাসীদের সতর্কবাণী ভুলে আবার নতুন অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। আবারো তাকে ডেভ বোম্যান, হ্যাল ৯০০০ এবং অসম্ভব ক্ষমতাশালী ভিন্ন এক সভ্যতার মুখোমুখি হতে হবে (২০৬১ : ওডেসি থ্রি)। ধারণা করা হয়েছিল প্রথম অভিযানের অভিযাত্রী ফ্র্যাঙ্ক পোল নিহত হয়েছে, তার মৃতদেহ ভেসে গেছে মহাকাশে। কিন্তু এক হাজার বছর পরে নিশ্ছিদ্র প্রমাণ পাওয়া গেল সে এখনো জীবিত, মানবজাতিকে রক্ষার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপার কাছে এসে সঙ্গী ডেভ বোম্যানের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছে (৩০০১ : দ্য ফাইনাল ওডেসি)।

আর্থার সি ক্লার্ক বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক। ১৯৬৮ সালে বিখ্যাত পরিচালক স্ট্যানলি কুব্রিকের জন্য তার লেখা চিত্রনাট্য '২০০১ : আ স্পেস ওডেসি' চলচ্চিত্রায়িত হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরে এই কাহিনীটিকেই তিনি বই আকারে প্রকাশ করলে সায়েন্স ফিকশন ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং কাহিনীটিকে পরিবর্ধিত করে তিনি আরো তিনটি বই লিখেন। সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় আর্থার সি ক্লার্ক এর ওডেসি সিরিজের চারটি বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ পাবে খুব শিঘ্রি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইটফল

আইজাক আসিমভ

ছয় সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ এক গ্রহে নেমে আসছে অন্ধকার রাত, দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ... ...

ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্মুখীন কালগাশ গ্রহ–কিন্তু অল্প কয়েকজন মানুষই তা জানে। কালগাশ গ্রহের দিনের আলো অবিনশ্বর, ছয়-ছয়টি সূর্য একসাথে আলোকিত করে রাখে গ্রহের আকাশ। কিন্তু দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে রাত, কিছুক্ষন পরেই ছয়টি সূর্য একসাথে অস্ত যাবে–এবং রাতের নিচ্ছিদ্র ভয় জাগানো অন্ধকারের সাথে পরিচয়হীন মানুষগুলো সীমাহীন আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যাবে, সামান্য একটু আলোর জন্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে সবকিছু–ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হয়ে যাবে কালগাশ গ্রহের বুকে গড়ে উঠা সভ্যতা।

আইজাক আসিমভের ছোটগল্প **নাইটফল** প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। সাথে সাথেই গল্পটি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। লেখক পরিণত হন কিংবদন্তীতে। কিন্তু গল্পটি লেখা হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসরে। অনেক প্রশ্নের জবাবই লেখক তাতে দিতে পারেননি। তাই ড. আসিমভ প্রায় তারই সমকক্ষ এবং একাধিকবার হুগো আর নেবুলা পুরস্কার বিজয়ী কল্পকাহিনী লেখক রবার্ট সিলভারবার্গের সাথে মিলে **নাইটফল** গল্পটিকে উপন্যাসে রূপ দেন। এই উপন্যাসটিকে বিবেচনা করা হয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর ইতিহাসে সর্বাধিক জনপ্রিয়, মনোমুগ্ধকর এবং বিস্ময়কর কল্পকাহিনী হিসেবে। মূল ছোট গল্পটিকেই এই উপন্যাসে বিশাল পরিসরে বিস্তৃত করেছেন লেখকদ্বয়। অনেক প্রশ্নের জবাবই এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তারা। এই বই পড়ে পাঠক নিজের অজান্তেই অনুভব করবেন রাতের গভীরতা, দিনের অবসায়নের তাৎপর্য।

নাইটফল-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ পাবে খুব শিঘ্রই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশন **ফাউণ্ডেশন** সিরিজ

আইজাক আসিমভ

"আইজাক আসিমভ" –যাকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন। যুগ-যুগ ধরে অগনিত পাঠককে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকৃষ্ট করে রেখেছেন। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলোকে সহজ সরল ভঙ্গিতে গদ্যে রূপ দিয়েছেন তিনি। ফাউণ্ডেশন সিরিজ আইজাক আসিমভের অমর এক কীর্তি। মাত্র ২১ বছর বয়সে এই সিরিজ লেখা শুরু করেন তিনি। সিরিজের প্রথম ৩টি বই "ফাউণ্ডেশন," "ফাউণ্ডেশন এণ্ড এম্পায়ার" এবং "সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন" কে একত্রে বলা হয় ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি। ফাউণ্ডেশন ট্রিলজি বেস্ট অল টাইম সিরিজ সম্মানে ভূষিত। প্রথম ৩টি বই লেখার পর আসিমভ ফাউণ্ডেশন সিরিজ লেখা বন্ধ করে দেন। কিন্তু পাঠক, প্রকাশকের অনুরোধে দীর্ঘ দুই যুগ পরে তিনি আবার ফাউণ্ডেশন সিরিজ লেখা শুরু করেন এবং আরো ৪টি খণ্ড যথাক্রমে "ফাউণ্ডেশন্স এজ," "ফাউণ্ডেশন এণ্ড আর্থ," "প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন" ও "ফরোয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন" লিখেন। সিরিজের শেষ বইটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর আগের বছর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি সিরিজটিকে আরো বাড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। আসিমভ বেচে থাকলে পাঠক হয়তো এ সিরিজের আরো বই পড়ার সুযোগ পেতেন। আইজাক আসিমভ ফাউণ্ডেশন সিরিজের মোট ৭টি খণ্ড লিখেছেন। বেস্ট সেলিং সায়েন্স ফিকশন হিসেবে ফাউণ্ডেশন সিরিজ হুগো অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

AMARBOI.COM

সায়েন্স ফিকশন ফাউণ্ডেশন সিরিজের সবকটি খণ্ড-ই প্রকাশ করেছে সন্দেশ

ফাউণ্ডেশন	অনুবাদঃ জি এইচ হাবীব
ফাউণ্ডেশন এণ্ড এম্পায়ার	অনুবাদঃ নাজমুছ ছাকিব
সেকেণ্ড ফাউণ্ডেশন	অনুবাদঃ নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন্স এজ	অনুবাদঃ নাজমুছ ছাকিব
ফাউণ্ডেশন এণ্ড আর্থ	অনুবাদঃ নাজমুছ ছাকিব
প্রিলিউড টু ফাউণ্ডেশন	অনুবাদঃ নাজমুছ ছাকিব
ফরোয়ার্ড দ্য ফাউণ্ডেশন	অনুবাদঃ নাজমুছ ছাকিব

এছাড়াও সন্দেশ প্রকাশ করেছে পৃথিবীখ্যাত সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার সি ক্লার্ক-এর সাড়া জাগানো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী The Songs of Distance Earth-এর বঙ্গানুবাদ **দূর পৃথিবীর ডাক**
অনুবাদ : মিজানুর রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~